বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

নরসিংদী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

নরসিংদী

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

রীতা ভৌমিক

সংগ্রাহক

সেলিম সরকার

শিল্পী নাগ

সৈয়দ মর্তুজা জাহাঙ্গীর (সাইমন)

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
নরসিংদী

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩০৯

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস
বাংলা একাডেমি ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত পঁচাশি টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : NARSINGDI (Present state of Folklore in Narsingdi District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan. Managing Editor : Md Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : 285.00 only. US $: 5.

ISBN-984-07-5318-5

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের

www.pathagar.com

কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *ময়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *ময়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ গ্রন্থমালা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, “Folklore is folklore only when performed”. অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে

www.pathagar.com

স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্যাদি/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্কওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রাপথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

www.pathagar.com

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে ফিল্ড-ওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের

www.pathagar.com

সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা

www.pathagar.com

খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলজ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য

www.pathagar.com

অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুরপুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা, বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

www.pathagar.com

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মণ্ডা (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী,. যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), বরিশালের উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা**। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :
১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি: ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না
১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম। তবে লোককবি ও পথুয়া সাহিত্যের কথা থাকবে।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)
ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা কাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature)
ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)
ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk

www.pathagar.com

costume & folk ornaments), গ. লোকখাদ্য (folk food), ঘ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঙ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত ও গাথা (folk Song & ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা।

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য ও লোকনৃত্য (folk theatre & folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. ঘাটুগান, ২. গাজির গান, ৩. বাইদ্যা বা বাইদ্যানীর গান, ৪. পালাগান, ৫. একদিল গান, ৬. কবিগান, ৭. জারিগান, ৮. বিষহরির পাঁচালি। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. মহিলা খেলা, ৮. পলাগুঞ্জি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র (folk medicine & chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকছড়া ও ভাটকবিতা (folk rythm & vat poem)

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (folk belief & folk superstition)

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির সংশ্লিষ্ট পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, প্রকাশন অফিসার শরমিন আহমেদ রুমি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতিবিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ – Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান নরসিংদী জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নরসিংদীর সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৪২

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা ২৩

খ. ভৌগোলিক অবস্থান ২৬

গ. বনভূমি ও গাছপালা ২৮

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৮

ঙ. জনবসতির পরিচয় ২৯

চ. নদ-নদী ও খাল-বিল ২৯

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩০

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ৩১

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ ৩৫

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, লেখক ও কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৭

লোকসাহিত্য (folk literature) ৪৩-১৬৯

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা ৪৩

খ. লোকছড়া ১৬২

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material folk culture) ১৭০-২০৬

লোকশিল্প

১.বয়নশিল্প ১৭০

২.মৃৎশিল্প ১৯০

৩.প্রতিমাশিল্প ১৯৫

৪.আল্পনাশিল্প ২০০

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume and folk ornaments) ২০৭

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ২০৮-২০৯

লোকসংগীত (folk song) ২১০-২৭৯

ক. লোকসংগীত

১. মাজারের গান ২১০

২. মেয়েলি গীত ২২০

৩. বারোমাসি গান ২৫১

৪. বাউল ঠাকুরের গান ২৫২

www.pathagar.com

৫. দেহতত্ত্বের গান ২৫৫
৬. বাংলা জারিগান ২৫৮
৭. মুর্শিদি গান ২৬৯
৮. বিরহ বিচ্ছেদ ২৭২
৯. প্রেমসংগীত ২৭৫

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) **২৮০-২৮২**

লোকউৎসব (folk festival) **২৮৩-৩০৪**

১. ওরস ২৮৩
২. পার্বণ ২৮৭
৩. পদ্মাপুরাণ ২৮৭
৪. মনসাপূজা ২৮৮
৫. বিশ্বকর্মাপূজা ২৯০
৬. লক্ষ্মীপূজা ২৯১
৭. কার্তিকপূজা ২৯৩
৮. দীপাবলি ২৯৩
৯. নবান্ন ২৯৭
১০. শারদীয় দুর্গোৎসব ২৯৮
১১. ঈদ উৎসব ২৯৯

লোকমেলা (folk fair) **৩০৫-৩০৯**

১. বাউল ঠাকুরের মেলা ৩০৫
২. কাবুল শা মেলা ৩০৬
৩. কালীবাড়ি মেলা ৩০৭
৪. তাতাকান্দা অষ্টমী মেলা ৩০৭
৫. গাছতলা মেলা ৩০৮

লোকাচার (ritual) **৩১০-৩৩৬**

১. ব্রতপূজা ৩১০
সুরুজ ঠাকুরের ব্রত ৩১০
নাটাই চণ্ডীর ব্রত ৩১০
মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত ৩২০
২. ভাইফোঁটা ৩২৩
৩. জামাই ষষ্ঠী ৩২৫
৪. ভালা-বুরা ৩২৮
৫. সপ্তমৃত ৩২৮
৬. সাধভক্ষণ ৩২৯

www.pathagar.com

৭. শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি ৩২৯
৮. ষষ্ঠী ৩২৯
৯. নবজাতক শিশুর নামকরণ ৩২৯
১০. অন্নপ্রাশন ৩৩০
১১. ছেলে শিশু জন্মের পর আজান দেয়া ৩৩০
১২. আকিকা ৩৩০
১৩. মুসলমানি বা খৎনা ৩৩০
১৪. বিয়ের নিমন্ত্রণ ৩৩০
১৫. মুসলিম সম্প্রদায়ের বিয়ে ৩৩২
১৬. পৌষ সংক্রান্তি ৩৩৩
১৭. চৈত্র সংক্রান্তি ৩৩৩

লোকখাদ্য (folk food) **৩৩৭-৩৩৯**

লোকক্রীড়া (folk games) **৩৪০-৩৫০**

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) **৩৫১-৩৫২**

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) **৩৫৩-৩৫৫**

ধাঁধা (riddle) **৩৫৬-৩৬৬**

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) **৩৬৭-৩৭১**

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) **৩৭২-৩৭৩**

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) **৩৭৪-৩৮১**

১. মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত হাতিয়ার ৩৭৪
২. বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত হাতিয়ার ৩৭৬
৩. কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ৩৮০
৪. মাছ ধরার প্রযুক্তি ৩৮০
৫. কাঠের আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ৩৮০

লোকভাষা (folk language) **৩৮২-৩৮৮**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

নরসিংদী একটি নবগঠিত জেলা। সাবেক নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি থানা এবং ঢাকা সদর উত্তর মহকুমার কিয়দংশের সমন্বয়ে ১৯৮৪ সালে জেলাটি গঠিত হয়। ঢাকার উত্তর-পূর্ব দিকের ছোট্ট একটি জেলা নরসিংদী। নরসিংদী শব্দটির আসল রূপ হলো *নরসিংহদী*। প্রথম দিকে কারো কারো ধারণা ছিল যে, এখানকার অধিবাসীরা সিংহের মতো পরাক্রমশালী বলে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে নরসিংহদী।

আবার কেউ বলেন, সেন রাজারা শহরের কোনো এক মন্দিরে বিষ্ণুর নরসিংহ অবতার রূপ একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন থেকে এ জায়গার নাম হয়েছে নরসিংহদী, আসলে এসব ধ্যান-ধারণা সবই অনুমান। দেওয়ান শরীফ খাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি মামলায় দলিলপত্রের সঙ্গে দেয়া একটি বংশ তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় একটি নাম নরসিংহ। এই নরসিংহ নাম দেখে প্রমাণ করা যায় যে, সম্ভবত রাজা নরসিংহের নাম থেকেই নরসিংহদী নামের উৎপত্তি। নরসিংহ ছিলেন ঈশা খাঁর একাদশ ঊর্ধ্বতন পুরুষ। তাঁর সময়কাল ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। সে হিসেবে নরসিংহদী নামের উৎপত্তি হয়েছে কম করে হলেও ছয়শত বৎসর পূর্বে।

নরসিংদী, রায়পুরা, মনোহরদী, শিবপুর, নবগঠিত বেলাব ও পলাশ থানাসহ মোট ছয়টি থানার সমন্বয়ে গঠিত হয় বর্তমান নরসিংদী জেলা। এ জেলার মোট জনসংখ্যা ২২,২৪,১৪৪ জন (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।

তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কালীগঞ্জ ও শিবপুর থানার কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয় পলাশ থানা। তারপর নরসিংদী, রায়পুরা, মনোহরদী, শিবপুর ও পলাশ এই পাঁচটি থানা নিয়ে ১৯৭৭ সালে গঠন করা হয় নরসিংদী মহকুমা। ১৯৮৩ সালে রায়পুরা, মনোহরদী ও শিবপুর থানার কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয় বেলাব থানা।

নরসিংদী সদর থানার উত্তরে শিবপুর ও পলাশ থানা, পূর্বে রায়পুরা ও বাঞ্ছারামপুর, দক্ষিণে আড়াইহাজার এবং পশ্চিমে পলাশ ও রূপগঞ্জ থানা অবস্থিত। এর আয়তন ২১৩.৪৪ বর্গকিলোমিটার। ২টি পৌরসভা, ১৪টি ইউনিয়ন, ২৭০টি গ্রাম, ২৯টি মহল্লা, ১৭৪টি মৌজা নিয়ে নরসিংদী সদর গঠিত। এর জনসংখ্যা ৪ লাখ ৫১ হাজার ৩৩৫ জন। এদের মধ্যে নারী ২ লাখ ১৩ হাজার ৮৮৩ জন এবং পুরুষ ২ লাখ ৩৭ হাজার ৪৫২ জন। যাদের মধ্যে রয়েছে মুসলমান ৪ লাখ ১১ হাজার ৭১৮, হিন্দু ৩৯ হাজার ৩৬, বৌদ্ধ ১০১, খ্রিষ্টান ৭৩, উপজাতি ৬৪১ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ৪০৮ জন। মাধবদীর শেকেরচরে রয়েছে বিখ্যাত বাবুরহাট। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কাপড়ের ব্যবসায়ীরা এই হাটে শাড়ি, গামছা, চাদরসহ বিভিন্ন প্রকার কাপড় কিনতে আসে। তরাই'র কাবুল শা মাজার এবং বাউল ঠাকুরের আখড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি।

www.pathagar.com

নরসিংদী জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

শিবপুর থানার অন্তর্গত চক্রধা ইউনিয়নের আশ্রাবপুর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের নিদর্শন থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে জানা যায়, সমতটের বৌদ্ধ রাজারা এ অঞ্চলে একাধিক (মতান্তরে তিনটি) বৌদ্ধ বিহার (উপাসনালয়) স্থাপনের জন্য ভূমি দান করেছিলেন। তাম্রলিপির উদ্ধৃতিমূলক তথ্যে 'পলশত' নামক স্থানে বৌদ্ধবিহার নির্মাণের জন্য ভূমিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ধারণা করা হয় যে, উল্লিখিত 'পলশত' থেকে পলাশের নামকরণ করা হয়েছে।

পলাশ উপজেলার উত্তর-পূর্বে শিবপুর থানা, পূর্বে নরসিংদী সদর থানা, দক্ষিণে নরসিংদী সদর ও রূপগঞ্জ এবং পশ্চিমে কালিগঞ্জ থানা অবস্থিত। এর আয়তন ৯৪.৪৩ বর্গকিলোমিটার। ৫টি ইউনিয়ন, ৯৮টি গ্রাম, ৬৪টি মৌজা নিয়ে পলাশ উপজেলা গঠিত। এ উপজেলার জনসংখ্যা ১ লাখ ৭৪ হাজার ৪০ জন। এদের মধ্যে ৮১ হাজার ৯৫ জন নারী এবং ৯২ হাজার ৯৪৫ জন পুরুষ রয়েছে। এদের মধ্যে মুসলমান ১ লাখ ৫১ হাজার ৪০৩, হিন্দু ২১ হাজার ৮৪৩, বৌদ্ধ ১২৩, খ্রিষ্টান ১৩৪, উপজাতি ৫১৯ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ৫৩৭ জন।

প্রাচীনকালে রায়পুরা অঞ্চলটি হিন্দু বসতি হিসেবে পরিচিত ছিল। জনশ্রুতি রয়েছে 'রায়' বংশীয় জমিদারদের জমিদারি এলাকাভুক্ত অঞ্চল হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে। 'রায়' জমিদারদের নামানুসারে এলাকার নামকরণ হয় রায়পুরা। রায়পুরার চতুর্দিকে বয়ে গেছে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়াল খাঁ নদী।

রায়পুরা উপজেলার উত্তরে বেলাব থানা, পূর্বে নবীনগর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, দক্ষিণে নরসিংদী সদর, নবীনগর ও বাঞ্ছারামপুর এবং পশ্চিমে শিবপুর ও নরসিংদী সদর। এর আয়তন ৩১২.৫০ বর্গকিলোমিটার। এ উপজেলা ২৪টি ইউনিয়ন, ১৫২টি গ্রাম, ১১৩টি মৌজা নিয়ে গঠিত। এর জনসংখ্যা ৪ লাখ ১৩ হাজার ৭৬৫ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ১৩ হাজার ৪১৯ জন এবং নারী ২ লাখ ৩৪৭ জন। এদের মধ্যে রয়েছে মুসলমান ৩ লাখ ৯৪ হাজার ২০৭, হিন্দু ১৮ হাজার ৯২৮, বৌদ্ধ ১০০, খ্রিষ্টান ১২০, উপজাতি ৩৩৯ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ৪১৫ জন।

বেলাব উপজেলা ১৯৮২ সালে গঠিত হয়। এর আয়তন ১১৭.৬৬ বর্গ কি.মি.। এ উপজেলার উত্তরে কটিয়াদি, কুলিয়ারচর, দক্ষিণে রায়পুরা, পূর্বে কুলিয়ারচর ও ভৈরব এবং পশ্চিমে শিবপুর ও মনোহরদী উপজেলা অবস্থিত। বেলাব, আমলাব, বাজনাব, পাটুলী, বিন্নাবাইদ, নারায়ণপুর ও উজিলাব এই সাতটি ইউনিয়ন, ৯৭টি গ্রাম এবং ৫২টি মৌজা নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে আড়িয়াল খাঁ ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। দিঘির মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত শাহ্ ইরানী (র.)'র দিঘি, মসজিদ ও মাজার শরীফ। উপজেলাটির প্রায় সর্বত্র লালমাটি বা এঁটেল মাটি রয়েছে। তবে বেলাব, উজিলাব, আমলাব, বাঘবের, ধলিরপাড়, পাটুলী, গোবিন্দপুর, ভাবলা, হাড়িসাঙ্গন, উয়ারী, বটেশ্বর প্রভৃতি স্থানসমূহে সামান্য উঁচু-নিচু বেশ কিছু টিলাবেষ্টিত স্থান রয়েছে। আলেকজান্ডারের সময়কার উপমহাদেশের পূর্ব সীমানায় শক্তিশালী গঙ্গারিডাই রাজ্য ও তার রাজধানী হিসেবে ইতিমধ্যে উয়ারী বটেশ্বরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে ২,৫০০ বছর পূর্বের সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ। চণ্ডিরাজা ও অসমরাজাকে নিয়ে রয়েছে নানা কাহিনি ও কিংবদন্তি। টঙ্গীরটেক ও ভাবলা গ্রামে

www.pathagar.com

রয়েছে বিখ্যাত বসন্ত কুমার সূত্রধরের মঠ এবং ভাবলা বাবুর বাড়ি। এ এলাকা লটকন, কাঁঠাল, আনারস, আখ, বাদাম এবং সবজি চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানকার অধিকাংশ ঘরবাড়ি মাটির দেয়ালবেষ্টিত। শিক্ষার হার প্রায় ২৭.৭%।

শিবপুর উপজেলা ১৯১৮ সালে থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিবপুর উপজেলার আয়তন ২০৬.৯৮ বর্গকিলোমিটার। ৯টি ইউনিয়ন, ১২৫টি মৌজা এবং ১৯৬টি গ্রাম নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। এ উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র, হাঁড়িধোয়া আর গঙ্গাজলি নদী। এ এলাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে রয়েছে তিন গম্বুজবিশিষ্ট আশরাফপুর মসজিদ ও এক গম্বুজবিশিষ্ট কুমারদি মসজিদ। এছাড়া রয়েছে সোনাইমুড়ি নামক স্থানের টিলা, কুমারপাড়া। এ এলাকায় কামার, কুমার, তাঁতি, কর্মকারসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর বাস রয়েছে। শিক্ষার হার ৩২.৩%।

মনোহরদী উপজেলার উত্তরে পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী, দক্ষিণে শিবপুর, পশ্চিমে কাপাসিয়া এবং পূর্বদিকে বেলাব উপজেলা। এর আয়তন ১৯৫.৫৭ বর্গ কি.মি.। মনোহরদী উপজেলা ১১টি ইউনিয়ন, ১২৪টি মৌজা, ১৬৫টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। এ উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। এখানকার প্রাচীন নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে মিয়াবাড়ির গম্বুজ মসজিদ, আসাদনগরে আসাদ হুজুরের মাজার, পাগলনাথ আশ্রম, শুকুন্দী আব্দুল হাই মৌলভীর মসজিদ, জিবকায়া-খিদিরপুর প্রভৃতি। হাট বাজারের মধ্যে মনোহরদী, হাতিরদিয়া, শেকেরবাজার, মুন্সিবাজার ও ভূঞাবাজারের নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্যের মধ্যে রয়েছে ধান, আখ, ভুট্টা, নারিকেল, কাউন, ডাল ও বিভিন্ন রবিশস্য।[১] সাগর কলার জন্য এ এলাকা বিখ্যাত। এ এলাকায় রয়েছে বিভিন্ন পেশাজীবীর বাস। তাদের মধ্যে রয়েছে স্বর্ণকার, কুমার, কামার, জেলে, তাঁতী এবং ছুতার। এ এলাকায় উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে ধান, আখ, লটকন, সবজি ইত্যাদি। লোকজ সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে কুইড়ার কিসসা, আল্লেকের কিসসা, বেহুলার কিসসা।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

নরসিংদী জেলার অবস্থান ২৩০° ৫৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ৪৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। ঢাকার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত নরসিংদী জেলা। এই জেলাটি চতুর্দিক নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। নরসিংদী জেলার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদী ও কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানা, পূর্বে মেঘনা নদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা ও গাজীপুর জেলা অবস্থিত। এই জেলার আয়তন ১,১১৬ বর্গ কি.মি.। মোট গ্রামের সংখ্যা ১,০৪৮টি এবং মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ৭০টি।[২]

ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-তত্ত্ব

নরসিংদী জেলাকে সমতল, উচ্চ সমতল, নিম্ন সমতল, গৈরিক উচ্চভূমি বলা যায়। এর ভূ-ভাগের কোথাও সমতল, কোথাও বা উচ্চভূমি বা নিম্নভূমি পরিলক্ষিত হয়। কোনো

www.pathagar.com

কোনো এলাকার ভূমি লালমাটি, পলিমাটি, বেলেমাটি ও অপেক্ষাকৃত নবীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত।

এর উত্তরাংশে লাল মাটির উঁচু পাহাড়ি ভূমি, দক্ষিণাংশ সমতল, পশ্চিমাংশ উঁচু সমতল আর সমগ্র সীমান্ত নিম্ন সমতল। নরসিংদী জেলার আবহাওয়া মোটামুটি সমভাবাপন্ন। এ অঞ্চলে ত্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চাষাবাদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাড়িঘর তৈরি, হাট-বাজার, দোকানপাট ও প্রশাসনিক ভবন হিসেবে ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে।

নব্য প্রস্তর যুগের প্রত্ন নিদর্শন

এ জেলার উত্তরাঞ্চলে বেলাব থানার উয়ারী, বটেশ্বর, রাজাবাড়ি, বেলাব ও কামারটেক। গ্রামে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রত্ন ও নব্য প্রস্তর যুগে ব্যবহৃত প্রস্তরিভূত ও অশ্মীভূত কাঠের তৈরি হাত কুড়াল, বাটালি (chisel)। এগুলো থেকে ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার বছর আগেও এখানে মানুষের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের ইতিহাসে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বেলাব লিপির ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

"ঢাকা জেলার (ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের ও শীতলক্ষ্যার মধ্যবর্তী) মহেশ্বরদি পরগণায় অন্তঃপাতী বেলাব নামক গ্রামের জনৈক মুসলমান গৃহস্থ নিজ কুটীরের নিকট গর্ত খনন করিবার সময় [এপ্রিল ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ] এই তাম্রশাসন খানি প্রাপ্ত হয়। সে এই শাসনখানিকে আকাশ হইতে পতিত সুবর্ণপাত্র মনে করিয়া ইহাকে গোপনে পরীক্ষা করিবার জন্য তাম্রফলকে শীর্ষ-দেশস্থ রাজ মুদ্রাটি চাঁছিয়া ফেলিয়াছিল। সেটেলমেন্ট কার্যোপলক্ষে সাব ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত বি.এ. মহাশয় এই তাম্রশাসনের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) ইহা ২ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া ঢাকা নগরীতে আনয়ন করিলে এই তাম্রশাসনের কথা প্রকাশিত হয়। সে সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দত্ত মহাশয় পাঠোদ্ধারের জন্য এই তাম্রশাসনখানি বসাক মহাশয়ের পূর্বতন ছাত্র শ্রীযুক্ত শ্যামলা সুন্দর করের ও শ্রীমান নিকুঞ্জ বিহারী সেনের দ্বারা তাঁহার নিকট (২৪শে জুন ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার ডাক্তার বসাক মহাশয় কর্তৃকই প্রথম সম্পাদিত হয়। এই তাম্রপট্টখানির আয়তন দশ ভাগের চারের এক গুণ নয় ভাগের দুয়ের এক ইঞ্চি। ইহাতে প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ৩৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষা নিবদ্ধ দানলিপি উৎকীর্ণ আছে।'...

এছাড়াও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন স্থানে উয়ারী, মরজাল, কান্দুয়া, ভাবলা, পাটুলি, ব্রাহ্মণের-গাঁও প্রভৃতি গ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের রৌপ্যমুদ্রা (Punch marked silver coin) ও নকশি পাথরের (stone) যেগুলো খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে প্রথম শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুদ্রা-প্রাপ্তিস্থান থেকে ধারণা হয় এ অঞ্চলটি সম্রাট অশোকের শাসনাধীন ছিল।

www.pathagar.com

নরসিংদীর উয়ারী গ্রামে প্রাপ্তিস্থানে প্রচুর ছাপাংকিত রৌপ্য মুদ্রা, নকশি পাথরের গুটিকা এবং অতি সূক্ষ্ম ও অনুপম কারুশিল্পের নিদর্শনরূপে ক্ষুদ্রাকৃতি, একটি বিষ্ণুপট্ট দ্বারা এ অঞ্চলে মৌর্য শাসনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ের খড়গ বর্মণ বংশীয় রাজাদের তাম্রলিপি, মধ্যযুগীয় মুসলিম সুলতানদের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, শিলালিপি স্থাপত্য, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩]

এছাড়া এ জেলার শিবপুর উপজেলার সোনাইমুড়ি নামক স্থানে উঁচু নিচু লালমাটির টিলা রয়েছে। বেলাব উপজেলার উত্তর পশ্চিমের সর্বশেষ সীমানায় হাবিশপুর গ্রামে শাহ্ ইরানীর (র.) দিঘি, মসজিদ ও মাজার, কাবুল শাহ (র.)-এর মাজার, শিবপুর উপজেলার কুমারদি গ্রামে শাহ্ মনসুরের মাজার ও মসজিদ, শিবপুর উপজেলার পূর্বদিকের শেষ প্রান্তে জসর গ্রামে শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দির ও আখড়া এবং মনোহরদী উপজেলার আসাদনগরের হুজুরের সমাধি রয়েছে।

গ. বনভূমি ও গাছপালা

নরসিংদী জেলার নরসিংদী, বেলাব, পলাশ, রায়পুরা, জিনারদি ইত্যাদি অঞ্চল সাগরকলা, মনোহরদীর হাতিরদিয়া চম্পা কলার জন্য প্রসিদ্ধ। বেলাব, পলাশ ও রায়পুরার মরজাল কাঁঠালের জন্য বিখ্যাত। বেলাব উপজেলার দড়িকান্দি, দুলালকান্দি, হড়িসাঙ্গানসহ কয়েকটি গ্রামে সবজি-পাট শাক, ডাঁটা (আঞ্চলিক ভাষায় ডেঙ্গা), ঝিঙ্গা, শসা, লাউ, বরবটি, ঢেঁড়স, বেগুন, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, মিষ্টিকুমড়া, সিম, করলা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। শিবপুর উপজেলা লটকন ও সবজির ফলনও এখানে ভালো হয়। ঘোড়াশাল ও বেলাব উপজেলার হাড়িসাঙ্গান আনারস চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ঈশা খাঁর একাদশ উর্ধ্বতন পুরুষ নরসিংহ থেকে নরসিংদী নামের উৎপত্তি হলেও নরসিংহের সঙ্গে 'দি' শব্দটি কীভাবে যুক্ত হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আসলে প্রাচীনকালে শব্দটি ছিল 'ডিহি'। সংস্কৃত ভাষার এই শব্দটির অর্থ হলো 'ডাঙ্গা'। নরসিংদী একটি উচ্চ স্থলভূমি। এজন্য প্রাথমিক যুগে এর নামকরণ হয়ে থাকবে, 'নরসিংহ ডিহি'। পরবর্তীকালে সাধারণের মুখে বিকৃত হয়ে এর নামকরণ হয় 'নরসিংহ দীহি'। এই শব্দটি উচ্চারণে 'হ' ও 'হি' অক্ষর দুটির আলাদা কোনো গুরুত্ব না থাকায় ক্রমান্বয়ে তা বাদ পড়ে যায়।

কাজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নরসিংহের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করা হয় নরসিংহ ডিহি। বর্তমানে যা হয়েছে নরসিংদী। যা দেওয়ান শরীফ খাঁ ও নরসিংহের পরিচিতি এখানে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

নরসিংহের পিতা রাজা ধনপদ সিংহ হাবসি শাসনের শেষ পর্যায়ে সোনারগাঁ ভূখণ্ডের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শীতলক্ষ্যার তীরের জমিদার ছিলেন। রাজা নরসিংহ শীতলক্ষ্যা নদীর তিন মাইল পূর্বে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে নগর নরসিংহপুর নামে একটি ছোট শহর প্রতিষ্ঠা করে নিজের অবস্থান তৈরি করেন। বর্তমানে এই গ্রামটি পলাশ থানায় অবস্থিত এবং পারুলিয়া নামে পরিচিত। নগর নরসিংহপুর ছিল ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে।

এই নদীর পূর্ব তীরে 'নরসিংহের চর' নামে একটি গ্রাম এখনও বর্তমান। এই বংশের অধস্তন একাদশ পুরুষ কালিদাস সিংহ হোসেনশাহী বংশের শাসনের শেষের দিকে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সোলেমান খাঁ নাম নিয়ে সোনারগাঁ অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোলেমান খাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ঈশা খাঁ ও দ্বিতীয় পুত্র ইসমাইল খাঁ। আর দেওয়ান শরীফ খাঁ হলেন দেওয়ান ঈশা খাঁর পঞ্চম অধস্তন পুরুষ।

১৮৮২ সালে ঢাকা সদর মহকুমার নারায়ণগঞ্জ, রূপগঞ্জ, রায়পুর, পুলিশ স্টেশন এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমার নরসিংদী ও বৈদ্যেরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির এলাকাধীন অঞ্চল ও ২,১১৭ টি গ্রামের সমন্বয়ে ৬৪১ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে স্থাপিত হয় নারায়ণগঞ্জ মহকুমা।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন ছিল রূপগঞ্জ থানা। এই রূপগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান নরসিংদী সদর থানার সমগ্র এলাকা।

নরসিংদী জেলার অবশিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল রায়পুরা ও মনোহরদী থানা। ১৯১০ সালে নরসিংদীতে স্থাপিত হয় একটি পুলিশ ফাঁড়ি। এই ফাঁড়িকে ১৯৩৩ সালে রূপান্তরিত করা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ থানায়। সম্ভবত এই সময়েই শিবপুরেও স্থাপিত হয় পূর্ণাঙ্গ থানা।

খ্রিষ্টপূর্ব কালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের মধ্যে মেঘনা, হাড়িধোয়া ও আড়িয়াল খাঁ নদী সংগমের তীরে অবস্থিত নরসিংদী বন্দরটি ছিল প্রাচীনকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এটি পরিণত হয় একটি ক্ষুদ্র বাজারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অত্র এলাকায় নীলের চাষ বন্ধ হয়ে যায়। এখানে ব্যাপকভাবে পাটের চাষ বৃদ্ধি পায়, ফলে এ সময়ে ইংরেজ, গ্রিক ও বার্মার ব্যবসায়ীগণ নরসিংদীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলে নরসিংদীর গুরুত্ব পুনরায় বেড়ে যায়।

ঙ. জনবসতির পরিচয়

নরসিংদী জেলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ প্রায় ৯ লাখ ৭৪ হাজার ২৬ এবং নারী প্রায় ৯ লাখ ২১ হাজার ৯৫৮ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় গড়ে ১ হাজার ৭৪৪ জন লোক বাস করে।

চ. নদ-নদী ও খালবিল

শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে এই জেলাটি অবস্থিত। জেলার মধ্য দিয়ে সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদী। জেলার কণ্ঠে সাতনড়ি হার হয়ে দুলছে শাখা নদী আঁড়িয়াল খাঁ, হাঁড়িধোয়া, পাহাড়িয়া, কাওর, কলাগাছিয়া, গঙ্গাজলী ও বালু।

www.pathagar.com

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এ জেলায় শিক্ষার হার ২৫.৭৯%। ব্রিটিশ আমলে নরসিংদীর বিভিন্ন স্টেটের জমিদাররা জনসাধারণের শিক্ষার প্রসারের জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– নরসিংদী সদরের শ্রীনগর গ্রামের *শ্রীনগর বাংলা মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়*। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২০ সাল। রসুলপুর গ্রামে ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়। পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে এই স্কুলটি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন মৌলভী সেকান্দর আলী মাস্টার। বাঘাইকান্দি গ্রামে ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় *বাঘাইকান্দি মডেল স্কুল*। সাটিরপাড়ায় ১৯০১ সালে নরসিংদীর জমিদার ও স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী ললিতমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেন *সাটিরপাড়া কালীকুমার ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয়*। বর্তমানে এটি সাটিরপাড়া কে কে ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিত। জমিদার ললিতমোহন রায় বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। জমিদার নবীন চন্দ্র সাহার ছেলে কালী চন্দ্র সাহা ১৯০৫ অথবা ১৯০৬ সালে বালাপুরে বাবার নামে প্রতিষ্ঠা *করেন বালাপুর নবীন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়*। তিন জমিদার নরেশ গুপ্ত, প্রতাপ গুপ্ত সেন এবং বিজয় সেন যৌথভাবে ১৯১৯ সালে পাঁচদোনায় প্রতিষ্ঠা করেন *পাঁচদোনা স্যার কেজি গুপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়*। জমিদার জিতেন্দ্র কিশোর মল্লিক ব্রাহ্মণদিতে ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্মণদি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়। পরবর্তীকালে এটিকে ব্রাহ্মণদি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নামকরণ করা হয়। মাধবদীতে জমিদার সতীপ্রসন্নের তিন ছেলে গোপাল গুপ্ত রায়, বিকাশ গুপ্ত রায় এবং শৈলেন গুপ্ত রায় বাবার নামে ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন *সতীপ্রসন্ন উচ্চ বিদ্যালয়*। পরবর্তীকালে এর নামকরণ করা হয় মাধবদী এস ইনস্টিটিউশন। স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী সুন্দর আলী গান্ধী নরসিংদীর মেঘনা নদীর পাড়ে ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন গান্ধী স্কুল। পরবর্তীতে এটিকে পাইলট স্কুল নামকরণ করা হয়। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নরসিংদী সরকারি কলেজ। সাটিরপাড়ায় ১৯৫৭ সালে জমিদার ললিতমোহন মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করেন সাটিরপাড়া *কমলকামিনী গার্লস স্কুল*। পরবর্তীতে এই স্কুলের নামকরণ হয় নরসিংদী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এছাড়াও রয়েছে *মাধবদী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ*, ভাটপাড়ায় *ভাটপাড়া এনসি গুপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়* এবং মাধবদীতে *মাধবদী বিশ্ববিদ্যালয়* কলেজ। বেলাব উপজেলার নারায়ণপুরে নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বটেশ্বর গ্রামে বটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। শিবপুর উপজেলার উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে শিবপুর সদরে ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত *শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়*, শিবপুর বাসস্ট্যান্ডে *শিবপুর সৈয়দ আসাদ কলেজ*, লাকপুরে *লাকপুর শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়* ইত্যাদি। রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদে ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় *আদিয়াবাদ মুসলিম হাই স্কুল*। মনোহরদীতে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে *মনোহরদী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়*। পলাশ উপজেলার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে গয়েশপুরে গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং চরসিন্ধুরে চরসিন্ধুর উচ্চ বিদ্যালয়।[৪]

www.pathagar.com

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

কমরেড আব্দুল হাই

বেলাব উপজেলার চরউজিলাব গ্রামের কৃষকের মুক্তিদূত ত্যাগী, নির্যাতিত, আত্মনিবেদিত কমরেড আব্দুল হাই ১৯৫৬ সালে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য পুলিশি হয়রানির শিকার হন। পুলিশ প্রশাসন তাকে ধরার জন্য বিশ হাজার টাকা ঘোষণা করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে হাজির না হলে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দেয়। তখন পার্টির নির্দেশে তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কারাগারে প্রেরণ করে। তাঁর গ্রেফতারের সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে

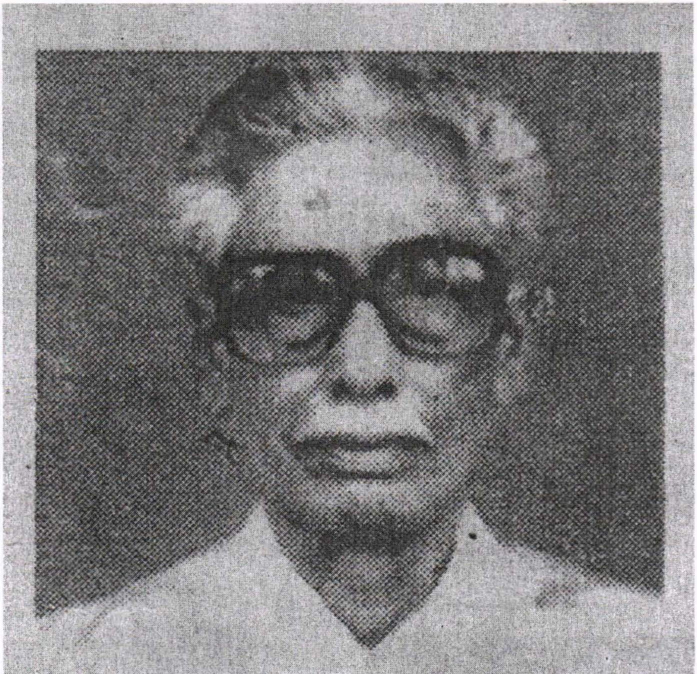

কমরেড আব্দুল হাই

পড়লে হাজার হাজার মানুষ আব্দুল হাইকে মুক্ত করার জন্য 'রায়পুরা থেকে ঢাকা চলো' অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নরসিংদীর বাবুরহাট এলাকায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ফলে আব্দুল খালেক, আমির আলী, আবেদ দেওয়ান, প্রফুল্ল

www.pathagar.com

চন্দ্র শীলসহ কয়েক শ লোককে পুলিশ গ্রেফতার করে। আহত হয় কয়েক হাজার। ঢাকা কারাগারে অবস্থানকালে কমরেড আব্দুল হাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, রাশেদ খান মেনন, হাতেম আলী খান, ব্রজেন সাহা, হানিফ খান, সন্তোষ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতাকর্মীর সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। দীর্ঘকাল কারান্তরালে থাকার পর ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের সময় মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন।[৫]

শহিদ আসাদ

আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শহিদ আসাদ নামেই সকলের কাছে পরিচিত। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুথানে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১ দফা আদায়ের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি। তাঁর জন্ম নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় ১৯৪২ সালের ১০ জুন। শিবপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৬০ সালে এসএসসি পাশ করেন। এরপর মুরারি চান কলেজ (জগন্নাথ কলেজ) থেকে আইএ পাশ করে ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ভর্তি হন। ১৯৬৬ সালে অনার্স পাশ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে এম এ ভর্তি হন।

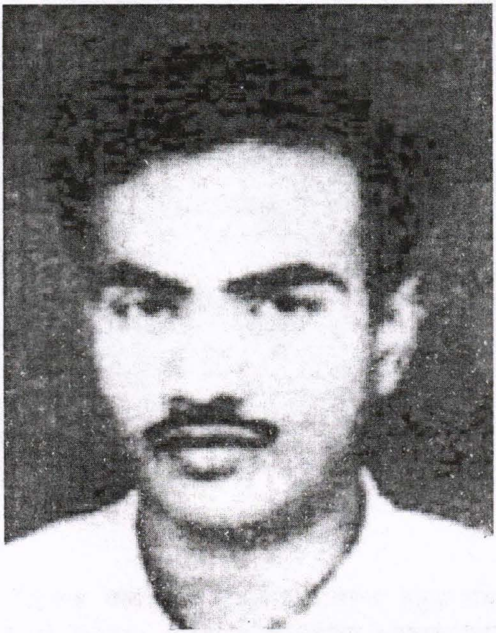

শহিদ আসাদ

www.pathagar.com

তিনি 'জনগণতন্ত্র'কে মনে করতেন মুক্তির মন্ত্র। তাই ১৯৬৭ সালে তিনি জাতীয় আওয়ামী পার্টি এবং কৃষক সমিতির সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নির্দেশে নিজ এলাকা শিবপুর-হাতিরদিয়া-মনোহরদি-রায়পুরা ও নরসিংদীর এলাকাসমূহে একটি শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেন। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে শিবপুরে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা সিটি ল কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৯ সালে তিনি এম এ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটির কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একজন অগ্রণী সংগঠক। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা হল শাখার সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সংগঠক।

ছাত্র ও কৃষক সংগঠনে অথবা গণশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যেই আসাদের চিন্তা ও তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা সমাবেশ থেকে ১১ দফার বাস্তবায়ন এবং ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ ও ই.পি.আর. বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা লঙ্ঘনের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ২০ জানুয়ারি গোটা পূর্ব পাকিস্তানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানায়। এ ধর্মঘট প্রতিরোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই প্রতিরোধ অতিক্রম করে বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। বেলা বারোটার দিকে বটতলায় এক সংক্ষিপ্ত সভা শেষে প্রায় দশ হাজার ছাত্রের একটি বিশাল মিছিল ১৪৪ ধারা ভেঙে রাজপথে পা বাড়ায়। মিছিলটি চাঁনখার পুলের কাছে পৌঁছা মাত্রই পুলিশ এর ওপর হামলা চালায়। প্রায় ঘন্টাখানেক সংঘর্ষ চলার পর আসাদসহ কয়েকজন ছাত্রনেতা মিছিলটিকে ঢাকা হলের পাশ দিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে একজন পুলিশ কর্মকর্তা খুব কাছ থেকে রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে আসাদকে হত্যা করে।[৬]

আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া

আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া একজন রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী। তিনি ১৯৪৩ সালের ৩ জানুয়ারি নানাবাড়ি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার মাশিমপুর ইউনিয়নের আসাদনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। শিবপুর হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন এবং নরসিংদী কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। নরসিংদী কলেজে পড়ার সময়ে ১৯৬০ সালে তিনি নরসিংদী কলেজের সমাজকল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জাতীয় আওয়ামী পার্টি এবং কৃষক সমিতির সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে রাজনীতি জীবন শুরু করেন। মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া কৃষক আন্দোলনে

www.pathagar.com

অংশ নেন। দীর্ঘদিন কৃষক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকরা অনেক উন্নতি করেন।

আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া

বিএ পড়ার সময়ে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে ১৯৬২ সালে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া আইউব বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৬৪ সালে তিনি বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ভর্তি হন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। দুই বছর তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪-৬৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে ইতিহাস বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল ল কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রিও লাভ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনুরোধে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাকে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কনভেনর হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ১৯৯১ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ২৬ জুন তাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব পদে মনোনীত করেন। ২০০১ সালে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালের ২৮ জুলাই তিনি মারা যান।[৭]

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার আব্দুর রহমান তারা মাস্টার, বেলাব উপজেলার চর উজিলাব গ্রামের কমরেড আব্দুল হাই, বেলাব বাজারের সিরাজ মাস্টার, দুলালকান্দির মমতাজ, বাজনাব গ্রামের জাফর আলী ইঞ্জিনিয়ার, শিবপুর উপজেলার আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশের মতো নরসিংদী জেলার রায়পুরা, বেলাব, মনোহরদীতে কৃষক, ছাত্র ও যুবকদের সংগঠিত করেন তারা। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ রাত তিনটায় ইপিআরের কিছু সদস্য বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ সুবেদার মেজর আব্দুল হাকিমের নেতৃত্বে সাতটি গরুর গাড়িতে চড়ে বেলাব উপজেলার চরউজিলাব গ্রামে আব্দুল হাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। মনোহরদী উপজেলার আব্দুর রহমান তারা মাস্টার ইপিআরদের তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তার বাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্গে পরিণত হয়। তিনি সুসংগঠিত বাহিনী তৈরি করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; গুপ্তচরের মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ, অপারেশনের আগে রেকিকরণ, নদীপথ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে নভেম্বরের শেষ সময়ে পাক হানাদাররা তার বাড়িটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[৮]

বেলাব থানার কয়েকটি এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্গ হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রায় দুই হাজারের মতো মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার আব্দুল বাশারের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কমরেড আব্দুল হাইয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র হস্তান্তর করা হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় তারা রায়পুরা কলোনিতে বিডিআর উদ্ধার, বেলাব গুদারাঘাটে পাকআর্মিদের আক্রমণ ও বেলাব বাজার ভাঙ্গারঘাট অপারেশন করেন। ১৯৭১ সালের ১৩ জুলাই বড়িবাড়ির যুদ্ধটি ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ। বিকাল সাড়ে চারটার দিকে পুরনো ব্রহ্মপুত্র দিয়ে টোকের দিক থেকে পাকসেনারা মাঝারি আকৃতির চারটি লঞ্চ নিয়ে ডুমরাকান্দা বাজারে এসে পৌঁছে। চারটি লঞ্চই এখানে নোঙ্গর ফেলে। গোপন সূত্রে জানা যায়, ওই চারটি লঞ্চে ১০০ থেকে ১৫০ জন পাকসেনা রয়েছে।[৯]

www.pathagar.com

বেলাব বাজারে সিরাজ মাস্টারের ওষুধের দোকানে মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে ৮ থেকে ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করতেন। বড়িবাড়ির পার্শ্ববর্তী বাজনাব গ্রামের জাফর আলী ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতেও মুক্তিসেনাদের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেন, পাকসেনারা বিন্নাবাইন ইউনিয়নের সর্বদক্ষিণের নদী তীরবর্তী গ্রাম মেরাতুলির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা আক্রমণ করবে। স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় সে রাতে প্রায় ৯টা পর্যন্ত মেরাতুলি গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে নদীর তীর বরাবর মুক্তিযোদ্ধারা বাঙ্কার খনন করেন। ওই সময় আগরতলা থেকে আরো ৮ থেকে ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা বেলাব বাজারে আসেন। এই মুক্তিসেনারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মেরাতুলির অপারেশনটি বাতিল করে দেন। কারণ, মেরাতুলির পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে নদী। উত্তর দিকে রয়েছে 'বড় দহবিল' নামে একটি বিরাট জলাশয়। এখানে পাকসেনারা অবতরণ করলে আশেপাশের গ্রামগুলোকে আর টিকিয়ে রাখা যাবে না।

এরপর চট্টগ্রাম নিবাসী দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার সুবেদার আবুল বাশারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বড়িবাড়ি গ্রাম বরাবর নদীর তীর থেকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তাদের সঙ্গে যোগ দেন। একটি রকেট লাঞ্চার, ৩৬টি গ্রেনেড, কিছুসংখ্যক সাব-মেশিন গান, লাইট মেশিন গান, চাইনিজ রাইফেল ও ৩০৩ রাইফেল নিয়ে ২২জন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনাদের মোকাবেলা করার জন্য সারারাত নদীর তীরে অবস্থানের প্রস্তুতি নেয়। অন্য মুক্তিযোদ্ধারা পরদিন খুব ভোরে দক্ষিণ-পূর্বদিকের আনর আলী খেয়াঘাট থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ৮০০ গজের একটি ব্যূহ রচনা করেন। নদীর ধারের সামান্য উঁচু রাস্তাটিকে সামনের আড়াল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরদিন পাকসেনারা সকাল ৭টায় ভুমরাকান্দা বাজার ত্যাগ করার সময় বাজিতপুর এলাকার দু'জন বেপারিকেও তাদের দুটি ছইওয়ালা দেশি ধানের নৌকা নিজেদের লঞ্চের সঙ্গে নিয়ে আসতে বাধ্য করে। সম্ভবত বড়িবাড়ি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের আয়োজনের খবর আগেই পাকসেনারা অবগত হয়েছিল। ওই ছইওয়ালা নৌকার ভিতর ৫০ থেকে ৬০ জন পাকসেনা অবস্থান করছিল। আর ছইয়ের ওপর বসা ছিল কয়েকজন বাঙালি। পাকসেনাদের নির্দেশে মাঝি নৌকা দুটি চালিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তখন নৌকা দুটো মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যারিকেডের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ফায়ারের জবাবে পাকসেনারা পেছনের দুটো লঞ্চ সামনে অগ্রসর হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে হেভি মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা স্টেনগান ও এলএমজি দিয়ে লঞ্চগুলোর দিকে বেপরোয়াভাবে গুলি ছুঁড়ে। এদিকে নৌকা দুটো বাঘবেড়ের ভাঙ্গারঘাটে ভিড়ে এবং পাকসেনারা নৌকা থেকে নেমে পশ্চিম দিকে গ্রামের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। ততক্ষণে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। বড়িবাড়ির দিক থেকে আগত লঞ্চগুলো হতেও অনবরত মর্টারশেল নিক্ষিপ্ত হয়। ক্রসফায়ারিংয়ে পড়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। দুলালকান্দির মমতাজউদ্দিন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেই তার চোখের ভেতর দিয়ে গুলি বেরিয়ে যায়। সেখানেই তিনি শহিদ হন। চট্টগ্রামের সুবেদার আবুল বাশার দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন। তিনি

www.pathagar.com

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ক্রলিং করতে করতে হাজী মুহম্মদ মফিজউদ্দিন মুন্সীর হলুদ ক্ষেতে এসে পড়ে যান। সেখানেই তিনি শহিদ হন। এরপর পাকসেনারা যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই হত্যা করে। এভাবে শহিদ হন মেরাতুলি গ্রামের রফিক, বেলাব মাটিয়ালপাড়া গ্রামের কবীর মৌলভী (৮০), সন্ন্যাসপাড়ার নায়েব আলী, বড়িবাড়ি গ্রামের হাসিম, হামিম, ছায়েদুল্লা, কাদির, আশরাফ আলী, বাজনাব গ্রামের সাদির, মজিদ, নিয়ত আলী, তাজুল, মনোহর আলী, দুলু মিয়াসহ ৪০ থেকে ৪২ জন গ্রামবাসী ও ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা।

আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এক হাজার স্থানীয় যুবককে সংগঠিত করে অস্ত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুসংগঠিত বাহিনী তৈরি করেন। এই মুক্তিযোদ্ধারাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি নরসিংদীর শিবপুর উপজেলাকে পাকবাহিনী মুক্ত এলাকা ঘোষণা করেন।[১০]

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, লেখক ও কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নরসিংদী জেলার মানুষ সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এতই সমৃদ্ধ যে ইতিহাস আজো তার সাক্ষ্য বহন করছে।

গিরিশ চন্দ্র সেন

জেলার নরসিংদী উপজেলার পাঁচদোনা ইউনিয়নের পাঁচদোনা বাজারে সেন জমিদার বংশের জমিদার মুনশী রায় মোহন রায়ের পৌত্র এবং মাধব রায়ের পুত্র ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন প্রথম বাংলায় কোরআন শরীফ অনুবাদ করেন। তাঁর জমিদার বংশের মূল পদবি ছিল 'সেন রায়'। ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন-এর বাংলায় কোরআন শরীফ অনুবাদ-এর মাধ্যমেও এই এলাকার মানুষ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। এ এলাকার লোকেরা সৌহার্দ্যপূর্ণ। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল।[১১]

শামসুর রাহমান

শামসুর রাহমান ছিলেন একজন কবি, কলামিস্ট এবং সাংবাদিক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনেক। তিনি ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাহাড়তলী গ্রামে। তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মেঘনা নদীর একটি শাখা নদী। তের ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। ঢাকায় তার বেড়ে ওঠা। ১৯৪৫ সালে পগোজ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। আই এ ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। এখান থেকে আই এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ভর্তি হন। তিন বছর পড়াশুনা করেও তিনি পরীক্ষায় অংশ নেননি। এর তিন বছর পর তিনি বি.এ (অনার্স) ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে বিএ পাশ করেন এবং পরে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ করেন।

www.pathagar.com

ঢাকা কলেজে পড়ার সময়ে ১৮ বছর বয়সে শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা লেখায় হাতেখড়ি। তাঁর প্রথম কবিতা *উনিশশো উনপঞ্চাশ* সোনার বাংলা থেকে প্রকাশ হয়। তাঁর বিখ্যাত কবিতা *আসাদের শার্ট, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মানবিক সম্পর্ক, যৌবনের প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে।

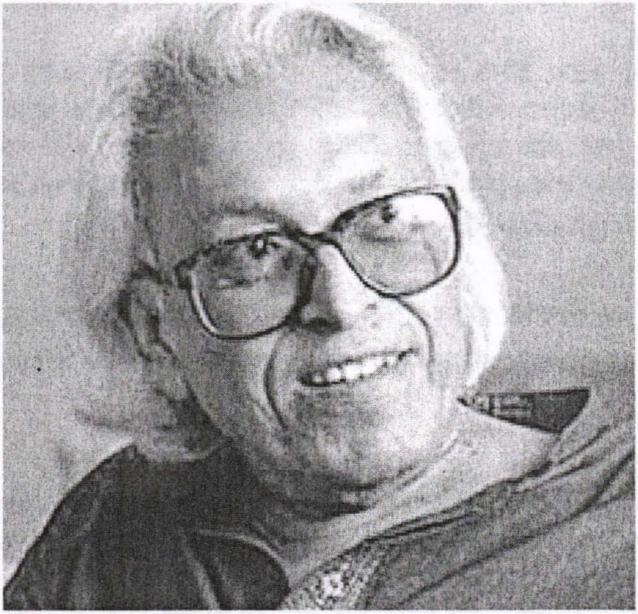

কবি শামসুর রাহমান

কবি শামসুর রাহমানের কবিতা বইয়ের সংখ্যা ষাটেরও অধিক। তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। অন্য কবিতা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *রৌদ্র করোটি* (১৯৬৩), *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৭), *নিরালোকে দিব্যরথ* (১৯৬৮), *নিজ বাসভূমি* (১৯৭০), *বন্দী শিবির থেকে* (১৯৭২), *আমরা কজন সঙ্গী* (১৯৮৬), *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার* (১৯৮৭) ইত্যাদি।

পেশাগত জীবন শুরু করেন ১৯৫৭ সালে দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা *মর্নিং নিউজ*-এর সাংবাদিকতা দিয়ে। এরপর *রেডিও পাকিস্তান*, *দৈনিক বাংলা* এবং *সাপ্তাহিক বিচিত্রার* সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন আদমজী অ্যাওয়ার্ড (১৯৬২), বাংলা একাডেমী অ্যাওয়ার্ড (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা দিবস অ্যাওয়ার্ড (১৯৯১), মিতশুবিশি অ্যাওয়ার্ড অব জাপান (১৯৯২), ভারতের আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪) এবং টিএলএম সাউথ এশিয়ান লিটারেচার অ্যাওয়ার্ড ফর দ্য মাস্টার্স (২০০৬)।

www.pathagar.com

আলাউদ্দিন আল আজাদ

কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার বামনগর গ্রামের কৃতী সন্তান। বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন তিনি লেখালেখি শুরু করেন এবং 'ছোটদের নজরুল' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এটি ছিল তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধ। তাঁর প্রথম কবিতা *বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ* কলকাতার *যুগান্তর* পত্রিকায় ছোটদের পাতায় ছাপা হয়। *সওগাত* পত্রিকায় ১৯৪৬ সালে 'আবেগ' নামে তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ হয়।

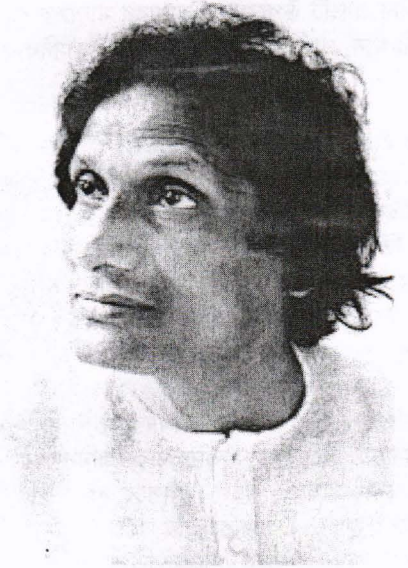

কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ

বামনগর গ্রামের পরিবেশে বেড়ে ওঠা আলাউদ্দিন আল আজাদ নাট্যকার, সমালোচক, বিশ্বময় খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্য তাত্ত্বিক এবং অনন্য সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের কবি হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। নারায়ণপুর স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী আয়োজনে অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের কোপানলে পড়ে সাত মাস জেল খাটেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জরুরি বিভাগে রাত ৮টার দিকে বুলেটবিদ্ধ আবুল বরকতের মৃত্যুতে তিনি দিশেহারা হন। এরপরও তিনি কয়েকজনের সাথে পাটুয়াটুলির 'সওগাত' অফিসের বিপরীত গলিতে অবস্থিত পাইওনিয়ার প্রেসে গিয়ে একটি তাৎক্ষণিক বুলেটিন ছাপার ব্যবস্থা করেন। এই বুলেটিনের একটি ভাষ্যে একটি মন্তব্য ছিল : 'বিপ্লবের কোদাল দিয়ে আমরা অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর কবর রচনা করবো।'[১২]

www.pathagar.com

দেওয়ান দর্প নারায়ণ

সাংবাদিক একে ফজলুল হক বলেন, দেওয়ান দর্প নারায়ণ ছিলেন নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদরের পাঁচদোনার অধিবাসী। তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খানের দেওয়ান ছিলেন এবং তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি নরসিংদী, রূপগঞ্জ এলাকার মানুষের জলের কষ্ট নিবারণের জন্য মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থলে ভবানীর খাল খনন করেন। এছাড়াও তিনি পাঁচদোনা ইউনিয়নের সদর থানার ভাটপাড়ার দিঘি, পাঁচদোনার দিঘি, ভুলতার দিঘিসহ প্রায় এক ডজন দিঘি খনন করেন।

এছাড়া নরসিংদীর প্রতিটি উপজেলার সাধারণ মানুষের কাছে কবি গান, পুথি পাঠ, কিসসা কাহিনি, জারি গান, গাজীর গান, বাউল গান ইত্যাদির কদর ছিল।

হরিচরণ আচার্য

নরসিংদী উপজেলার হাঁড়িধোয়া নদীর তীরে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে হরিচরণ আচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণু মোহন আচার্য। হরিচরণ আচার্য রামায়ণ গান গেয়েই তার সাংস্কৃতিক জীবন শুরু করেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত কবিয়াল। সেসময়ে তিনি কবি ও গুণাকর উপাধিতে ভূষিত হন। ত্রিপুরার মহেশাঙ্গনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক কবিগানের আসরে উপস্থিত ছিলেন। হরিচরণ আচার্যের কবিগান শুনে মুগ্ধ হয়ে কবিগুরু তাকে কবিয়ালের স্বীকৃতি দেন। তিনি অসংখ্য ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন। তাঁর তিনটি বইয়ের মধ্যে একটি *'কবির ঝংকার'*, *'বঙ্গে কবির লড়াই'* ও *'অমিয় লহরী'*। তাঁর ওস্তাদ হরিশ চন্দ্র চক্রবর্তী সেসময়ের মাধবদীর জমিদার সতিপ্রসন্ন গুপ্ত রায়ের জমিদারি মামলার তদারকি করতেন। একবার মামলার তদারকি করতে গিয়ে কলকাতায় এক জমিদারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে তখন কবিগানের আসর চলছিল। আসরে দুই দলের মধ্যে তিনি এক দলকে আস্তে আস্তে কবি গানের প্রত্যুত্তর বলে জেতায় সহযোগিতা করেন। বিপক্ষ দল বিষয়টি বুঝতে পারেন। এরপর যখন জানতে পারেন তিনি পূর্ব বাংলার লোক। পূর্ব বাংলার লোক হওয়ায় তাকে গালিগালাজ করে। হরিশ চন্দ্র চক্রবর্তী এই অপমান মেনে নেন না। এই অপমানের জবাব দেওয়ার জন্য জমিদারের কাছে অনুমতি নিয়ে তিনি আসরে ওঠেন প্রত্যিত্তুর দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, তোমরা আমাদের ছেউড়া বলছ? আমাদের মা নাই এইজন্য। কিন্তু তোমরা বেজন্মা। তোমাদের পিতৃ পরিচয় নাই। এর জবাবে বিপক্ষ দল তাকে বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষার শুদ্ধতা নাই। তোমরা বেগুনরে বল বাইগুন। তোমরা নেমে এসোকে বলো নেবে আসো। প্রত্যেক শব্দে 'ম' এর স্থলে 'ব' উচ্চারণ কর। সেক্ষেত্রে মামার বদলে তোমরা কি উচ্চারণ কর। এর প্রত্যুত্তরেও তিনি তাদের নাস্তানাবুদ করেন।[১৩]

কোমরদি গাইন

পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের তালতলা গ্রামের গাজীর গানের গায়ক কোমরদি গাইনের উত্তরসূরি মো. ওমর আলী জানান, পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের তালতলা গ্রামের অধিবাসী কোমরদি গাইন ব্রিটিশ আমলে গাজীর গান গাইতেন। একশত বছর আগে তিনি মারা যান। তাঁর ছেলে মানিক গাইন বাবার পথানুসারী হয়ে

www.pathagar.com

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে নিজ গ্রাম পলাশ উপজেলার তালতলায়, গাজীপুর জেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার শিমুলিয়া, আতলাপুরে গাজী গানের আসরে গান গেয়েছেন। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ এলাকা থেকে গাজীর গান বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১৪]

ইয়াকুব আলী

ফোকলোরবিদ মুহম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান বলেন, বেলাব বটেশ্বর অঞ্চলে ছেলেবেলায় দেখেছি জারির একটা দল ছিল। তারা মহরম উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় দলবলসহ গান করতেন। এখন জারি গান প্রায় উঠে গেছে। জারি গান বেলাব এলাকায় ছিল। শিবপুর উপজেলার আষ্টআনী গ্রামে একটি ভালো জারির দল ছিল। বেলাব উপজেলার চন্দনপুরেও একটি জারির দল ছিল। বেলাব উপজেলার বটেশ্বরের জারি গানের দলের অধিনায়ক ছিলেন ইয়াকুব আলী। তিনি দলসহ বিভিন্ন জায়গায় জারি গান করতে যেতেন। একবার তিনি দলবলসহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম লাখপুর গ্রামে গিয়েছিলেন গান গাওয়ার জন্য। কিন্তু হিম্মত ভূঁইয়ার জারির দল ইয়াকুব আলীকে খুব হেনস্তা করেন। ইয়াকুব আলী তাৎক্ষণিক আসরে তার জবাব দেন। হিম্মত আলীর দল তাকে বলছিল 'উইল সে চিনে ছেঁড়া কাঁথা'। এভাবে যখন অপমান করলেন তখন হিম্মত ভূঁইয়ার দল সম্পর্কে তিনি বললেন, 'হিম্মত তার সাত পুত, একটায় জানে লেখাপড়া, ছয়টা আলম বোধ, তারা কাটে সালাদ কাটে ছন তারা কি জানব ভদ্রলোকের বোল', এভাবে তাদের কুপোকাত করে ছাড়লেন। ইয়াসিন আলী আরেকবার নরসিংদীর ভাটগাঁও এলাকায় গিয়েছিলেন গান করতে। সেখানেও তিনি এভাবে বিপক্ষ দলকে কুপোকাত করেছিলেন।[১৫]

হানীফ পাঠান

বেলাব উপজেলার গঙ্গাজলী নদীর শাখা নদী কয়রার দক্ষিণে বটেশ্বর গ্রাম। এই গ্রামেরই অধিবাসী হানীফ পাঠান ছিলেন গবেষক ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক। নিজ উদ্যোগে তিনি লোকঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদগুলো সংগ্রহ, গবেষণার কাজ করেছিলেন। মুহাম্মদ হানীফ পাঠানের '*লোক সাহিত্যে নরসিংদীর ছড়া*' বইটি খুবই সমাদৃত হয়। তাঁর লেখা বাংলা ১৩৩০ সনে প্রথম ছাপার অক্ষরে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া সেই সঙ্গে প্রচলিত আঞ্চলিক প্রবাদ, গাথা ইত্যাদি টিকা-টিপ্পনী বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেন। তিনি ১৩৩৩ সনে দক্ষিণধুরু হতে 'সবুজ পল্লী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে। ১৯৪৩ সালে তাঁর সংগ্রহাকৃত তথ্য নিয়ে *পল্লী সাহিত্যে 'কুড়ানো মানিক'* নামে একটি প্রবাদ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে প্রতিটি প্রবাদের পরিচিতি হিসাবে জুড়ে দেন নিজস্ব টিকা-টিপ্পনী। তাঁরই উত্তরসূরি মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠানও বাবার মতোই লোকঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর সংগ্রহাকৃত লোকঐতিহ্য নিয়ে '*নরসিংদী গাজীপুরের লোকঐতিহ্য বিবাহ ও মেয়েলী ছড়া গীত*' বইটি লিখেন। বাংলা একাডেমি থেকে '*বাংলা প্রবাদ পরিচিতি*' নামে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯৮২ এবং ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।[১৬]

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. জেলা প্রশাসক, নরসিংদী, ওয়েবসাইট, নরসিংদী জেলা নির্দেশিকা, উপজেলা পরিসংখ্যান ব্যুরো, সাক্ষাৎকার : ড. মশিউর রহমান মৃধা, ঠিকানা : গ্রাম : পশ্চিম ব্রাহ্মণদী, নরসিংদী। পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৪৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পিএইচডি, তারিখ : ২০.০৭.১১, ২৪.০৭.১১, ২৮.০৭.১১।

২. East Pakistan District Gazetteers, Dacca 1969, Page-476.

৩. *নরসিংদী গাজীপুরের লোক ঐতিহ্য বিবাহ ও মেয়েলী ছড়া গীত*, মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, পৃ: ৯।

৪. এ কে ফজলুল হক, বাবা : মৃত অলি বক্স মুন্সী, মা : মৃত করিমুন নেসা, বয়স : ৫৯, শিক্ষা : এইচএসসি, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : শেখেরচর, ডাকঘর : শেখেরচর, ইউনিয়ন : শিলমান্দি, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

৫. *দৈনিক সমকাল*, ৫ জানুয়ারি ২০০৭, 'কমরেড আব্দুল হাই কৃষকের এক মুক্তিদূত', রীতা ভৌমিক।

৬. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩০৮-৯।

৭. গুগল, আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বায়োগ্রাফি।

৮. *দৈনিক সমকাল*, ২২ মার্চ ২০০৭, 'কৃষকের বন্ধু, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই', রীতা ভৌমিক।

৯. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১২ জুন ২০০৪, 'কমরেড আব্দুল হাই : অনন্য একটি নাম', রীতা ভৌমিক।

১০. দৈনিক যুগান্তর, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪, 'বেলাব বধ্যভূমি ও শহীদ বাশারের স্মৃতিসৌধ', রীতা ভৌমিক।

১১. এ কে ফজলুল হক, বাবা : মৃত অলি বক্স মুন্সী, মা : মৃত করিমুন নেসা, বয়স : ৫৯, শিক্ষা : এইচএসসি, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : গ্রাম : শেখেরচর, ডাকঘর : শেখেরচর, ইউনিয়ন : শিলমান্দি, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ২৯.০৯.১২।

১২. আলাউদ্দিন আল আজাদ, বাবা : মৃত গাজী আব্দুস সোবহান, মা : মৃত আমেনা খাতুন, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম. এ, পিএইচডি, পেশা : শিক্ষকতা, ঠিকানা : উত্তরা, সেক্টর - ৭, ঢাকা, তারিখ : ০৭.০২.২০০৭।

১৩. এ বি এম মাহফুজুল হক, বাবা : মৃত হাজী মো. হাফিজুর রহমান, মা : আলহাজ্ব জাহানারা বেগম, বয়স : ৩৭, শিক্ষা : এম. এ, ঠিকানা : গ্রাম : মনতলা, ডাকঘর: খিদিরপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।

১৪. মো. ওমর আলী, বাবা : মৃত মো. আশরফ আলী, মা : মৃত দুধ মেহের, বয়স : ৬০, শিক্ষা : অক্ষরজ্ঞান, পেশা : গৃহস্থ, ঠিকানা : গ্রাম : তালতলা, ডাকঘর : ডাঙ্গাবাজার, উপজেলা : পলাশ, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

১৫. মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, বাবা : মুহাম্মদ হানীফ পাঠান, ঠিকানা : গ্রাম : বটেশ্বর, ডাকঘর: বটেশ্বর, উপজেলা : বেলাব, বয়স : ৭৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, পেশা : ফোকলোর গবেষক, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০২.১২.১১।

১৬. ঐ।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য অলিখিত সাহিত্য। লোকসমাজ সৃষ্ট সাহিত্য। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পূর্ববঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, Literature as is well known, reflects the age and society which produces it.'[১]

সাহিত্য যুগ সমাজের প্রতিচ্ছবি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মন্তব্যটি আধুনিক বা চিরায়ত যুগের সাহিত্য শিল্প প্রসঙ্গে ততটা প্রয়োগ করা চলে না। কারণ লোকায়ত সাহিত্যের যুগ সীমা নেই। এ সাহিত্যের বিবর্তন ঘটেছে।

লোকসাহিত্য মৌখিক সাহিত্য। যা অতীত এবং বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত। অক্ষরজ্ঞানহীন জনগোষ্ঠী তাদের এই রচনাকে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে না পারলেও তারা আবেগ, ভাব এবং কল্পনার দ্বারা মানুষের কাছে মুখে মুখে তাদের সৃষ্টিকে প্রকাশ করে। নরসিংদীর অক্ষরজ্ঞানহীন জনগোষ্ঠীও লোকসাহিত্যের এই ভাণ্ডারকে লালন ও বহন করে।

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা

কুইড়ার কিস্‌সা

শিবপুর উপজেলায় কুইড়ার কিস্‌সার প্রচলন রয়েছে। শিবপুর উপজেলার নৌকাঘাটা গ্রামের ৫৫ বছর বয়সের আব্দুর রহমান মোল্লা ১০ জন দোহার বা সহযোগীর মাধ্যমে এটি বয়ান করেন। কুইড়ার কিস্‌সার মূল রচয়িতা নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের আব্দুল গফুর। তাঁর বাড়িতে চারমাস মজুরি খেটে শিবপুর উপজেলার ছুটাবন্দ গ্রামের আব্দুল হাকিম ওরফে হাব্কী এই কিস্‌সাটি লিখে আনেন। আব্দুল হাকিম ২০০৮ সালে মারা যান। তাঁর কাছ থেকে আব্দুর রহমান মোল্লা কিস্‌সাটি আত্মস্থ করেন। এই কিস্‌সাটির বয়ান করতে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। আব্দুর রহমান মোল্লা গত সাত বছর যাবৎ এই কিস্‌সাটি পরিবেশন করে আসছেন। রায়পুরের মরজালের আব্দুল খালেকও কিস্‌সাটি বয়ান করেন।

কিস্‌সার মূল গায়কের পরিচয়

আব্দুর রহমান মোল্লা নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার নৌকাঘাটা গ্রামের বাসিন্দা। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের পরই তিনি তার ওস্তাদ আ. হেকিমের সাথে কিস্‌সার দোহার হিসেবে গান গাইতেন। একটানা বত্রিশ বছর তিনি দোহার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে নার্গিস বেগম

www.pathagar.com

(৪২) এবং লতিফা বেগম (৩৫) গৃহিণী। ছেলে মো. আওলাদ হোসেন মোল্লা (৪০) কামারটেক সবুজ পাহাড় কলেজের প্রভাষক।

দোহারবৃন্দের নাম

কুদ্দুছ আলী মিয়া– পিতা : মৃত কলিমউদ্দিন, পেশা : বাবুর্চি, ঠিকানা : গ্রাম : আজকিতলা, ডাকঘর : কুমারটেক, উপজেলা: শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০।
লাল মিয়া– পিতা : আরশফ আলী, পেশা : গৃহস্থ, ঠিকানা : গ্রাম : ছুটাবন্দ, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০।
সাদির মিয়া– পিতা : মৃত আ. মান্নান– পেশা : গৃহস্থ, ঠিকানা : গ্রাম : ছুটাবন্দ, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০।
কাজল মিয়া– পিতা : মৃত আ. মান্নান, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : ছুটাবন্দ, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪৫।
করম আলী– পিতা : মৃত আব্বাছ আলী, ঠিকানা : গ্রাম : বটিয়ারা, ডাকঘর : মরজাল, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫৫।
রবিউল আউয়াল– পিতা : আব্দুল খালেক, পেশা : ব্যবসা, ঠিকানা : গ্রাম : রাজবাড়িয়া, ডাকঘর : মরজাল, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০।[২]

কিস্‌সার আসরের বিবরণ

৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ বেলা আড়াইটায় কিস্‌সার মূল গায়ক আব্দুর রহমান মোল্লার নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার নৌকাঘাটা গ্রামের বাড়িতে যাই। মাগরিবের নামাজের পরই কিস্‌সার আসর শুরু হয়। চলে মধ্য রাত পর্যন্ত। দিনের বেলায় কুইড়ার কিস্‌সার আসর বসে না।[৩] কিস্‌সার আসরটি বসে সুজাতপুর গ্রামে। আব্দুর রহমান মোল্লা মাগরিবের নামাজের আগেই তার দোহারবৃন্দ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। কুইড়ার কিস্‌সার উদ্বোধন করেন শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গাজী ইমরান হোসেন বাচ্চু। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফোকলোর গবেষক মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, মো. কামরুজ্জামান মাস্টার, আলাউদ্দিন মাস্টার। কিস্‌সার আসর শেষ হয় রাত দু'টার দিকে।

সংগীত পরিবেশনের কৌশল

কমপক্ষে দশজন দোহার মঞ্চের মাঝখানে গোল হয়ে বসেন। মূল গায়ক আব্দুর রহমান মোল্লা দাঁড়িয়ে আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে কিস্‌সার বয়ান করেন। কিস্‌সাটি বয়ানের শুরুতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম অর্থাৎ চারদিক উল্লেখ করে বন্দনা করেন। এরপর মা সরস্বতী, ওস্তাদের নাম, গ্রামের পরিচয় দিয়ে মূল কিস্‌সা শুরু করেন। কিস্‌সা বয়ানের সময় কখনো কখনো দোহারবৃন্দের চারপাশ ঘুরে ঘুরে বয়ান করেন। কিস্‌সার গানে টান দেয়ার সময় ঋজু হয়ে দোহারবৃন্দের সাথে সুর মেলান। কখনো পিঠে হাত দিয়ে, কখনো কোমরে দু'হাত দিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত পায়ে ছন্দ তুলে কিস্‌সা বয়ান করেন। দোহারবৃন্দ ছন্দের তালে মাথা দুলিয়ে হাতে তালি বাজিয়ে ঘোসা গেয়ে যায়।

www.pathagar.com

কিস্সায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

কিস্সা গাওয়ার সময় কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। তবে আগে দোহার তছর আলী কিস্সাটি বয়ানের সময় খমক বাজাতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর বার বছর যাবৎ খমক বাজানো হয় না।

শিল্পীর পোশাক পরিচ্ছদ

কিস্সার মূল গায়ক আব্দুর রহমান মোল্লা লুঙ্গি ও লম্বা সাদা পাঞ্জাবি পরিধান করেন। দোহারবৃন্দ দৈনন্দিন পোশাক লুঙ্গি- শার্ট, পাঞ্জাবি-লুঙ্গি পরিধান করে আসরে অংশগ্রহণ করেন। এই আসরের মূল গায়ক এবং দোহারবৃন্দের পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মঞ্চ ও দর্শকদের অবস্থান

শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের সুজাতপুর গ্রামের ময়দানে এই আসর বসে। ময়দানে খোলা আকাশের নিচে উত্তরদিকে চারপাশে চারটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাঠের পাটাতন দিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চের উপরে সামিয়ানা টানিয়ে একটি ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্চের উত্তর দিক সামিয়ানা টানিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। পাটাতনের উপরও একটি সামিয়ানা বিছিয়ে দেয়া হয়। আসরে প্রায় পাঁচশত দর্শক সমবেত হন। খোলা আকাশের নিচে দর্শকরা দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিক থেকে মঞ্চ ঘিরে বসেন। দর্শকদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ শিশু-নারী-পুরুষ সকলেই সমবেত হন। সববয়সী পুরুষের মধ্যে তরুণদের উপস্থিতি ছিল কম। নারী দর্শকরা মঞ্চ থেকে খানিকটা দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কিস্সা শোনেন। কিস্সা শুনতে শুনতে দর্শকগণ প্রায়ই হাস্যরসে সিক্ত হয়ে ওঠেন।

পুরস্কার

কিস্সার আসর চলাকালীন সময়ে আব্দুর রহমান মোল্লার কিস্সা শুনে মুগ্ধ হয়ে শিবপুর উপজেলার ছুটাবন্দ গ্রামের আব্দুল হালিম এবং জয়নগর নিবাসী মো. মনির মিয়া তাকে পঞ্চাশ টাকা করে পুরস্কৃত করেন।[৪]

দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া

১. হাবিবুল্লা পাঠান (৭০), ফোকলোর গবেষক, বটেশ্বর, বেলাব

আগে কিস্সাটির কথক ছিলেন শিবপুর উপজেলার ছুটাবন্দ গ্রামের আব্দুল হাকিম। আব্দুল হাকিম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তার বলার ভঙ্গি, কণ্ঠ, শিল্পসম্মত বাচনভঙ্গি কিস্সাকে জনপ্রিয় করেছিল। আব্দুল হাকিম এবং কুইড়ার কিস্সা দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। আব্দুল হাকিম আড়াই ঘণ্টা সময়ের মতো ব্যয় করতেন। তাতে পরিমিত বাচনভঙ্গি ছিল।

www.pathagar.com

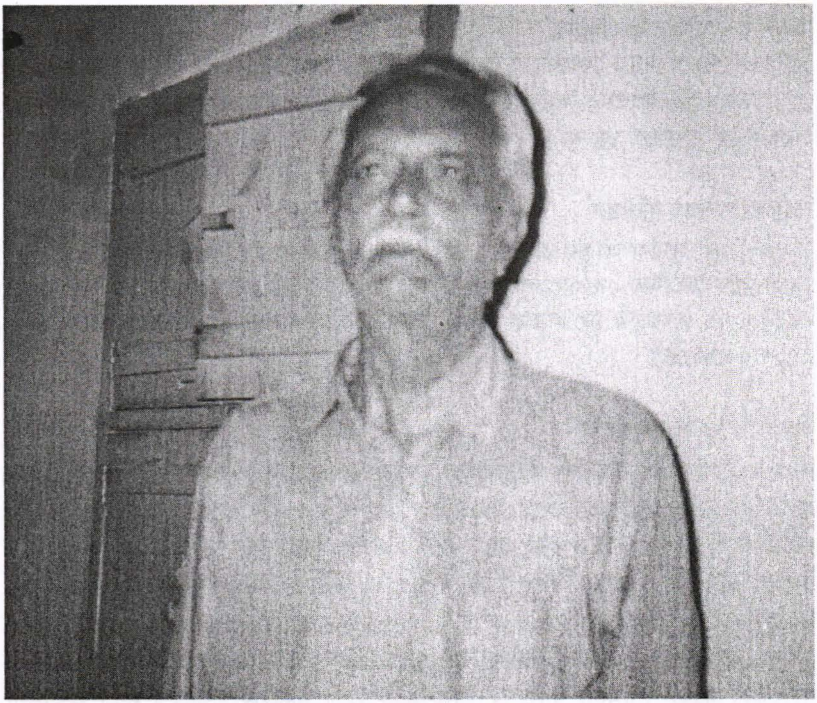

হাবিবুল্লা পাঠান

সাম্প্রতিককালে তার শিষ্য আব্দুর রহমান মোল্লা, তিনি নৌকাঘাটা গ্রামের অধিবাসী। তিনি এই কিস্‌সাটি বয়ান করেন বিভিন্ন আসরে। তার সময় লাগছে আরো বেশি। এর অর্থ ভিন্ন কথকের হাতে পড়ে একটি পালা রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। আমি আব্দুল হাকিম এবং আব্দুর রহমানের কিস্‌সাটি শুনেছি। দুটি কিস্‌সার তুলনামূলকভাবে এটুকু অনুধাবন করেছি যে আব্দুর রহমান নিজস্ব কিছু বাকভঙ্গি এখানে বিস্তারিত করেছেন। আব্দুর রহমান মোল্লার পরিবেশন সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে এবং বিশ্বস্ততা রক্ষিত হয়েছে। আব্দুর রহমান মোল্লা কিছুটা আধুনিক শব্দ, অতি কথন ও কলাকৌশল প্রয়োগ করেছেন। এই আধুনিকতা স্বাভাবিক।[৫]

২. মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম (৪০), নারী দর্শক, সুজাতপুর, শিবপুর

এই কিস্‌সাটা দশ বছর বয়সে শুনেছিলাম, এখন আবার ত্রিশ বছর পরে শুনলাম। আ. হাকিমের কিস্‌সার বয়ান এবং আজকের কিস্‌সার বয়ানভঙ্গি এখনো একইরকম। তবে আ. হাকিমের সময় বেশি দর্শক হইত।[৬]

www.pathagar.com

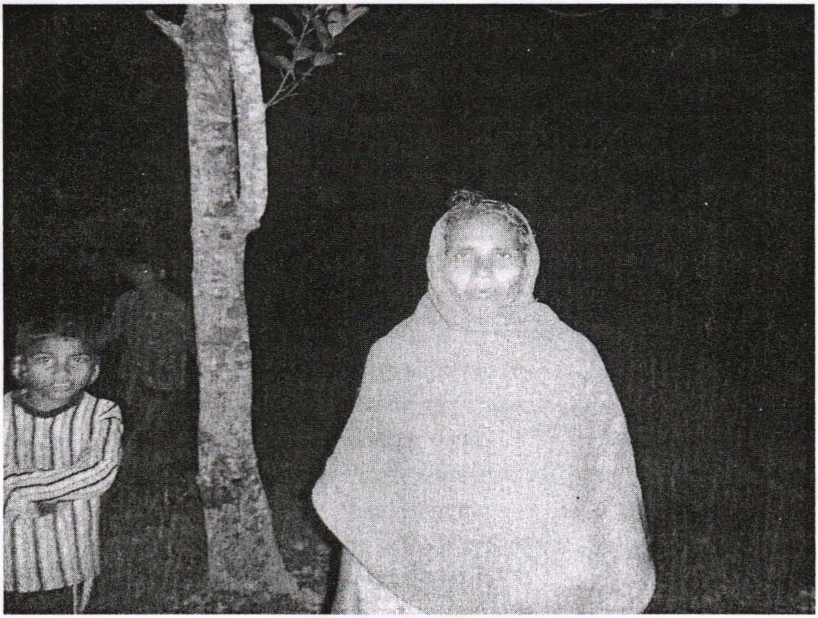

মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম

কিস্‌সা : কুইড়ার পালা

প্রসঙ্গকথা : এই কিস্‌সা পালাটি ৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার সুজাতপুর গ্রাম থেকে অডিও রেকর্ডারে ধারণ করা হয়। ট্রান্সক্রিপ্টের পর ৫ জুলাই ২০১২ তারিখে এই কিস্‌সাকার আব্দুর রহমান মোল্লার নৌকাঘাটা বাড়ি গিয়ে কিস্‌সাকার কর্তৃক কিস্‌সার ভাষা, শব্দ, বাক্য, সংলাপ ও গান সংশোধন করা হয়েছে।

কুইড়ার বন্দনা

উদয় মাগো সোনার বাংলা তোমায় হাজারো সালাম মাগো জন্মভূমি।
উদয় মাগো সরেস্বতী নাইম্যা দেও চানভর
মাগো সরেস্বতী
পুবেতে বন্দনা করলাম পুবের বাণু সারোগো
মাগো সরেস্বতী
একদিকেদা উদয় বাণু চৌদিকে ফসরগো
মাগো সরেস্বতী
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত
তাহার অ ইংগলে কাঁপে সয়ালও সংসার ওগো
মাগো সরেস্বতী

www.pathagar.com

পশ্চিমে বন্দনা করলাম মৌক্কা বাণু সারোগো
মাগো সরেস্বতী
মুসলমানে পড়ে নামাজ আল্লাহু আকবার
মাগো সরেস্বতী
দক্ষিণে বন্দনা করলাম কালী দশায়
মাগো সরেস্বতী
সে সায়রে বাণিজ্য করে চান্দ সওদাগর ও মা সরেস্বতী
চারকোণা বন্দনা করলাম আসর করলাম স্থির
মাগো সরেস্বতী।
নরসিংদীতে জেলা ধরি শিবপুরে হয় থানা
মাগো সরেস্বতী
পোস্টা অফিস নৌকাঘাটা ছুটাবন্দ হয় ঠিকানা
মাগো সরেস্বতী
ওস্তাদ আমার আব্দুল হেকিম সবাইকে জানাই
মাগো সরেস্বতী
আমার নামটি আব্দুর রহমান দিলাম পরিচয়
মাগো সরেস্বতী।
আব্দুল বাদশার কিস্‌সা বলবেন সবার বিদ্যমান
মাগো সরেস্বতী।
তোমায় ডাকি লোকজনও আহা লোকজন সালাম জানাই সবার বিদ্যমানে।

কুইড়ার কিস্‌সা

হে হে চাইর দিগে চাইর সাগর মইধ্যে বালুর চর। এর মাইঝে অইছে পয়দা মেরছির এক শহর। এক মেরছির শহর বইল্যা, এক মেরছির বাদশা আছিন। হেয় পরথমে একটা বিয়া করছে। পরথমে[১] একটা বিয়া না কইরা, কতদ্দিন না চইল্যা টইল্যা[২] দেহে তার ঘরঅ কোনো পুত্র সন্তান অয় না, যহন না অয় তহন আরেকটা বিয়া করছে। আরেকটা বিয়া না কইরা চাইয়া দেহে তার ঘরঅ কোনো পুত্র সন্তান অয় না। এই রহম করতে করতে যহন না অয় সাত খান বিয়া করছে। সাত আট বছর ঘর সংসার না কইরা চাইয়া দেহে তার ঘরঅ কোনো পুত্র সন্তান অয় না। হেয় করছে কি হাতে দেশতে জত্তিশী পণ্ডিত আইন্যা গণা গণুন শুরু করছে। জত্তিশ[৩] পণ্ডিতে করে কি, গণাটনা[৪] না গইণ্যা কয় কি ও বাদশা ছালামুত আপনে আর বিয়া শাদি কইরেন না, মাইয়া লোকগুলা আর নার্শ[৫] কইরেন না। জি-পুত অইলাম আর জনমের লাইগা অইত না। এই কতা না বাদশায় শুইন্যা[৬] সাত কইন্যা না ডাইক্যা আইন্যা কওন শুরু করছে। কইন্যা গো তোমরারে বিয়া-শাদি কইরা আমার চাইর পইসার–অ কাম অইল না।

কয়, কিমুন?

কয়, কইন্যাগো হাতে দেশতে জত্তিশ-পণ্ডিত আইন্যা গণা গণাইছি। হেই জত্তিশ পণ্ডিতে কয় জনমের লাইগা আমার ঘরঅ জি-পুত[৭] অইব না। এই বাদশাইদা আমি কি

করাম গো? তোমরা আমার বাইত থাকবা না, না থাকবা হিড্যার চিন্তা পরে। আমি না থাহার বাদশাই কতদিন করাম কওছে, ইড্যার মাইঝে তোমরা আছ, না আছ।

কয়, বেক্কলে কয় কি? থাকতাম না, যাইয়াম কই? ইড্যা অই আমরা করাম।

ইড্যা অই করবা?

হ, না থাহার বাদশাই করুম।

না থাহার বাদশাই কিমুন - কোনো মিটিং মিছিল নাই। কোনো সংসার নাই। কোনো আইন পাশ অয় না, আইম[৮] ধরলে ফুইল্যা বইয়া থাহে।

হেই বাদশার বাড়ির উজির নাজির, কুর্ত্তা বিবার যারা আছিন তারা সহালে একটা সভা কইরা লইয়া বইছে।

কি ও উজির মশাই এই রাজার চারহি না কইরা হগল সময় ভাত মিলে না! আমার পরনের ছিঁড়া কাপড় যায় না।

বিষয়ডা ইরুম কেরে অ? এই দুরবস্তা কিয়ের লাইগা।

একটা যে বাউরাল, এই বাউরাইল্যায়[৯] কয় এই দুরবস্তার কতা উজিরে কিনু কইতারতনা, আমি কিছু কইতারুম।

কয়, কিরুম ?[১০]

এই বাদশা কিরুম জানছ রে ?

"তারে আল্লায় ধন দিছে বহুত বহুত জন দিছে না।
এই আটখুড়া বাদশার মুখ দেখলে
আমডার খাওন অই জুডে না।"

কয়, অহন কোনডা করুন?

অহন করুন, কালহা সহাল থেহে দক্ষিণ দিগতে আমরা মিছিল কইরা আইয়াম আর কইয়াম -

"এরে ধন দিছে বহুত বহুত জন দিছে না
আটখুড়া বাদশার মুখ দেখলে
আমডার খাওন অই জুডে না।"

এইডা যহন কইবে, জি-পুত ও আর অওয়াইতে পারত না। যার বেতন দশ টেহা আছিনরে তার করব বিশ টেহা, যার যার বেতন আছিন বিশ টেহা হের বেতন করব তিরিশ টেহা, যার তিরিশ টেহা হের করব চল্লিশ টেহা[১১]। দশ টেহা কইরা বেতন বাড়াইয়া দিলে কাপড় পিন্দা[১২] কুলাইতে পারবে? এই কতায় বেকতে নাইচ্ছা গেছিগা।

রাত্রি পোষা রাত্রি পোষা পুবে ধলপট দিছে
বেইন্যালা ঘুমেততে ওইঠ্যা তারা
পানদুনি বাজাইয়া কওন শুরু করছে
"এরে ধন দিছে বহুত বহুত জন দিছে না

www.pathagar.com

আটখুড়া বাদশার মুখ দেখলে
খাওন অই জুড়ে না।"

এই কতা না বাদশায় ঘর থাইক্যা শুইন্যা, কয় এগো কইন্যারা, না থাহার বাদশাইডা চাইছিলাম করতাম। তোমরা সাত জুন[১৩] আবার বও।

কয়, আইজ্যা[১৪] অস্তিক করতাল্লাম না।

কে রে ?

কয়, আইজ্যা অস্তিক[১৫] দক্ষিণ দিগে যে কওন শুরু করছে
"আমারে ধন দিছে বহুত বহুত জন দিছে না
আমার মুখ দেখলে বলে তারার
খাওন অই জুড়ে না।"

তোমরা আমার বাইত থাহ। ভালা কাম করলে আডুনি[১৬] নাই। বুরা কাম করলে আডুনি নাই। আমি আমার পতে চাইল্যা যাওম।

এই কতা কইয়া সাত কইন্যার কাছতে বিদাই না লইয়া হেয়
"ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন,
কারা ঘরের দরজায় গিয়া দিছে দরোশন
কারা ঘরের দরজা না লাত্তিদা ভাইঙ্গা হেয় চাইর আতপাও খিছিয়া বানছে
বাইন্দা হেয় আল্লারে ইরুম ডগে ডাক জুইড়া দিছে।
তার মুহে ডাহে, চোহে ডাহে, আতে ডাহে, পায়ে ডাহে,
লুম্পার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আল্লারে ডাহে।

তে আল্লার ডাহেরঅ কিন্তু জাত আছে। একটা যে তামুহ টানদা পাল্লার মাইঝে ধইরা ফুয়াইয়া আল্লারে হুমানে[১৭] ডাহে, ইত্যা আল্লায় পছন্দ করে না। সুদদালে যহন ডাক জুইড়া দিছে, আল্লাতালায় কয়, এরে জিব্রাইল তারে আমি মুল্লুহির বাদশা বানাইয়া দিলাম, হেয় কি ইমুন মন লইয়া ডাহেরে? আল্লায় ত জানে অই।

জিব্রাইলে ঘুরিয়া গিয়া কয়, মাবুদ তারে আপনে-
ধন দিছুইন বহুত, জন কিছুইনা।
অহনে ধনডারে হেয় দুই পইসার মালঅ দেহেনা,
খালি জন জন করতাছে।

আল্লায় কয়, জনডারে আল্লায় নিছে নারে? কার জন দিওন?

জিব্রাইলে কয়, আপনে যিড্যা ভালা মনে করুইন, একটা চিন্তা-ভাবনা করেন না। তে আল্লার টাইন থাহে না কেমনে আবার ?

আল্লায় কয়, এরে জিব্রাইল তুই বেহেশতে গিয়া দেখবে আব্দুল বাদশায় আডে ওডে। তারে গিয়া কইবে-

"আল্লাতালার হুহুম, তর মিছা দুইন্নাত যাওন

www.pathagar.com

মেরছির বাদশার ঘরের মাইঝে গিয়া জন্ম লওন।"

এই কতা কইবে যা।

"জিব্রাইল ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

বেহেশতের ভিতরে গিয়া দিছে দরোশন

বেহেশত খানার ভিতরে গিয়া নজর কইরা চায়

আব্দুল বাদশায় যে নাদেং নাদেং[১৮] কইরা

আটতাছে ইমুন অই দেহা যায়।"

গিয়া কয়, এরে আব্দুল বাদশাহ তুমি কেডা?

আমি আল্লাতালার জিব্রাইল[১৯]।

কয়, জিব্রাইল অ ডাহ কিয়ের লাইগা?

ডাহি যে কামে[২০] অই।

কি কাম?

কয়, "আল্লাহ্তালার হুকুম তরমিছা দুইন্যাত যাওন

মেরছির বাদশার ঘরের মাইঝে গিয়া জন্ম লওন।"

আব্দুল বাদশাহ কয়, জিব্রাইলঅ কি একটা সুখ্খের মাইঝে আছি। বুক নাই, বিরাজ নাই, রাজনীতি নাই, ইলেকশান নাই, কাইজ্জা নাই, কেলেংকার নাই। জিব্রাইলও আমি না গেলে চলে না?

না। আল্লাতালার হুহুম[২১] যাইতে অই অইব।

জিব্রাইলও যদি যাইতে অই অয় আমার তিনডা কতা রাখতে অইব।

তিনডা কতা কি কি?

কয়, এক নম্বর কতা অইল- আল্লাতালারটাই তুমিঅ কইবা আমি অ কইয়াম যে কই বলে ফুলপরী, ফুলসুন্দরী, মকবুল পরি আছে। ইড্ডা আমার বিয়ার গুঁড়ি লেইখ্যা দিতে অইব।

দুই নম্বর কতা অইল আমি মুহে যা কই তা পডরদা[২২] অইয়া যাইতে অইব। দেরি করুন যাইব না।

আর তিন নম্বর কতা অইল - আকাশে পাতালে গণা যেন আমি সব গণতারি। এই তিনডা জিনিস আমারে দিতে অইব ত আমি যাইয়াম।

"জিব্রাইল ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন,

আল্লাতালার দরবারে গিয়া দিলো দরোশন।"

আইয়া কয়, মাবুদ হেয় পইল্যা অক্করে সাইরা না করছে!

যেরে কইতাছে মিছা দুইন্যাত শেষ পর্যন্ত হের যদি যাইতে অই অয় তয় তার তিনডা কতা রাখতে অইব।

আল্লায় কয়, আবার কতা কি?

www.pathagar.com

জিব্রাইল কয়, এক নম্বর কতা অইল তার (আব্দুল বাদশাহ), কই বলে ফুল সুন্দুরী, মকবুল পরি আছে ইড্যা তার বিয়ার গুঁড়ি[২৩] লেইখ্যা দিতে অইব। আর দুই নম্বর কতা অইল হেয় মুহে যা কয় পডরদা অইয়া যাইতে অইব, দেরি[২৪] করুন যাইব না। আর তিন নম্বর কতা অইল আকাশে পাতালে গণা যেন সব হেয় গণতে পারে। তা হেরে দিতে অইব।

আল্লায় কয়, হে রে জিব্রাইল! ফুলসুন্দরী, মকবুল পরিতে তার বিয়ার গুঁড়ি লেইখ্যা দেম্ অই আর যদি চলন্ত পথে তার খাইট্যা যায়গা তয় আপনে আপনে অই অইয়া যাইবগা। মোল্লা লাগব না। আর হেই দুইডা জিনিসঅ তারে আমি দুইন্নাততে দিয়া আনুম। তারে গিয়া ক খুশি অইয়া স্বীহার করত।

এই "জিব্রাইল ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

আব্দুল বাদশার দরবারে গিয়া দিছে দরোশন।"

গিয়া কয়, এই আব্দুল বাদশা তর ডাক আল্লায় কবুল করছে।

কবুল করছে?

হ

আব্দুল বাদশাহ কয়, কহনদা যাওন লাগব?

আরে যেনদা মন লয় হেনদা যাওন যাইব না। মাইনছের পথ ডগ কইরা যাওন লাগব।

আব্দুল বাদশায় কয়, দিও ডগ কইরা।

এই "জিব্রাইল ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

আল্লার দরবারে আইয়া দিছে দরোশন।"

আইয়া কয়, মাবুদ হেয় স্বীহার[২৫] করছে।

করছে?

হ

আল্লায় কয়, হেরে জিব্রাইল আর থুরা কতদূর দক্ষিণে গিয়া দেখবে এক আশ্চার্য ঠাহুর আছেরে, আশ্চার্য ঠাহুর। তারে গিয়া কইবে-

"আল্লাতালার হুহুম, তর মিছা দুইন্যাত যাওন

মেরছির বাদশার ঘর গিয়া আব্দুল বাদশারে দিয়া আওন।"

হরমাইশ দিবে ।

এই "জিব্রাইল ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

থুরা কতদূর দক্ষিণে গিয়া দিছে দরোশন

থুরা কতদূর দক্ষিণে গিয়া নজর কইরা চায়

হুনামুড়ির টেহের লাহাইন পইড়া রইছে

ইমুন অই দেহা যায়।"

www.pathagar.com

আইয়া কয়, এই আশ্চার্য ঠাহুর! আউট নাই। এই আশ্চার্য ঠাহুর! এই হারামজাদা!
আশ্চার্য ঠাহুর ওত কইরা ওঠছে। এই তুমি কে?
আমি আল্লাতালার জিব্রাইল।
জিব্রাইল অ ঘুমেত্তে হজাগ করলা কিয়ের লাইগা?
জিব্রাইল কয়, করছি যে রে।
"আল্লাতালার হুহুম, তর মিছা দুইন্যাইত যাওন
মেরছির বাদশার ঘর গিয়া আব্দুল বাদশারে দিয়া আওন।"

আশ্চার্য ঠাহুর কয়, জিব্রাইল অ। কি একটা ঘুমের মাইঝে আছিলাম। ওমরি ফলগুলি পাইক্যা পাইক্যা আপনে আপনে মুহ লাইগ্যা থাহে। আইচ্ছা আমি না গেলে চলে না?

না, আল্লাতালার হুহুম। অখুশি অইলেঅ যাইতে অইব। জুরে অইলেঅ যাইতে অইব।

আশ্চার্য ঠাহুর কয়, যাইতে অই যদি অয়, ও জিব্রাইল আমার তিনডা কতা রাখতে অইব।

আরে ইত্তানে কি করে? আরে ঐ তর কি কতা?

আশ্চার্য ঠাহুর কয়, আমার এক নম্বর কতা অইল-আমার মউতের জাগাডা আমি বানাইয়ালাম। আমি ইচ্ছা অইলে মরুম না অইলে জনমের লাইগা মরতাম না। দুই নম্বর কতা অইল মুহে যা কই তা পডরদা অইয়া যাইতে অইব। তিন নম্বর কতা অইল আকাশে পাতালে সব গণা যেন গণতারি, যাতে দুইন্যাত কি অয় না অয় বুঝতারি।

এই- "জিব্রাইল ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
আল্লাতালার দরবারে গিয়া দিলো দরোশন।"
গিয়া কয়, মাবুদ হেয় অত্র ইত্যাঅই কয়।
আল্লায় কয়, কি কয় হে?

জিব্রাইল কয়, হেয় (আশ্চার্য ঠাহুর) এর এক নম্বর কতা অইল হের মউতের জাগাডা নিজে বানাইয়া লইব। ইচ্ছা অইলে মরব না অইলে জরমের লাইগা মরত না। দুই নম্বর হেয় মুহে যা যা কয় পডরদা অইয়া যাইতে অইব। তিন নম্বর আকাশে-পাতালে সব গণা যেন হেয় সব গণতারে।

আল্লায় কয়, হে রে জিব্রাইল হের (আশ্চার্য ঠাহুর) এর মউতের জায়গা বুঝি নিজে বানাইয়া লইব? আইচ্ছা হেয় যদি হড্ডার ভিত্তে যায় তত আমার দোষ নাই।

জিব্রাইল কয়, হেয় যদি ইড্ডার ভিতরে যায় আপনের দোষ কি?
আল্লায় কয়, যা হের মউতের জায়গাডা হেয় বানাইয়া অই লইব।
আর হেই দুইডা জিনিস তারে আমি দুইন্যাততে দিয়া আনুম।
তারে গিয়া ক খুশি অইয়া স্বীহার করত।

www.pathagar.com

এই জিব্রাইল আবার আইছে। হেরে আশ্চার্য ঠাহুর তর ডাক আল্লায় কবুল করছে।

কবুল করছে?

হ।

এই থাফাদা আশ্চার্য ঠাহুরেরে ধইরা

"জিব্রাইল ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

মিছা দুইন্যাত আইন্যা দিছে দরোশন।"

চাক্কাদা যহন খালি ছাইড়া দিছে, বুঝেন না তার লাহাইন মুস্তান আর নাই। হেয় (আশ্চার্য ঠাহুর) কয়, আয় হায় হায়রে কি করতাম? আর এহেদরা দিতো লরবার লাইগা, লইরা দেখতো। ত অ আল্লায়ত সব জিনিসের বাইল বুঝে।

হেয় (আশ্চার্য ঠাহুর) এনদা দইরা বানাইয়া লায়, হেনদা খাল বানাইয়া লায়। এক দুইন্যাই ধইরা আরেক দুইন্যাই বাড়ি বানাইয়া লায়। যত বেজুইত্তা[২৬] কাম সব হেয় করে।

আল্লাতালায় না দিশা পাইয়া একটা জত্তিশ না বানাইয়া এক লগে দিছে ছাইড়া। হেয় (আশ্চার্য ঠাহুর) অইল মর্দা হেইডা অইল মইগ্যা। এই দুইডা পট কইরা নিয়া গেছিগা। নিয়া না গিয়া সোনালির চাইরটা দালান না চাইর ভিটাত তৈয়ার কইরা, এই দালান তারা থাকতাছে। যাইতাছে গেছে কত দিন। এই মতে গুজুইরা গেছে কত দিনার দিন। আরেকদিন জত্তিশে খাইয়া নিদ্রা দিছে।

"জত্তিশে ঘুমের ঘোরে থাইক্যা স্বপ্নে নজর কইরা চায়,

মেরছিরপুর শহর যে মেরছির বাদশা

কারা ঘর খাড়া গরদান লইয়া পড়ছে

ইমুন অই দেহা যায়।

উদ্ধার কইরানা লইলে বিপরীত সাজা।"

হেয় (জত্তিশে) উদ্ কইরা ফুতাততে ওঠছে।

জত্তিশনী কয়, ইড্যাকি ফালদা উঠছেন কে রে?

জত্তিশ কয়, এগো জত্তিশনী আমারত মেরছিরপুর শহর যাওন লাগে।

জত্তিশনী কয়, মেরছিরপুর শহর কেরে, এত দূরে?

জত্তিশ কয়, মেরছিরপুর শহরঅ মেরছির বাদশা কারা ঘর খাড়া গরদান লইয়া পড়ছে। তারে উদ্ধার না কইরা লইলে বিপরীত সাজা।

জত্তিশনী কয় - আপনে যে হেন যাইবেন, আপনেরে যদি কেউঅই মাইরা লয়!

কয়, এগো জত্তিশনী আমি যদি কোনো বিফদে[২৭] পড়ি একটা চিলুক্কার[২৮] দিয়াম। তুমি আমারে উদ্ধার কইরা লইও।

জত্তিশনী কয়, উদদূরে[২৯] এনে কইছ বেডা মাইনষের মত কতা। চিলুক্কার কি তুমি অই দিছ? নাকি ঘোড়ায় দিছে? নাকি সিংহে দিছে? চিলুক্কারের কোনো ছিন আছে ও ?

www.pathagar.com

কয়, ছিন নাই বুঝি?

কয়, না।

জত্তিশ কয়, ত ঠিক অইয়া খাড়ও না কইয়া গর্তেরে একটা ঝাড়া না দিয়া দুর্মার কইরা একটা চিলুক্কার দিছে। হু অ...।

চিলুক্কারে আসমান ইড্যা লর লইরা[৩০] বানাইয়া লাইছে।

জত্তিশনী কয়, আরে বাবারে বাবা! ইড্যা ডাহাইতের ভাত এনে খাই। কয়, আপনে যদি কোনো বিপদে পইরা ইমুন চিলুক্কার দেইন। আর আমার মউতাইন নষ্ট কইরা লাইন ত উদ্ধার করার যোগাড় নাই।

জত্তিশ কয়, কি করতাম?

চিলুক্কার আর আস্তে দিবাইন।

জত্তিশ কয়, চিলুক্কারত অহন অ দিলাম অইনা।

কি!

জত্তিশ কয়, ত অ কি? বাছ এনে শুনাইলাম।

কি! বাছ শুনাইলে ইড্যা।

কয়, হ-অ।

কয়, এই চিলুক্কার দিয়া অই লই না।

কয়, বুঝলা কেমনে?

কয়, তুমি বিপদে পড়লে দুইন্যাই বইল্যা লাইবা। সবঅই দেহলাম।

এই জত্তিশনীর কাছ থেহে বিদাই না লইয়া। হেয় (জত্তিশ)

"ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

মহাশূন্যকারে উইঠ্যা দিছে দরোশন।"

মেরছির বাদশার বাইত যাইব আরহি।

চিলাকুত্তি থেইক্যা মেরছির বাদশার বাইত পড়ত লইছে ইমুনকালে-

"মইততে (জত্তিশ) উরফেততে নজর কইরা চায়

উজিরে যে বাঁধঅ জলম জলম কইরালারে,

ইমুন অই দেহা যায়।"

উরফে থাইক্কা অই ডাক জুইড়া দিছে

কয়, কি রে উজির!

যখখন খালি কিরে উজির কইছে। উজির উরফের ফাই নজর করছে চাইয়া দেহে উরফেততে এক বেডা ছিঁড়া পুস্তক, ছিঁড়া বই লইয়া উরফেততে পড়তাছে।

কয়, ভালারে দিনের ভাণ্ডারে ওরফেততে বেডা পড়ে। ইড্যা কইতে অই ঝুম কইরা (জত্তিশ) উমুন হেন পড়ছে।

www.pathagar.com

কয়, এরে হারামজাদা উজির, এই তর বাদশা কইরে?

উজিরে কয়, দেহেন আমার বাদশা কারা ঘর খাড়া গরদান লইয়া পড়ছে। সম্পূর্ণডা বাদশাই আমার মাইঝে পড়ছে।

কোনো কাম থাকলে কইয়া দেইন খালি চালাইয়া দেই।

তর লগে কোনো কাম অই নাই আমার। তর বাদশারে গিয়া ক দেহা করত।

উজিরে মনে মনে কয়, হেয় যহন ওরফেততে ছিঁড়া বই, ছিঁড়া পুস্তক লইয়া পড়ছে। হেয় যদি কোনো দোয়া দেয় তে - আমার বাদশাইডা নষ্ট অইত পারে। অস্তাই বাদশাইত।

কয়, একটা হরমাইশ এনে করাম।

"এই উজিরে ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
কারা ঘরের দরজায় গিয়া দিছে দরোশন।"
গিয়া ডাক জুইড়া দিছে - কি ও বাদশা ছালামুত!
বাদশায় কয়, উজিরের পুত বিষয়ডা কিরে?
আপনেরে এক জত্তিশ বাদশায় ডাহে।

বাদশায় কয়, বাপুরে আইজ্যা ডাকব জত্তিশে, কালহা কামারে পরশু কুমারে। ইমুন ডগে হাতে জাতে মানু[৩১] অই আমারে ডাকব। আর আমি যদি খাড়া গরদান ছাইড়া দিয়া কতা শুনিতে একবারে লওন অইত না। হেয় আছে কোনো অভাব পইড়া আইছে। তারে পাঁচডা টেহা, পাঁচ সের চাইল বকশিস কর গিয়া, যাও।

পাঁচটা টেহা, পাঁচ সের চাইল যহন বকশিস করার কতা কইছে, উজিরে ফালদা গিয়া ভিতরের বাইত পড়ছে। পইড়া পাঁচটা টেহা, পাঁচসের চাইল না আইন্যা যহন জত্তিশের সামনে ধরছে।

"জত্তিশে এক কাইক, দুই কাইক কইরা আগ্যান শুরু করছে।
আগ্যাইয়া নজর কইর‍্যা চায়
হেয় পাঁচটা টেহা, পাঁচ সের চাইল লইয়া খাড়াইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

জত্তিশে কয়, এ রে উজির! তরে আইজ্যা আস্তিক না কইরা দিছি। তর বাদশার কোনো মাল, পইসা, ধন, দৌলুত আমার বারাত আনিছ না।

উজির কয়,

"পাঁচটা টেহা, পাঁচ সের চাইলের ভিক্ষাডা পুষল না?
মিলায়া দেয় বালা দেয়, আবার নাও দেয়।"

হেয় (উজিরে) ঠেলাদা আইন্যা ভিক্ষাগুলি চাইর তলে থুইছে।

বাইত যাইগা বালা নেম্ গা আরহি। একটা হরমাইশ এনে করাম মাত্র, কতক্ষুণ লাগবরে?

www.pathagar.com

আবার হেয় (উজির)-

"ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
কারা ঘরের দরজায় গিয়া দিছে দরোশন।"

ডাক জুইড়া দিছে। বাদশা ও বাদশা ছালামুত!

কিরে বাপু উজির বিষয় কিরে?

উজিরে কয়, হেয় (জত্তিশ) বলে কোনো টেহা পইসা ধন দৌলতের লাইগা আইছে না। আইছে আপনের লগে দেহা করত।

রাজায় কয়, বাপুরে হেয় আছে মনে মনে বার করছে এই কতা যে উজিরে পাঁচটা টেহা, পাঁচ সের চাইল দিছে! বাদশায় যদি আইত বছরের পুঁজি দিয়া দিল অইলে। এইডার লাইগা, কম কইরা দেইখ্যা হেয় ধরে না। তারে দশটা টেহা দশ সের চাইল দিয়া বকশিস কর যাও।

এই উজিরে ফালদা গিয়া ভিতরের বাইল পড়ছে। পইড়া দশটা টেহা, দশ সের চাইল যহন লইয়া গিয়া জত্তিশের সামনে ছড়াইয়া খাড়ইছে।

"জত্তিশে এক কাইক, দুই কাইক কইরা আগ্যাইয়া উজিরের ফাই নজর কইরা চায়।
দশটা টেহা, দশ সের চাইল লইয়া খাড়ইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

ইড্যানা দেইখ্যা যেন জত্তিশের বারুদের ঘড়িতে আগুন লাগাইয়া দিছে। নমরুন ছুরুত[৩২] না ধইরা কয়, এরে হারামজাদা উজির! তরে না না করছি তর মাল পাল পইসা, ধন দৌলুত আমার বারাত আনতে? থাফাদা গেছে আশলীর[৩৩] মাইঝে ধরত।

হেয় (উজির) দৌড়দা না কতদ্দুর গিয়া একটা গইর না দিয়া চাইর ছয়ডা উল্ডাবাজি না খাইয়া, যেরে আইয়া পড়ছে বাইত।

কয়, হেয় (জত্তিশ) ছুরুতটা ধরল কি?

"জত্তিশ নজর কইরা চায়, তাইন খালি বেফানা বেফানা ডাহে
ইমুন অই শোনা যায়।"

জত্তিশ কয়, এরে হারামজাদার ঘরের হারামজাদা, তর যদি আয়েম ভালা থাহেরে, তর বাদশারে গিয়া ক দেহা করত। তরে যেইদিন ধরিরে সাত আত মাডির তলে নেমগা।

উজিরে কয়, সাত আত কি? ধরলে চৌদ্দ আতের এবারা রেহাই নাই।

"জত্তিশ নজর কইরা চায়, তাইন (উজির) খালি বেফানা বেফানা ডাকতাছে
আর যাইতাছে ইমুন অই শুনা যায়।"

উজির গিয়া ডাক জুইড়া দিছে। বাদশাও ও বাদশা ছালামুত?

রাজায় কয়, বিষয় কিরে বাপু?

উজির কয়, বিষয় টিশয় না ও হরমাইশ যদি আমার আতে করাও না? উজিরিডা পডরদা ছাইড়া দেম।

ও বাপু উজিরি ছাইড়া দিবা, ব্যাপারডা কি? হেয় কি করছে?

www.pathagar.com

উজিরে কয়, তার (জত্তিশ) করুন লাগেনা কিছু। তারে দেখলে মানুষটা টিহে না কিছু।

এই তার ষোল আনা দোষ।

বাদশায় কয়, বাপুরে তোমারে ছুডো বালা আনছি, তুমি যদি আইজ্জা উজিরডা ছাইড়া দেও। তে আরেকটা উজির আমি কইত্তে আনি। তর ফুট ফরমাইশ যত করুন লাগে সব আমি করুম। তুমি আমার ভিতর বাইত বইয়া থাকবা।

এই ভিতর বাইত উজিরেরে বওয়াইয়ানা থুইয়া, বাদশায় সোনালি খড়মডা[৩৪] না পাও দিয়া,

"বাদশায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
বার দহল আইয়া দিছে দরোশন।"

বাদশায় আইয়া ডাক জুইড়া দিছে, বাপুরে জত্তিশের পুত! কেরে তুমি ডাহ শুনি?

হেয় (জত্তিশ) কয়, বাদশা ছালামুত খরদি খরদি বিডা বাড়ি টান দিয়া আপনের বড় গণ্ডগোল দেহি।

রাজা কয়, বাবুরে গন্ডগোল আর কত?

জত্তিশ কয়, আপনের গণ্ডগোলেই আমি আইছি।

রাজায় কয়, বাবুরে কিয়ের লাইগা তুমি আইছ?

কয়, আপনের বাইত গণা গণতে আইছি।

রাজায় কয়, বাবুরে গণা গণতে গণতে কারা ঘর খাড়া গরদান নিয়া লওয়াইছি। গণার নাম আমি আর লইতাম–না।

জত্তিশ কয়, উপ্তে[৩৫] পইড়া আইছি। গণা গণলে গণাইয়া রাখতারুইন। নাইলে আমি আমার পথে চইল্যা যাইয়াম।

রাজার ভিত্তে গুফুর গুফুর শুরু অইছে। গণাইব না, না গণাইব।

কয়, বালারে কত খাসি খাওয়াইয়া, বইশ খাওয়াইয়া গণা গণাইলাম। আমারত আর শান্তি অইল না। হেয় (জত্তিশ) তো উপ্তে পইরা আইছে দেহা যায়। বাবুরে তুমি কিমুন গণা জান। গাছের গুঁড়িত বইয়া কওছে দেহি।

হেয় (জত্তিশ) কয়,

"বাদশাও আমি ইমুন গণা জানি
আসমানের অই তারা গুণি কইরা ঘুটাঘুটা
মৃত্তিকার অই বালু গুণি দিয়া তেলের ফুটা।
শূইন্যে রাইখ্যা গুণি বাদশা আমি শূন্যেরই হাওয়া
গর্ভে রাইখ্যা গুণি বাদশা আমি গর্ভেরই ছাওয়াল।"

রাজায় কয়, আরে বাবারে বাবা। কত জত্তিশ কত পন্ডিত আমার বাড়িত গণা গণল, এই কইর‍্যা গণার গণাডাতো কেউ অই গণতে পারল না।

কয়, বাবুরে এই কইর‍্যা গণার গণাডা তুমি আমার বাইত গইণ্যা যাইবা।

www.pathagar.com

যখ্খন খালি অর্ডার দিছে হেয় বার বাইত আইক্যা ভাসাইয়া লাইছে।

ইমুন গণনা শুরু করছে-

"আসমানের ঐ তারা গুণে কইরা ঘুটা ঘুটা
মৃত্তিকার ঐ বালু গুণে দিয়া তেলের ফুটা
শূইন্যে রাইখ্যা গুণে শূইন্যেরই হাওয়া
গর্ভে রাইখ্যা গুণে গর্ভেরই ছাওয়াল।"

গণা টনা না গইণ্যা কয়, বাদশাও ও বাদশা ছালামুত।

বাদশায় কয়, কত জত্তিশ, পন্ডিত আইন্যা আমার বাড়িতে গণা গণাইলাম।

গণা টনা না গইণ্যা বুছকাডা লইয়া উইট্যা যায় গা, কয় জনমের লাইগা আইত না। হেয় (জত্তিশ) দি বাদশা ছালামুত কইয়া ডাক দিলো।

হেয় কি কিছু দেখল নাকি? দৌড়দা সামনে গিয়া খাড়ইছে। বাবুরে কিছু দেখছ টেকছ?

জত্তিশ কয়, তোমার ঘরঅ একটা পুত[৩৬] অইব।

ইড্যা কইছে পড়ে বুঝেননা, হের (বাদশার) আত্তা গলাত আইয়া পড়ছে। কয়, বাপুরে আমার ঘরঅ যে পুত অইব ইমুন কতা দুইন্যাত আর কেউ কইছে না, তুমি কইলা কইত্তে?

জত্তিশ, হেই বেডা, তোর ঘরঅ আস্তা একটা পুত অইব। তোর হরো[৩৭] রানির ঘরঅ অইব। তার নাম অইলে রাখবা আব্দুল বাদশা।

রাজায় কয়, বাপুরে অতক্ষুণে বিশ্বাস কইরা ওঠলাম না। তুমি কও ক্ষুণে হরো রানির ঘরঅ অইব। ক্ষুণে আস্তা একটা পুত অইব।

পুতেরত লাও বাতাস অই নাই। নাম রাখতা কার?

জত্তিশ কয়, এই বেডা? অইলে অইত রাখবে। না অইলে রাখবে?

বাবুরে আমি জনম আটখুরা[৩৮]। আমার ঘরঅ যদি পুত অইতারে তার নাম আমি আব্দুল বাদশাহ রাহাম।

রাখবা?

হ।

এই আব্দুল বাদশার লগে দুস্তি করাইবানি আমারে? কওছে শুনি, কতা দেও।

রাজায় কয়, বাপুরে পুতেরতো লাও বাতাস অই নাই, দুস্তি করতা কার লগে?

আরে বেডা অইলে অইত্ত পাতাইবে, না অইলে পাতাইবে।

রাজা : আইচ্ছা যা বাপু আমার ঘরঅ যদি পুত অই অইতারে তো তোমার লগে দুস্তি পাতাইয়াম।

পাতাইবা?

হ

আইচ্ছা একটা কতার নিয়ম রাখবানি?

www.pathagar.com

রাজায় কয়, জন্মে জি পুত অয় না, মুখ দেখলে যাত্রা অয় না। এ রে উজির খাতা দে হাজার হাজার নিয়ম লেখ, পুত অই যদি অইতারে।

জত্তিশ কয়, অত হাজার হাজার না, একটা নিয়ম।

কয়, ইড্যা কোনডা?

জত্তিশ কয়, আমি যেই পর্যন্ত এই যে গণা গইণ্যা যাইয়াম আবার যেই পর্যন্ত তোমার বাইত না আইয়াম। এই পর্যন্ত আব্দুল বাদশারে সিংহাসনে তুলতারতানা।

বাদশায় কয়, বাপুরে সিংহাসনের মুক্কি তারে চাওয়াইতাম অইনা।

আরে চাওয়াইতে দোষ নাই। তুলতে পারতানা।

এই কতা না কইয়া,

"জত্তিশ ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

মহাশূন্যকারে উইঠ্যা দিছে দরোশন।

জত্তিশ আপন বাইত গিয়া পড়ছে।

জত্তিশের কতাডা একটু নিরবধি দিয়া

মেরছির বাদশার কতাডা একটু শুনেন মন দিয়া।"

হরো রানির ঘরঅ পুত অইব হিত্তানদা কি করত? হরো রানিরে ডাইক্যা আইন্যা কতাবার্তা শুরু করছে। তে হিত্তানে ছয়ডায় যে হাইছাদা চুক্কি না দেয় ছেয় ইমুন ডগে চাওন চায় হের (বাদশার) দৌড়দাঅ যিমুন জান বাঁচানো দায়।

হিত্তানে (বাকি ছয় রানি) পুচ্ছুর পাচ্ছুর হাইছাদ যায়গা। গিয়া বুনা-বুনি, বুনা-বুনি করে। কয়, মনের লগে বুইঝা দেখছে এহেদজন অই রাখব আরহি। আর মানুদা কি করব?

হেয় (রাজায়) যহন হরো রানির লগে ষোল আনা কতাবার্তা আরম্ভ করছে। ইমুন সময় হরো রানির বাইততে একটা মানু আইছে হরো রানিরে নাইওর নিত।

আইয়া কয়, কিন্তু বাদশা ছালামুত, হেই কিত্তা আইছিলাম হরো রানিরে নাইওর নিতাম। আইয়া দেহি আপনে কারা ঘরঅ খাড়া গরদান লইয়া পড়ছুইন, আপনেঅ বাঁচতাইন না। নাইওরদা কি করতাম? এই কিত্তা আইয়া দেহি আল্লায় আপনেরে ভালা করছে। হরো রানিরে আইছি নাইওর নিতাম। আপনে কোনডা কইন?

বাদশায় কয়, হেয় কয় কি ইড্ডা, ইমুন একটা শুভ দিন। তাইনরে নাইওর দিওন যায় না। (দোহার ও মূল গায়ক সমস্বরে)

কয়, দেহেন যবর বড়াই কইরা আইছি। বাদশার লগে বেতালা খাতির যাইয়াম আর দিয়া দিব।

বাদশায় কয়, অত ঠেহা অই যদি অয় আরেদরা নেও।

কয়, ইড্যা একটা কতা কইলাইন। বাপের বাড়ি অইছে একজনের খাড়া কইরা থুমনে আরেকজুন। হয়ত দিলে দিবা নাইতে না এনে কইরা দিবা।

www.pathagar.com

বাদশায় কয়, তাইনরে নাইওর দিওন যায় না (সমস্বরে)

হেয় (নাইওর নিতে আসা ব্যক্তি) ফারাক গিয়া কইতাছে-হওর বাড়ি বিনাশ, হওর বাড়ি বিনাশ।

বাদশায় কয়, ভালারে এত সুহের হওর বাড়িডা একটা নাইওরের লাইগা ভাইঙ্গা লাইতাম। যাও অহন নিবা কালহা সহালে আইনা দিয়া যাইবা। পারবানি?

কয়, আপনে দি বেডা মাইনছের মত কতা কইছুইন।

দুই দিনের সাপ্তা দিছেন। এক দিনের সাপ্তা দেইন না। সহালে নিয়াম, হাইনজালা লইয়াইতাম না?

বাদশায় কয়, যাও, লইয়া যাও।

যহন খালি অর্ডারডা দিছে বেডায় ফালদা গিয়া ভিতরের বাইত পড়ছে। পইড়া কয়,

"এগো রানি বাদশার হুকুম
তোমার বাপের বাইত যাওন।"
তাড়াতাড়ি লওগো।
"হরো রানি খানাপিনা খাইয়া মুখে দিছে পান
ঘরতে না বাইর অইছে পূর্ণিমার ঐ চাঁন
চিরলে চিরলে কেচ কইরা কাবা কাবা
মাতার মাইঝে তুইল্যা দিছে গন্ধরাজের ছাপা
এত খাওড়া বেত খাওড়া দেখতে লাগে ডগ
বাও ডেনায় তুইল্যা দিছে সোনার বাজুবন্দ
এই হরো রানি ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
বাপের বাইত গিয়া দিছে দরোশন।
বাপের বাইত গিয়া নজর কইরা চায়
কত্তো রঙের পিডা যে বানাইয়া রাখছে সীমা সংখ্যা[৩৯] নাই।"

একটার মাইঝে এক কামুরের বেশি দেয় না। খালি দাঁত ভাঙ্গতাছে। পিডাগুলির যহন দাঁত ভাঙ্গা অইছে, বেইলডা অ ডুইব্যা সারছে।

"রাত্রি পোষা, রাত্রি পোষা পুবে ধলপট দিছে
বেইন্যালা ঘুমেততে উইঠ্যা হরো রানি কওন শুরু করছে।"
"এগো বান্দি দাসীরা নিত্তি তোলা পানি আমার শরীর বেদনা করে,
চল যাইগা বইন আজগা যমুনারই ঘাটে।"

হরো রানি জরমে আইয়েনা দাসী বান্দিরা দৌড়াদৌড়ি লাগাইয়া দিছে। হরো রানি জরমে আইয়েনা আইজ্যা আইছে, যদি কেউ অই বাদ থাহে গো, কাঁচা জিংলার বারি খাইবে। তোরা বেকতে অই সাইজ্যা ল। বেকতে অই সাইজ্যা লইছে।

"ঘুরিতে ঘুরিতে হরো রানি করিল গমন,

www.pathagar.com

দাসী বান্দি লইয়া শানের বান্দাইল ঘাটের মাইঝে গিয়া দিছে দরোশন।
শানের বান্দাইল ঘাটে গিয়া নজর কইরা চায়
এই দইরাদা যে একটা ফুল বাইয়া যাইতাছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

হরো রানি কয়, এগো দাসী বান্দিরা এই, এই যে দইরাদা যে এই ফুলডা বাইয়া যাইতাছে ইড্যার নাম কি গো?

এক দাসী আরেক দাসীরে জিগায় এই ফুলের নাম জানস?

কয়, কবে জানছিলাম?

কিছু অ জানস না? অর্ধেকটা অইলেঅ জানছ নি?

কয়, অর্ধেকটা কইরা আবার জানে কেমনে?

ত, একটা যে বুইড়া বান্দি তেলের বোতল লইয়া পিছে পড়ছিল।

জোয়ান দুইডায় হিড্যার লগে গেছে। গিয়া কয়, বইনগো হেইত আইও অই। এই, এই যে দইরাদা ফুলডা বাইয়া যাইতাছে তুমি ইড্যার নাম জানো?

বুইড়া বান্দি কয়, এই ফুলডার নাম জানছ না! হেল্যাইগা অই জুলুম জুলুম কইরা আমারে পিছে ফালাইয়া থুইয়াইছস। ইড্যার নাম জীবন ফুল। এইডা অইলে জীবন তৈয়ার অয়। একজনের জীবনে দুইডা অ যায় আবার দশজনের জীবনে অ একটা যায় না। আবার বুইড়া বান্দি পাছে পড়ছে।

জোয়ান দুইডায় আইয়া রানিরে কয়, ইড্যার নাম জীবন ফুল। এই রানিরে কওন শুরু করছে।

এগো দাসী বান্দিরা এই জীবন ফুলডা আইন্যা দিবে আমারে নাইলে আমি আমার জীবন দিব এই দইরার মাঝারে। বান্দি একটা আরেকটারে জিগায় বইনগো সাঁতুর[৪০] জানছ?

কয়, কোনদিন জানছিলাম?

কয়, কিছু জানছ না?

কয়, ঠাঁই অইলে সাঁতুর কিছু জানি। সাঁতার অইলে পারি না।

তয় ঠাইবুর[৪১] সাঁতুরত। পাওড়া সাঁতুর মাটির মাইঝে ধইড়া গুপ্পুর গুপ্পুর করে।

তরা সাঁতুরের লাইগা অ পারছনা? দুইডায় কয়, বইনগো আমরা সাঁতার অইলে অ পারি।

কয়, তরা দুই জুন কামের। তরা সাঁতারদা সাঁতুরবে আমরা ছাইইদা হাতুরুম। হে ইরে কোনোরহম জীবন ফুলডা ধইরা আইন্যা দিওম। নাইলে হেই জীবন দিব ধইরার[৪২] মাঝারে।

এই বান্দি দাসীরা না পরামিশ কইরা দইরার মাইঝে দিল নাইম্যা গীতে টান দিছে। মূল গায়ক গীতে টান দিতেই দোহারবৃন্দ গেয়ে ওঠেন -

আমরা অ সাঁতার কাটি জীবন ফুলে দেয় বাওলি

www.pathagar.com

সেই ফুলটা কেমন কইর‍্যা ধরি।
দাসীরা উঠে যায়।
হরো রানি বলে,
তোমায় ডাকি জীবনরে
আয় আয় আমার সাঁতেরে
প্রাণের জীবন।

সাঁতারের দুইডায় কয়, বইনগো উমনেদা ধরনা আমরা আইয়া পড়ি। তয় মাডিত ধইরা যে সাঁতুরে তারা রত শক্তি ভালা আর নামাদা দুইডা যে হাতুরে তারার মুহেদা বিজলা ছাইড়া দিছে। এই ঠাঁইয়ের দুইডায় সাঁতারের দুইডারে কয় আটখুড়া কতখুন থাক। যহন খালি থুরাক্ষুণ[৪৩] যাহার কতা কইছে, তহন অই সাঁতারের দুইডায় আর থাকতারছেনা, টান উইঠ্যা গেছে গা।

কয়, বইনগো এই পুবে আমরা আর যাইতারতামনা। ফুলে আমডারে দেখতারে না।

হরো রানি কয়, যাইতানা?

দাসীরা কয়, না।

এই হরো রানি পুরান কাপড়ডানা আইন্যা কাপড়ডানা থুইয়া, পুরান কাপড়ডানা পিন্দা দইরার মাইঝে নাইম্যা কওন শুরু করছে (গীত)

হরো রানি বলে,
তোমায় ডাকি জীবনরে
আয় আয় আমার সাঁতেরে
প্রাণের জীবন।

এই হরো রানি যহন আয় আয় বইল্যা ডাক দিছে। জীবন ফুলডা আইয়া হাতের মাইঝে ওঠছে।

কয়, এগো দাসী বান্দিরা তরা না কইছস ফুলে বলে ধরা দেয় না। আমি দি আয় আয় বইল্যা ডাক দিছি আমার হাতো আইয়া ওঠছে।

দাসীরা কয়, বইনগো তোমার লগে খাতির অই পাইছে। আমড়ারে দুই চক্ষের লীলায় দেখতারেনা।

হরো রানি কয়, এগো দাসী-বান্দিরা, আমার জামাইর নাম মেরছির বাদশা, তাইনের যেইদিন তারিখ–লরে তাইনে একটা চিতার বাদশা। তাড়াতাড়ি রেডি অইয়া ল আপন বাইত চইল্যা যাইতে অইব।

"এই হরো রানি ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
হরো রানির বাপের বাইত আইয়া দিছে দরোশন।
বাপের বাইত আইয়া খানাপিনা খাইয়া মুহে দিলো পান
ঘরতে না বাইর অইছে পূর্ণিমার ওই চাঁন।
আবার ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
মেরছির বাদশার বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"

গিয়া চাইয়া দেহে বাদশা বাইত নাই। দুইডা বান্দি দৌড়াদৌড়ি করে।

হরো রানি কয়, তরার বাদশা কইগো?

বান্দি কয়, বাদশা কারা ঘর কেইছ খামারি করতাছে।

www.pathagar.com

. কয় তারার বাদশারে গিয়া কইবে আপনের হরো রানি বাইত আইছে। জেপত দিয়া দিছে হরো রানির মন্দিরে যাইতেন। এই দুই বান্দি দৌড়াদৌড়ি কইরা আইছে। গিয়া কয়, এ গো বাদশা ছালামুত আপনের হরো রানি বাইত আইছে। জেপত দিয়া দিছে মন্দিরঅ যাইতেন।

যখ্খন হরো রানি বাইত আইছে ফুনছে পট কইরা তার মতো নষ্ট অইগা গেছে। তিন বছইরা বিছার আলফাজগুলি[৪৪] গরদদা[৪৫] ছাইড়া দেয়। কয়, ইত্যানের লাইগা থাকত না। একটা ছাইট আজাইব।

"এই বাদশায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
আপন বাইত যাইয়া দিছে দরোশন।"

আইয়া হরো রানিরে, কিগো হরো রানি কিমুন আছ?

ভালই, বইন।

এই হরো রানি কাপড়ের আঁচলের তলেততে জীবনফুলডা খুওয়াইয়া বাদশার হাতের মাইঝে দিছে।

বাদশায় কয়, কিগো কইন্যা?

এরই মাঝে প্রধান গায়ক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কিস্‌সার বহির্ভূত গান বা টপ্পা গানে টান দেয়।

"আরে আমি বুঝতে পারলাম না
ওরে ধানে চাইলে বাজারে ভরা অভাব ছাড়ে না।
ও ভাই পরিবার পরিকল্পনা আমরা মানিনা
তিনটি সন্তান অইলে আমার উপায় থাকবে না (২)
ও ভাই মানুষত বাড়তে আছে, জমি বাড়ে না
আমি বুঝতে পারলাম না।
ওরে ধানে চাইলে বাজারে ভরা অভাব ছাড়ে না।"

প্রধান গায়ক আবার মূল কিস্‌সায় ফিরে আসেন।

বাদশায় কয়, কিগো কইন্যা ইমুন সুন্দর ফুলডা আনলা কইততে?

আমার বাপ দাদারা চইদ্দ পুরুষ গাঙ্গে যাইয়া ইমুন সুন্দর ফুল দেখছে না।

রানি কয়, যমুনার ঘাট গেছিলাম নিত্তা করতে। গিয়া দেহি দইরাদা এই ফুলডা ভাইস্যা যাইতাছে। বুইড়া বান্দি এ কইল ইড্যা বলে জীবন ফুল। বান্দিগুলারে কইলাম ফুলডা আইন্যা দিত। হেরা কেউঅইর ডাহে ফুলডা আইল না। আমি ডাক দিতে অই হাতে আইয়া ওঠছে। এই জীবনফুল অইলে নাকি জীবন তৈয়ার অয়।

রাজায় কয়, আরে বাবারে, বাবা! এই দইরার মাইঝে এত বড় নজরটা, তুমি দেখলা কেমনে?

রানি কয়, নজরের দেখছুইন কি? মাত্র দুইডা একটা ফুল পাইতে এনে আছি। এলা এনে দেখবেন ফুলের কান্ডু।

হেয়অ (বাদশায়), ফুলডা ধইরা কয়, এত সুন্দর ফুলডা!

www.pathagar.com

বোঁটুত ধইরা যহন মুচুরা দিছে ফুলের আত্মা লইয়া শনি পন্নি ওড়াল কইরা লওয়ার ডগ করছে।

কয়, এই ফুলে আমারে জেতা রাখতনারে, জেতা রাখত না। হেয় মনে মনে ভাবতাছে এত সুন্দর ফুলডা ইড্যার গেরান জানি কিমুন? এই কতা মনে মনে ভাবনা কইরা যহন খালি নাহের কুলাত একটু ধরছে। ফুলের গেরানডা নাহের ভিতরে গেছে। কাম অইয়া গেছে। পট কইরা ফুলডা পাইলার তলির মত অইয়া গেছিগা।

কয়, এগো রানি গজব করছিগো, গজব করছি!

রানি কয়, কি করছিলেন?

বাদশা : খালি নাহের তলাত ধরছি পরে অই গজব মারা কাম।

রানি : নাকদা হিঙ্গাইল ছিঙ্গাইল বাইর অয়। কে রে নিলেন যে আপনে?

বাদশা : হেলবা কইলা না যে নাহের বারাত নিওন যায় না।

রানি : আমি কি জানি?

রাজা : আমি অত জানি না। জানিত না অই ফুলত নাই।

অকখন চিন্তা না কইরা ফুলডা (বিবর্ণ, কাল বিধ্বস্ত ফুল) দিছে বাইরে ইরালদা ফালাইয়া।

রাজায় কয়, এগো রানি রাইতত বারডা বাজে, অহনত শুইয়া নিদ্রা দিবার কাম।

রানি : নিদ্রা দিলে বিছনা কি করার লাগব? বিছনাত করাঅই, খালি নিদ্রা দিয়া লাইলে অই চলে।

পট কইরা বাদশা আর রানি শুইয়া নিদ্রা দিয়া লাইছে। যহন বারডার পরে তের-চৌদ্দডা বাইজা গেছেগা। ইমুন সময় হরো রানি একটা স্বপন দেইখ্যা বইছে।

দোহারবৃন্দ : কি স্বপন আমরা অ দেহুম।

গায়ক এবং দোহারবৃন্দ স্বপ্নের বর্ণনা দেয়।

"তোমায় ডাকি বাদশা ও আরে বাদশা জাগো জাগো
ডাকি আমি তোমায় আহারে বাদশা
আমি স্বপ্নে দেখছি জীবন ফুলের মুখরে
জীবন ও ফুলেঅ মা, মা বইল্যা ডাক ও।"

পট কইর‍্যা চাইয়া দেহে জীবন ফুলডা আর নাই।

আব্দুল বাদশা কইথেইক্যা আইস্যা আমাকে মা, মা বইল্যা ডাক জুইড়্যা দিছে।

রাজায় ফাল দিয়া ওঠছে। কি গো কইন্যা কি?

রানি কয়, একটা স্বপ্ন দেখছি। আপনের বাইত আইয়া দেখছি, হেই বাইত (বাপের বাড়িত) গিয়া অ দেখছি। কইত্তে জীবন ফুলডা আইয়া মা! মা! বইল্যা ডাক জুইড়া দিছে। পট কইরা আর জীবন ফুলডা নাই আব্দুল বাদশাহ আইয়া মা! মা! বইল্যা ডাক জুইড়া দিছে।

রাজায় কয়, থোয়া, থোয়া! আমি অ না সারাডা রাইত ইত্যাঅই দেখছি!

www.pathagar.com

রানি : আপনেঅ দেখছেন?

রাজা : আমারে ফুতাইয়া থুইছে। হেয় ক্ষণে আমারে খুঁজে ক্ষণে তোমারে খুঁজে। এই বাদশায় গানের মাধ্যমে তার স্বপ্নের বর্ণনা দেয়।

শোন শোন গো ওগো রানি শোন স্বপ্নের কথা গো
আহা রানি স্বপ্নে দেখছি জীবন ফুলের মুখঅ গো।
জীবনঅ ফুলে গো ওগো রানি বাজান বইল্যা ডাকে গো ।

কয় কইত্তে জীবন ফুলডা আইয়া আমারে বাজান! বাজান! বইল্যা ডাকতাছে। পট কইরা কইতে অই আর জীবন ফুলডা নাই।

আব্দুল বাদশা আইয়া বাজান! বাজান! বইল্যা ডাক জুইড়া দিছে।

রানি কয়, স্বপ্নত দুইজুনে অই দেখলাম। স্বপ্নের ভেদটা আইজ্যা কইতে অই অইব।

রাজা : এই স্বপ্নের ভেদ আমি কোন সময় কইতারিনা।

রানি : এই স্বপ্নের ভেদ কইবার লাইগা আরেকটা বেডা রাখলে অইব?

রাজায় কয়, স্বপ্নের ভেদ না কইলে যিমুন আইস্যা সুখ করত নারে।

কয়, এগো কইন্যা তোমরা সাত জুনেরে বিয়া করছিলাম। সাত জুনেরে বিয়া কইরা হাত বছর, আসট বছর ঘর সংসার কইরা জি-পুত আর অয় না। যেরে হাতে দেশতে জত্তিশ পণ্ডিত আইন্যা গণা গণাইছি। জত্তিশ পণ্ডিতে গণা টনা না গইণ্যা বোছকাডা লইয়া কয়, জনমের লাইগা কিন্তু অইত না। শেষ পর্যন্ত একটা জত্তিশ আইছিল, হেয় আইয়া খালি কইয়া গেছে তোমার ঘর আর আমার ঘর নিহা একটা পুত অইব।

রানি কয়, দেহেন অনেহে অইল গণা জানেনা। কিন্তু খালি পেট পালে। হের গণা আর আমডার স্বপ্নে দেহা যায় বনছে। এলা কিনু একটা অইয়া যাইব গা।

রাজায় কয়, এগো কইন্যা রাইত পুহাইলে মাইনষের লগে কইছনা আমডার দুইজুনের ঘর হল না অইছে। তুছনা অইছে। তে দুইজুনের ইমুন আছে একজুনঅ না থাকতারি।

"রাত্রি পোষা রাত্রি পোষা পুবে ধলপট দিছে
বেইন্যালা ঘুমেততে উইঠ্যা তারা খাইতাছে, লইতাছে গেছে কত দিন।
এই মতে গুজইরা গেছে কত দিনার দিন।"
দশ মাস, দশ দিন যহন পুর্ণ অইয়া গেছে
আব্দুল বাদশা আইয়া মাটির মাইঝে পড়ছে
ইমুন একটা রূপ তারে আল্লাতালায় শইল্যের মাইঝে দিছে
দিনের রূপ দিছে তারে আল্লাখুদার নূরী যার দিকে চায় মন কইর‍্যা নেয় চুরি।

ইমুন রূপ তারে আল্লায় শইল্যের মাইঝে দিছে। ত মাইয়া লোহে কিন্তু ছডি ছিল্যার খোঁজ রাহে খুব। জনম আটখুড়ার ঘর যহন পুত অইছে, মাইয়া লোকগুলা যহন

www.pathagar.com

আওন শুরু করছে যে, গর আইস্যা আইয়ে। আইয়া কয়, দেহাছে গো তর ঘর কিমুন পুতডা যে অইছে?

একডা নজর না দেইখ্যা মাইয়ালোকগুলা উল্ডা পট্‌কন খাইয়া যায়গা পইড়া। দশ দ ভাতের চেতন্য হইয়া কয়, আরে বাবারে বাবা! কত সুন্দর পুত!

মাইয়া লোক আইয়া আইট্যা যায়গা, পইড়া যায়গা, তেইড়া যায়গা, উজিরে উত্তরের ঘরের বারান্দাত থাইক্যা দেখতাছে।

কয়, বাবারে! তার ঘর আগুন-চাগুন অইল নাকি? আছর উক্ত মাইয়া লোকেরার যহন রান্দা বারার ডাক পড়ছে। সব মাইয়া লোক পরিষ্কার অইছে। উজিরে চডি জুতা না পাওদা হেক্কুস - হেক্কুস কইরা গেছে।

গিয়া কয় কিগো! কিমুন হরো মানু যে অইছে একটু দেহাইবা?

রানি কয়, দেখবেন? ত - চাইয়েন।

যহন খালি সামনে ধইরা দিছে। একডা নজর না দেইখ্যা, তারপর উল্ডাপট্‌কন খাইয়া গেছিগা পইড়া। দশ দ বাদে চেতন্য হইয়া উজিরে কওন শুরু করছে।

উজিরের গীত-

"আমি অ আল্লা বাদশার বাড়ি
দিন অ না উদয় আরে হইছে।"

বুঝেননি বাদশার বাড়িডা পাম লাইডের আলোর মত অইয়া গেছিগা।

উজিরে কয়, বাবারে! বিষয়ডা কিরে।

"ধন দিছে বহুত বহুত জন দিছে না।
আটখুড়া বাদশার মুখ দেখলে
খাওন অই জুডে না।"

তার ঘরঅ পুত অইল! পুত খোদায় দিছে অমাবস্যার রাইতঅ বাতি লাগত না। উজিরের খাছলেতটা আছিল কি, পরের পুতটা চাইছে কাঁচা খাইয়া লাইত। তার একটা দোষ আছিন কি মুছ রাখছেনা।

ত বাদশার ঘরঅ পুত অইছে। বাদশায় তারে ইমুন ডগে খাওন শুরু করছে

"রায়ের পুত বাওয়ে বাড়ে, বাদশার পুত দিনে আধ হাত হাতঅ বাড়ে, তিনফা হাতঅ বাড়ে।"

কতদিনে হেয় ঠাঁই বেডা অইয়া গেছে। ঠাঁই বেডা অইয়া গেলে মানু আর হুবে থাহে না অইলাম। এই ফালদা গাছের ডাল ভাইঙ্গালায়। বারি মারে ইড্যা করে হিড্যা করে। হেয় (আব্দুল বাদশায়) পাছেদা চুল না রাইখ্যা আরেকদিন -

"ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
বাইততে এক মাইল দক্ষিণে গিয়া দিছে দরোশন
দক্ষিণে গিয়া নজর কইর‍্যা চায়
বিরাট একটা জংলা দেইখ্যা বলছে হায়রে হায়।"

বুঝেন না, বাদশার পুত। গিয়া একটা বিরাট জঙ্গল দেইখ্যা বইছে।

www.pathagar.com

বাদশার পুতে জংলা আর দেখছে না। থুম ধইরা খাড়াইয়া রইছে। গিয়া দেহে বিরাট একটা আজদা দক্ষিণ ফাইত্তে আইতাছে জংলার ফাই।

হেয় (আব্দুল বাদশা) কয় থোয়াস, থোয়াস, ইড্যা কোনজাতের আজদারে? একখানদা বাঘের ছেরা, আরেকখানদা আজরাইলের ছেরা, কত রঙের ছেরা যে সীমা সিংখ্যা নাই। কয়, থাউক, আল্লা রসূলের দুইন্যাইত মত্তত অই কবুল। আল্লায় যা করছে, আজদাড়ায়ে কই যায় ইড্যা না দেইখ্যা ছারতাম না। হেয় (আব্দুল বাদশা) একটা ছুপার গুড়িত টপ কইরা বইসা রইছে। এই -

"আজদাড়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

মাইঝ জংলার মাইঝে আইসা দিছে দরোশন।"

"পট কইরা আইয়া একটা কইন্যা না অইয়া লক্ষ টেহার জেওর বদনে বদনে দিয়া সূর্যের লগে যোগ ধইরা খাড়াইছে। এই জঙ্গলের মাইঝে আবার কাইতনের দুইডা পুতে কাম করত। মুতামাতি তুইল্যা তারা আঙ্গার বানাইয়া বেছত। তে দুইডায় যে কাম করে এর মাইঝে বড়ডায় বিয়া করছে, হরোডায় করছে না। জিড্যায় বিয়া করছে না হিড্যার নজর ভালা। আর হিড্যার নজর ভালা না। হরোডায় যদি মুতার মাইঝে তিন কুপ, বড়ডায় দেয় দেড় কুপ একটা দিয়া, অর্ধেকটা দিয়া খাড়ইয়া থাহে। হেয় (বড়ডায়) দেহে এক মান্দাইলে আরেক মান্দাইলেরে কি করে। এক পইক্ষে আরেক পইক্ষেরে কি করে। এক ব্যাঙে আরেক ব্যাঙেরে কি করে। বেজুত জাতের মানু আরহি।

"আৎকা যে হেয় (বড়জন) নজর কইরা চায়
সূর্যের লগে যোগ কইরা এক কইন্যা
খাড়ইয়া রইছে ইমুন অই দেহা যায়।"
যিমুন শুটকির নাওয়ে যেমন বিলাই তুইল্যা দিছে ইমুন অই দেহা যায়।

হেয় (বড়) কোদাল কোড়ালনা দরোর দরোর ছাইড়া না দিয়া নাদেং নাদেং কইর্যা কইন্যাডার বারাত গিয়া হাজির। কয়, কিগো কইন্যা কইত্তে আইল্যা, বিষয়ডা কি হে?

কইন্যার তিন মুড়ি আস্তা দিয়া কওন শুরু করছে, কয়, দেহেন আমি এক বাদশার ঝি আছিলাম। আমারে নি এক বাইত শাদি দিয়ালায় জোর কইরা, কয়, হের বলে অবস্থা ভালা। চাইয়া দেহি যদি বাড়িত থাহি এই অবস্থার মাইধ্যে শাদি দিয়া থুইব। পরে জামাই থাকলে থাকব না থাকলে নাই। এল্যাইগা চাইর দিন আগে জামাইর বাইততে আইয়া পড়ছি দৌড় পাইড়া। আইজ্যা আপনেরে (বড় জন) দেইখ্যা আমার খাইট্যা গেছিগা। বুঝেন একটা কুত্তায় দেখলে তারে (বড়) খাড়ে না। আত্মাডা দুরুঙ্গী মারছে। কয়, কি? ইমুন কইন্যার খাইট্যা গেছিগা। কয়, মুছ ইড্যা আলাদা করছেত নাকি ধাইরা চেতাইছে।

কয়, কইন্যা কও কি? মনে মনে কয়, স্বাইস্থ্য কি আগেত্তে ভালা অইলরে?

(নিজেরে নিয়া গর্ব করে) কয়, কইন্যা কত মাইনষের খাইট্যা যায় গা, চাইলে ত ইত্তানের ফাই।

কইন্যা কয়, আইচ্ছা আপনের বাড়িডা কতদূর?

বাড়ি অইছে তিন মাইল, কিন্তু সুন্দর কইন্যা দেখছে। এল্লাইগা পৌনে দুই মাইল অই গোপন কইরা লাইছে।

কয়, কইন্যা সোয়া মাইল গো, সোয়া মাইল।

কইন্যায় কয়, সোয়া মাইল অইলে ভালা অইছে। একটু পানি খাওয়াইতাইন যদি আমারে? ত শাদির পড়েঅ খাওন লাগব।

হেয় (বড়) কয়, ইড্যা আঁইক্যা উইক্যা খুইট্যা এনে দিছে রে।

ইড্যা যদি আগে কইত আগে খাওয়া লওয়া পরে শাদি। চাইল লাগল অইলে, দারুণ দৌড়াদৌড়ি করতে অইত। হেনদা তিনদিন ধইরা চাইল নাই বাইত। হেয় ছোড ভাইয়েরে কয়, কুপ ছাইরাদে লক্ষ টেহার দৌড়। কুপদা কেরছ? তুই (ছোট ভাই) কইন্যার বারাত খাড়, আমি কইন্যারে পানি খাওয়াইয়া লই। দেহিছ কোনো আল্লা জাল্লা[৪৬] মানু নি আইয়া বের-চের লাগায়।

হের ছোড ভাইয়েরে কইন্যার বারাত খাড়া না কইর‍্যা থুইয়া হেয় (বড়)

"ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন, হুদা দূরে হেই বাইত
পানির লাইগা গিয়া দিছে দরোশন।"

বড় ভাই হেই বাইত পানির লাইগা গিয়া সারছে। কইন্যাডা দুরুনদা না পইড়া, চুলগুলি আউল-ফাউল কইরা গইরদা ছোড ভাইয়ের পায়ের বারাত যায়। হেয় দিছে দৌড়। কয়, ওরে বাবারে বাবা ইড্যা (মেয়ে) কুড়ি বছরের হেবারা[৪৭] পাগল না।

ইচ্ছামতো না ছোড ভাইয়েরে দৌড়াইয়া চুলগুলি না উগুল কইরা ঠেং বিছাইয়া কান্দুন জুইড়া দিছে।

বড় ভাইয়ে হেই বাইত্তে পানি লইয়া আইয়া, কতদূর আইয়া-

"নজর কইরা চায়, কইন্যা যে আউল অইয়া বইয়া রইছে
ইমুন অই দেখা যায়।"

কতদূর না আগাইয়্যা কয়, কিগো কইন্যা বিষয়ডা কি গো?

কইন্যায় কয়, তোমারে খাটছে দেইখ্যা কইছি বিয়া করতাম।

অতখুনে জিগাও বিষয়ডা কি? তুমি ইমুন একটা লুন্ডার বেরাত আমারে বওয়াইয়া থুইয়া গেছ? তুমি গেছগা পরে হেয় (ছোট ভাই) আমারে হেরছাইয়া রাখছে।

বড় ভাই কয়, আরে কইন্যা কও কী? ইমুন একটা কইন্যা আল্লাতালায় আমারে দিছে। হেয় ইড্ডারে হেরছাইয়া নষ্ট করত! তার লাহাইন ভাই আমি আর রাখতাম না। তারে কাইট্যা লাইয়াম।

ছোড ভাইয়ে কয়, ইড্ডা কি? হেয়দি আমারে হুদাহুদি কাইট্যা লাইব।

কয়, ভাইও আমি আর আপনে এক মার ঘরের এক বাহের ঘরের। এই কইন্যা জানি ইড্যা কার ঘরের। ইড্ডারফি আমি চাইছি অই না। আমারে হুদাহুদি অই কাইট্যা লাইবা?

বড় ভাইয়ে কয়, এইক, তুই কইন্যার ফি চাইছস না? কইন্যার ইমুন কোন জাগা রাখছস আনা ছোলালে?

কয়, আগ্যাইয়া লই, দাওডা লইয়া আইতাছে। হেয়অ (ছোট ভাই) দাওডা থাফাদা লইছে।

কয়, তাইনে যদি হুদাহুদি আমারে কাইট্যা লয়, তাইনেরে (বড় ভাই) জেতা রাইখ্যা ফলডা কী?

হেয় (ছোট ভাই) দাওডা লইয়া কয়, আইয়া দেখ, জরমের কইরা দিয়া দেম। হেয়অ (বড় ভাই) কাছাইছে, হেয়অ (ছোট ভাই) কাছাইছে।

এই জুনডে বাইছার কুপ দেয়, হেই জুনডে এইজুনে কুপ দেয়। সেবের কুপ একটাও না। বেসেবের কুপে হিনু[৪৮] মানু বাছে না। একডা ভাই একটু আগে, আরেকটা ভাই একটু পরে দরর দরর কইর‍্যা পইড়া দুনডা ভাই নাই। আব্দুল বাদশাহ যে চুল রাইখ্যা ছুপার গুঁড়িত বইসা আছিন। হেয় কয়, আর খাড়ইয়া রইছি কেরে? অহন অই ইড্ডা একটা আজদা অইয়া আইছে অহন অই একটা কইন্যা অইয়া দুইডা খুন করল। ইড্ডা আমি না দেইখ্যা চুল রাখছি কেরতাম?

আব্দুল বাদশায় পাছে দানা গিয়া থাফাদা চুল ধইরা কয়, কেডা তুই? খোদার ঘর সোজা দেখছস? অহনঅই একটা আজদা অইয়া আইছস।

অহন অই একডা কইন্যা অইয়া দুইডা খুন করছস। খোদার ঘর সোজা দেখছস? কেডা তুই?

কইন্যায় কয়, আব্দুল বাদশারে ছাইড়্যা দে।

আব্দুল বাদশা : ছারোইয়ার বেডা অই আমি?

কইন্যা : আব্দুল বাদশারে আমি কেডা কইলে ডরাইবেনি?

আব্দুল বাদশা : ডরানির বেডা অই হেয়।

যেরে কইন্যায় কয়, ত শুন আব্দুল বাদশা আমি কেডা?

গানের মাধ্যমে কইন্যা নিজের পরিচয় দেয়

মূল গায়ক ঘোসায় টান দেয়। দোহারবৃন্দ সমস্বরে গায় -

"আরে অ বাদশা আরে বাদশা
মাইনষে আমায় বিলকুল মউত ডাকেরে।"

কয়, অইরে আব্দুল বাদশা মাইনষে আমারে বিলকুল মউত ডাহে। আমি অই বিলকুল মউত। এই জুনডে গাছতে ফলাইয়া দেই, হেই জুনডে কুপদা ফালাইয়া দেই, গাড়ির তলে ফালাইয়া দেই। ইড্যা কইতে অই আব্দুল বাদশা থরথর কইরা কাঁপতে শুরু করছে।

কয়, ইড্যা করছি কি?

কয়, এক বাড়িত অসুখ অইলে সাত বাড়ি ঘুইরা গেলেঅ জাইত্যা ধরে এই বিলকুল মউত। হেই বিলকুল মউত ধইরা লাইছি।

www.pathagar.com

কয়, না পট কইরা ছাইড়া দিলে বের লাগাইব।

হেয় (আব্দুল বাদশা) ধইরা রাখছে আর কয়, আমি কোনো বিপদে পড়লে উদ্ধার করাইবাইননি, কইনছেন শুনি?

বিলকুল মউত : ওর ডাহে খোদার হুকুম পড়লে একটা ডাহে উদ্ধার করুম।

আব্দুল বাদশা : খোদার হুকুম পড়লে তিনডা ডাক দিয়াম।

তর ডাহে শহুনে বলে কয়, ছয়বার ডাক দেম।

বিলকুল মউত কয়, এরে আব্দুল বাদশা! আইজ্যা যদি কোনো দোহান গিয়া কছ ধরছিলাম বিলকুল মউত। তো জনম যাইব আমারে পাইবেনা। আর যদি মাইনষেরে না কছ তো তোর একটা ডাক কবুল করুন যায়।

আব্দুল বাদশা যায়।

এই পট কইর‍্যা আব্দুল বাদশায় বিলকুল মউত দিছে ছাইড়া। ছাইড়া না দিয়া -

"আব্দুল বাদশায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

আপন বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"

আপন বাইত যাইতে অই মেরছির বাদশা (আব্দুল বাদশার বাবা) আব্দুল বাদশারে ডাক জুইড়া দিছে।

মেরছির বাদশা : এ বাবুরে আব্দুল বাদশা?

আব্দুল বাদশা : বাজান ও কি?

মেরছির বাদশা : বাজান তুমি আইজ্যা কই গেছলা?

আব্দুল বাদশা : বাজান আমি না বাড়ির চাইর কুলাদা ঘুরি ফিরি।

কেরে বাজান?

মেরছির বাদশা : না বাজান, তোমারে সত্তরডা ডাক দিছি একটা ডাহেরঅ উত্তর পাইলাম না।

আব্দুল বাদশা : বাজান তাইনে আমারে যবর আদর করে। যেরে কইলে আপনে অই কাঁচ তাইননা, নাকি আমি অই কাঁচতাম না বুঝ করতারি না। যেরে সিদ্ধান্ত করছি তাইন ডাক যত দিতারে, আমি হুর যত না দিতারি।

মেরছির বাদশা : বাবু তুমি আমারে আজরাইছ?

আব্দুল বাদশা : আজ কইছি না অইলেঅ হেই ডগ অই।

মেরছির বাদশা : বাবুরে তুমারে যদি আনি রাইতে দিনে সাত দিন ধইরা ডাহি আর তুমি যদি একটা ডাহেরঅ উত্তর না দেও, তুমার লগে আমার আঁঢুনি নাই। বাবুরে তুমি যাও গোছল কইরা খাও। এ-রে উজির হেরে (আব্দুল বাদশারে) লইয়া যাও।

যহন খালি গোছল কইরা খাওয়ার কতা কইছে, উজির আব্দুল বাদশার ফাই নজর করছে। কয়, ভালারে হেরে (আব্দুল বাদশাহরে) দেইখ্যা যে আমার আই যায় না। মানু কি খাইয়া দেহুন যাইব? হেরে না আইস্যা খানাপিনা খাওয়াইয়া সিংহাসনে না বওয়াইয়া

www.pathagar.com

কিছু দেহুন দোয়ারদা, কিছু চুহিদা, কিছু খেহরি দা, কিছু না হিদা। সারাদিন তারে দেহুম। তারে দেইখ্যা আমার আই যায় না আমার কোনডার লাইগারে?

এই কতানা কইয়া -উজির খানাপিনা খাইয়া -

"ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন, সিংহাসনের ঘরের মুখি[৪৭] দিছে দরোশন।

যহন খালি সিংহাসন তুইল্যা দিতো লইছে ইমুন কালে ঐ যে জত্তিশ,

জত্তিশে নজর কইরা চায়

আব্দুল বাদশাহরে যে সিংহাসন তুইল্যা লায়, ইমুন অই দেহা যায়।

এই জত্তিশে ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

মহাশূন্যকারে উইঠ্যা দিছে দরোশন।"

চিলা গুতি গিয়া মেরছির বাদশার বাইত আইয়া পড়ছে।

গিয়া কয়, এরে উজির! এই! তর বাহেরে কই তুলছরে?

এইডা না কইতে অই হেয় (উজির) পট কইরা ছাইড়া না দিয়া কয়, থোয়াস ! থোয়াস! তারে আজকা (জত্তিশ) কোন মুড়ি না এনঅ আনলরে?

তারে (আব্দুল বাদশাকে) আইজ্যা তামশা দেখলাম অইলে।

"জত্তিশ নজর কইরা চায়, তাইন (উজির) খালি দৌড়াইতাছে

আর যায় ইমুন অই দেহা যায়।"

জত্তিশ কয়, তরে যেইদিন ধরিরে! ওর যদি অওন ভালা থাহে ত তর বাদশারে গিয়া ক আমার লগে দেহা করত।

"উজির ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

বাদশার ভিতর বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"

গিয়া কয়, বাদশা ছালামুত ও! ও বাদশা ছালামুত!

বাদশা : কিরে বাপু বিষয় কিরে?

উজির : আপনেরে ডাহে।

বাদশা : ডাহে কেডা?

উজির : ডাকতাছে।

বাদশা : ডাকতাছে কি?

উজির : আরে ডাকতাছে।

হেয় (বাদশা) অক্করে তে পুতা বানাইয়া লাইছে।

কয়, ডাহে কেডা?

উজির : উরফেততে যে এক বেডা পড়ছে, হেয় আইছে।

বাদশা : জত্তিশ বাদশা আইছেরে?

উজির : হ।

বাদশা : বাপুরে তার মত একটা জত্তিশ পিরথিবীতে নাই। হেয় যতগুলি কতা কইছে সবগুলি কতা হাছা অইছে। তারে গিয়া পঁচিশটা টেহা, দশ সের চাইল, ভালা

www.pathagar.com

একটা চাইদ্দর গিয়া বকশিস কর। যাও। এইডা কইতে অই (উজির) ফালদা গিয়া ভিতরের বাইত পড়ছে।

পইড়া কয় বলে, তার (জত্তিশের) লগে যদি আমি খাতির কইরা লাইতারি তে এই বাড়ির সুখ আমার লাইগ্যা নষ্ট নাই। নাইত্তে আইজ্যা গজব মারার কাম অইব। এই বাদশায় ভিতরের বাইত গিয়া পঁচিশটা টেহার লগে পটপট্টি দেইখ্যা সোনা জরফিওয়ালা একটা চাইদ্দর লইয়া ছড়ানদা গিয়া বার বাড়ির দহলে খাড়ইছে। উজির আইয়া এক কাইক, দুই কাইক কইরা আগ্যান শুরু করছে।

আইয়া মনে মনে কয়, এগো জত্তিশমশাই আপনে আমারে দেখতারেন না, যদি কিছু দেখতারতেন জব কইরা থুইয়া যাইলাম অইলে বেডা তরে।

"জত্তিশে নজর কইরা চায়,
উজিরে যে পঁচিশটা টেহা, দশ সের চাইল আর একটা চাইদ্দর লইয়া খাড়ইয়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

ইড্যা দেইখ্যা যিমুন জত্তিশের বারুদের ঘটির মাইঝে আগুন লাগাইয়া দিছে। নমরুং ছুরুত নাকি ধইরা থাফাদা আশলির মাইঝে ধরত গেছে। উজির কতদ্দুর দৌড়দা না গিয়া, একট দৌড় না দিয়া আইয়া পড়ছে।

কয়, হেয় (জত্তিশ) যতক্ষুণ আমারে না মারতারে অতক্ষুণ তার চেত[৫০] কমত না।

এই উজির, "ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
বাদশার ভিতরের বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"

উজির : বাদশা ছালামুত কেরুইন আপনে?

বাদশা : ফুইত্যা রইছি।

উজির : ফুত্যাতে ওডেন।

বাদশা : বাপু কী?

উজির : নথিপত্র আনেন।

বাদশা : নথিপত্রদা কি করতা?

উজির : আমার নাম কাইট্যা লাও। আমি একদম উজিরি ছাইড়া দেম। দেশে থাইক্যা ভিক্ষা কইরা খাইয়াম বেডা।

বাদশা : বাপুরে, বিষয়ডা কি? কইতানা? হেয় কি করছে?

উজির : "হের করুন লাগেনা কিনু
হেরে দেখলে মানুষটা টিহা না কিছু
এই তার ষোলআনা দোষ।"

বাদশা : বাপুরে তোমারে আমি ছোডবালা আনছি। তুমি যদি অহনে উজিরিডা ছাইড়া দেও তো আরেকটা উজির আমি কইত্তে পাইয়াম। তুমার হুট হরমাইশ যা করার আমি করাম। তুমি আমার ভিতরের বাইত গিয়া বইয়া থাকবা।

এই কতা কইয়া তারে (উজির) ভিতরের বাইত বওয়াইয়া না থুইয়া।

"বাদশায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

www.pathagar.com

বার দহলে আইয়া দিছে দরোশন।"

আইয়া কয়, বাপুরে জত্তিশের পুত! তুমি আমারে কেরে ডাহাইছ? কওছে শুনি।

জত্তিশ : বাদশা ছালামুত কিমুন আছুইন?

বাদশা : ভালই।

জত্তিশ : বাদশা ছালামুত আপনেরে আমি কি কি কইয়া গেছিলাম সব অই আপনের মনো আছে।

বাদশা : মনেতো সবই আছে। কি কি না কইছিলা?

একবার, দুইবার, তিনবার কইছি।

জত্তিশ : এই হারামজাদা বাদশা মনত সব অই আছে। কি কি আছে আবার জিগাছ! এই হারামজাদা বাদশা তরে না কইছিলাম আমি যেই পর্যন্ত ফিরা না আহই আব্দুল বাদশারে সিংহাসনে না তুলতে। তুই উজিরডে কইছস আব্দুল বাদশারে সিংহাসনে তুলতে?

বাদশা : বাপুরে আমি কোনদিন আব্দুল বাদশারে সিংহাসনে তুলতে কই নাই। কিন্তুক নাও করছি না। যদি না করতাম, ত আর তুলল না অইলে। আব্দুল বাদশারে যদি উজিরে সিংহাসনে তুইল্যা থাহে তয় আমি মাপ[৫১] চাই।

জত্তিশ : মাপ চাও?

বাদশা : হ।

জত্তিশ : আইচ্ছা আব্দুল বাদশার লগে আমি দুস্তি করতাম কইছিলাম ইড্ডা হাছা।

বাদশা : হাছা।

জত্তিশ : তে আমার দুস্তেরে আমার বাড়িত নিতাম কই? আপনে কোনডা কইন।

বাদশা : হ বাপু নিলে জিগাইয়া লও। বুঝেন না, খুব রাজি না।

মনে মনে কয়, হেয় ছিঁড়া বই, ছিঁড়া পুস্তক লইয়া ওরফেততে পড়ে। বাইত আছে কিচ্ছু নাই, বেডা খাড়া উলু এ খাইয়া লাইছে। তারে (আব্দুল বাদশাকে) হেয় নিয়া এদখুলা কানজির জাউ[৫২] রাইন্দা খাওয়াইব?

হেয় তারে (আব্দুল বাদশা) নিত কই?

কয়, হ বাপু দেহগা তোমার দুস্তেরে জিগাইয়া।

জত্তিশ : এরে হারামজাদা বাদশা, "রাজা থাকতে কুত্তালের দুআই।"

দুস্তেরে জিগাইতাম, তুই কিচ্ছু করতারতে না?

এই জত্তিশে গান কওয়া শুরু করছে

আরে বাদশা রে, আরে ও ওরে বাদশা

সাবধানে থাকিঅরে বাদশা

আইলাম তোরই বাড়ি

আব্দুল বাদশারে লইয়া যামু রাত্র নিশাকালে।

তর মতন বেডার কাছে জিগাইয়া নিয়ামরে।

বাদশা : আমারে আল্লাতালায় পুত দিছে। ডাক দিলে হেয় (আব্দুল বাদশা) লগে লগে যাইব গা। এই কি করি?

www.pathagar.com

এই বাদশায় কওন শুরু করছে বাপুরে তারে (আব্দুল বাদশা) তুমি রাত্র নিশাকালে নিওনা। আমি কইয়া বুঝাইয়া তারে তুমার লগে দিয়া দেম।

জত্তিশ : দেও।

এই মেরছির বাদশায় কওন শুরু করছে। বাবুরে আব্দুল বাদশা!

আব্দুল বাদশা : কিও বাজান!

মেরছির বাদশা : এই বেডা (জত্তিশ) তুমি পেড থাকতে অই তুমার লগে দুস্তি কইরা গেছিগা। অহনে তোমার দুস্তে চায় তোমারে দুস্তের বাইত নিত। অনে তুমি কোনডা কও?

আব্দুল বাদশা : বাজান আপনে দিলে যাইয়াম, না দিলে না যাইয়াম।

মেরছির বাদশা : বাবুরে আমার রাখবার শক্তি নাই।

আব্দুল বাদশা কয়, কিমুন দোস্ত আইলরে বাজানের রাখবার শক্তি নাই। এই দুস্তডারেত আমার দেইখ্যা লওন লাগে।

এই আব্দুল বাদশায় বিদাইয়ের গান কওন শুরু করছে –

আহা বিদাই দেও, বিদাই দেও বাজান আমারে এ এ

এই যহন তার বাহের কাছে থেহে বিদাই লওন শুরু করছে।

তার বাহে কওন শুরু করছে –

আহা আমি দিলাম আশীর্বাদ ওরে

আব্দুল বাদশা ধর্মের চেয়েও বড় রে।

এই তার বাহের কাছ থেহে বিদাই লওনের পরে গেছে তার মার কাছে। গিয়া কওন লাগছে -

বিদাই দেও, বিদাই দেও... মায়া গো বিদাই দেও আমারে

এই তার মার কাছ থেহে যহন বিদাই লওন শুরু করছে। তার মায় বিদাইয়ের গান কওন শুরু করছে -

আহা আমি দিলাম আশীর্বাদ ওরে
আব্দুল বাদশা ধর্মের চেয়েও বড়রে
চন্দ্র সূর্য মইর‍্যা না গেলে রে হে
আব্দুল বাদশা বাইচ আরো পরে রে।

এই তার মার কাছ থেহে বিদাই লইয়া লাইছে। বিদাই লইতে অই তার মায় কয় বাপুরে (জত্তিশকে উদ্দেশ্য করে) আমার পুত্র তোমার কাছে। আমি আসল কতা কইয়া লই তোমারে যে খোদায় কি করব :

"আহা তোমায় ডাকি পুত্রা ও হায় হায়
আহা ডাকি পুত্রা ও ওহো ও
পুত্রা বললাম এই দুনিয়ার মাঝে আমার আল্লা
যদি পুত্র না দেওগো
ঠেকবারে পুত্রা হাসরের ময়দানে।"

www.pathagar.com

বাপুরে তোমার দুস্তেরে তোমার কাছে দিলাম। আমার আর জি-পুত নাই। তুমি যদি আমার পুতেরে আমার কাছে না দেও, হাসরের দিন তোমার লগে আমার হিসাব অইব। এই কতা কইতে অই আব্দুল বাদশারে ডাইক্যা আইন্যা আত তুইল্যা দিছে।

"আব্দুল বাদশায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
দুস্তের সনে গিয়া দিছে দরোশন।"

আদবালা না আইট্যা বাদশার পুত আব্দুল বাদশায় কয়, দোস্তও কোনো খাওয়াইলে খাওয়াও, আপনের বাড়িডা আর কতদ্দুর রইছে?

জত্তিশ : এই যে ভাঙ্গা ঘরডা যেহানে, এই ঘরঅই যিমুন।

আব্দুল বাদশা : যিমুন বাড়ি কিমুনও?

জত্তিশ : পরে যদি আমার বাড়ি না অয়।

আব্দুল বাদশা : আরে ইড্যা কি কয়? আপনের বাড়ি কইলে আবার অয় না কেমনে?

জত্তিশ : দোস্তও যবর দুবই থাইক্যা কই। আইয়েন, আইয়েন, আবার টাইন্যা লইয়া মেলা করছে।

আবার না আদবেলা আইট্যঅ আব্দুল বাদশায় দুরুদদা পইড়া গেছে।

কয়, দোস্তও আর একটা কাইক অ দিতারতাম না। বাদশার ঘর জরম লইয়া আডা কি জিনিস আমি কই তারতাম না।

এই পর্যন্ত আটছি ইড্ডা অই বেশি।

জত্তিশ : তুমি অক্করে ওটতার না?

আব্দুল বাদশা : না।

তিনবার না (জত্তিশ) জিগাইয়া চাক্কাদা একটা কাপড় দিছে।

আব্দুল বাদশারে কয়, এই সাত পল্লা কাপড়দা তোমার চোখটা বন্ধন কর। কইরা আমার পিডের উপরে চইড়া বও।

আব্দুল বাদশা : আপনেরে চইড়া বয় কিবা? আপনে না আমার দোস্ত?

জত্তিশ : দোস্ত দেইখ্যা কিবা তোমারে বাইত নিতে অইব না। তোমারে কি পুতঅ লোসকান করলে অইব?

আব্দুল বাদশা : দোস্ত চোখ বানতাইন কেরে?

জত্তিশ : তোমারে আমি কান্ধ কইরা নেম। আর তুমি ফহির ডার লাহাইন চাইয়া থাকবা। মানু কইব এই হারামজাদার ঘরের হারামজাদা হেয় (আব্দুল বাদশা) তর চেয়ে নিরসরে? মোছওয়ালা বেডা তুই কান্ধ কইরা নেছ কেরে? চোখটা বান্ধাইলে কইতারাম হেয় চোহে একটু কম দেহে।

আব্দুল বাদশা : দোস্ত আমি আর কিছু কইতামনা। আপনে মন লয় চোহে বান্ধেন মন লয় ঠেঙ্গে বান্ধেন। এই হাত ফল্যা চোখ না বন্ধন কইরা ফালদা জত্তিশেরে চইড়া বইছে।

"জত্তিশ ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
মহাশূন্যকারে উইট্যা দিছে দরোশন।"

www.pathagar.com

যহন চলতি দিছে
জনগণের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাই প্রধান গায়ক টপ্পা গায়।
হায় হায় কি ফকির সাজল বাড়ি নেত্রকোণারে
হাঁস, কইতর, মুরগি খায়, কাইল্যাপাতার পোনা।
পাঁচশিখা[৩] তার সিন্নি লাগে
চুলকাটাডা মানা
আবার পূর্বসূত্র হতে বলা শুরু করে
"সাত পল্লা কাপড়দা চোখটা বন্ধন কইরা যহন চলতি দিছে
আব্দুল বাদশায় নজর কইরা চায়
কানে যে খালি পুনপুন পুনপুন ডাকতাছে
ইমুন অই শুনা যায়।"

আব্দুল বাদশায় কয়, কান ইমুন করতাছে কেরে রে? বাতাস থামছে পড়ে খালি পুনপুন করতাছে। আতকা দেহে ডাকটা অই নাই। যহন (জত্তিশ) কোস্টারের মত চলছে। দেওয়ের চলা বুঝেননি। কান পট কইরা বন্ধ অইয়া গেছে।

দোহারবৃন্দ প্রশ্ন করে, একদম?

গায়ক : একদম। আর ডাহ নাই। তহন আব্দুল বাদশায় কয়, হেয় আমারে তুলছে কই? ফালাইয়া এনে দিব? এই কতাডা না মনে মনে ভাবনা কইরা এবং গানে টান দেয়-

আরে অ মাগো, আরে মাগো দয়া চাই অ
এই দেওয়ের পিডের ওরফে উইট্যা আব্দুল বাদশা গান গায়
ওরে তোমায় ডাকি প্রাণের দোস্ত
দোস্ত বলি তরে
একা মায়ের একারে পুত্র থুইয়া যাও আমারে।
থাকত যদি সুন্দর (সহোদর) ভাই অরে ডাকত মারে মা
আমার মারে মা ডাকইয়া এই সংসারে নাই
মারো কেহ নাই দোস্ত এই দুনিয়ার মাঝে।
এই পিডের ওরফে থাইক্যা আব্দুল বাদশায় এই গীতডা গাইছে।
দেওয়ে কয়, কিন্তু দোস্ত আমার পিডের ওরফে থাইক্যা এই গীত কিল্যাইগা?
আব্দুল বাদশা : আপনে যে আমারে তুলছেন কই?
জত্তিশ (দেও) এই বেক্কল আমি না মাটিদা আইট্যা যাইতাছি।
আব্দুল বাদশা : আপনে যে মাটিদা আইট্যা যাইতাছেন ইড্যা কিছুডা দিশা পাইছি।
জত্তিশ (দেও) : কিছু দিশা পাইছ?
আব্দুল বাদশা : হ।
জত্তিশ (দেও) : তয় ভালা কইরা ধইরা রাইখ্খ।

আব্দুল বাদশায় আতে ধরছে, পায়ে ধরছে, মুহে ধরছে, উপুখ অইয়া কামুড়দা ধরছে।

www.pathagar.com

"এই জত্তিশ ঘুরিতে ঘুরিতে করিছে গমন
আপন বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"

নাইম্যা কয়, এই পরানের দোস্ত আপনে যে চক্ষু মেইল্যা চান। আপনে যে আমার বাইত আইছেন।

হেয় (আব্দুল বাদশা) হাতপলা কাপড় মেইল্যা টানদা চক্ষু মেইল্যা চায়
সোনালি চাইরটা দলান চাইর বিচে থাইক্যা বলছে হায়রে হায়।

আব্দুল বাদশায় কয়, হেলবা না কইছে হের (দৈত্য জত্তিশ) এক ভাঙ্গা চুরা ঘর না বলে। এর একটা দালানের ঝড়পি যদি বেছে রে? ত আমার লাহাইন সাতটা বাদশা বাড়ি কিনতারব। হেয় সুহি এনেরে! দারুণ সুহি এনে। এইডা কইতে অই শুনে দেওয়ের বউ দক্ষিণ দিগেত্তে পুনপুন কইরা আইতাছে।

আইয়া জত্তিশেরে কয়, কইত্তে আইলেন বিষয়ডা কি হে?

দেও (জত্তিশ) : এগো জত্তিশনী মেরছিরপুর শহর গেছিলাম। মেরছির বাদশার পুত একটা আব্দুল বাদশা তারে দুস্তি কইরা আমার বাইত আনছি।

দেওনী (জত্তিশের স্ত্রী) : ভালা অইছে এই খাওনডা আমি খাওম।

দেও (জত্তিশ) : এগো জত্তিশনী তারে কিনা বাইত কাডাইয়া দিছে। তারে (আব্দুল বাদশারে) আমি খাইতামনা।

দেওনী (জত্তিশের স্ত্রী) : তুমি ভরাদা দুস্তি কইরা আইন্যা এলহা এলহা খাইয়া লাও। কারবারডা ইমুন কেরে তুমি ঝুড়ি ঝুড়ি খাইয়া থাকবা। আমি তোমার তলে আইছি না। তারে আমি খাইলাম।

দেও (জত্তিশ) : তারে খাইলে বেশী ভালা অইব না।

দেওনী (জত্তিশের স্ত্রী) : বোরা যত অইতারে তারে খাইয়া।

আবার দুইডায় (দেও ও দেওনী) যহন দুম দিছে, জত্তিশ (দেও) ফালদা বওয়াততে ওঠছে। দেওনীরে যহন ধইরা ছাটনীর দাসা একটা ভাইঙ্গা খালের হেবারাদা বাওয়াইয়া লাইছে তহন দেওনী কয়, আহ্ হা ইড্যা করলা কি?

দেও (জত্তিশ) : তরে একটা কামে অ কইনা, কতাত শুনছ অই না।

"আব্দুল বাদশা নজর কইরা চায়,
দুইন্নাডা যে একটা আংলা মাংলা লাগছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

আব্দুল বাদশায় দৌড়দা না কতদূর গিয়া একটা গাড়ের মাইঝে না পইড়া, একটা গাতা না পাইয়া, বুটটুরদা[৫৪] অর্ধেকটা দিয়া লাইছে গাতার ভিত্তে।

দোহারবৃন্দ : ডরের জাগা?

গায়ক : ডরের জাগাডা উরফেদা অই
পায়ের হেনদা হগল বালাই ডর কম।

যেরে দেওয়ে আতকা কয়, বালারে তারে (আব্দুল বাদশা) না দেইখ্যা বলছে হায় রে হায়, হেয় গেল কই?

আব্দুল বাদশায় গাতার ভিত্তে থাইক্যা কয়,

"তোমারে না ডাকি ও আল্লা

ঘুটঘুট শব্দ শোনা যায় ও।"

এই গীত শেষ হতেই ছুটাবন্দ নিবাসী আব্দুল হালিম মিয়া গায়ককে পঞ্চাশটি টাকা উপহার দেয় এবং সকল গায়ক ঐ ব্যক্তির নামে বন্দনা গীত গায় এভাবে -

"ছুটাবন্দের হালিম মিয়া অ অ

পঞ্চাশ অ টাকা দান অ করছে দারুণ বেদের।"

আবার কিস্‌সায় ফিরে যায়-

জত্তিশ (দেও) : খুব জুরে কয়, এই পরানের দোস্ত?

গাতার ভিতরে থাইক্যা আব্দুল বাদশায় কয় কি ও দোস্ত?

জত্তিশ (দেও) : আপনে (আব্দুল বাদশা) হেফি কি করেন।

আব্দুল বাদশা : দোস্ত ও দুইন্যাইডা কি আংলা পাংলা[৫৫] লাগছিন! থেরে দৌড়দা কতদ্দুর গেছিগা।

জত্তিশ (দেও) : এই কিয়ের আংলা মাংলা, কতাবার্তা কইতাছিলাম।

আব্দুল বাদশা : হায়রে কতাবার্তা অই ইত্তা? কাইজ্যা না জানি কিরে?

জত্তিশ (দেও) : হগলবালা অই কই। আয়েন সিংহাসনে আইয়া বইন।

আব্দুল বাদশা আইয়া সিংহাসনে বইছে। কিস্‌সা শুনে এলহা এলহা[৫৬]।

সিংহাসনে বওয়াইয়া না থুইয়া আব্দুল বাদশারে দেও (জত্তিশ) কয়, এই দোস্ত আপনে সিংহাসনে বইন। আমি আপনের লাইগা খাওন আনতাম যাই।

আব্দুল বাদশায় কয়, যাইন।

দেও (জত্তিশ) : যাইয়াম যে, আমার এক কতা, নিয়ম এই যে, এই পুবে যাইয়েন, উত্তরে যাইয়েন, এই পশ্চিম আর দক্ষিণ কোণায় যাইয়েন না।

আব্দুল বাদশা : কে রে রে দোস্ত?

দেও (জত্তিশ) : এই দুই কোনায় লাইট্যা দোষ।

আব্দুল বাদশা : দোস্ত ও আমি এক মার এক পুত, আমি কোন কোণায় অই যাইতাম না। আমি যদি পশ্চিম কোণায় আর দক্ষিণের কোণায় যাই আর লাইট্যা দোষে পায়![৫৭]

দেও (জত্তিশ) : তুমি যে কোন কোনায় যাইতানা, পেসাব পায়হানা কি এই সিংহাসনে করবা?

আব্দুল বাদশা : না! ত কোনহেন যাইতাম?

দেও (জত্তিশ) : পুবের ফাই যাওগা বটতলা ঘাটের ফাই।

এই কতা না কইয়া "দেও (জত্তিশ) ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

সাতশ সমুদ্র হেফার গিয়া দিছে দরোশন।"

www.pathagar.com

যাইতে যাইতে জঙ্গইল্যা আত্তিডা গরদদা গিল্যালায়। বইষটা গরদদা গিল্যা লায়। এই যে চাক্কাইয়া ফালাইছে ইড্ডাতে (পেটে) পুরা অজম অইছে না। কোনডা মরতাছে, কোনডা মরতাছে আরেকটা মরবার বাউ দরতাছে। আরেকটা মরব। ইমুন কইরা হোনাই মুড়ির টেহের লাহাইন পেটটা পাইত্যা দিয়া কতখন পইড়া রইছে। পেটটা যখ্খন একটু মিলাইছে কয়, অ-হ-হো দোস্তের লাইগ্যা খাওন নিবার দরহার। উইঠ্যা হালদর বাইদের মইধ্যে নাইম্যা দিছে। নাইম্যা না দিয়া ছিনাই-মিনাই, হালুক-মালুক[৫৮] না টুফাইয়া বিশ চল্লিশ মুইন্যা একটা পুটলা বানছে।

কয়, একবার নিয়া দেই খাওয়া দরুক যেরে বরাবরই নিয়ামনে।

"আব্দুল বাদশায় নজর কইরা চায়
বিশ-চল্লিশ মুইন্যা যে একটা পুটলা লইয়া
আহে যে ইমুনই দেখা যায়
আব্দুল বাদশা দেইখ্যা বলছে হায় রে হায়।"

দেও (জত্তিশ) : এর শইল্যে পেহে একটা কদাচার।

আব্দুল বাদশায় কয়, বালাবে হেয় তো খালি সুহী হই। খাচ্চরের দেহি শেষ সীমানা। আমি বাদশার পুত আমার লাইগ্যা খাওন আনলে ক্ষীর মোহন, লাল মোহন, বাদশাহী ভোগ, পরিমোহন, আমার লাইগ্যা ভালা ভালা খাওন অই আনব। ইত্তা বাইন্ধা কি আনে?

পরে কয়, যাউক অনেক জিনিস না যহন মাইধ্যেত্তে দুই একটা খাইলেই আমার অইব। ইড্যা কইতে অই।

দেও (জত্তিশ) কয়, এই দোস্ত! পরানের দোস্ত আপনের লাইগ্যা খাওন আনছি। নেইন।

"এই আব্দুল বাদশায় গাট্রিডা মেইল্যা
নজর কইর‍্যা চায়, উডা মোডা, ছিনাই মিনাই
হালুক মালুক দেইখ্যা বলছে হায়রে হায়।"

আব্দুল বাদশায় ফালদা গিয়া কয়েক গজ ফারাক দিয়া পড়ছে। কয়, দোস্ত ইত্যা কি আনছেন[৫৯]?

দেও (জত্তিশ) কয়, মূল্যবান জিনিস। খালি খাওয়া ধরেন।

আব্দুল বাদশা : দোস্তও এর একটা জিনিসের বয়[৬০] যদি লাগে দুইন্যার ডাক্তর কবিরাজ বাইট্যা খাওয়াইলেঅ আমি ভালা অইতাম না।

দেও (জত্তিশ) : এত আওশ কইরা জিনিস আনছি। ইত্যাঅ খাইতারতেন না, ত খাইবাইন কি?

আব্দুল বাদশা : ইত্যানে আওশ লাগাইছেন?

দেও (জত্তিশ) : বেকটা বাইত আইছি একটা পইক অ উড়ালদা যাইতে দেখছি না। খাইতা (খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে)।

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশা : না।
দেও (জত্তিশ) : অক্করে অই খাইতানা?
আব্দুল বাদশা : না।
দেও (জত্তিশ) : তিনবার না জিগাইয়া কাড়ার মাইঝে না ধইরা ইরালদা[৬১] দিছে অক্করে চরসিন্দুরের ফাই ফালাইয়া।

ফালাইয়া দিয়া কয়, আপনে বইন আমি আপনের লাইগা খাওন লইয়া আই। এই কতানা কইয়া -

"ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
সাতশ সমুদ্রের হেইপাড় গিয়া দিছে দরোশন।"

যহন খালি দরোশন দিয়া সারছে। আব্দুল বাদশায় মনে মনে ভাবুন শুরু করছে ভালারে হেয় (দেও) যহন আমার লাইগা ছিনাই-মিনাই, উডা- মোডা, হালুক-মালুক আনছে হেয় অইত্তে দেও অইব নাইলে দানব অইব। হেয় আমারে খাইয়া লাইব।

তারে (দেও) খাওয়া দিয়া পেট ভরাইলে কি লাভ অইব?

আইজ্যা দক্ষিণ দিগে যাইয়াম।

দোহারবৃন্দ ও প্রধান গায়ক গানের মাধ্যমে আব্দুল বাদশার দক্ষিণদিগে যাত্রার বিবরণ দেয়।

"ইমুনকালে আব্দুল বাদশায় ভাইঅ কোনই কামই করে
সোনার দুটি খড়ম পায়ে দিয়া চট্টর চট্টর করে রে
আমার আল্লায় (২)
হেয় কতদ্দুর সামনে গিয়া বাদশায় নজর কইর‍্যা চায়,
চাইয়া দেহে সোনার একটা তালাব (পুকুর) ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে (২)
আমার আল্লারে আহা অ।
হেই আব্দুল বাদশায় থোরা কতদ্দুর দক্ষিণে গেছে।
থোরা কদ্দুর দক্ষিণে গিয়া নজর কইরা চায়
কত ফল মেহেরে গাছ লাগাইয়া থুইছে সীমা সিংখ্যা নাই।
পাইক্যা ডুইম্যা রইছে খাওয়াইয়া নাই।"

দুইডা ফল না খাইয়া কয়, যাক আর দুই তিন মাস ভুখ লাগত না।

যাক আর থোরা কদ্দুর দক্ষিণে গিয়া দেহি আল্লায় কি রাখছে কপাল।

দোহারবৃন্দ ও প্রধান গায়ক আবার পূর্বের গানের অনুরূপ করে আব্দুল বাদশারে দক্ষিণদিগে গমনের বিবরণ দেয়।

দোহারবৃন্দের এই গান শেষ হতেই জয়নগর নিবাসী মো. মনির মিয়া গায়ককে পঞ্চাশ টাকা উপহার দেয় এবং এইবার গায়ক উপহারদাতার নামে বন্দনা গীত পরিবেশন না করেই তার কিস্‌সার কাহিনি শুরু করেন।

"থোরা কদ্দুর দক্ষিণে গিয়া নজর কইরা চায়
সোনার একটা মন্দির যে বাইন্দা রইছে ইমুন অই দেহা যায়।"

www.pathagar.com

এই মন্দিরটার চাইর কুলাদা ঘুইরা চাইয়া দেহে কোন দরজা-মরজা নাই। চাইর কুলাদা ঘুইরা কয়, ভালারে ইড্যার ভিত্তে (স্বর্ণমন্দির) যদি কেউঅই না যাইতারে আর না বাহর হইতারে ত হারামজাদা ইড্যা বানাইছে কেরতে? হের একটা খামুশ অই নাইরে?

ইড্যা কইয়া থোরা কদ্দুর দক্ষিণে নজর করছে।
"থোরা কতদ্দুর দক্ষিণে গিয়া নজর কইরা চায়
খর্ক একটা দাও টানাইয়া থুইছে ইমুন অই দেহা যায়।"
আব্দুল বাদশা কয়, ভালা! দরজা নাই দাওদা কেরে?
এই দাওডা ধইরা কয়, আরে বাবারে বাবা ধার অ-ত!
মাছিডা বইলে চাক অইয়া পইড়া যাইবগারে!
ইড্ডানা কইয়া "থোরা কদ্দুর দক্ষিণে গিয়া নজর কইরা চায়
ছয়ডা পাত্তর পুনপুনাইয়া ঘুরে ইমুন অই দেহা যায়।"

কয়, ইড্যা কি রে? আমডা হেফিলের পাত্তরদি পইরা থাহে, ইত্যা ইমুন অসইভ্য কে রে রে?

"পাত্তর একটা আসে, একটায় কান্দে,
তয় গিয়া ঘুরে বেদুম, পুনপুনাইয়া ঘুরে।"

আব্দুল বাদশায় কয়, যাউক! বাঁচতে অইব! আল্লায় যা করছে, মউত অই কবুল। এই পাত্তরগুলাইর বিচার না কইরা যাইতাম না। এই খড়কোডা পাতা না আতের মাইঝে লইয়া, পাত্তরগুলির মাইঝে আট্যাদা না পউড়া আইউল্লি কইরা যহন একটা কুপ দিছে ছয়ডা পাত্তর টলটলাইয়া ছয় হেন পড়ছে। পরে দরজাডা হম্মরদা মেইল্যা গেছে।

আব্দুল বাদশা কয়, ওম্মাইয়া এ কোন দেশ! মরছিরে মরছি ঠেলা দিলে দরজা মেলে জানতাম, কুপ দিলে যে দরজা মেইল্যা যায়গা ইমুনত আর দেখছি না! ইড্যা কোন দেশরে, ইড্যা কোন দেশ?

আব্দুল বাদশায় কদ্দুর না যাইয়া, ভাইবা চিন্তা কয়, মরছিরে।

ঠাইড অই মইরা গেছি। এই যে দাওদা কুপদা ঘরের দরজা মেলছি এই ঘরে মনে অয় বারবিওয়ালা এক বেডা থাহে। এই বেডা অই মাইষেরে চোখ লাগায়।

কোনও কতা নাই, এলা মাইনষেরে চোখ লাগানো শুরু করব।

এক চুহি দেয় আরেকটু আত্তলিত যায়, এক চুহি দেয় আরেকটু আত্তলিত[৬২] যায়। চোখ লাগানো বেডা আর বাইর অয় না।

কয়, যাউক আল্লা রসুলের জন্য মউত অই কবুল। কিমুন বেডা যে চোখ লাগায় ইড্যা না দেইখ্যা যাইতাম না। ফালদা গিয়া সোনার মন্দিরের দরজাত গিয়া খাড়ইছে।

"ফালদা গিয়া হেয় নজর কইরা চায়
একটা মানুষ যে শিরে পায়ে চাইদ্দর দিয়া ঘুমাইয়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

www.pathagar.com

কয়, অ-হ-হো বেডাত ইড্যা ঘুমঅ। ফালদা গিয়া এই লাশটার হিতানের কুলাত গিয়া বইছে। বইয়া একটা টানদা উরফের চাইদ্দরডা ফালাইয়া দিছে গায়েত্ততে।

"গায়েত্তে চাইদ্দর ফালাইয়া দিয়া নজর কইরা চায়
এমুন একটা সুন্দুরী কইন্যা ত্রিজগতে যে নাই
ইমুন অই দেহা যায়।
কিনা রূপ দিছে তারে আল্লা খোদার নূরী!
যার দিকে চায় মন কইরা নেয় চুরি।
ইমুন একটা রূপ তারে (কইন্যা) আল্লাতালায় শইলডার মাইঝে দিছে
লক্ষ লক্ষ চুমা হে বদনে ঢাবাইছে।"
হেয় (আব্দুল বাদশা) কাজলী মিনতি কইরা কইন্যারে ডাক জুইড়া দিছে -
"এ মন্দিরের সুন্দর গো কইন্যা তুমি
কত নিদ্রা যাও?
আমি ঐ ও আব্দুলে ডাকি
চক্ষু মেইল্যা চাও।"
কয়, কিগো কইন্যা ওডনা? চাইয়া দেহে কইন্যা ওডে না।
কয়, ইড্যাদি দুইন্যার আলিককি[৬৩] খালি সুন্দর অই অইল।

মনে মনে কয়, ডাকটা কি জোরে অইল? কইন্যা গোসা[৬৪] করল? নাকি স্বস্তিতে ডাইক্যা দেহুম। হরো বালা যে বাইল্য শিক্ষা পড়ছি শুনছি হাতে ফাইত্তে বলে জ্বিন পরি এ কইন্যা আইন্যা মাইরা লাইত। কোনতানে মাইরা চাইরা লাইল? কইন্যার বুকটাত হাত দিয়া চাইয়া দেহে বুকটা ততা[৬৫]। আর বেকটা শর্দ অইয়া থুইয়ারল।

কয়, গেছিগারে গেছিগা। ইমুন একটা নিঁখুত কইন্যা আল্লাতালায় আমারে দিছিল ইড্যা জেতা আর দিলনারে। জেতা আর দিল না। ইড্যা কইয়া এদরা চিক্কার যে মারে খাড়া চিক্কার। খাড়া চিক্কারে অইলে গলা আর থাহে না। গলা-চলা ভাইঙ্গা মুছেদা পানি পড়ে। মুছ আলাইয়া দিয়া বইয়া রইছে।

বুঝেন শয়তানে আর হুরের বেডা? শয়তানে কয়, হেফিকি করে ইমুন কইন্যা জাগাইয়া থুইয়া। ঠিকমতো যহন একটা গুতা দিছে আব্দুল বাদশায় ফালদা ওঠছে। উইঠ্যা মুছটার মাইঝে ধরছে। হেয় (আব্দুল বাদশা) খিয়াল করছে হিতান একটা কড়ি, পৈতান একটা কড়ি। হিতানের[৬৬] কড়িডা পৈতানে[৬৭] নিছে। পৈতানের কড়িডা হিতানে নিছে। নিতে অই কইন্যাডা ফালদা উইঠ্যা বইছে। বইয়া গীত কওয়া শুরু করছে–

"কোনডা থেইক্যা আইছরে সাধু
কোনডাই বাড়ি ঘর
কার ঘরে হইছ পয়দা
কিবা নামটি তোর?"
মুছটানা উরফের ফাই চেতাইয়া আব্দুল বাদশায় কয়,
"কইন্যা গো চাইর দিকে চাইর সাগর
মইধ্যে বালুর চর এর মাইঝে হইছে

www.pathagar.com

পয়দা মেরছির অ শহর।
মেরছির শংরে আছে মেরছির বাদশার ঘর
তার ঘরে হইছি পয়দা আমি আব্দুলাহ সুন্দর।"

কইন্যায় কয়, বেডা মাইনষের কতা কইছ? তা তুমি আইছ কইত্তে?

আব্দুল বাদশা : কইন্যা গো এই জংলার ভিততে জত্তিশ বাদশা তাইনেরে চিননা?

কইন্যা : জত্তিশ বাদশা কী?

আব্দুল বাদশা : এই যে দালানের ভিত্তে বাড়ি যে।

কইন্যা কও কি? হেয় জত্তিশ নাকি? এই বেক্কল এই দেশে-মানু-গরু দেহ?

আব্দুল বাদশা : না।

কইন্যা ঃ

"হেয় জত্তিশ (দেও) দুইন্যার মানু গরু না খাইয়া
আমি সুন্দুরী কইন্যা দেইখ্যা আমার ফাই রইছে চাইয়া।"

ছয় মাসের লাইগা ধর্মের বাপ ডাকছি। পাঁচটা মাস গুজুইরা গেছে, আর একটা মাস রইছে। এই মাসটা গুজুইরা গেলে হেয় (জত্তিশ) আমারে বিয়া করব। হেয় অইল দেও আমি অইলাম মুণীষি তার কাছে আমি কিমুন কইরা বিয়া বই? তুমি বাদশার পুত খায় বালা বুঝবা কিমুন মজা যে লাগে?

যহন খালি ইড্ডা কইছে হেয় (আব্দুল বাদশা) কয়, হে রে এ বাঁচতাম না আমি।

ত শয়তানে অইলে বইয়া থাকবার বেডা না। গুপ্পুরদা যহন একটা খুঁচাদা দিছে আব্দুল বাদশায় থাফাদা মুছটার মাইঝে ধরছে। ধইরা কয়, এগো কইন্যা এই! কি কইছলে হেলবা[৬৮]

কইন্যা : তুমি কি জিগাইছিলা?

আব্দুল বাদশা : কি কইছলাম?

কইন্যা : কইছি এই দেশের মানু গরু যে খায়।

আব্দুল বাদশা : (নিজেকে নিয়ে গর্ব করে) এই দেশ কি বেডা মানু নাই?

কইন্যা : থাকলে?

আব্দুল বাদশা : কত হেন বাইড়াইয়া আডু-গুডু ভাইঙ্গা ফালাইয়া থুইছি আমি।

কইন্যা : তুমি কি বেডাডা অইনা অইছ বাইড়াইয়া আডু-গুডু ভাইঙ্গা লাও।

আব্দুল বাদশা : কইন্যাগো, বিশ্বাস করতানা! ডাহাইত্তারমত বারি দিলে শেষ। গইল্যা যায় গা।

কইন্যা : পুরুষের রগের ফাই[৬৯] চাইলে অই কইতারি।

আব্দুল বাদশা : রগদা দেখতারবে কই, বাড়ির ফাই গজব গো। কইন্যা গো তুমি কওছে শুনি তুমিনি আমারটাই বিয়া বইবা?

কইন্যা : দেহ, হগল কতা কইও, ইত্তা কইও না! তোমারটাই আবার বিয়াডা কোনডা? তোমারটাই বিয়া বইয়া দুই জুন ছয় মাসের পুত গেলেগে হেয় (জত্তিশ) দুইডা কাইকদা, গাড্যাত ধইরা আইন্যা থেন্যাদা বওয়াইয়া জিগাইব বিষয়ডা যে কি?

আব্দুল বাদশা : ওলাইয়া থুও ততা অইয়া যাইব।

কতক্ষুণ ভাইবা চিন্তা (আব্দুল বাদশায়) কয়, বালাবে যেইদিন আছিলাম আমি দুস্তের বাইত ফুইয়া, এই দিন আল্লাতালায় আমারে দিছিন একটা ইছিম শিহাইয়া। ইছিমডা[৭০] না পইড়া বাপুরে কইন্যারে দিত্তম একটা পান খাওয়াইয়া। যদি আমার কপাল থাহে কইন্যাডারে বিয়া করুম। এই কতা মনে মনে ভাবনা কইরা পকেটের মাইঝে আত দিছে।

একটা পান না বার কইরা, কইন্যাডার চোক্ষে চোক্ষে না চাইয়া হেয় (আব্দুল বাদশা) কওন শুরু করছে-

"ওগো কইন্যা কইন্যা গো উডান তুই ফালাইলে লাছা হুরিয়া[৭১]
এত্তে জন্ম নিল গোয়া গাছা
গোয়া অল্প পানডা ইনি
এত্তে জন্মিল কইন্যা তির্ষ যুগিনী
রামে কাটে গোয়া লক্ষ্মণে পার পড়ে
হেই পান খাইলে গো কইন্যা তোর বইষ পাতা লড়ে।
এডে লড়ে এট পাতা।
চান লড়ে চান লড়ে অসক লড়ে আইয়া
গায়ে ঘাম ধুতুরার ফুল দেবে করছে মায়া
সেই পান খাছ বা না খাছ কইন্যা তুই হাতে লইয়া চা
হুংতে হুংতে কইন্যা তুই পাগল হইয়া যা।"

এই পান পড়া দিয়া আত যহন ছাইড়া দিছে। কইন্যায় পান পড়াডা না খাইয়া পাগল দেওয়ানা অইয়া গেছিগা।

পান পড়া খাইয়া কন্যায় কওয়া শুরু করছে।
ওরে কি পান খাওয়াইলে রে বাদশা
পান খেয়ে আমার হয়রান হয়রান করে।

কইন্যাডায় পানডা খাইয়া যহন পাগল দেওয়ানা অইয়া গেছিগা। তহন আব্দুল বাদশায় আবুত ধইরা ওঠছে।

কইন্যায় কয়, যাও কই?

আব্দুল বাদশা : বাইত যাই, শইলডা ভাল্লাগতাছে না।

কইন্যা : কও কি? আমারে বিয়া না কইরা গেলে তোমার মাতাডা তুমি খাও। যাইতা কই?

আব্দুল বাদশা : কইন্যা গো মনের লগে বুইঝ্যা দেখছি সুখ নাই। বের আর যাইতাম নাহি।

কইন্যা : কও কী ইত্যা!

আব্দুল বাদশা : কইন্যা গো কামাই নাই গো।

কইন্যা : দেহ তোমার যদি কামাই না থাহে আমার কামাইডা আমি খাইয়াম আর তুমারে রাইতের খাওনডা দিয়াম।

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশা : আগের অই ডায়বেটিকস রোগ, মাতায় পাক দেয়, ইত্তান যাইতাম না আরহি।

কইন্যা : আইচ্ছা তুমারে যদি আমি রাইতের খাওনডা আর দুপুরের খাওনডা দেই আর আমার খাওনডা আমি কামাই কইরা খাই। তুমি একবেলা খাইয়া পারতা না?

আব্দুল বাদশা : "মায় কইছে লেংড়া বউ অইলে অই বাছুর লাগে।" পেছ যাইতাম না আরহি। ইড্যা কইয়া হেয় বাঘের মতো যাওয়া শুরু করছে।

এই কইন্যায় কওন শুরু করছে,

"বালারে সোনার মন্দিরে যহন আছিলাম ফুইয়া,

হেইদিন আল্লাতালায় আমারে দিছে একটা ইছিম কিছিম শিখাইয়া।

কিছিমডানা পইড়া এই মইন্যার পুতেরে দিয়াম

ঘরের মাইঝে ঘুরাইয়া রাইখ্যা দেহি হেয় বেডা কদ্দুর।"

এই কইন্যায় আব্দুল বাদশার চোহের ফাই না চাইয়া কওন শুরু করছে-

"এরে এলগি বেলগি চন্দ্রমুহী
বাঘের লগে মুহামুহী
আমার লগে দিবে উত্তর
এরে জিব রাখবে তোর ধুরের[৭২] ভিতর।
মইন্যার পুত আমারে ছাইড়া যদি অইন্য দিগে চাস
দোহাই লাগে আল্লার, রাইজ্যের মাতা খাছ।"

যখখন খালি ইড্ডা কইছে দুইডারে যে দুইডায় ধরছে। ফুতাইয়া লাইছে ঠাঁইট।

আব্দুল বাদশায় কয়, কিগো কইন্যা বিয়া কি হাছই বইবা?

কইন্যা : হাছই কি? খালি মোল্লা ডাক দেও।

আব্দুল বাদশা : মোল্লায় কেরত?

কইন্যা : বিয়া পড়াইত।

আব্দুল বাদশা : এই বেক্কল দুইন্যার বিয়া আমি পড়াই, আমার বিয়া আবার মোল্লায় পড়ায় কেমনে?

কইন্যা : তুমিঅ বিয়া পড়াইতার? কত্ত কি ইত্তা, কেম্বে কেম্বে?

আব্দুল বাদশা : তুমি একটা পান দিবা আমার মুহ। আমি একটা পান দিয়াম তোমার মুহ। তুমি কতদ্দুর পানি দিবা আমার মুহ। আমি কদ্দুর পানি দিয়াম তোমার গরত। আর যা পড়ার লাগে আমি মনে মনে পড়ামনে।

কইন্যা : মনে মনে যে পড়বা হিত্তানি আবার বের-বুর লাগে?

আব্দুল বাদশা : এই বেক্কল জনম ভইরা বিয়া পড়াই বের লাগে না। আইজ্যা নিজের বিয়া দুই চাইর কতা বের লাগলে লাগক না।

এই হেয় (আব্দুল বাদশা) একটা পান দিছে তার মুহ, হেই (কইন্যা) একটা পান দিছে তার (আব্দুল বাদশা) মুহ, হেয় কদ্দুর পানি দিছে তাইর শইল্যে, হেই কদ্দুর পানি দিছে তাইর শইল্যে, বিয়া অইয়া গেছিগা।

www.pathagar.com

যখ্খন খালি বিয়া পড়াইয়া সারছে ইমুন সময় দক্ষিণ দিগেত্তে পুনপুন শব্দ অইতাছে।

কইন্যায় কয়, এরে আব্দুল বাদশা শুনান দক্ষিণ দিগেততে আইয়ে।

আব্দুল বাদশা : কি আইয়ে?

কইন্যা : এই যে জত্তিশ। সাজরে সাজরে ফারাক থাকতে অই ধরতে অইব।

আব্দুল বাদশা : কইন্যাগো সাজতাম কি? ফারাক থাকতে অই ধরতে অইব, ধরত কি?

কইন্যা : আরে হেলবা না তুমি কি কইছিলা? কই বলে ঠেং ঠুং গুঁড়া কইরা ভাইঙ্গা লাইছ? লড়ছ বলে?

আব্দুল বাদশা : তাইনের লগে আবার লড়া কি?

কইন্যা : আরে কও কি ইত্তা? এই বের লাগাইলা যে?

আব্দুল বাদশা : আমি এলহা লাগাইছি। তুমি অত লাগাইছ।

কইন্যা : অনে কোনডা করুম?

আব্দুল বাদশা : কইন্যা গো তাড়াতাড়ি ফুত। ধরতারলে আমারে মাইরা লাইব। কইন্যাগো তুমি জিগাইবা তার (জত্তিশ) মরনডাযে কি হালে?

তে কইন্যা উক্তি পাইড়া বিয়া বইছে না জিগাইয়া করে কোনডা। আতাফাতা কইরা কইন্যারে যাইত্তা ফুতাইয়া হিতানের কডিডা পৈতান নিছে। পৈতানের কডিডা হিতান নিছে, খড়কোটাডা টাঙ্গাইয়া থুইছে, ছয়ডা পাত্তর যহন একত্র করছে পুনপুনাইয়া ঘুরা আরম্ভ করছে। ঘরের (সোনার মন্দির) দরজা হরদদা দেওয়া অইয়া গেছিগা।

"হেয় (আব্দুল বাদশা) ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
দুস্তের বাইত আইয়া দিছে দরোশন।"

এই দেওয়ের (জত্তিশ) বাইত গিয়া বইয়া রইছে। আইয়া সিংহাসনে বইয়া রইছে। জত্তিশ (দেও) হেফিততে আইয়া কয়, দোস্ত! ও পরাণের দোস্ত! তুমি কি কর?

আব্দুল বাদশা : দোস্তও আমি এক্কেবারে ঠাইট বইয়া রইছি। আমি কি একটু লরিঅ?

জত্তিশ (দেও) : না হের লরইয়া বেডা না (মনে মনে) কয়, নেইন আপনের লাইগা খাওন আনছি।

"আব্দুল বাদশায় নজর কইরা চায়
আইজ্যা পুটলাডা যে একটু ছোড
ইমুন অই দেহা যায়।"

আব্দুল বাদশায় কয়, আইজ্যা ক্ষীরমোহন, লালমোহন, বালা বালা জিনিস অই আনছেরে! এই আব্দুল বাদশায় পোটলাডা মেলছে।

"পোটলাডা মেইল্যা নজর কইরা চায়
এই বুট-বিস্কুট, বাদাম-চাদাম, খেজুর-মেজুর
ইত্যা আনছে ইমুন অই দেহা যায়।"

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশায় কয়, দোস্তও! মাইনষেরে ক্ষতি কইরা ইত্তা কেরে আনুইন?

জত্তিশ (দেও) : আইজ্যা বাজারতে আনছি।

আব্দুল বাদশা : দোস্তও এইসব বুট-বিস্কুট দেখছি আমডার বাড়ির ঘোড়ায় খায়। এই বুট-বিস্কুট, বাদাম-চাদাম আমডার বাড়ির বান্দি দাসীরে বাইরা দিলে ফালায়। বাদশার ঘর জন্ম লইয়া ইত্তা কি আমি খাইও।

জত্তিশ (দেও) : ইত্তা অ খাইতানা?

আব্দুল বাদশা : না। যাকনা দুই-চাইর বছর না খাইয়া।

জত্তিশ (দেও) : অক্করে অই খাইতানা?

আব্দুল বাদশা : না।

এই জত্তিশ (দেওয়ে) কারাত না ধইরা অক্করে চাক্কাদা রাধাগঞ্জের ফাই নিছে গা। কয়, দোস্তও পরাণের দোস্ত!

আব্দুল বাদশা : কি ও দোস্ত?

জত্তিশ (দেও) : আপনে একটু বইন আমি একটু আইয়ি।

আব্দুল বাদশায় মনে মনে ভাবুন শুরু করছে। হারামজাদায় তো কইন্যার বারাত এনে যাইব। কইন্যাতো যাদুর কইন্যা, হেয় মারতারেঅ জেতা অ করতারে। আমি তো বেশতি বনে।

এই জত্তিশ (দেও) এ গিয়া কইন্যারে জেতা টেতা কইরা লইয়া বইছে। কইন্যায় দরজাডা খুলতে অই জত্তিশ (দেও) স্বর্ণ মন্দিরের কইন্যারে কয়, কইন্যাগো কইত্তে যে মণিষীর বয় যে ছুটছে গো?

একবার, দুইবার, তিনবার কইতে অই কইন্যায় কয়, এরে হারামজাদা আহাম্মক আমি কি মণিষী নারে? আমার যৈবনের বয়স এহেদদিন আমার শইল্লেততে এহেদ বয় উদয় অয়।

জত্তিশ (দেও) : কইন্যা গো তোমারে হরো বালা আনছি অনে তোমার যৌবনের বয়স। হেলবা কোন বয়-চয় করছে না, অনে বয় করে ইড্ডা আমি অক্করে অই কইতারতাম না। ওড কইন্যা তুমি বেজার থাইক্ক না। এই কতা আর জরমের লাইগা কইতাম না।

কইন্যায় সুন্দর অইয়া বইছে, কয় রংত কিছু দেহাইবার কাম।

কইন্যাডায় না কাপড়ডা টানদা ছিঁড়া দুই গালের ভিততে তেনার ডিলফা না দিয়া ঘরের কোণার ফাই বইয়া চোহের পানি ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ফালায়।

হেয় (জত্তিশ) কয়, কইন্যায় দি হেফি চাইয়া রইছে হুমনেদা গিয়া চাইয়া দেহে গাল দুইডা ফুলা। কয়, ইত্যা কি পড়ে? দেওয়েত পানি বুঝে না।

হেয় (জত্তিশ) কয়, মরছিরে মরছি! কইন্যাদি বাতাসে জ্বইল্যা ওঠছে -

"মণীষির কি অইলে কি লাগে অক্করে অই কইতারতামনা

শনি-মঙ্গলবারে দোয়ার মেলতাম না

বর্ষার রাইত এই ঘর আইতাম না,

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
সূরা ইত্যা হুমানে পড়তাছে।"

www.pathagar.com

হুমনেততে না গিয়া গালের মাইঝে গালডা লাগাইয়া কয়, কইন্যা গো তোমার কিমুন লাগে গো?

কইন্যা : এইক! কিমুন লাগে ইত্যা আর তুমি জিগাইঅনা। তুমি আমারে এই ঘর জিন্দা মরা না থুইয়া সাতশত সমুদ্র হেইপাড় যাওগা হার ধরবার লাইগা। তোমারে যদি হেন কিনুতানে মাইরা লাইত। ত আমার উপায়?

জত্তিশ (দেও) : হ-হ-হ কইন্যা ইড্যার লাইগা তুমি ব্যস্ত অইছ। একটা হা-হা চিক্কার না দিয়া ঘরডা হাতার বানাইয়া লাইছে। কয়, কইন্যা আমারে মারইয়া এই দুইন্যাত আছে।

কইন্যা : বেডার ওরফে বেডা বহুত আছে। তোমারে যদি মাইরা অইলায়, ত আমার উপায়ডা কি? তোমার মউতের কতা না কইলে আইজ্যা তোমার লগে কতা নাই, পরিষ্কার তোমার লগে না খাইদ্য অ খাইতাম না।

জত্তিশ (দেও) : আরে ইড্যাদি তিন মুচুরা কইন্যা অই এনে অইছে। ইড্যার লগে মরণের কতা না কইলে সুখ অইতনা। কয়, কইন্যাগো আমার মরণ অইছে এই বাড়ির কলাগাছের তলে।

ইড্যা কইতে অই কইন্যাডায় ফালদা না উইঠ্যা ঘাটততে এক কলসি পানি না আইন্যা কলাগাছের গুঁড়িডাত দিয়া আতান শুরু করছে।

বুঝেননা, ইমুন কইন্যা যদি তার সামনেততে যায়গা। হের (জত্তিশ) মনত খালি খাবল খাবল করে।

জত্তিশ (কিছুক্ষণ পর) কয়, বালা কইন্যা ইড্যা আজগিত দিলাম কই? উঁহি দা চাইয়া দেহে কইন্যা ইড্যা কলা গাছের গুঁড়িত আতায়। কয়, কিগো কইন্যা কালো গাছের গুঁড়িত আতাও[৭৩] কেরে?

কইন্যা : এহেনে না বলে আপনের মরণ?

জত্তিশ (দেও) : হ।

কইন্যা : এক ছিলহা পানি দিয়া গুঁড়িডা আতাইয়া দিছি, যিমুন ডাগ্যা ডুগ্যা গুলি তাজা থাকলে আপনে শইলডা অ তাজা থাকব। যদি এহেদরা ডাগ্যা ডুগ্যা মইরা যায়। আর আপনের শইলডা একটু টেইরা যায়গা!

জত্তিশ (দেও) : কইন্যাডাদি আমার লাইগা জানের জান পরাণের পরাণ। পাঁচ পরাণের পাঁচ পরাণ। কইন্যা ফারাক[৭৪] রাখলে পাপে জ্বইল্যা এনে যাইয়াম গা। আরে কইন্যা শুইন্যা যা শুইন্যা যা।

"সুবুদ্ধি আছিন তারে কুবুদ্ধি এ পাইছে

এই তার কইন্যার কাছে
আসল কতা কওয়া লইছে।"

কইন্যা : (জত্তিশকে) অকখনে আমার মনডা কিমুন লাগতাছে কইনছে? আমার কিমুন খুশি লাগতাছে।

www.pathagar.com

এই (জত্তিশ) কে, আপনে আক্করেন। আপনের মুহ একটা পান দেই।

জত্তিশে একটা আক্করছে আসমানে আর জমিনে।

একটা পান না চাক্কাদা মুহের ভিত্তে দিয়া, কইন্যায় কোনার ফাই ঝিম ধইরা খাড়ইয়া রইছে।

জত্তিশ (দেও) : কতক্ষুণ না থুম ধইরা থাইক্যা কয়, কিগো কইন্যা কিনা বলে দিবা?

কইন্যা : দিয়া দিছি কোম্বালা।

জত্তিশ : তয় আমি দি কোন টের পাইছিনা।

কইন্যা : পাইতাযে তুমি করছ কি ইড্যা? তুমি ইড্যা (মুখের উপরের অংশ ও নিচের অংশ) মিলাও না।

জত্তিশ মুহের তলের পাড়ি উরফে তুলছে, উরফের পাড়ি নিচে আনছে। দুইডা যহন আইন্যা মিলাইছে পান চান ত লাগছে না পাঁচ টেহা দামের একটা বাঁশ গিয়া লাগছে।

কইন্যায় কয়, খাওয়াইয়া লাইছি, খাওয়াইয়া লাইছি। আমার বাপ-দাদা চৌদ্দগোষ্ঠীর ইমুন একটা জিনিস খাইছে না। কইন্যায় কয়, মাতাডা একটু আলাইন। কইন্যার হাত সুগন্ধি একটা তেলের বোতল আছিন। এক কোষ্টার তার মাতাত দিছে। দিছে পরে পুংডা বাতাসে ঘরডা জ্বালাইয়া লাইছে। আবার কইন্যায় (জত্তিশ)রে কয়, মাতাডা একটু আলাইন। আলাইছে পরে মাতাডা আঁচুড়ুন শুরু করছে। হেয় (জত্তিশ) লম্বা গলা বারইয়া বইছে।

জত্তিশ কয়, আয়, হায় হায়রে যেইদিন কইন্যাডা আনছিলামরে হেইদিন যদি কইতাম আমার মরণ এহেন ত কইন্যার যতনে আমার যৌবন ছুটল অইলে। আররে যৈবন ছুডাইলামনারে। এই (জত্তিশ) লাম্বা গলা বার কইরা দিছে।

কইন্যায় কয়, হেয়ত যতন পাইছে, হেয়ত আর যাইত না। অনে চিহুন বুঝ না করলেও খেদানো দায়। হুহরের[৭৫] বয়েত আর ভাল্লাগে না।

কইন্যায় জত্তিশরে কয়, আইচ্ছা একটা কতা কই?

জত্তিশ (দেও) : কও?

কইন্যা : আপনে (জত্তিশ) দি আগে এই মন্দির ঘন ঘন আইতাইন অহনে পাতলা পাতলা আইয়েন কেন?

জত্তিশ (দেও) : কইন্যাগো মেরছিরপুর শহরেও মেরছির বাদশার পুত একটা আব্দুল বাদশা তারে দুস্তি কইরা আনছি। তোমারে যেইদিন বিয়াডা করি হেইদিন জিন্দা খাওয়াডা তারে খাইয়াম। হেয় (আব্দুল বাদশা) অ বাদশারপুত সাইট-বাইট ভালা অইব আরহি। তার (আব্দুল বাদশা) ফুট ফরমাইশ করি দেইখ্যা আইতারি না আরহি।

কইন্যা : হেরে থুইয়াছুইন কই?

জত্তিশ (দেও) : তারে সিংহাসনে বওয়াইয়া থুইয়াইছি।

কইন্যা : মুণীষির ভঙ্গি বুঝ?

জত্তিশ : না, কি?

www.pathagar.com

কইন্যা : একটা গাতা খুঁজ করতারলে বুট্টুরদা যাইবগা, তুমি সারাদিন যাতলেঅ যাইতারতানা, ধর কই।

জত্তিশ : কইন্যাগো ইত্যা গাতার ভিত্তে থাহে।

কইন্যা : সারা অই। কছিতে দুইডা একটা এনে বার অয়।

জত্তিশ : তে যাইবগা।

কইন্যা : হাছা অই যাইবগা।

জত্তিশ : কইন্যাগো তাড়াতাড়ি ফুত। কইন্যারে যাইত্যা না ফুতাইয়া হিতানের কডিডা পৈতান নিছে, পৈতানের কডিডা হিতান আনছে। আইন্যা খড়কুডা টাঙাইয়া থুইছে। ছয়ডা পাত্তর একত্র করছে পুনপুনাইয়া ঘুরা শুরু করছে। হরদদা ঘরের (সোনার মন্দিরের) দরজাডা দেওয়া অইয়া গেছিগা।

"হেয় (জত্তিশ) ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
আপন বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"
আইয়া জিগায়, কি-ও দোস্ত আপনে আছেন না?
আব্দুল বাদশা : আমি অন্ধরে ঠাইট বইয়া রইছি। আমি লরিও?
জত্তিশ : আরে হেয় ইড্যা করে না। হেয় অত শয়তান না।
কয়, দোস্ত-ও আপনে বইন আপনের লাইগা আমি খাওন লইয়া আইয়ি।
আব্দুল বাদশা : যাইন -ও দোস্ত যাইন।
"হেয় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
সাতশত সমুদ্র হেই পারে গিয়া দিছে দরোশন।"
আব্দুল বাদশায় কয়, কি করছে জাইন্যাই দেহি।
এই আব্দুল বাদশায় গিয়া কইন্যারে ধইরা লইয়া বইছে।
কয়, কইন্যা গো কি?

কইন্যায় কয় : ব্যস্ত অইওনা, তোমার লাইগা অ কিছু রাখছি হেয় অই কইত চায়, একবার কয় কলাগাছের তলে তার মউত। যেরে কইতে কইতে কয় কইন্যাগো! আমার বাড়ির পুবেদা[৭৬] একটা দেওড়ি আছে। হেই দেওড়িডার মাইঝে একটা অগ্নিনাগিনীর কুণ্ড আছে। ইড্ডার ভিত্তে কেউ তালা মারতারলে আমারে মারতারব। নাইত্তে আমারে মারঅইয়া বেডা দুইন্যাত আর নাই।

আব্দুল বাদশা : কইন্যাগো তোমরা মাইয়া লোহের বড় চিহ্ন বোঝ, আমার বুঝে কুলাইতনা। তুমি যদি কোনো বুঝ কইরা হেরে ইড্ডার ভিত্তে দিতা।

কইন্যা : এরে আব্দুল বাদশা তোমারে হেয় (জত্তিশ) আদর করে কিমুন?

আব্দুল বাদশা : কইন্যাগো যদি খাইয়াঅ লাই ত দোস্ত দোস্ত কইরা জান দেয়।

কইন্যা : খাওন আনে কি?

আব্দুল বাদশা : খাওন আনে উৎপন্ন জিনিস। পইল্যা যাত্রায় আনছে উনাই মুনাহ হালুক, পরের যাত্রায় আনছে বুট-বিস্কুট, বাদাম, খেজুর-মেজুর।

www.pathagar.com

কইন্যা : আরে হেয় (জত্তিশ) জাতে দেও। আইজ্যাঅ ইত্যাঅই আনব। আনলে তুমি কইবা মাইছের নষ্ট কইরা আইন্যা লাভ কি? হেয় জিগাইব, আপনে কি খাইবেন?

তুমি কইবা, একটা হরিণ লাগব। হেয় আইন্যা দিবঅ। শেষ পর্যন্ত কইবা যে আগুন লাগব। এই দেশ অগ্নিনাগিনীর কুণ্ডু ছাড়া আগুন নাই। হেয় (জত্তিশ) দুগ্যা ফুলা আর একটা চাবি আইন্যা দিব। কইব আগুন লইয়া আইয়েন। যদি আপনে (আব্দুল বাদশা) যাইন অগ্নিনাগিনীর কুন্ড দৌড়াইয়া মানু ধরে। আপনে কইবাইন আগুন আইন্যা দিলে খাওন না দিলে না খাওম। আর যদি আপনের বর্ষ বরাত ভালা থাহে হেয় যায়।

ত দেওয়ে চাবি মুচুরা দিয়া যহন খুলব তহন তালার মাইঝে চাবি বাজাইয়া থুইয়া অই হেয় ইড্যার ভিত্তে যাইব। যদি ইমুন কাম করে তুমি হেই কাম কইর।

আব্দুল বাদশা : কইন্যাগো তোমার ত আহলে পেঁচাইয়া এনে রইছে।

কইন্যা : চরচর কইর না। পুনপুন শব্দ শোনা যায়।

“এই আব্দুল বাদশায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

দুস্তের বাইত আইয়া দিছে দরোশন।”

আইয়া সিংহাসনের মাইঝে চুপ কইরা বইয়া রইছে।

দুস্তে (জত্তিশ) বাইত আইয়া নজর কইরা চায়।

কয়, দোস্তও ও ! ও পরাণের দোস্ত কি করেন?

আব্দুল বাদশা : আমি ঠাঁইট বইয়া রইছি, আমি লরি না। কয় দোস্তও মাইছের নষ্ট কইরা ইত্তা আনছেন। আইজ্যা অত পোটলা আনছেন।

জত্তিশ : আপনে খাইবাইন কি?

আব্দুল বাদশা : খাইতাম কি? আইছি বেড়াইতাম না যাকগা দুই চাইর আসট বছর। আর যদি আপনের খাওয়াইতে অত মন চায় ত একটা হরিণ লাগব।

জত্তিশ : একটা হরিণ লাগব। এল্যাইগা অই তুমি কও না গর্ব করে?

জত্তিশ দুইডা কাইক দিছে, গিয়া লাউয়ের পাহাড় ওঠছে।

জংলার ভিত্তে দুইডা হাত গরদদা দিছে। জঙ্গইল্যা আত্তি বইষ যারা আছিন কয়, দুইন্যাই হেই ফাইত্তে বইল্যা আইতাছে খালি উত্তরের ফাই ছোট।

আবার যহন হরিণে দৌড় দিছে হেয় (জত্তিশ) থাফাদা[৭৭] ধুরের মাইঝে ধরছে।

“আব্দুল বাদশায় নজর কইরা চায়

দোস্তে যে হরিণডা লইয়া আইয়ে

ইমুন অই দেহা যায়।”

জত্তিশ (দেও) আইয়া কয়, এই দোস্ত পরাণের দোস্ত হরিণ নেইন।

আব্দুল বাদশায় কয়, এই পরাণের দোস্ত হরিণ যেই চিপদা ধরছেন। মরলেত খাইতাম না।

জত্তিশ (দেও) : ইড্যা হুলহুলাইয়া ধরছিও।

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশা : হুলহুলাইয়া অইত্ত ভালোই জিরবা যিনি আছিন হিনি বারইছে। আর বারইত কইত্তে?

কয়, এলা হরিণ জব করতে অইব, ধুম ধরতে অইব।

জত্তিশ (দেও) : ধুম কি?

আব্দুল বাদশা : ধুম অইছে, আমি জব করাম আপনে দুড়ডার মাইঝে চিপদা ধরবাইন। লউডা যাত্তে আমার গরত না আইয়ে।

আব্দুল বাদশায় যহন হিরার একটা চাহু[৭৮] বার করছে, যখখন খালি হরিণের গলাত ধইরা দিত লইছে। হীরার চাহুর জোরডা গিয়া দেওয়ের চোহ লাগছে।

দেওয়ে অইলাম আগুনডে বড় ডরায়। চাহুর জোরডা যখ্খন জত্তিশের (দেওয়ের) চক্ষে লাগছে হেয় লুলবুল না ছাইড়া দিয়া মার কইরা গিয়া সাত সমুদ্র হেই পার পড়ছে।

পইড়া গিয়া কয়, সাইরা লাইছিনরে, মাইরা লাইছিন।

"আবুইদ্দার হাতে গোবুইদ্দার মউত"।

ইত্তানে মুণীষির জাত, ইত্যানের লগে মেলা ভয়। ইত্তানে জেব আগুন চাগুন রাহে।

আব্দুল বাদশায় কয়, যেই চিলুক্কার দিছে হেয় (জত্তিশ) নাই আছে! ছেরেত-মেরেত কাইক দিতাছে।

জত্তিশ (দেও) : দোস্ত ও আপনে কি করেন? আছেন?

আব্দুল বাদশা : থাহে কিবা, যেই চিলুক্কার দিছেন। মানু কিবা বাঁচেও?

জত্তিশ (দেও) : আমি যে চিলুক্কার দিতাম না আপনে ইড্ডা কি বার করছেন?

আব্দুল বাদশা : ইড্যা হীরার চাহু।

জত্তিশ : আপনের হীরার চাহু ইমুন কেরে?

আব্দুল বাদশা : কেরছে?

জত্তিশ : যেই ভেটকি মারছে। হউরা ফুল চউরা ফুল দেহি আমি।

কয় : জব[৭৯] ছাড়া অইত না।

আব্দুল বাদশা : না।

জত্তিশ : দোস্তও কালা-চালা একটা নাই।

আব্দুল বাদশা : না, একটা চাহু অই।

জত্তিশ : দুম না ধরলে চলব?

আব্দুল বাদশা : ধরতে অইব যে।

জত্তিশ : ইড্যা অইত কই? দোস্তও দেইখখেন ইড্ডা আমার গর্ত লাগাইয়া দেইন।

আব্দুল বাদশাহ : গর্ত লাগাইয়া দেয় কেমনে? আপনে না আমার দোস্ত।

জত্তিশ : ইড্যা অইত কই?

এইবার দুমডা ধরছে। পুবের ফাই রাখছে হের মাতাডা, হেনতে খাড়ইয়া এহেন আতরা দিয়া ধরছে। যেরেঅ হেন থাইক্যা চোখ মুইনজা রইছে। আব্দুল বাদশায় ইড্ডা গরদদা জব করছে। দেওয়েরে (জত্তিশ) কয়, দোস্ত আইয়েন ও, জব অইছে।

www.pathagar.com

জত্তিশ : অইছে?

আব্দুল বাদশা : হ।

জত্তিশ : আর কিনু লাগব আপনের।

আব্দুল বাদশা : আর বেশি কিনু লাগত না। পুলার চাইল লাগব, হাঁড়ি পাতিল লাগব, হজ-মুসলা লাগব।

জত্তিশ : একটার নামত কইছে হাঁড়িঅ পাতিলঅ। দুইডার নাম একখান জুরিন্দা কইছে ইড্ডা কোন হেন মিলত অই না। কয়, আইচ্ছা আমডার গই গেরামের মাইঝে দেহা যায়, ভৈরব বাজারডা অই বড়। ভৈরবডা না দেইখ্যা একবারে কলিকাতা যাইয়াম গা। সব যিমুন মিলে।

এই কতা না মনে মনে ভাবনা কইরা

" হেয় (জত্তিশ) ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

ভৈরব বাজারের মুখি দিলো দরোশন।"

জত্তিশ উইড়া যাইতাছে। ভৈরব বাজার গিয়া কাছাইছে। ভৈরব বাজার যে নুন মাপত একটায় দক্ষিণের ফাই নজর করছে। কইরা আরেকটারে কয়, এ হারামজাদার ঘরের হারামজাদা বইয়া যে খালি নুন মাফছ দক্ষিণে নজর কইরা দেখ। দক্ষিণে নজরানা কইরা ইরাইল্যা সব ফালাইয়া দিছে দৌড়। সব মানু উত্তরের ফাই গেছিগা। দৌড়ের উরফে আছে সব মানু। রইছে কোনতা যার ষোল বছর আগে জোয়ান কমছে, আডার বছর আগে জোয়ান কমছে। যার বার বছর আগে জোয়ান কমছে হেয়অ দৌড় দিছে। এই মানুগুলা রইছে। ত থাইক্যা করে কি, মনাজাত করে কেউ পরে, কেউ পুইচ্ছা লায় হুমানে না বেতালা। ত বুইড়া মাইনষের মাইঝে বাউরাইল্লা আছে অইলাম। ত একটা যে দক্ষিণের ফাইত্তে আইয়া কয়, ও কুদ্দুইচ্ছার বাপ কি পড়?

কয়, নানতা পড়ি।

পড় কেরতা?

কয়, হেই বুড়ির লাইগা কিছু ..

হেই বুড়ির লাইগা কিছু করতে অইবনা। হেই বুড়ির কাম কি?

জুর নাই, ইয়া নাই। অইল যেই জিনিসটা আইতাছে ভৈরব বাজারটা টপ কইরা গিল্যা লাইব। পানি অ লাগত না। অনে লও আমরা বুইড়া মানু যিড্ডি আছি এই বড় দালানের ভিতরে গিয়া দাফা-ছাফাদা পইড়া থাহি।

এই বুইড়া মানুগুলি যে গিয়া বড় দালানের ভিত্তে তালা দিয়া পইড়া রইছে।

"জত্তিশ ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

ভৈরব বাজার গিয়া দিলো দরোশন।"

বাজার নাকি নাইম্যা চিনে না কিছু। আডে আর কয় হারামজাদার ঘরের হারামজাদারা ইত্তা জমাইছে কেরত? হজ-মুসুলা সব মিয়াইয়া লাইছে।

"বাজারের মাইঝখান না গিয়া নজর কইরা চায়

চুনের পাত্তরগুলি যে সাদা অইয়া পইড়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

বিশ চল্লিশ মুইন্যা এহেদরা চুনের পাত্তর, ইড্যা (জত্তিশের) চোহ লাগছে। কয়, বালারে ইড্যা খাইয়া অইত্ত মুণীষির যৌবন ছুডেরে। কিছু খাইয়া যৈবন ছুডাইয়া লই, কইন্যাডা যিমুন খাডে।

মাইঝ বাজার না গিয়া চল্লিশ মুইন্যা একটা চুনের পাত্তর লইয়া আৎকা আক্কইরা যহন গুম্মুরদা পেডে ছাইড়া দিছে। হুম্মরদা যহন পেডে পরছে আর পানির একটু হুম পাইছে, চুন বকবক বকবক শুরু করছে।

জত্তিশি কয়, ইড্যা কি খাইলাম! ইড্যা কি খাইলাম! পুটকার লাহাইন মুণীষি ইড্ডা খাইয়া অজম করে কেমনে? দুরুনদা না পইড়া বান-মান ছাইড়া দিছে।

পেটটা যহন একটু মিলাইছে কয়, অ-হ-হো দুস্তের লাইগা খাওন নিবার কাম। ভৈরব বাজার চাইর কুলাত চাইড়টা মুড়া না দিয়া মাতার মাইঝে লইছে।

"আব্দুল বাদশায় নজর কইরা চায়
ভৈরব বাজারটা যে মাতাত কইরা
লইয়া আইয়ে ইমুন অই দেহা যায়।"

আব্দুল বাদশায় কয়, আইজ্যাততে চিনলামরে হেয় যে জত্তিশ।

জত্তিশ (দেও) আইয়া কয়, দোস্তও! এই পরাণের দোস্ত, বুজাডা নামাইন।

আব্দুল বাদশায় কয়, দোস্তও আমরা বাদশার পুতের নিয়ম জানেন।

জত্তিশ : না। কি?

আব্দুল বাদশা : আমরা কেউঅইর বুজা আঙ্গাই অনা, নামাই অনা। এই জত্তিশ মাতার উরফে বাজারটা একটু টেলহা কইরা দিছে। আব্দুল বাদশায় গিয়া ফালদা উরফে ওঠছে।

"আব্দুল বাদশায় নজর কইরা চায়
বাজারটা পাইরা জব কইরা রাখছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

সব মাডা বানাইয়া লাইছে। আব্দুল বাদশায় থাফাদা দুগ্যা মুসুলা, চাইল আর পাতিল রাখছে।

জত্তিশ কয়, দোস্ত কি করছেন?

আব্দুল বাদশায় কয়, হগল অই রাখছি।

জত্তিশ : অহন কি করাম?

আব্দুল বাদশা : অহন যেনের বাজার হেন দিয়া আইয়েন।

জত্তিশ বুট বুট কইরা যেনের বাজার হেন দিয়া আপন বাইত চইল্যা আইছে। আইয়া কয়, দোস্ত ও আর কিছু লাগব?

আব্দুল বাদশা : আর একটু আগুন লাগব।

জত্তিশ : আগুনদা কেরতা?

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশা : না রাইন্দা খাওন যায় না।

জত্তিশ : হেয় কয় কি ইত্যা! হড্যা আমার মউতের জাগা। না আইজ্যা হেরে খাইয়া অই লাইয়াম। কয়, আইজ্যা যে খাইয়া লাইয়াম বিয়ার দিন কইন্যায়ত জিগাইব আইজ্যা আব্দুল বাদশারে খাইছ। যদি কই দেড় মাস আগে অই খাইয়া লাইছিলাম। তহন কইন্যায় যদি কয় তোমারটাই বিয়া বইতাম না। মুড়াইয়া মাইরা লাইলেঅ বিয়া বইতাম না। কয়, অইল খাইয়াম যহন তেলতুল কইরা অইত্ত খাওন। আমারডার ভিত্তে আমি যাইয়াম। ফালদা বার অইয়া আইয়াম, লাগায় কেডা?

কয়, দেহি হেরে (আব্দুল বাদশা) নি পাডানো যায়।

মচ্চরদা একটু ফুলা না ভাইঙ্গা, চাবিডা আইন্যা দিছে। কয়, আমার বাড়ির পুবেদা গিয়া দেহেন দেওড়ি আছে। তালা খুইল্যা দেখবেন ভিতরে লাল আগুন, ধেল্যা আগুন, ওলদা আগুন। যেই জাত আগুন মুন লয় ইড্যা অই আপনে আইন্যেন।

আব্দুল বাদশা : দোস্তও বাদশার ঘর জরম লইয়া আগুন কি জিনিস আমি কইতারতাম না। ততা অই, ভিজা অই না টেলহা অই। আগুন আইন্যা দিলে খাইয়াম না আইন্যা দিলে খাইতাম না। আপনের জিনিস আপনে লইয়া যাইন।

জত্তিশ : হেয় (আব্দুল বাদশা) কয় কিরে? ইড্যা আমার মরণের জাগা! অইল একজুনরে খাইলে অত তেলতুল কইরা অইত খাওন।

“এই হেয় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
দেওড়ির দিগে যাইয়া দিলো দরোশন।
চাবি আর হোলা লইয়া কতদ্দুর হানি গিয়া
নজর কইরা চায় আব্দুল বাদশায় যে পিছে পিছে আইয়ে
ইমুন অই দেহা যায়।”

জত্তিশ কয়, দোস্তও আপনে কই যাইন?

আব্দুল বাদশা : দোস্তও আপনে যে কিমুন অগ্নিনাগিনীর কুণ্ডটা করছেন ইড্যা একটু দেখতে মন চাইছে।

জত্তিশ : অইল, একজনরে খাওয়াইলে অত দেহাইয়া অই খাওন। এই হেয় হের কহেরে (আব্দুল বাদশা) লইছে।

“ইড্যা কইতে অই জত্তিশ যায় আগে আগে
হেয় (আব্দুল বাদশা) যায় পাছে পাছে।”

জত্তিশ চাবিডা লাগাইয়া মুচুরা দিতে অই হুম্মুরদা দরজা খুলছে।

“আব্দুল বাদশায় নজর কইরা চায়
আগুনে যে তাবুত খেলে ইমুন অই দেহা যায়।”

কয়, আমি বইয়া রইছি কেরে? টানদা না তালাডা মাইরা চাফিডা মাডিত থুইয়া চুপ কইরা বইয়া রইছে।

“জত্তিশে নজর কইরা চায়, দেওড়ি যে
তালা দিয়া লাইছে ইমুন অই দেহা যায়।”

জত্তিশ কয়, দোস্তও, ও পরাণের দোস্ত তালা দিছে কেডা?

আব্দুল বাদশা : ইড্যারে তালা ডাহেন। আমি অই দিছিও, আমি অই দিছি।

www.pathagar.com

জত্তিশ : আরে কইন কি?

আব্দুল বাদশা : দোস্তও আপনে মুচুরা দিছিন পরে কি এক শিং গিয়া ওরফে ওঠছিননা পরে আমি মুচুরা দিছি পরে ইড্ডা গিয়া ডাবছে।

জত্তিশ : আরে তালা দিয়া লাইছ?

আব্দুল বাদশা : ইড্যারে তালা কয়?

জত্তিশ : আরে উল্ডা মুচুরা দেইন।

আব্দুল বাদশা : উল্ডা মুচুরা দিলে বুঝি কাম অয়? হেয় চাবিডা মাডিত থুইয়া ধরর ধরর দুইডা থারবা দিয় কয়, দুত্তরি অত টনক কইরা জিনিস বানায়? আতের কজ্জা লইড়া যায়গা তালার কজ্জা কিছু না। জিরানের তিলাশে ধরছে অ।

জত্তিশ : দোস্তও দরজাডা মেইল্যা দেইন আপনেরে তত্ত্ব তালাশ কইরা খাওয়াইয়া দেই। যিমুন তালইরটাই আর মাওঅইরটাই গিয়া কইতারেন।

আব্দুল বাদশা : দোস্তও আপনের টাই কিছু থাকলে আমারটাই কইয়া যাইন।

জত্তিশ : আমারটাইত কিছু নাই।

আব্দুল বাদশা : তে আমারটাই অ দরজা মেলা নাই যাইগা, সেলামালিকুম।

জত্তিশ : মুণীষি জাত। একটা জিনিস তারে দিয়া দেহি হেয়নি দরজাডা মেলে। আমি বারইতারলে বুঝাইয়াম।

এই দেওয়ে কওন শুরু করছে (গীত)

আহা পুবের ঘর গিয়া না দেহ রে (২)

আব্দুল বাদশা আছে সোনার চুড়ি রে দারুণ বে দে

আহা সেই অ চুড়ি গলায় না দিলে রে

আব্দুল বাদশা মরা জিন্দা হবে রে

দারুণ বে-দে।

অর্থাৎ আমার পুবের ঘর গিয়া দেহ আছে সোনার চুড়ি। হেই চুড়ি গলাত দিলে মরা জিন্দা অয়। হেই জিনিসটা আমি আপনেরে দিলাম। আপনে দরজা মেইল্যা দেইন। আপনেরে আমি তত্ত্ব তালাশ কইরা খাওয়াইয়া দেই যিমুন তালঅইর টাইন আর মাওঅইর টাইন গিয়া কইতারেন।

আব্দুল বাদশা : দোস্তও সন্দে লাগে। আর কিছু থাকলে কইয়া দেইন।

জত্তিশ : আমারটাইন আর কিছু নাই।

আব্দুল বাদশা : ত আমারটাই অ দরজা মেলা নাই। সালামলাইকুম।

জত্তিশ : আরে হেয় দি আবার সালামলাইকুম মারছে হেরে আরেকটা জিনিস দিয়া দেহি। যদি বা বইতারি ত লালপানি কদ্দুর তারে আমি দেহাইয়াম।

কয়, দোস্তও লইয়া যাইন। এই জত্তিশ আবার কওন শুরু করছে (গীত)

আহা উত্তরের ঘর গিয়া না দেহ রে (২)

আ আ আব্দুল বাদশা আছে কুইড়ার জামা

www.pathagar.com

আ আ সেইঅ জামা গায়ে না দিলে ও ও
আব্দুল বাদশা কুইড়া অইয়া যায়, দারুণ বেদে।

কয়, দোস্তও, আমার উত্তরের ঘর গিয়া দেহেন আছে কুইড়ার জামা। সেই জামা গায়ে দিলে তুমি ক্ষুণে কুইড়া অইতারবা ক্ষুণে ভালা অইতারবা। হেই কুইড়ার জামাডা আমি আপনেরে দিলাম। আপনে দরজাডা মেইল্যা দেইন।

আমি আপনেরে তইত্ত্ব তালাশ কইরা খাওয়াইয়া দেই, যিমুন আপনে তালইরটাইন আর মাওঅইরটাইন কইতারেন।

আব্দুল বাদশা : দোস্তও আমারটাই একটু সন্দেহ লাগে। আর কিছু থাকলে কইয়া দেইন।

জত্তিশ : আমারটাইন আর কিছু নাই।

আব্দুল বাদশা : ত আমারটাইন অ কিছু নাই। সালামলাইকুম।

জত্তিশ : আরে হেয় দি আবার সালামলাইকুম দিছে! আইচ্ছা হেরে আরেকটা জিনিস দিয়া দেহি আমি বারইতারলে ...। দোস্তও আরেকটা জিনিস লইয়া যাইন দেহি। এই কওন শুরু করছে (গীত)

আহা আ পশ্চিমের ঘর গিয়া না দেখরে (২)
ও আব্দুল বাদশা আছে মাথার তাজ দারুণ বে দে
আরে সেই তাজঅ মাতায় না দিলে
আব্দুল বাদশা দরবেশ হইয়া যাবে রে
দারুণ বে দে।

কয় দোস্তও, আমার পশ্চিমের ঘর গিয়া দেহ আছে মাতার তাজ। হেই তাজ মাতায় দিলে হেই যে তোমরা বাইত গণা গণছিলাম তুমি অওয়ার আগে। এই গণা তুমি অ গণতারবা।

দোস্ত ও আপনে দরজাডা মেইল্যা দেইন আমি তত্ত্ব তালাশ কইরা আপনেরে খাওয়াইয়া দেই যিমুন তালইরটাইন আর মাঅইরটাইন কইতারেইন।

আব্দুল বাদশা : দোস্তও আমারটাই আর একটু সন্দে অয়। আরেকটা জিনিস দিয়া লাইন না।

জত্তিশ : আরে হগন দিয়া লাইতাম? আইচ্ছা আমি যদি বারইতারি তারে মাইরা মইরা গেলেঅ আমার কোনও দুখ্খ নাই। দোস্তও আরেকটা জিনিস লইয়া যাইন।

এই জত্তিশ কওন শুরু করছে (গীত)
আহা আ দহিনের ঘর গিয়া না দেখরে
আব্দুল বাদশা আছে ছিরি আঙ্গুট দারুণ বে দে
সেই অ আঙ্গুট হাতে না দিলেরে
আব্দুল বাদশা যা কস তা হইবেরে দারুণ বে দে।
কয়, দোস্তও আমার দক্ষিণের ঘর গিয়া দেহ আছে
ছিরি আঙ্গুট সেই আঙ্গুট হাত দিলে তুমি যা কও তা অই অইব।

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশা : দোস্তও একটা জিনিসঅ হাতে হাতে দিলেন না। খালি হেই ঘর গিয়া না দেহরে। আমি হেই ঘর গিয়া দেহি আপনে একটু বইন।

জত্তিশ (দেও) কয়, আইজ্যা আমারে সাইরা লাইছে এনে।

এই দেওয়ে কওন শুরু করছে। (গীত)

কে তরে শিখাইল রে চণ্ডী

মোরে করলি বন্দিরে

হায়রে পরাণের দোস্তরে।

আগুনডা আইয়া জত্তিশ (দেওয়ের) পেট লাগব ইমুন সময় এই দেওডায় কয়, ভালারে আমি যেইদিন আমার কইন্যারে কইছি আমি বিপদে পড়লে একটা চিলুক্কারদা জানাইয়াম।

আইজ্জতে দেহা যাইতাছে আমার শেষ বিদাই। এই দেওয়ে (জত্তিশ) মার কইরা একটা চিলুক্কার দিয়া দেওয়ের আত্মা বারইয়া গেছে।

দেওনীর কান গিয়া আওয়াজ অইছে। দেওনী কয়, ইড্যাকি তাইনত (জত্তিশ) বিপদে এনে পড়ছে। অগ্নিনাগিনীর কুণ্ডে এনে তাইনের মৃত্যু। ইড্যা আগে দেইখ্যা লই।

এই 'দেওনীডা ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

দেওড়ির দরজায় আইয়া দিছে দরোশন।"

দেওড়ির দরজায় আইয়া দেহে দেওড়ির ভিত্তে খালি বুন বুন করতাছে। কয়, অ হ হো তাইনরে ইড্যার ভিত্তে কেডা তালাদা থুইছে। দেওনী কাইন্দা কুইট্যা ঘরের বাইর অইছে।

"আব্দুল বাদশায় দেও (জত্তিশ) ডারে না মাইরা

ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

কইন্যার সোনার মন্দিরে কইন্যার

বরাত গিয়া দিছে দরোশন।"

গিয়া কয়, এগো কইন্যা! কওছে দেহি তুই আমার লগে যাইবে না, না যাইবে?

কইন্যা : বেক্কলে ইত্তা কি কয়? হাপ যায় যেন লেঙ্গুর যায় হেন। আপনের লগে যাইতামনা ত যাইয়াম কার লগে?

আব্দুল বাদশা : ত চল। এই সোনার মন্দিরতে বাইর অইয়া আত ধরাধরি কইরা যাইতাছে গা। কদ্দুর না গিয়া কইন্যায় দেহে সোনালি একটা তালাব পানি লাইগ্যা রইছে। ইড্যা দেইখ্যা কইন্যায় কয়, দেওয়েরটাই যদি আমার শাদি অইত, এই তালাত আমি নিশ্চিন্তে গোছল করলাম অইলে।

ইড্যা না আব্দুল বাদশায় শুইন্যা এক কাইকদা ফারাক গিয়া পড়ছে। কয়, এইক তুই দেওয়েরে ভুলছসনা। তুই আমার লগে আইয়িছ না। তার (জত্তিশ) জিনিস দেইখ্যা আপিত্তি করছস কেরে?

কইন্যায় কয়, আব্দুল বাদশারে তুমি অয়ত যেনতে আমারে আনছিলা হেন দিয়াও, নাইত্তে আমারে সঙ্গে কইরা লইয়া যাও। নাইত্তে তুমি আমারে জিন্দা মরা মাইরা থুইয়া যাও।

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশায় কয়, তর মন চায় তুই গিয়া মইরা থাক।
"এই আব্দুল বাদশা যায় আগে আগে
কইন্যায় যায় পাছে পাছে।
আব্দুল বাদশায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
দেওয়ের বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"
কইন্যায় বার দহল পইড়া কান্দন জুইড়া দিছে। (গীত)
আরে তোমায় ডাকি প্রাণের বন্ধুরে
যাইও নারে থুইয়া
তোমার কাছে প্রাণের বন্ধু রে বইছি আমি বিয়া। (২)
কইন্যায় বার দহলে ঠেং বিছাইয়া কান্দে
আরে অ হায় হায়
তুই আমারে ঘরের বাহির করলিরে।
আর আব্দুল বাদশায় গেছে
"দেওয়ের পুবের ঘর গিয়া নজর কইরা চায়-
সোনার চুড়িডা দেইখ্যা বলছে হায়রে হায়।
লইছে সোনার চুড়ি।
লইয়া গেছে উত্তরের ঘর গিয়া নজর কইরা চায়
কুইড়ার জামাডা দেইখ্যা বলছে হায়রে হায়।"
একখানদা আসে, একখানদা কান্দে, একখানদা পুঁইজ পড়ে।
কয়, দারুণ জিনিস এনেরে ইড্যা। লইছে কুইড়ার জামাডা। লইয়া গেছে পচিমের ঘর।
"পচিমের ঘর গিয়া নজর কইরা চায়
মাতার তাজডা না দেইখ্যা বলছে হায়রে হায়।"

কয়, ইড্যা মাতাত দিয়া বলে (জত্তিশ) গণা গণছিন আমার মা-বাহের ঘর অইনা বালা। এড্যা নেম। লইছে মাতার তাজডা। লইয়া গেছে দক্ষিণ ঘর।

"গিয়া নজর কইরা চায়
ছিরি আঙ্গুটটা যে ঝলমল ঝলমল করতাছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

থাফাদা হাতে লইয়া অক্করে আঙ্গুলে দিয়া লইছে। চাইরডা জিনিস না লইয়া কয়, বালারে এই কইন্যাডা (স্বর্ণ মন্দিরের কন্যা) যদি দেওয়ের বউ-টউ অইত তে আমি এই জিনিসপত্রগুলি বার করি বালা কামুর টামুর দিলো অইলে। এই কইন্যাডা (স্বর্ণ মন্দিরের কন্যা) আমি নেম।

"এই নেম, নেম কইরা হেয় বারইতাছে
বার দহলে আইয়া নজর কইরা চায়
কইন্যাডা যে ঠেঙ বিছাইয়া কানতাছে
ইমুন অই দেহা যায়।"
কয়, কিগো কইন্যা কান্দ কেরে?

কইন্যা : আমি কি ভাতের লাইগা কান্দি? নাকি কাফড়ের লাইগা কান্দি? আপনের লগে নিবার লাইগা কান্দি।

আব্দুল বাদশা : আমি অত নিতাম কইছি।

দুই জুনে আবার মেলা করছে।

কইন্যাডায় কয়, এরে আব্দুল বাদশা তুমি কি জগতে পাপ করতে আইছ নাকি পুণ্য করতে আইছ?

আব্দুল বাদশা : পাপ করতে আইয়ে কেডা? পুণ্য করতে আইছি।

কইন্যা : তুমি যদি পুণ্য করতে আইঅ ত এই দেওডায় কতগুলি মানু না মাইরা, চৈত মাইয়া রৈদনা হুগাইয়া হুটকিদা একটা গাড় ভইরা থুইছে বাড়ির পুবেদা।

আব্দুল বাদশা : গাড় ভইরা থুইছে কেরে?

কইন্যা : কাইত্তান করলে ফারাক যায় না, বইয়া বইয়া খায়।

আব্দুল বাদশা : কইন্যা গো আমি ভালা করাম কিদ্দা?

কইন্যা : তোমারে না সোনার চুড়ি দিয়া গেছে। ইড্যা লাগাইলে মরা মানু জেতা অয় বলে?

আব্দুল বাদশা : কইন্যাগো চুড়িডাত আঙ্গাইয়া দেহার কাম। কইগো কইন্যা কই?

“এই কইন্যা যায় আগে আগে
হেয় যায় পাছে পাছে।
কদ্দুর গিয়া নজর কইরা চায়
দুইন্যার মানু যে মাইরা থুইছে
ইমুন অই দেহা যায়।”

হেয় (আব্দুল বাদশা) না সোনার চুড়িডা হাত নিয়া ফালদা গাড় নাইম্যা দিছে। চুড়িডা খালি গলাত ধরতে অই মুচুড়া দিয়া উইঠ্যা ছুডে। সব মানু বালা কইরা লাইছে। অবশেষে আছিন একটা কইন্যা হেইর গলাত যহন ধরছে হেই যে উইঠ্যা ডাহা দিছে।

“চাক্কা ক্ষেতেদা দৌড়া শুরু করছে
আৎকা বড় চাক্কা ঠেলাদা পাছের মুখি চাইছে
চাইয়া দেহে একটা বেডা মানু আর একটা বেডি মানু খাড়ইয়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।”

গাড়ের কইন্যায় কয়, ভালারে যেয় ভালা করছে, হেয় দেহি কোনও জিন-পরী, দেও-দানব না। একটা দেহা যায় বেডা মানু। একটা দেহা যায় বেডি মানু। আমার যৈবনের বয়স এই জংলাদা যাইলে কেও অ ইজ্জত অ মারতারে, বাঘে– বইষে খাইয়া অ লাইতারে। আমি গিয়া এই বেডার কাছে বিয়া বমু। এই বেডিরে ধর্মের হতিন[৮০] ডাহুম আমারে কি নিতনারে?

গাড়ের কইন্যা আব্দুল বাদশারে কয়, দেহেন ও আমার যৈবনের বয়স এই জংলাদা কই যাইয়াম। আমি আপনের কাছে বিয়া বইয়াম, এই বেডিরে ধর্মের হতিন ডাহাম।

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশায় সোনার মন্দিরের কইন্যারে কয়, এগো কইন্যা আমি বাদশার পুত। আমি মানু চিনি। এই কইন্যাডা আমি নেম।

"আৎকা আব্দুল বাদশায় নুইয়া নজর কইরা চায়
ছাগলের ছাওয়ের লাহাইন দুইডা কি
দেহা যায়, ইমুন অই দেহা যায়।"

চাইয়া দেহে দুইডা হরো মানু। এই দুইড্যার গলাত যহন (সোনার চুড়ি) ধরছে দুইডা যে ছুটছে ইন্দুরের লাহাইন।[৮১]

"আৎকা বড়ডায় পাছের পাই নজর কইরা চায়
দুইডা বেডি মানু আর একটা বেডা মানু
ইমুন অই দেহা যায়।"

আগেরডারে কয়, ধর পারিছনারে ভাই দৌড়াইতে পারিছ না। আমরারে যেয় ভালা করছে হেয় কিনু জিন অনা, পরিঅ না দেও অনা দুইডা বেডি মানু আর একটা বেডা মানু । আমরা এই জংলাদা কই যামু? বাঘ, বইষে খাইয়া অত লাইতারে। এই বেডারে গিয়া বাজান কইরা ডাহুম, দুই বেডিরে ধর্মের মা ডাহুম। আমরারে নিত নারে?

এই হরোডারে কয়, ভাই তুই এই তুরাৎ বুদ্ধিডা কইত্তে করলে?

বড়জন কয় : হেয় কয় কি এই তুরাৎ বুঝডা না করতারলে আমি এই বিদেশ করতারলাম অইলে?

কয়, হ, বিদেশত তুই কম করছ না। গাড়ের ভিত্তে থাইক্যা।

কয়, হ বুঝডাত করছ?

এই ছোড দুই ভাইয়ে না আইয়া (আব্দুল বাদশা) কয়, দেহেন অ আপনে দেহা যায় আমডারে ভালা করছেন। এই জংলাদা কই যামু? আপনেরে বাজান বইল্যা ডাহুম আর এই দুই বেডিরে মা বইল্যা ডাহুম। আপনে নিতেন না-ও?

আব্দুল বাদশায় দুই কইন্যারে কয়, এগো কইন্যা কত মানু খাতা বান্দাইয়া কড়িয়তে শুরু কইরা উরফের গলা পয়ন্ত নেয়।

হরো মানু অয়না, নাইলে অইলেঅ টিহে না। দুইডা শাদি কইরা সারতারছিনা দুইডা হরো মানু আইয়া কয় বাজান! বাজান! কইরা ডাক শুরু কইরা দিছে। কইন্যা এই দুইডা আমি নেম। নেম করতে অই দুই হরো মানু দুই কইন্যার লগে খাড়ইছে। আগে আছিল দুই জুন, পরে তিন জুন, অহনে চাইর জুন। পাঁচ জুন না অইয়া (আব্দুল বাদশায়) কইদা আপন বাইত যাইব হেই চিন্তা করে।

"আৎকা হেয় নজর কইরা দেহে
এনে একটা তালাব ফুল ফুটছে।
তালাব ফুল ছিটলে হয়ত রাজা বাদশার কইন্যারা ইচ্ছাবর লয়।"

আব্দুল বাদশায় কয়, তোমডারে লইয়া দৌড়াদৌড়ি কইরা আমি অনেকদিন ঘুমাই না। আমি সোনার একটা মন্দির বাইন্দা একটু ঘুমাই। তোমরা চাইর কুলাদা বও।

www.pathagar.com

যেরে উইঠ্যা তুমডারে আগ্যাইয়া দিয়া এই তালাব ফুলের তায় তামশা দেইখ্যা বাইত যাইয়াম গা।

দুই কইন্যা : তে ফুইতা দেইন।

কয়, এরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?

কয়, হলনা তলনার।

কয়, অনে কার?

কয়, তোমার।

আমার যদি অইয়া থাহছ সোনার একটা মন্দিরঅ, সোনার একটা মন্দির অইছে। হেয় সোনার মন্দির ফুইত্তা দিছে সোনার মন্দিরের কইন্যা আর ছোডো মানু দুইডায় হেরে টিফে ঘুমাইত।

গাড়ের কইন্যায় কয়, হেয় সোনার মন্দিরের কইন্যারে বিয়া করল অই, আমারেঅ করল। এহেনে যে ফুল ফুটল ইড্যাঅ করব। হেয় বাইত যাইতে যাইতে ৮০-৯০ডা বিয়া করব। ৮০-৯০ডা বিয়া করা জামাইর ভাত খাইয়া কেরতাম? হের হাত যে আঙ্গুটটা ইড্যা যদি লইয়া যাইতারিগা তে এক জামাইয়ে অই আমারে ছালাম করব আর খাওয়াইব।

আতকা গাড়ের কইন্যায় চাইয়া দেহে দুইডা হরো মানু ঘুম। সোনার মন্দিরের কইন্যাঅ ঘুম। এই গাড়ের কইন্যায় আব্দুল বাদশারে কয়, আপনের লগে একটু কতা কইতাম।

আব্দুল বাদশা : কও না।

গাড়ের কইন্যা : আপনে আমার জান, আমি তো আপনের জান। বাইত আম্মা আব্বা (হউর-হাউরি) কিরুম।

আব্দুল বাদশা : ভালোই, আমিত জানি না, আমারে দেওয়ে লইয়া আইছে।

গাড়ের কইন্যা : আইচ্ছা আপনের হাতও যে আঙ্গুটটা কোন বাইন্যার তৈয়ার?

"সুবুদ্ধি আছিন, তারে কুবুদ্ধি ধরছে
এই কইন্যার কাছে সব কওন লইছে।"

আব্দুল বাদশা : ঐ যে তোমডারে মাইরা গাড়ের মাইঝে ফুটকিদা রাখছিন হেই দেওয়েরে মাইরা আঙ্গুটটা আনছি। ইড্যার নাম ছিরি আঙ্গুট। যা কই তা অইয়া যায়। যদি কই বিশ তালা দালান অইত ইড্ডা অই অয়। যদি কই বিদেশ লইয়া যাইত লইয়া যায়।

গাড়ের কইন্যা : আইচ্ছা আপনের হাত দিয়া যদি আমি কই তাইলে অ কি অইব?

আব্দুল বাদশার কাছতে বেকটা হিক্কা কইন্যায় আব্দুল বাদশারে ঘুম পাতাইছে। রাইত যহন বারডা শেষ অইছে ইমুন সময় হেয় স্বপ্নে কওন শুরু করছে –(গীত)

তোমায় ডাকি কইন্যা গো আহা
কইন্যা জাগো জাগো ডাকি আমি তোমায়
আরে কইন্যা স্বপ্ন দেখছি
বাপ-মায়ের মুখ গো
বাপ মায়ে আমার

www.pathagar.com

কানতে কানতে গো আহা কইন্যা অন্ধ হইয়া গেছে গো।

এ এ দারুণ বে দে।

"এই হেয় (আব্দুল বাদশায়) নজর কইরা চায়

হের বাপ মেরছির বাদশা আর মা যে

কানতে কানতে অন্ধ হইয়া গেছে ইমুন অই দেহা যায়।"

হেয় ফালদা ঘুম্মেতে ওঠছে।

"ঘুম্মেত্তে উইঠ্যা নজর কইরা চায়

কইন্যা যে একটা আস্তা ঘরে নাই

ইমুন অই দেহা যায়।"

আব্দুল বাদশায় সোনার মন্দিরের কইন্যারে কয়, কইন্যা ওডনা!

সোনার মন্দিরের কইন্যা : কি?

আব্দুল বাদশা : গাড়ের কইন্যা কেডা নিছে গা?

সোনার মন্দিরের কইন্যা : আমরারে এন থুইয়া গাড়ের কইন্যারে নিল কেডা?

আব্দুল বাদশা : মাইরা লাইছেরে আঙ্গুটঅ নিছে গা!

সোনার মন্দিরের কইন্যা : এই বেক্কল কইন্যা কি চুরে নিছে গা। না কইন্যায় অই আঙ্গুট লইয়া গেছিগা, কোনডা?

আব্দুল বাদশা : হিড্যা কইতারতাম না। সারা রাইত অই জিগাইছে গো।

সোনার মন্দিরের কইন্যা : কারবার অইয়া গেছে?

আব্দুল বাদশা : কইন্যা গো তোমডারে নি কেউ মন্দ কয়, বাপ-সোনা ডাইক্যা এই মন্দিরে থাকবা কইলাম। আমি যাইয়াম আঙ্গুটের লাইগা। আঙ্গুট যেই পর্যন্ত না পাই, হেই পর্যন্ত আমার মুখ আর দেখবা না।

"এই আব্দুল বাদশায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন

বাইত্তে এক মাইল দূরে গিয়া দিলো দরোশন।"

মাইলহানে গিয়া চাইয়া দেহে একটা জংলার মাইঝে একটা আগুন কইরা থুইছে, বিরাট আগুন। আগুনডা ঘুম ঘুম কইরা আঙ্গে। আব্দুল বাদশায় থুম ধইরা চাইয়া দেহে কেডা যিমুন ফুয়ায়। কয়, যাউক আঙ্গুটের চিন্তা পরে করাম, এই বেজুইত ফুয়া যে ফুয়ায় কেডা ইড্যার বিছারডা আগে কইরা লই। এই পুস্কুনিত্তে পানি আইন্যা আগুনডা নিভাইছে। পরে পুত কইরা একটা আজদা বার অইয়া তার ফাই চাইছে।

গিবস্তে যে মুতামাতি তুইল্যা আগুন দিছে, আজদার মুহের ফাই আগুন গেছি। গাতা যহন গরম অইছে, এই শীষ ছাড়লে এম্নে যায় আরহি। গাতা যহন ঠান্ডা অইছে ফুত কইরা বারইয়া মুছেরে ঘুরাইতাছে।

আব্দুল বাদশায় কয়, বেডা মাইনষের কাম করছি। ইড্যা খাইয়া দি লাইছে আমারে।

www.pathagar.com

আজদাডায় না আগুনতে বার অইয়া কয়, মাবুদ ও! আমরা বোবা। এই জীবনে তোমারটাই কিছু চাইছিনা। মাবুদও আইজ্যা আধ ঘন্টার লাইগ্যা আমার জবান খুইল্যা দেও। এই আল্লাতালায় আজদাডার জবান খুইল্যা দিছে।

আজদায় কয়, দোস্ত ও ! ও পরানের দোস্ত!

আব্দুল বাদশায় কয়, হগলমত অই খাওয়াত যাইয়াম, একটা হুর দিয়া দেহি।

কয়, কিও দোস্ত?

আজদা : আপনে এতো সুহী মানু। কেরে জংলাত আইয়া আমারে আগুনতে বাঁচাইছেন।

আব্দুল বাদশা : দোস্ত ও ! আমার একটা কইন্যা আছিন। কইন্যাডার লাইগা আমার কোনো দুঃখ নাই। আমার একটা আঙ্গুট আছিন, হেই আঙ্গুটটা কইন্যাডায় লইয়া গেছিগা। আঙ্গুটটা যদি না পাই আমার দুইন্যাইত থাইক্যা না থাইক্যা হুমান।

আজদা : কই নিছে কইতারেন?

আব্দুল বাদশা : হিড্যা কইয়াম পারতাম না।

আজদা : হিড্যা না কইতারলে আগুন নিভাইয়াম কেমনে ?

আব্দুল বাদশায় কতদূর না যাইয়া কয় ভালারে পশ্চিমের ঘরতে না ইড্যা কি আনছিলাম। ইড্যা মাতাত দিলে না কি অয়? এই হেয় পকেড হাত দিছে।

"পকেড হাত দিয়া মাতার তাজডা মাতার মাইঝে দিয়া নজর কইরা চায়।
আকাশে পাতালে সব গণা যে গণতারে
ইমুন অই দেহা যায়।"

চাইয়া দেহে মেঘনা নদীর পানির নিচে একটা মন্দির না বানাইয়া একটা চিয়ার না বইয়া, ঠেঙের উরফে ঠেঙ দিয়া ঝললম ঝললম করতাছে।

আব্দুল বাদশায় কয়, দোস্ত দেখছেন, মেঘনা নদীর নিচে মন্দির বাইন্দা ঝললম ঝললম করতাছে।

আজদা : হাছই নাকি?

আব্দুল বাদশা : হ।

আজদা : "আয়েন আমার লগে লগে
আজদা যায় আগে আগে
হেয় (আব্দুল বাদশা) যায় পাছে পাছে।"

আজদা গিয়া একটা খালে নামছে। হেয় (আব্দুল বাদশা) আজদার উরফে চইড়া বইছে।

জনগণ কয়, "এই রে ভাই দেইখ্যা যা বেডায় কি মহা মন্ত্র জানে .
জংলার আজদায় অ বেডারে পীর মানে।
ঘুরিতে ঘুরিতে করিছে গমন
মেঘনা নদীর মাইঝে গিয়া দিছে দরোশন।"

আজদায় কয়, দোস্ত আপনে আমার লেঙ্গুরে ধরুইন। আমি পানির তলে গিয়া দেহি, কইন্যা কই?

www.pathagar.com

আজদা অক্করে পানির তলে গেছে।

"গিয়া নজর কইরা চায়, সোনার মন্দির বাইন্দা
কইন্যায় চেয়ারে না বইস্যা
এক ঠ্যাঙের উপর আরেক ঠ্যাঙ দিয়া
ঝললম, ঝললম নাচায়
ইমুন অই দেহা যায়।"

এই আজদায় গিয়া খেপ ধরছে। খেপ না ধইরা, সাত কইড়া বিষ ছাইড়া দালানডা ভাইঙ্গা ঝললমডার মাইঝে কামুড়দা ধরছে।

এই ঝললমডার মাইঝে কামুড়দা ধইরা লইয়া দোস্তেরে কয়, দোস্ত ও কইন্যা ইড্যা আপনের না?

আব্দুল বাদশা : আমার না ত কার ?

আজদা : ত জাতাদা ধরেন না। জাইত্যা ধইরা ফুতাইয়া হেয় (আব্দুল বাদশা) হাতনা আঙ্গুটটা দিয়া কয়, দোস্ত ও এই কইন্যাডা আপনেরে সুইপ্যা দিয়া লাইলাম।

আজদায় কয়, বেক্কলে ইড্ডা কি কয়? আমি আজদা মানু কইন্যাদা কি করাম?

আব্দুল বাদশা : দোস্তও বেইন্যালা একটা ছোপ দিবাইন (কইন্যারে) হাইনজালা[৮২] বিষডা খুয়াইবাইন। হাইনজালা একটা ছোপ দিবাইন, বেইন্যালা[৮৩] বিষটা খুয়াইবাইন। বিষ নষ্ট অইতে দিয়েন না, মরতে অ দিয়েন না। দোস্ত ও আপনে আমার বাইত যাইবেন, সয় সমাদর করাম, আমি আপনের বাইত যাইয়াম সয়-সমাদর কইরেন। আব্দুল বাদশায় বিদায়ের গীত গায়--

বিদাই দেও বিদাই দেও দোস্ত অহ আমারে দারুণ বেদে
আহা দোস্ত বিদাই দেও আমারে।

"এই আজদারটাই বিদাই চিদাই না লইয়া।
ঘুরিতে ঘুরিতে করিছে গমন
ঐ যে দুইডা ছোডো মানু
আর কইন্যাডা থুইয়া গেছিল
হেই জায়গায় আইয়া দিছে দরোশন।"

আইয়া দেহে ছোড মানুগুলা কানতে কানতে অন্ধ অইয়া গেছে।

আব্দুল বাদশা আইয়া কয়, কিগো কইন্যা তুমি কান্দ কেরে?

কইন্যা : আরে বেক্কল আমি কি ভাতের লাইগা আর কাড়ফের লাইগা কান্দি? আপনের লাইগা অইত কান্দি।

আব্দুল বাদশা : আমিঅ ত আইয়া পড়ছি।

কইন্যা : আমার অত কান্ধা ক্ষেন্ত অইয়া গেছিগা। আবার দুইজনে খাড়ইয়া গেছিগা।

আব্দুল বাদশায় কয়, কইন্যাগো তুমরা এক্কই পুতে আমরার বাইত যাওগা। এই তালাব ফুল[৮৪] ছিটছে গো কইন্যা। কোনো রাজা বাদশার কইন্যা আইলে অইত্ত তালাব

www.pathagar.com

ফুল ছিড়ে। আমি তার এই তাই তামশাডা দেইখ্যা বাইত আইয়ি। তুমি অক্কই পথে বাইত যাইব গা, তিরিশ দিন কি বত্রিশ দিন লাগব আমরা বাইত যাইয়াম গা।

কইন্যা : বাইত যাইবাগা কি? একটা কাইক অ না। আমরা বাইত গিয়া ফুল ছিড়াইয়াম।

আব্দুল বাদশা : কোনো একটা ডগ কইরা দিলে যাইবা?

কইন্যা : ডগডা আগে দেইখ্যা লওম।

আব্দুল বাদশা : আইও।

এই "হেয় (আব্দুল বাদশায়) যায় আগে আগে

হেই যায় পিছে পিছে।"

একটা নদীর পাড়ে না গিয়া কয়, অক্কই পথে যাইবাগা সাতাইশ দিন কি সাড়ে সাতাইশ দিন লাগব।

কইন্যায় কয়, একটা কাইকঅ না।

আব্দুল বাদশা : কোন ডগ কইরা দিলে যাইবা?

কইন্যা : ডগডা আগে দেইখ্যা লওম।

এই আব্দুল বাদশায় কণ্ডন শুরু করছে -

এরে ছিরি আঙ্গুট - আগে আছলে কার?

তোমার?

অনে কার?

অনে তোমার।

আমার যদি অইয়া থাহস সোনার একটা নৌকা অ

কইদা যে বাইত যাইব পয়-পরামিশ করে।

ইমুনকালে হেইযে কালুনী দেওনী (জত্তিশের স্ত্রী) কয় ভালারে জামাই মইরা গেলেগা কি আর জামাই পাওয়া যায় না?

বাইত গিয়া ঘর দোয়ার লেইপ্যা পুইছ্ছা লই। জামাই কোন হেনতে একটা ধইরা আনামনে।

"এই কালুনী দেওনী নজর কইরা চায়

দেওয়ের বাড়ি যে মুনীষি দহল কইরা লইছে

ইমুন অই দেহা যায়।"

দেওনী কয় (জত্তিশের স্ত্রী) - আরে ইড্ডা কি? দেওয়ের বাড়িদি মুনীষি দহল কইরা লইছে। হেন থাইক্যা অই শাঁ কইরা একটা উড়াল দিছে।

"আব্দুল বাদশায় পিছে নজর কইরা চায়

কালুনীর দেওনী যে খাঁ খাঁ কইরা উইড়া আইতাছে

ইমুন অই দেহা যায়।"

www.pathagar.com

গীত

এমুনকালে আব্দুল বাদশা কোনই কামঐ করে
আঙ্গুটের ফাই চাইয়া জাদু কান্দুন জুইড়া দিছে আমার আল্লাহ অ অ।
তোরো বলি ছিরি আঙ্গুট, আঙ্গুট বললাম তোরে
আমার যদি হসরে আঙ্গুট
একটা কিস্তি তৈয়ার হইবে আমার আল্লা
এমুনকালে সোনার আঙ্গুট কোনই কাম ঐ করে
সোনার একটা কিস্তি ভাই সকল তৈয়ার হইয়া গেছে।
এমুনকালে সোনার কিস্তি কোনই কামই করে
পাঁচজুন মানুষ কিস্তি তুইল্যা কেবল সৈন্য উড়া করে।
আব্দুল বাদশায় কয়, এরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?
কয়, হলনা, তছনার।
আব্দুল বাদশায় কয়, অনে কার?
কয়, তোমার।

আব্দুল বাদশায় কয়, আমার যদি অইয়া থাহছ সোনার একটা কিস্তিঅ। কিস্তিত তুইল্যা শূন্যে উড়াল দিবে যিমুন চালুনির দেওনী (জত্তিশের স্ত্রী) না ধরতারে।

পট কইরা কিস্তি অইয়া গেছে।

"কালুনীর দেওনী (জত্তিশের স্ত্রী) ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
মহাশূন্যকারে উইট্যা দিছে দরোশন।
কদ্দুর আইয়া কালুনির দেওনী নজর কইরা চায়
দহলের মানুষ যেন উরফে উটতাছে ইমুন অই দেহা যায়।"

দেওনী কয়, এই মানুগুলি যাইত গা আনা অজমে।

দেওনীও কোস্টারের লাহাইন আইয়ে আর কিস্তি লোকাল বাসের মত আইয়ে।

আব্দুল বাদশায় কয়, ধরতারতনা, ধরতারতনা। কইতে কইতে আসট কানি, আসট কানি করতে করতে চার কানি চার কানি[৮৫] করতে করতে দুই কানি, যেরে দেওনী গাছগোছ ভাইঙ্গা আইয়ে। যহন খালি এক কানি ক্ষেত আইয়া পড়ছে, যেরে আর কিয়ের মধুর চাক। আতটা খালি উরফে তুইল্যা দিছে।

কয়, মাবুদও এই কিত্তা তুমি আমারে বাঁচাও, মাবুদ। জরমে নুমাজ কাজা করতাম না, মিছা কতা কইতাম না। বুরা কাম জরমের লাইগা করতাম না। আব্দুল বাদশায় দুরুদ শরীফ পড়তাছে।

গীত শুরু হয়–

ভুইল না ভুইল না মন রে ভুইল না
আল্লা রাসুল এই জীবনে ভুইল না।

হেয় দুরুদ শরীফ পড়ার পরে আল্লাতালায় হে রে একটা কতা মনে কইরা দিছে। হেই যে বিলকুল মউতরে কইছিন আমি বিপদে পড়লে উদ্ধার করবানি।

হিড্যা মনে কইরা দিতে অই আব্দুল বাদশায় (গীত) কওয়া শুরু করছে-

www.pathagar.com

আরে ও বিলকুল মউত...
মউত তুই আমারে উদ্ধার কইরা লো
তুমারে না ডাকিও ও বিলকুল মউত
আরে মউত তুই আমারে উদ্ধার কইরা লো।

এই বিলকুল মউত ফালদা আব্দুল বাদশার কিস্তিডার মাইঝে ফালদা উঠছে। আইয়া কয়, কিরে আব্দুল বাদশা এত রোদন কেরে?

আব্দুল বাদশাহ : দেওনী আইয়া অইত চার জন গিল্লা লায়

বিলকুল মউত : এরে আব্দুল বাদশাহ, আমি এক মুইন্যা একটা রউ মাছ অইয়া তর কিস্তির মাইঝে ফাল পারাম। তুই পট কইরা আমারে কাড়া লাগাইছ। কাড়া লাগাইয়া কিস্তি পাছের ফাই ধইরা দেইম। দেহিস এনে কালুনি হা কত বড় কইরা করে। বড় হা এর মাইঝে ছাইড়া দেইস।

বিলকুল মউত পট কইরা একটা রউ মাছ অইছে। হেয় (আব্দুল বাদশা) গিয়া কাড়া লাগাইছে। যহন খালি কিস্তির পাছেদা ধইরা দিছে।

"কালুনি নজর কইরা চায়, ক্ষীরমোহনের গুল্লিডাযে
লড়লড়াইতাছে ইমুন অই দেহা যায়।"

কিস্তির কাছে আইয়া যহন বড় কইরা হা করছে। বড় হা এর মাইঝে চাক্কাদা রউ মাছটা ছাউড়া দিছে।

বিলকুল মউত গিলে কোন বেডা ।

(গীত)

আহা লোয়ার মাছ হইয়া গেছে অ
লোকজন কামড় দিয়া ধরে অ দারুণ বেদে।

এই লোয়ার মাছ অইয়া ধুড়টার মাইঝে কামুড়দা ধরছে। রাখ রাখ করতে করতে ধুড়টা পুছ কইরা কাইট্যা লাইছে। দেওনীডা দুম্মুরদা পইড়া মইরা গেছিগা।

আব্দুল বাদশায় কয়, এগো কইন্যা ল কিস্তিডা নামাইয়া দেইখ্যা লই কিমুন ঘুম যে মাড়াপাড়ে। নাইম্যা দেহে ববাক বাঁশের বারুলের লাহাইন এহেদরা লুম্পা। চেইখ্যা চেইখ্যা কয়, এগো কইন্যা তোমরা আমার বাইত যাওগা।

কইন্যা : আমারে বাইত দিয়া পরে ফুল ছিডাইন।

আব্দুল বাদশা : কোন ডগ কইরা দিলে যাইবা?

কইন্যা : ডগডা আগে দেইখ্যা লই।

আব্দুল বাদশা : ডগ দেইখ্যা লইবা।

কইন্যা : হ।

গীত

আরে ঢাড়িয়া ঢাড়িয়া ঢাড়ো আমার
ধাইরা ধাররে নৌকা
সাজিলরে হে আঙ্গুটের দ্বারায় নৌকা সাজিলরে

www.pathagar.com

ওরে সোনার নৌকা সোনার বাদাম
তৈয়ার হইল নৌকা সাজিলরে।
দুইটা সিপাই তৈয়ার কইরা দুই মাতায় বসাইলরে
দুইটা কাট্রুস তৈয়ার করে হাতে তুইল্যা দিল
অরে পাঁচ জন পেসেঞ্জার নৌকায় তুইল্যা দিলরে
নৌকা সাজিলরে
সোনার নৌকা সোনার বাদাম
দইরায় ছাইড়া দিলরে এ-এ-এ।
নৌকা সাজিলরে আঙ্গুটের দ্বারায় নৌকা সাজিলরে।
ওহে কিস্‌সা কই ভাই যিমুন তিমুন
ওহে মন প্রাণ, দেশে দেশে জারি হইলরে ভাই
কুইড়া মিয়া চান
নৌকা সাজিলরে আঙ্গুটের দ্বারায় নৌকা সাজিলরে।

আব্দুল বাদশায় কয়, কইন্যা গো আমার বাহের নাম মেরছির বাদশা। তোমার নাও বাওন লাগত না। কারেন্টের নৌকা আপনে আপনে যাইব গা।

কইন্যায় কয়, দিশা[৮৬] পাইছি।

এই কইন্যাডায় কওন শুরু করছে

গীত

তোমায় ডাকি প্রাণের বন্ধুরে এ এ
যাইগা আপন বাড়ি
তরে আমার অইও যৈবনকালে দেখা রে দিও তুমি।
তোমায় আল্লা বাঁচাক রে বন্ধু
এই দুনিয়ার মাঝে
ও আমার আল্লা।

এই কইন্যাডার নৌকা ছাইড়া দিছে।

"নৌকা ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
মেরছির বাদশার ঘাট গিয়া দিলো দরোশন।"

ত মেরছির বাদশার ত হাত বউ আছিন। আব্দুল বাদশার হাত মা। একটা অইল হুদ্দর (আপন মা) আর ছয়ডা অইছে হতাই। হতাই মা ছয়ডায় পরতেক দিন ঘাট আইয়া গোছুল করে। গোছুল কইরা ফসফিট (প্রতীকী শব্দ 'পাউডার') দিয়া আডে।

আব্দুল বাদশার হুদ্দর মা জিড্যা কানতে কানতে পুত্র শোকে অন্ধ অইয়া গেছে। এইদিন ঘাটঅ নাওডা (নৌকাটা) লাইগা সারতে অই। আব্দুল বাদশার হুদ্দর মায় কয়, বইনগো তোমরাত পরতেক দিন অই গোছুল কর, নিত্য করতে যাও। আইজ্যা বইন আমার মন লইছে, আমারে নিবা গো?

www.pathagar.com

হতাই মা ছয়ডা গিয়া কয়, ইড্যা পুত্র শোকে অন্ধ, লছে আইজ্যা লই। এই ছয় মায় ধরাধরি কইরা আব্দুল বাদশার মারে ঘাটে নিছে।

"ঘাট গিয়া অই নজর কইরা চায়, সোনার নৌকা
সোনার বাদাম লাইগ্যা রইছে ইমুন অই দেহা যায়।"

হেই ছয়ডায় কয় কি গো আমডার ঘাটে সোনার নৌকা, সোনার বাদাম লাগছে কইত্তে। কওয়া-কওয়ি করে যে এই তার অন্ধ মায় শুনছে।

অন্ধ মায় কয়, বইনগো তোমরা কি কও?

বাকি ছয় রানি : আমডার ঘাটঅ সোনার নৌকা– সোনার বাদাম[৮৭] লাগছে।

অন্ধ রানি (আব্দুল বাদশাহর মা) : নৌকাডার মাইঝে কেডা?

বাকি ছয় রানি : দুইডা ছোডো মানু, একটা কইন্যা।

অন্ধ রানি (আব্দুল বাদশার মা) : বইনগো তোমরা তারার লগে কতা কইও না। আমি তারার লগে কতা কইয়া দেহি তারা কেডা?

বাকি ছয় রানি : হেইর যহন পুত নাই, তারে নিয়া বওয়া গাঙ্গের পাড়, নাওয়ের বেডির লগে কতা কউক। এই আব্দুল বাদশার হুদ্দর মারে নিয়া গাঙ্গ পাড় বওয়াইছে।

এই আব্দুল বাদশার অন্ধ মায় কওন শুরু করছে

গীত

আরে দিবা নিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইয়া
কোনডাই থেহে আইছরে মাইয়া নিহাস দইরা বাইয়া।
এই কইন্যাডায় কওন শুরু করছে-
আব্দুল বাদশা স্বামী আমার
কইলাম গো ভাঙ্গিয়া
আমরার যে দিছে গো মাইয়া
সোনার নৌকা দিয়া।
আব্দুল বাদশার মা : আমার পুত কি আছে?
সোনার মন্দিরের কইন্যা : আছে।

এই মেরছির বাদশার কাছে খবর দিছে। মেরছির বাদশা শুইন্যা বাইত্তে একটা দৌড় দিছে।

নিক্তির তোলা দিয়া পুতের বউ নাতি বাইত নিছে।

"এই মেরছির বাদশার কতা নিরবদি দিয়া
আব্দুল বাদশার কতা একটু শুনেন মন দিয়া।"

আব্দুল বাদশায় কয়, বালারে দুইডা ছোড মানু আর বউডা নাবালক দুইডা পুতের লগে দিলাম। এহেন যে রইছি। তালাব ফুল ছিটছে। বিয়াডা করতাম যদি কইন্যাডা আমার না থাকত। যেরে হুদাহুদি রইলামনি।

www.pathagar.com

কয়, ইড্ডা না আমার দেখতে অয়ার?

এই জউরায় কয়, বালা রাইত পুহাইলে ইচ্ছা করলে হড্ডা অইব। আইজ্যা রাইত আর ঘুমাইত না। খালি বুনবুন করব হারা রাইত অই। আইচ্ছা রাইত অই দেখতে অইব কোন ঘর যে বুন বুনায়।

কয়, এরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?

কয়, হলনা, তছনার।

অনে কার?

কয়, তোমার।

আমার যদি অইয়া থাহছ, সোনালি একটা শাড়ি অ।

একটা শাড়ি অইছে।

হেয় (আব্দুল বাদশায়) : সোনালি শাড়ি খান পরিধান করছে।

গায়ক (ছড়া) বলে,

“চিরলে চিরলে কেশ কইরা কাবা কাবা
মাতার মাইঝে তুইল্যা দিছে গন্ধরাজ আর চাঁপা
এত খাওড়া বেত খাওড়া দেখতে লাগে ঢগ
বাও ডেনায় তুইল্যা দিছে সোনার বাজুবন্দ।”

আব্দুল বাদশায় রাইতের বারডার সময় রাজবাইত যাইতাছে। রাজবাইত না গিয়া এই দালানের মাইঝে কান ধইরা রাহে ফুনে মাইনছে ঘুমাইতাছে যে খড়কু খুড়কু ডাহে (ঘুমের ডাক)।

কয়, এই ঘরনা রে ঘর না। যেই ঘর বুনবুনায় হেই ঘর অইত্ত কইন্যা।

এই দালান কান পাতছে শুনে আ আ ফুচ্ছু আ আ ফুচ্ছু (ঘুমের মধ্যে নাক ডাকানোর শব্দ)।

আব্দুল বাদশায় কয়, এই ঘর অত না।

রাজারা রাজারা নিয়ম অইছে কি জানেননি।

দোহারবৃন্দ : কি নিয়ম?

প্রধান গায়ক : ঝি বেডিরা বিয়ার লায়েক[৮৮] অইলে মাইঝখানে একটা মন্দির বাইন্দা রাহে যিমুন অইন্য মাইছের ছায়া-ছাওয়া না পড়ে।

আব্দুল বাদশা রাজবাড়ির মাইঝখান গিয়া
নজর কইরা চায়
ছোট্ট একটা মন্দির বাইন্দা থুইছে
ইমুন অই দেহা যায়।”

কয়, ইড্যার ভিত্তে অইত থাহে। কান পাইত্যা শুনে ভুন ভুন ভুন ভুন।

কয়, ইড্যার ভিত্তে অইরে ইড্যার ভিত্তে অই।

কয়, একটা গান লাগাইয়া দেহি (আব্দুল বাদশা কন্যারে উদ্দেশ্য করে গাওয়া গান)

www.pathagar.com

জলদি কইরা দরজা মেইল্যা দাও
সুন্দর বেউলা গো।
জলদি কইরা দরজা মেইল্যা দাও।
সুন্দর কপালে গো বেউলা,
মাথায় তোর সিঁথা লো
জলদি কইরা দরজা মেইল্যা দাও।
ও বেউলা গো আঙ্গুল করে শির শির
মাথায় ধরিল কাল বিষে
দারুণ বেউলা গো
জলদি কইরা দরজা মেইল্যা দাও।"

এই গীতটা আব্দুল বাদশায় মন্দিরের বাইরে থাইক্যা গাইছে।

রাজার কইন্যা মকবুল পরি কয়, বালারে আমার ঈদ সাওলের দিন, ইত্তা (গান) কয়, কেডা? এই রাজার কইন্যা মকবুলায় মন্দিরের ভিতরে থাইক্যা কয় (গীত)

"আরে এত রাইতে কে আইল মন্দিরে ও প্রাণ বন্ধুরে (২)
এত রাইতে কে আইল মন্দিরে।
ওরে দেও দানব জিন অরে পরি যত দুনিয়ায়
আমারে ভুলাইবার মত আরত কেহ নাই।
এত রাইতে কে আইল মন্দিরে।"

রাজকইন্যা মকবুলায় গীতটা গাইয়া দরজাডা হরদদা মেলছে। আব্দুল বাদশায় রূপের কইন্যা অইয়া হুমনে গিয়া খাড়ইছে।

"মকবুলায় এক নজরে না তারফাই চাইয়া
উল্ডাপটকন খাইয়া ঘরের ভিত্তে গেছিগা পইড়া।"

আব্দুল বাদশায় হুরুদদা না ঘর (মন্দিরের ভিতরে) গিয়া দুয়ার দিয়া লাইছে। হেয় (আব্দুল বাদশা) কয়, মি মি ও শব্দ করে।

মকবুলায় কয়, বালারে ইড্যা কেডা আইলরে?

হেয় (আব্দুল বাদশা) কয়, বইনগো ওডগো বইন ওড।

মকবুলায় মিরমিরাইয়া চাইয়া কয়, বইনগো তুমি কেডা গো?

হেয় (আব্দুল বাদশা) কয়, আমি দুঃখিনী মানু গো বইন। দুইড্যা সুখ-দুঃখের কতা কই।

মকবুলায় (আব্দুল বাদশাকে) কয়, বইনগো তোমার শাদি বিয়া অইছে?

আব্দুল বাদশা কয়, বইনগো দুঃখের কতা মন অইলে ঠেইল্যা আমার হাসিআ ওঠে।

কয়, কইতাম?

মকবুলায় কয়, কওনা শুনি।

এই ছদ্মবেশী মহিলা (আব্দুল বাদশা) কওয়া শুরু করছে

www.pathagar.com

গীত

ও শোন শোন গো মকবুল পরি শুইন্যা ল তর কানে (২)
আমি যেন বইছিলাম বিয়া সুন্দর জামাই চাইয়া আ হা হা।
ও শোন শোন, শোন গো মকবুল পরি শুইন্যা ল তর কানে
ওরে আমারে থুইয়া গেছে বইনগো কোন দেশে যে চইল্যা।
ও শোন শোন গো মকবুল পরি, শুইন্যা ল তর কানে।
আরে একদিন বইন ঘাটে গেছিলাম
বরাক ঝাড়ের তলে, হে হে..
ও শোন শোন গো মকবুল পরি শুইন্যা ল তর কানে।
ওগো ততা একটা বাতাস লাগছিন শরীরের মাঝারে
এগো শোন শোনগো মকবুল পরি শুইন্যা ল তর কানে
এগো সাত মাসের ছোডো মানু পইড়া মইরা গেছে।
এগো শোন শোনগো ... কানে।
এই গানডা কইয়া মহিলা (আব্দুল বাদশা) ছেরাবেরা অইয়া যায়গা।
মকবুলায় কয়, ওমা ইড্যা কেডা?
আব্দুল বাদশা আবার রূপের কইন্যা অইয়া যায়।

মকবুলা বইনগো (আব্দুল বাদশাকে) রাইত পোহাইলে মকবুলার বিয়া। তুমি আইজ্যা আমডার বাইত বেড়াও। সারাডা রাইত মকবুলারে হেয় (ছদ্মবেশী আব্দুল বাদশা) পাগল বানাইয়া যহন এনদা দর খুলছে। হেয় ফালদা বারইয়া গেছে আর কয়, বইন জনমেঅ আমি বেড়াই না।

ত, আব্দুল বাদশায় কুইড়া না অইয়া কয়, রাইত পুহাইলে মকবুলার বিয়া। মকবুলারা হাত বুইন। এই শানের বান্দাইন ঘাট আইব গোছল করার লাইগা। আইয়ক ধরো মজা বুঝাইয়াম নে পাছে।

"রাত্রি পোষা রাত্রি পোষা পুবে ধলপট দিছে।"

বেইন্যালা ঘুমেত্তে উইঠ্যা মকবুলারা ছয় বইন কওন শুরু করছে -

"ওগো বইন সকল নিত্তি তোলা পানি
আমার শরীর বেদনা করে
চল যাইগা বইন আমরা যমুনার ঐ ঘাটে।
এই চিক্কন মাঞ্জার কোমর তারার
হাইল্যা ঢুইল্যা পড়ে।"

www.pathagar.com

সাত জুন পরি তারা মেলা করছে যমুনার ঘাট যাইব। কুইড়া (আব্দুল বাদশা) মাতা ভাঙ্গাইয়া চাইছে। কয়, এই যে আগে আইয়ে এই ছয়ডার বিয়া অইছে। পাছে যে হিড্যা অই মকবুলায়। কুইড়া (আব্দুল বাদশা) করছে কি গাড়ের এবারা হেবারা না হিতনে পৈতান দিয়া বইয়া রইছে। মকবুলার ছয় বইন নিচে না চাইয়া কুইড়ারে (আব্দুল বাদশা) ডেইয়া পুড়ি মাছের মত তালাব অ নাইম্যা দিছে।

ত মকবুলারে যে কেডা কইছে -
"মকবুলা তর ঈদ ছাওলের দিন
টাপ্পর টোপ্পর খাইছ না
কোমঙ্গলের ছিন।"
"মকবুলায় গিয়া তলে নজর কইরা চায়
ঘাটে যে কুইড়া পইড়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

মকবুলায় কয়, থোয়াস! থোয়াস! আমার ঈদ ছাওলের দিন কোমঙ্গলের দিন তারে কোন মুড়িয়ে এন আনছে। এই তুই কইত্তে আইছস?

কুইড়া (আব্দুল বাদশা) রাও অই করে না।

মকবুলায় কয়, এই বেত্তমিজ[৮৯] তুই আইছস কইত্তে?

সরো, গোছল করতাম?

আব্দুল বাদশা : (না বুঝার ভান করে) বইন কার লগে কও?

মকবুলা : তর লগে কই?

আব্দুল বাদশা : তুমি এত্তে ভালা মানু পাইলা না নাড়া হুড়া করতা?

কইন্যা (মকবুলা) : নাড়া হুড়া কোনডারে?

কুইড়া : নাড়াহুড়া না করলে তোমার ছয় বইন দি পুড়ি মাছের মত ডেইয়া গিয়া তালাব নাইম্যা দিছে। এই! তুমি আমার লগে চৈতাল[৯০] কর কিয়ের লাইগ্যা।

কইন্যা (মকবুলা) : এরে কুইড়া তুই আমডার পরি জাতের নিয়ম জানছ?

কুইড়া : নিয়মও জানি না।

কইন্যা : আমরার পরি জাতের যারার বিয়া অয় তারা পর পুরুষ ডেইতারে। আর যারার বিয়া না অয় তারা পর পুরুষ ডেইতারে না।[৯১] আমার বিয়া অইছে না আমি কিমুন কইরা তরে ডেই।

ইড্যানা শুইন্যা হেয় (কুইড়া) অক্করে গাড়াইয়া গেছিগা। তারা ছয় বইন গোছল কইরা টান উইঠ্যা গেছিগা। মকবুলায় কয়, এরে ভাই কুইড়া খোদার দোয়াই দিছি ঠেংডা একটু টানছে আমি গোছল করতাম। পাও সরা।

কুইড়া পাও আর সরায় না।

আবার মকবুলায় এরি মেরি রাক্ষসের লাহাইন গেছে ধরত।

কুইড়া কয়, সাইরা লাইলো গো! বইন গো!

www.pathagar.com

মকবুলা : হারামজাদার ঘরের হারামজাদা হাত তিন হাত উরফে অই রইছে মাইরা লাইছে কিরে?

কুইড়া : বইন বাউ[৯২] লাগলে দুখ পাই।

মকবুলায় চাইয়া দেহে বেইল অক্করে গুঞ্জইরা গেছে। আবার এড়েমেরি রাক্ষসের লাহাইন গিয়া ঠেংডা চাক্কাদা ধইরা ফালাইয়া দিয়া তালাব নাইম্যা দিছে। ইমুন ডগে গোছল করছে পুরাণ চামড়াহান তুইল্যা বইছে।

"গোছল টোছল কইরা হেই
টান নজর কইরা চায়
কুইড়া যেখানের ঠেংডা এহনও
হেন দিয়া রাখছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

যিমুন মকবুলার বারুদের ঘটিত আগুন লাগাইয়া দিছে। কয়, এই কুইড়া তুই না বলে ঠেং টান দিতারছ না? আমি যে ঠেং সরাইছি এহেন আনছে কেডা?

কুইড়ার কয়, বইনগো তুমি যে কি কও? হাত দিন ধইরা ভাত খাইনা হাত দিনের ভুহে আমার পেডে খিছা দিছে ঠেংগুলি হেন্দা চিট্যা আইয়া পড়ছে।

কইন্যা (মকবুলা) : হেলবা যেন আমি গোছল করছিলাম না তরে বেক বেক কইরা ধরছিলাম। অনে আমি নিত্তি কইরা আইছি। ধরে কেডা?

কুইড়া : বইনগো ! তুমি যদি আমারে দুগ্যা ভাত খাওয়াইতা। আরেকটা খিচাদা দেখতাম। এই খিচাডা গেলে গা যাইতাম গা। থাইক্যা গেলে চাইরটা ভাত খাইয়া যাইতাম।

কইন্যা (মকবুলা) : মাইরে এনে লাইছে হেয়। আইচ্ছা ভুখারে ভাত খাওয়াইলে পুণ্য আছে। তার দোয়ায় ভালা একটা স্বামী অত পাইতারি। এই যা কুইড়া তুই ঠেংডা টানছে তরে দোগ্যা ভাত খাওয়াইয়াম।

কুইড়া : বইনগো তোমডার ঘর রাইজ্যার মানু গেলে আর আইতানা। হিতান আমার, ঠিলাডা থুইয়া যাও।

মকবুলায় কি করব, দেয় না, ঠিলাডা হিতান থুইছে। হেয় হরদ্দা ঠেং টান দিছে। মকবুলায় গরদদা বার অইয়া গেছে।

পরী জাত অইলে মিছা কতা কয় না।

বাইত গিয়া একটা বাসুন না লইয়া, জাতে জাতে তরকারি লইয়া আইছে।

আইয়া কয়, এরে ভাই কুইড়া ভাত আনছি, নে।

কুইড়া : ভাতদা করতাম কি বইন (ভান করে)?

কইন্যা (মকবুলা) : আরে কয় কি হেয়, ভাত না বলে তুই খাইবে?

কুইড়া : বইন কও কি? জরমে আমি ভাত তুইল্যা খাইছি?

কইন্যা (মকবুলা) : বান্দির পুতের কতা হুনছায়! হেয় কয় কি ইত্যা? এই তরে কি আমার ভাত তুইল্যা খাওয়ান লাগব?

কুইড়া : বইন খাওয়াইলে খাওয়াও। নাইলে তোমার ভাত তুমি নেওগা।

www.pathagar.com

কইন্যা (মকবুলা) : আরে ইমুন একটা ভুখার ভাত বাইত অই নেই কেমনে? অভিশাপদা জ্বাইল্যা এনে লাইব। আরে ভাতগুলি আইন্যা গজব এনে করছি। আরে খাইতিনা তুই ভাত?

কুইড়া : বেশি কতা কও। কবে আমি ভাত তুইল্যা খাইছিলাম?

কইন্যা (মকবুলা) : গজব এনে করলাম। আরে ভাত তুই খাইতি না?

(মাইয়া লোহের বড় বাসনা এফি হেফি চাইয়া দেহে কোন মানুষ-টানুস দেহা যায় না।)

মনে মনে কয়, মাইক্যা বড় বড় কইরা নলাদা খাওয়াইয়া লাইলে দেখব কেডা?

কইন্যায় ভাতগুলা মাইক্যা আড়াইফা, পৌণে তিনফা একটা নলা তুইল্যা দিছে।

হেয় (কুইড়া) যিমুন ডগে আক্বারছে[৯৩] তাতে একটা কি আধটা ভাত মুহের ভিতরে যাইব। কয়, কিরে কুইড়া আক্করছ না?

কুইড়ায় কয়, বইন ইত্যা কও কি আমার চাপার আড্ডি গুড্ডি ইত্যা আছে।

বেইলডা লাল অইয়া হান্দাইছে। ভাতরা খালি খাওয়াইয়া শেষ করছে।

কুইড়া কয়, বইন মাতাত ধর।

কইন্যা : মাতাত ধরতাম কেরে?

কুইড়া : বইন নানতা[৯৪] আইব (বমির ভাব)

কইন্যা : আরে লক্ষ টেহা খরচ কইরা রানছে নানতা আইত।

কুইড়া : বইন মায় ভাতটা খাওয়াইয়া অই ডাইন আতে পানডা খাওয়াইয়া দিত।

একটা পান খাওয়াইয়া দিলে সব অজম অইয়া যাইব।

কইন্যা (মকবুলায়) : একটা পান আইন্যা দিছে।

কুইড়ায় কয়, বইনগো আমারে লং অ খাওয়াও, এলাচিঅ খাওয়াও, দারুচিনি অ।

কইন্যা : এই হারামজাদার ঘরের হারামজাদা লং অ খাওয়ানি শিহাইছে।

কুইড়া : বইনগো মায় যদি মাইনষের বাইত বারা বানছে ত আমার লাইগা কাপড়ের আঁচলির তলাত বাইন্দা চাইলের লগে দুগ্যা লং অ আনছে।

কইন্যায় কি করব পানের লগে লং খাওয়াইছে।

কুইড়ায় মুনাজাত করছে, বইনগো তুমি হলনা অও তলনা অও, আল্লায় তুমারে মাফ করুক। কইয়া দিতে অই মকবুইল্যা বাড়ির দিগে রওনা দিছে।

মকবুলার ছয় বইন মার লগে গিয়া কয়, মাগো তোমার ঝি মকবুলারে বিয়া করবার লাইগা কত মানুষ বইয়া রইছে হেন্দা তুমার ঝি কুইড়ারে লইয়া খেলা-মেলা করতাছে।

মকবুলায় যহন বাইত গিয়া ওঠছে মকবুলার মায় বুইট্যা একটা ঝাড়া লইয়া খাড়ইয়া রইছে। যাইতে অই কেশটার মাইঝে থাফাদা ধইরা তিনডা বারি দিছে। মাগো মা কইয়া মকবুলায় তিনডা চিক্কার মারছে। মায় মারছে কান্দন, কি করব।

মকবুইল্যা গিয়া নাট্যমঞ্চের ঘরের ভিত্তে হান্দাইছে। যহন হান্দাইছে গিয়া দেহে কত বেডা যে রাজার কন্যা মকবুল পরিরে বিয়া করবার লাইগা বইয়া রইছে সীমা সিংখ্যা নাই। একটারটাই টেহা নাই বারশ টেহা খরছ কইরা একটা টেট্রন কাপড়

www.pathagar.com

কিনছে। দুইমাস ধইরা ঘর চাইল নাই। কয়, এই পোশাকটা পইরা যদি যাই আর মকবুল পরি ছাওয়াল লয়। ত কত জাতের কাপড় দিয়া লাইয়াম হেইরে। একটায় গিয়া সাতশ টেহাদা একটা তেলের বতুল কিনছে।

কয়, এই তেলডা যদি মাতাত দিয়া যাই আর মকবুইলায় যদি ঈদ ছাওয়াল লয় গো, ত কত তেল গাছের গোড়ার ঢাইল্যা দেম। আরেকটায় যে দুইডা, একডা মুছ পাইক্যা রইছে। হেয় বউয়েরে কয়, এই বউ, এই আমার পান্না মুছগুলি ছিড়া দে কাঁচাতা রাইখ্যা। আর যদি মকবুইল্যা খালি ঈদ ছাওয়াল[৯৫] লয় গো! ত খালি পুলা গো পুলা।

বুঝেননা একটা সুইন্দা ভাত খাইলে ত সুইন্দা উফাস থাহে। হুদা পুলার কতা শুইন্যা হেই (মুছওয়ালার স্ত্রী) একটা যদি ধরে পান্না চুল তিনডা ধরে কাঁচা চুল। রাজার কইন্যা বিয়া করবত। এই মুছটুছ ছিড়া সাতটা পাক দিয়া রাজবাড়িত গিয়া বইছে সিনেমার হলের মতো।

আব্দুল বাদশায় কয়, আইচ্ছা এই যে মকবুলারে বিয়া করত গেছে লুন্ডার দল ইত্যানরেত একটু হইর করা দরকার।

আব্দুল বাদশায় কয়, এরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?

কয়, হলনা, তলনার।

কয়, অনে কার?

তোমার।

আমার যদি অইয়া থাহছ একটা বাইদ্দার ডালাঅ। বাইদ্দার একটা ডালা অইছে। (ছড়া বলে)

"চিরলে চিরলে কেশ কইরা কাবা কাবা
মাতার মাইঝে তুইল্যা দিছে গন্ধরাজের চাঁপা
এত খাওড়া বেত খাওয়া দেখতে লাগে ঢগ
বাও ডেনায় তুইল্যা দিছে সোনার বাজুবন্দ।

হেয় বাইদানি না অইয়া অনুষ্ঠানডার মাইঝে গেছে অনুষ্ঠানডায় দশ হাজার মানু বইয়া রইছে মকবুলারে বিয়া করবার আশায়।

আৎকা গিয়া বাইদানি সাইজ্যা আব্দুল বাদশায় উঠছে। হেই আসরের মাইঝে মানু বইয়া থাইক্যা কাইল অইয়া গেছে মকবুলায় আইয়ে না দেইখ্যা।

যখ্খন খালি বাইদানি (আব্দুল বাদশায়) উঠছে, কয় আরে ইড্যা আইছে কেডা! যার বারাত যায় কয় কইন্যা গো বইবানি?

বাইদানি (আব্দুল বাদশা) : না বইতাম না, ঘুইরা গাইরা দেহি আরহি।

একটা বইষের শিঙ্গের লাহাইন মুছ কয়, কইন্যা দেহা কইরা যাইও।

বাইদানি (আব্দুল বাদশা) কয়, দেখছনি লুন্ডায়[৯৬] কয় কি?

আরেকটা গুয়ামুড়ি চুল, হেয় একটা গুয়ামুড়ি চুলদা বারি মারছে। কয়, কইন্যা (বাইদানি) দেহা কইরা যাইও।

www.pathagar.com

বাইদানি (আব্দুল বাদশা) : দেখছ্নি লুভায় কয় কি?

আরেকটা কানদা একটা বারি মারছে। কয়, কইন্যা দেহা কইরা যাইও।

বাইদানি (আব্দুল বাদশা) কয়, দেখছ! হারামজাদা লুভরা।

এই ছদ্মবেশী আব্দুল বাদশা বাইদানি একটা খেড়ে পাড়ার কুলাত না গিয়া যহন খালি বইষের শিঙ্গের লাহাইন মুছওয়ালারে একটা ইশারা দিছে - হেয় (মুছওয়ালা) যে আওয়াড়া আইছে অ আইয়া মাতাডা দালান ঠুস খাইয়া মাতাদা লউ পড়তাছে।

আইয়া কয়, কিগো কইন্যা কি?

বাইদানি : আমারে আপনের কিমুন খাডে?

মুছওয়ালা : খাডে কি, মাতাদা কি পড়তাছে কইতারতাম অই না।

বাইদানি : আমার অত ইমুন অই লাগে।

মুছওয়ালা : কইন্যা থাহ কই?

কইন্যা : হতার ঘাটের নাও। যাইয়েন গা রাইতের সাতটায়।

হেয় (মুছওয়ালা) কয়, একটা ধরছি, এলা মকবুলারে পাইলে হিড্যা বোনাস অই। ইড্যাঅ মকবুলার চেয়ে নিরস না।

ইড্যা কইয়া অই যহন আরেকটারে কাঁডল গাছের আজগিত থাইক্যা ডাক দিছে এই যে গুয়ামড়ি চুলওয়ালা হেয় একটা টাক্কর খাইয়া নখটা উইল্ডা গেছি গা। কয়, কিগো কইন্যা কি?

বাইদানি : আমারে আপনের খাডে কিমুন?

গুয়ামুড়ি চুলওয়ালা : খাডে কি! এই পায়ে দা কি পড়তাছে ইত্যা আমি চাই অই না।

বাইদানি : আমার অত ইমুন অই লাগে।

গুয়ামুড়ি চুলওয়ালা : কইন্যা থাহ কই?

বাইদানি : হতার ঘাটের নাও। যাইয়েনগা রাইতের আটটায়।

আরেকটা যে কানখাড়া হেরে যহন একটা দোহানের কাছে গিয়া ডাক দিছে। হেয় কতক্ষুণ থুম ধইরা অশ্ বদ্ধ অইয়া গেছিগা।

আৎকা অশ ফালাইয়া দৌড় দিছে। কয়, কিগো কইন্যা কি?

বাইদানি : আমারে আপনের খাডে কিমুন?

কানখাড়া লোক : খাডে আর কি? তুমি ডাক দিছ পরে অনেকক্ষণ অশ আইছে না। কইন্যা থাহ কই?

বাইদানি : হতার ঘাটের নাও। যাইয়েনগা রাইতের নয়টায়।

একটারে সাতটায়, একটারে আটটায়, একটারে নয়টায় যাওয়ার কতা কইয়া হেয় (আব্দুল বাদশায়) নাও অ গিয়া কয়, এরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?

হলনার।

অনে কার?

তোমার।

আমার যদি অইয়া থাহস বাইদানির ঢালা অ হাপ বানা।

www.pathagar.com

এই ডালা অইছে, হাপ অইছে। হেয় গিয়া নাওয়ের মাইঝে হাপ থুইয়া দিছে, ডালা থুইয়া দিছে। মাইঝগানদা হললরি বিছাইয়া লইয়া বইয়া রইছে। লুভারা অইলাম টাইম নষ্ট করে না। সাতটার কতা কইছে হেয় (মুছওয়ালা) পৌনে সাত রায় গেছিগা।

আগ্যাইয়া গিয়া কয়, কিগো! আছনা গো?

বাইদানি : হ ঠিক টাইমে আইছুইন । আর আগে আগে আইয়া পরছুইন।

মুছওয়ালা : হ।

বাইদানি : আমি অত সই কোম্বালা আইবরে তাইন? (এ-হ, তাইন কইলে মুছওয়ালা ফুইল্যা যায় গা)।

কইন্যায় কয়, আইচ্ছা আমারে আপনের খাডে[৯৭] কিমুন?

মুছওয়ালা : খাডে আর কি! এই যে রাইত কুম্বালা সাতটা অইছে চাইছি অই না।

বাইদানি : আইচ্ছা, আমার আগের যেই জামাইডা আছিন জামাইডা মরছে পরে তার মতো জামাই অ পাই না, বিয়াঅ বই না। আইজ্যা আপনেরে পাঁচে পদে আমার হেই জামাইডার মত মিলাইয়া দিছে। আমার আগের জামাইর একটা মুছ আছিন। আমারে যদি আপনের খাডেতে আপনের ডাইনের মুছটা ফালাইয়া দিবেন।

মুছওয়ালা : কইন্যা দুইডা ফালাইলে?

বাইদানি : না, আমার আগের জামাইর এক সাইটদা মুছ আছিন।

মুছওয়ালা একবার কইন্যার দিগে চায় একবার মুছের দিগে চায়, চাইয়া দেহে কইন্যাডা বেতালা সুন্দর, আপেলের লাহাইন ডগ।

মুছওয়ালা : কইন্যা কাটবা কিদ্দা?

বাইদানি : আইত্তার আছে। গচ্চরদা হীরার চাকুদা মুছটা কাইট্যা ফালাইয়া দিছে। বইষের শিঙ্গের লাহাইন মুছটা গাঙ্গেদা ভাইসানা যাইতাছে। মুছটা কিমুন যে দেহা যাইতাছে। মুছটার মাইঝে ধইরা রাখছে।

কয়, কইন্যা, বিয়ার কি?

বাইদানি : বিয়ার আইজ্যা কিছু না। কালহা ধর্মে যা কয় লইয়া আইয়েন।

মুছটা গামছাদা চাপুডিদা একটা বান দিয়া লাইছে।

কয়, কালহা কিছমত থাকলে। বাইত গিয়া হিড্ডা (অপর পার্শ্বের মুছ) ফালাইয়া দিয়াম।

৮টা বাজতে অই গোয়ামুড়ি চুলওয়ালা আইছে।

আইয়া কয়, আছ না গো?

বাইদানি : আছি। অক্করে ঠিক টাইমে আইছেন।

কয়, দেহেন, আমার আগের যেই জামাইডা ডায়বেটিকস এ মারা গেছে। আমার জামাইর মতো জামাই অ পাই না, বিয়া অ বইনা। আপনে আমার জামাইর পাঁচে পদে না থুইয়াইছুইন কিচ্ছু। ত একটা জিনিস আমার আগের জামাইর মাতাডা ক্ষুরদা চাওয়া আছিন। রৈদ অইল মাতাডা চিলিক চিলিক করত কি একটা ডগ যে লাগছে। আমারে যদি আপনের খাডে, মাতার চুলডা ফালাইয়া দিবেন?

www.pathagar.com

হারামজাদা লুভায় মাতার মাইঝে আতায় আর কইন্যাডার ফাই চায়। চাইয়া দেহে বেতালা সুন্দর।

গোয়ামুড়ি[৯৮] চুলওয়ালা : কইন্যা ফালাইবা কিদ্দা?

বাইদানি : আইত্তার আছে।

চুলওয়ালা মাতাডা হাজির কইরা দিছে গজগজাইয়া গোয়ামুড়ি চুলগুলি ফালাইয়া দিছে। চুলগুলি গাঙ্গেদা ভাইস্যা যাইতাছে গা। হেয় (চুলওয়ালা) মাথাডা বাইন্ধ্যা যাইতাছে গা।

রাইত নয়ডা বাজে। কান খাড়া জন আইছে। আইয়া কয় কিগো কইন্যা আছ না?

বাইদানি : আছি না কি? আইচ্ছা আমারে আপনের কিমুন খাডে?

কান খাড়া জন : খাডে আর কি? এই নয়ডা না কয়ডা বাজে কইতারতাম অই না।

বাইদানি : আমি অত কই কোম্বালা আইব তাইন। আমার জামাইডা অবিকল আপনের মতন আছিন।

এল্যাইগা আপনেরে কইছি আইতেন। ত একটা জিনিস, আমার জামাইর ডাইনের কানডা কাডা আছিন। আমারে যদি আপনের খাডে আপনের ডাইনের কানডা কাইট্যা লাইতে অইব।

কানখাড়া জন কয়, কইন্যা লউ[৯৯] পরত না?

বাইদানি : ধুইয়া লাইবেন।

হারামজাদা লুভায় কানডার মাইঝে আতায় আর কইন্যাডার ফি চায়। চাইয়া দেহে বেতালা[১০০] ডগ।

কয়, কইন্যা কাড। কইন্যাত হুরের বেডি না, কানডা না টানদা বার কইরা গন্তরদা কাইট্যা লাইছে। লউ যাইতাছে আর ধুইতাছে, গাঙ্গ লাল কইরা লাইছে।

কয়, কইন্যা বিয়ার কি?

বাইদানি : কালহা ধর্মে যা কয়। লইয়া আইয়েন।

কয়, কালহা শইল ভালা থাকলেত।

এই আব্দুল বাদশায় (বাইদানি) পাঁচটা লুভা হইর করছে। তিনডা লুভা না হইর কইরা হেয় কুইড়া জামাডা না গায় দিয়া হেয় (আব্দুল বাদশায়)

" ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
মকবুলার বিয়ার আসরে গিয়া দিছে দরোশন।"

গিয়া দেহে মানু বুক টানাদা আয়না লইয়া বইয়া রইছে। তারা তিনজুনডে যে লইয়া আইছে হাইজাক কইরা হিড্যাত আর কইতারতনা।

কুইড়ায় (আব্দুল বাদশা) কয়, রাখ হেফি যাইতাম না। গিয়া মকবুলার কাছে বইয়া রইছে। মকবুলায় হাত পাক না দিয়া কয়, দুত্তরি দশ হাজার মাইছের একটার কপালঅ রাজটিকা নাই। আইজ্যা বিয়া বইলে কালহা অই ভিক্ষা করতে অইব। এই মকবুলায় রাজটিকা নাই। দেইখ্যা কেউ অইর ধুলপানি দিছে না।

এই বীর কুলাডা লইয়া নাট্যামন্দির ঘরের দিগে যাইতাছে গা। আৎকা কুইড়া মকবুলার দিগে নজর করছে!

www.pathagar.com

"মকবুলায় কুইড়ার ফি নজর কইরা চায়
কুইড়ার কপালে রাজটিকা দেইখ্যা বলছে হায়রে হায়।"

এই মকবুলায় উছুড়ার মাইঝে গিয়া কুইড়ার পায়ে ধুলপানি দিয়া লইছে। দশ হাজার মানু জাগুরদা উঠছে। রাজায় (মকবুলার বাবা) চডি জুতা পাওদা আইছে। আইয়া কয়, কিও বাবা সকল, আমার সাতটা ঝি, মকবুল পরি তার মন লইলে কুইড়ারটাই বিয়া বউক তোমরা আইছ বেড়াও। পান, তামুক খাও।

মানুষে কয়, এই মিয়া, পান তামাকদা কর কি? রাগে তারার জ্বইল্যা যায় গা।

একটা যে বারশ টেহাদা পোশাক পইরা আইছিন হেয় যায় যে! কতদূর গিয়া আরেকটারে কয়, কিরে ভাইয়ে, এই কাপড়ডা একদিন গরত দিছি ইস্তারিডা ভাঙ্গছি। ইড্যা কয়েক টেহাদা ভাঙতার বে?

হিড্যায় কয়, দোহানের কাপড় ফেরত লয়?

কয়, তিন দিন ধইরা চাইল নাই বাইত। চুরি ডাহাতি না কইরা চলুনের বাও নাই।

আরেকটায় যে সাতশ টেহাদা তেলের বতুল আনছিন হেয় লগেরটারে কয়, আরে, ভাইয়ে খালি মুখটা ভাইঙ্গা এক কোষ তেল দিছি বেকটা বোতলে রইছে। ইড্যা (তেলের বোতল) একটু পানি চানি মিয়াইয়া ফেরত দিতারবে?

লগেরটায় কয়, ফাইজলামি করিছ না।

হেয় (তেলের বোতলওয়ালা) কয়, কি করতাম হরো মাইছের চিক্কারে আর ভাল্লাগে না।

একটা যে মুছ বাইচ্ছ্যা আইছিন হের মুখটা বাঘের লাহাইন অইছে ফুইল্যা। হেয় (মুছ বাছানো ব্যক্তি) যায়গা, কেউ অইরটাই জিগায় না।

একটা পলহে বিয়া বাড়িডা খালি অইয়া গেছিগা রাজায় (মকবুলার বাবা) কয়, এরে জল্লাদ আমার ঝি মকবুলারে ধইরা আন আমি তারে কয়েকটা কতা জিগাই। জল্লাদে গিয়া মকবুলারে আর কুইড়ারে ধইরা আনছে।

রাজা (মকবুলার বাবা) : এগো মকবুলা তুমারে এত রঙের খাওয়া খাওয়াইলাম, ইউনিভার্সিটির মাইঝে পড়াইলাম। তুমি কেরে কুইড়ার কাছে বিয়া বইছ।

মকবুলা : বাজানঅ কুইড়ার কপালে রাজটিকা দেইখ্যা বিয়া বইছি।

রাজা (মকবুলার বাবা) : এরে জল্লাদ এই ঝি জামাইর আমার কাম নাই। এই দুইডারে সমুদ্রের মাইঝে একটা দ্বীপো আছে। হেই দ্বীপে দুইডারে চাক্কাদা ফালাইয়া দিয়া আয়।

এই জল্লাদে কুইড়া (আব্দুল বাদশা) আর মকবুলারে সমুদ্রের মাইঝে একটা দ্বীপ চাক্কাদা ফালাইয়া দিছে।

রাইতে দুইডায় দ্বীপের মাইঝে ফুইয়া রইছে। ত মকবুলায় মনে করছে কুইড়ায় ঘুমাইয়া রইছে। কয়, হে রে বাদশার ঘর জরম লইয়া ছাগলডাঙা (দ্বীপ) বাস করতাম, ইনি অই কপাল রাখছিন।

কুইড়ায় কয়, হ্যা মকবুলা হে?

মকবুলা কয়, তুমি দি হজাগ অই। শেষ রাইতে একটা মেঘ নামছে। মেঘডা নামছে পড়ে মকবুলায় একটা দুঃখের গীত টান দেয়-

www.pathagar.com

"আরে অ আল্লা আসমান দেখা যায় ওরে
মেঘের ফুডা বাইয়া না বাইয়া পড়ে রে।"

এই গীত শুইন্যা কুইড়ায় কয়, হেই (মকবুলার) সারা রাইত অই দুঃখের গীত গায়। আমার টাই বিয়া বইয়া ঠইগ্যা গেছিগা। হেয় (কুইড়া) ফাইলডা ফিরছে।

মকবুলায় কয়, তাইলে হজাগ অইয়া গেলান? হেয় পাইলডা ফিরছে অই গীত গাইবার লাইগ্যা। পাইলডা ফিরা অই একটা গীত টান দিছে।

"গোডার অ খাজ্জানে গো আরে মকবুল পাগল অ দেওয়ানা গো
আরে ও মকবুল গোডায় আমার
গচ্চর ও মচ্চর অ করে গো।"

মকবুলায় কয়, দেখছ জাইজ্যরায় গীতটা। আমি কি দুঃখের গীত গাইছি।

হেয় কয়, গোডায় বলে গচ্চর গচ্চর করে।

"রাত্রি পোষা রাত্রি পোষা পুবে ধলপট দিছে
বেইন্যালা ঘুমেত্তে ওইঠ্যা মকবুলায়
বাপের বাইত গেছে।"

গিয়া শুনে হেনতে মানু আইছে। বাদশারে কয়, মেয়াসাব বিয়ার তারিখ দিয়া লাইন।

রাজায় কয়, বাজি দিয়া অইত লাইলাম। বুহধবারে বিয়া মকবুইলায় শুইন্যা গেছে।

ত হেই মানু বিদাই দিয়া তারা কয়, মিয়া সাব!

কয়, কি?

কয়, শাদির মাইঝে যদি হরিণ শিকার কইরা আইয়ি তে কিমুন উন্নতি অয়।

মিয়া সাব কয়, বাপুরে উন্নতিদা জ্বাইল্যা লাইতারবা।

রাজার ছয় ঝি। জামাই কয়, মিয়াসাব আমরা ছয় জুন গিয়া লাওয়ের পাহাড় শিকার কইরা আইয়াম। আপনে খাসি-গরু কিন্নেন না।

রাজায় কয়, অইল।

(ইড্যা মকবুলায় শুইন্যা গেছে)

এই মাইঝ রাইতে উইঠ্যা মকবুলায় কয়, হেরে আমার ছয় ভাইসাবে কালহা সোমবাইরা দিন লাউয়ের পাহাড় যাইব হরিণ শিকার করত।

কুইড়ায় কয়, হে মকবুলা হে। কয়, মকবুলা গো !

আমারে তোমার বাহের বাইতত্তে একটা ঘোড়া আর বন্দুক আইন্যা দিবা আমি অ শিকারে যাইয়াম।

মকবুলা : হগল কতা কইও। ইত্যা কইও না। আমরা পরি জাতের নিয়ম জান?

কুইড়া : জানি নাতো?

মকবুলা : আমরার জামাই মরলে আর বিয়া অয় না।

তোমারে হাতে ফাই দিয়া লোকসান[১০১] করতাম না।

কুইড়া : মকবুলা গো! তুমি যদি অত অই ডরাও। তোমার বাহের বাইত্তে একটা ঘোড়া, বন্দুক আনবা আর কতগুলা লত লইয়া আইবা। আমারে ভালা কইরা পেঁচাইয়া দিলে ঘোড়ায় অইত লইয়া আইব।

মকবুলায় কয়, ঠিক অইত।

www.pathagar.com

"এই রাত্রিপোষা, রাত্রিপোষা পুবে ধলপট দিছে
বেইন্যালা ঘুমেত্তে উইঠ্যা মকবুলায়
আপন বাড়িরদিগে রওনা দিছে।"
আইয়া কয়, কিগো মা! ও মা!
মায় কয়, কেডা লো মকবুল্যায় আইছস?
মকবুলা : হ অ মা।
মা : তুই কিয়ের লাইগা আইছস?
মকবুলায় কয়, এরে মানুবেন চাতুরি করে। মায় ইড্যা কি কইল?

হেই মার সামনে কান্দা শুরু করছে। মা তহন মোমের মতো বলা শুরু করছে। ঝিয়েরে পাঞ্জাদা ধরছে।

মায় কওয়া শুরু করছে (গীত)
"তোমায় আমি বাহির করলাম
জামাই ডা দেখিয়া
তুমি কেন গেলা গো মাইয়া
আমাকে ছাড়িয়া।"

মকবুলার মা : কিগো ঝি! কিয়ের লাইগা আইছিলে?

মকবুলা : মাগো তোমার কুইড়া জামাই বলে হেই ভাইসাবেরার লগে শিকার যাইব।

মকবুলার মা : ঝিগো হাছই ইড্যা কইছে?

মকবুলা : হ।

মকুবলার মা : ইড্যা (কুইড়াকে) ঘোড়ার উরফে তুইল্যা দে কোনফাই গিয়া ইড্যা লোকসান অক। জামাইর দরকার নাই। তুই আমডার লগে বিয়া খাইছ এনে।

মকবুলা : মাগো হগল কতা কইলেও এই কতা কইছ না।

মকবুলার মা : তুই (মকবুলা) আমডার বাড়ির মুখি আইয়িছ না। কুইড়া জেতা থাহার কতা কইলে মকবুইল্যার মার জ্বইল্যা যায় গা।

মকবুলা : মাগো! এহেদরা ঘোড়া আছে গো ?

মকবুলার মা : ঘোড়া কইততে। জামাইরা নিছে গা শিকারও। গিয়া দেখ হেই এন বেরামি একটা ঘাস খায়।

মকবুলায় গিয়া চাইয়া দেহে হাছাঅই বেরামি একটা ঘাস খায়। মকবুলায় ঘোড়াডা গিয়া ধরছে। দেহে ঘোড়ার অর্ধেকটা লড়ে। পিছের ঠ্যাং একটা আস্তা নাই।

মকবুলায় কয়, ওমা ইড্যা কি?

মকবুলার মা : যিমুন জাতের শিকারি ইমুন জাতের ঘোড়া।

তাইনেও (কুইড়া) ফুতাততে ওঠছে। ঘোড়ার ঠ্যাং নাই আস্তা একটা। শিকারিরে দেওন এনে।

মকবুলা : মাগো এহেদরা বন্দুক টন্দুক আছে গো।

মকবুলার মা : বন্দুক কইত্তে তুষের জাবার যিমুন বন্দুক একটা আছে গিয়া দেখগা।

মকবুলা গিয়া বন্দুক ধইরা দেহে সব খাইয়া লাইছে খালি কুপির নেতের লাহাইন মাতুলডা রইছে।

www.pathagar.com

মকবুলার মা : যিমুন জাতের শিকারি ইমুন জাতের ঘোড়া, ইমুন জাতের বন্দুক, দেওন এনে।

এই ঘোড়াডা আর বন্দুকটা ডেং ডেং গাইয়া লইয়া বাইদের পাড়ে পাড়ে লতা খুঁজে।

এক গাছতে যহন লত ছিঁড়ছে ভয়ের লাইগা যাওন যায় না। উতাশ বানাইয়া লাইছে।

মকবুলায় কয়, যিমুন জাতের শিকারি, ইমুন জাতের ঘোড়া, ইমুন জাতের বন্দুক, তার বারাত তো ভয়ের লাইগা যাওন যায় না। লতের বারাত অ ভয়ের লাইগা যাওন যায় না।

বাইত না আইয়া কুইড়ারে ততা[১০২] পানিদা গোছল করাইছে।

“খানাপিনা খাওয়াইয়া মুখে দিছে পান
ঘোড়ার মাইঝে তুইল্যা দিছে কুইড়া মিয়ায় চান।”

মকবুলায় লেঙ্গুরটা হেইফাই কইরা দিছে। এই ঘোড়ায় একটা ঠেং আঙ্গাইয়া দিছে। ঘোড়ায় ইমুন চলতি দিছে এক দুপুরে এক কানি ক্ষেত গেছেগা।

কুইড়া (আব্দুল বাদশা) কয়, বেশ এই ঘোড়া লইয়া যদি লাউয়ের পাহাড় যাইতে কয়েক জনের জনম লাগব। হেয় ছিরি আঙ্গুটেরে কয়, এরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?

ছিরি আঙ্গুট : হলনা তলনার।
কুইড়া (আব্দুল বাদশা) : অহনে কার?
ছিরি আঙ্গুট : তোমার।
কুইড়া (আব্দুল বাদশা) :
“আমার যদি অইয়া থাহস
মকবুলায় যতগুলা গিরু দিছে
সবগুলা গিরু খুয়াইয়া দিবি।
আমারে একটা পলহে লাউয়ের পাহাড় লইয়া যাইবি?
আমার চাইর ভিডে সোনালি চাইরটা দলান
তৈয়ার কইরা দিবি।
সোনার একটা হুক্কা তৈয়ার কইরা দিবি
সোনার একটা কুরসি তৈয়ার কইরা দিবি
আমার বাড়ির দক্ষিণদা একটা তালাব কাইট্যা দিবি
দুইন্যার ফল মেহেরের যত গাছ লাগাইয়া দিবি
আর লাউয়ের পাহাড়ে যত হরিণ আছে
সম্পূর্ণ হরিণ আইন্যা তালাবের পাড় বানবি
একটা লোম যে বাদ থাকতে পারে না।”
এইসব কইতে অই পট কইরা অইয়া গেছিগা।

www.pathagar.com

হের কতা (কুইড়া) নিরবধি দিয়া
ছয় ভায়রার কতা শুনেন মন দিয়া।

ছয় ভায়রা মারমারাইয়া গিয়া লাউয়ের পাহাড় ওঠছে।

কয় ভাইরে এনে হরিণ পাইবে বলো। যার সামনে পাইবে, খালি ধরবে।

কয়, দক্ষিণের কুলাদা আগে ছাড়। (গুলি ছুঁড়ছে)

দক্ষিণের কুলাদা হিয়াল গাছের কাঁটা, দাঁত-মাত ছিঁড়া হেবারাদা বার অইছে। হরিণের খবর অই নাই।

কয়, ভাইরে ধাফাইয়া মাইধ্যেদা ছাড়।

মাইঝেদা ছাড়ছে পরে কেওড়া গাছের কাঁটায়-চাটায় ঘোড়া শুদ্ধা ফাইড়া গেছিগা।

কয়, ভাইরে উত্তরদা ছাড়।

উত্তরদা যহন ছাড়ছে কাঁটা বাঁশের জিংলাত না লাইগ্যা হেবারাদা বার অইছে।

কয়, ভাইরে হরিণ থাকব দূরের কতা! পানি তিলাশে মইরা যাওম গা।

দেখছে এনদা কোন নদীনালা ঘরবাড়ি আছেনি?

চাইয়া দেহে অনেক দূর তফাৎ হোনার ঝলহের মতো জ্বলে।

ভাবছে, হয়তো কোনও রাজার বাড়ি অইব।

"ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
হেই দালানওয়ালা বাড়িত গিয়া দিছে দরোশন।"

গিয়া কয়, ভাইরে, ইমুন দালান আর দেখছস?

হেয় (দালানের মালিক) ও সুহী এনেরে!

এই বাড়িত কোনো মুনি চুনি কুত্তা, বিবাড় কিছু নাই?

বড় জামাই যে হেয় কয়, আনা পানি এ অত মরমে অই এই যাইয়াম, এই দালানের ভিত্তে[১০৩]।

গিয়া দেহে, সোনালি এক বেডা, সোনার কুরছির মাইঝে পইড়া বইয়া রইছে। হেয় (বড় জামাই) আর কুইড়ারে চিনে না। গিয়া কয়, মেসাবও। ভাইরারে কয়, মে সাব।

কুইড়া (ছদ্মবেশী আব্দুল বাদশা) : কি?

বড় ভাইরা : বড়র ঘর, কইতেঅ ডর লাগে!

কুইড়া (ছদ্মবেশী আব্দুল বাদশা) : কইয়া লাও?

বড় ভাইরা : একটু পানি খাইতে আইছিলাম।

কুইড়া (ছদ্মবেশী আব্দুল বাদশা) : হেই বাড়ির দক্ষিণদা তালাব পানি। খাইয়াও যাও, লইয়াও যাও।

বড় ভাইরা : বুচ্চুরদা বাইর অইছে। হেই পাঁচটায় বড়ডারে দেইখ্যা কয় ভালারে হেয় (বড়)দি জেতা আইছে।

কয়, ভাইসাব ও!

www.pathagar.com

(নিজেকে নিয়ে গর্ব করে) কয়, আমি যাইতে অই তাইনে আমারে চিনছে। কয়, আইজ্যা বেড়াইয়া যাইন। আমি কই আইজ্যা না।

একটা ভাইরায় কয়, ভাইরে পানির কতা কি কইছে?

বড় ভাইরা : বাড়ির দক্ষিণদা তালাব আছে। কইছে পানি খাইয়াও যাইতে, লইয়াও যাইতে।

ইড্যা কইতে অই পাঁচ জুনে তালাবের ফাই দৌড় দিছে। পানি খাইয়া কয়, বাইত্তে টুফা আনলাম নারে!

মধুর শরবত কতো মজা!

আরেক ভাইরায় কয়, টুপাদা কি করতে?

বউয়েরে নিয়া দেহাইতাম।

আরেকটায় কয়, এই বউয়েরে না দেহাইলে বউয়ে চাইড়া দিব আমরারে? খালি খা।

ছয়টার পেটটা ভরছে,

"ইমুনকালে মকবুলার ছয় ভাই সাহেবেরা
নজর কইরা চায়
দুইন্যার হরিণ যে ফুইয়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

এক ভাইরা আরেকটারে কয়, ভাইরে! হরিণ কই পাইতে বেডায় দি হরিণের কারবার দিছে?

কয়, আইচ্ছারে আমডার হউরেরে যে কইলাম শাদি বিয়ার মাইঝে খাসি গরু কিন্যেন না। অনে কি করুন?

আরেক ভাইরায় কয়, ভাইসাবও এই বেডায় হরিণ বেচে অই আইচ্ছা ছয়ডা হরিণের দাম কইরা আইনছে দেহি। বাইত গিয়া কইয়াম নে আমরা শিকার কইরা আনছি।

বড় ভাইরা গিয়া কয়, আইচ্ছা ভাইসাব ছয় জুনে ছয়ডা হরিণ নিতাবাম।

কুইড়া (ছদ্মবেশী হরিণওয়ালা) : হ নিতারবা।

বড় ভাইরা : কত?

কুইড়া (ছদ্মবেশী হরিণওয়ালা) : তোমরা যদি ছয় জুনে ছয়ডা রাজার পুতঅ অও ছয়ডা রাইজ্য বেইচ্যা দিলেও অইত না। আর অ চার বছর কইরা খাটুন লাগব।

বড় ভাইরা আইয়া পড়ত লইছে, পরে কয় শুইন্যা যাইন বিদেশের বাইত আইছুইন। টেহা পইসা না অত থাকতারে? অক্করে যদি না থাহে ত আমার হাত ছোট একটা আঙ্গুট আছে, ছয় জুনের পুটকিত লাগাইয়া দিয়াম আর ছয়ডা হরিণ বাইত লইয়া যাইবাইন।

এই বড় জামাই কতক্ষুণ পরে আইয়া কয়। মেসাবও জিনিসটা দিয়া দেইন ও।

কুইড়ায় কয়, ছিরি আঙ্গুটরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?

ছিরি আঙ্গুট : হলনা, তছনার।

www.pathagar.com

কুইড়া : অহনে কার?

ছিরি আঙ্গুট : আপনের।

আমার যদি অইয়া থাহছ জরমের একটা দাগ দে। যহনখালি আঙ্গুট পুটকির মাইঝে ধইরা দিছে বড় ভাইরায় ফালদা ওঠছে তিন হাত। চেঙ্গিদা ওঠছে দুই হাত।

হেই পাঁচটায় জিগায় (বড়জনরে) বাইসাব কিমন লাগে?

কয়, ভালই, ভালই। অন্যান্য রোগেরঅ উপকার অইব।

একটা যে বেরাইম্যা কয়, ইড্যা অইন্য রোগের যদি কাম অয় ত আমার ত আগে অ কয়েকটা রোগ আছে।

বড়জন কয়, যা। চাইর-পাঁচটা রোগের অই কাম অইব।

হেই বেরাইম্যারে যহন ধইরা দিছে। হেয় ফালদা ওঠছে ছয় হাত, চেঙ্গিদা ওঠছে তিন হাত।

কয়, ভাইও আমারে জ্বাইল্যা লাইছে। বড় জামাইয়ে আইয়া মুহ জাতাদা ধরছে। কয়, হারামজাদার ঘরের হারামজাদা আমার অ কম লাগছে না। কইছ না কইলে হিত্যানে দৌড় দিব।

তো একটা যে বাউরাইল্যা হেয় ঘোড়ার লাগাম ধইরা যায়গা। কয়, দাগঅ দিতাম না। হরিণও নিতাম না। বিঘাতও যাইতাম না। হেই পাঁচটায় জাইত্যা ধইরা মেসাবের হেন (কুইড়ার কাছে) আইন্যা কয়, মেসাব হেরে দেইন দুইডা। এই ছয় জুনেরে ছয়ডা হরিণ দিয়া পাডাইছে।

এই হেয় ছিরি আঙ্গুটরে কয়, এরে ছিরি আঙ্গুট সবডি হরিণ সহ যে জঙ্গলের থেহে আনছিলি, সবই জঙ্গলার মাইঝে লইয়া যাবি।

পুনপুনাইয়া লইয়া গেছে। কয়, এরে ছিরি আঙ্গুট মকবুইল্যায় আমারে যতডি গিরু দিয়া দিছে ততডি গিরু দিয়া ঘোড়ার মাইঝে আমারে বাইন্ধা দে। সব গিরু দিয়া হেরে (কুইড়া) বাইন্ধা দিছে। তো হেয় (কুইড়া) আওয়ার আগে অই হেই ছয়ডায় বাইত ছয়ডা হরিণ লইয়া আইছে। মকবুলায় চাইয়া দেহে কুইড়ার কোনও লাও বাতাস নাই।

মকবুলায় কয়, এরে আমি যে তাইনরে লতাদা পেঁচাইয়া দিছি তাইন (হয়ত) পড়ছে নিচে, ঘোড়া পড়ছে উরফে। দুইড্যার একটা অ নাইরে।

কুইড়ায় সবডি হরিণসহ যহন জংলাতে বারইয়া আইছে কয়, আল্লায় আপনারে রাখছে?

কুইড়ায় কয়, রাখছে গো মকবুলা কোন রহম রাখছে।

“পাছের ফাই মকবুলায় নজর কইরা চায়
হরিণ যে হাজারে হাজারে আইতাছে
ইমুন অই দেহা যায়।”

মকবুলায় কয়, ইড্যা কি? হরিণ দি জেতা হরিণ। আপনের লগে লগে আইয়ে। আনে কেডা?

কুইড়া : আমি অই।

www.pathagar.com

মকবুলা : আরে আমার ছয় ভাইসাবে দি ছয়ডা আনছে আপনে অতডি কেমনে?

কুইড়া : এই বেক্কল হেরার হাত কোন সইয়ে লাগে?

এই মকবুইল্যায় কুইড়ারে ততা পানি কইরা গোছল করাইছে।

"খানাপিনা খাওয়াইয়া মুখে দিছে পান
ঘরের মাইঝে ফুয়াইয়া থুইছে কুইড়া মিয়ার চান।"

বাতাস দেয়। কুইড়ায় কয়, এগো মকবুলা তোমার বাপের বাইত্তে না ঘোড়াডা আর বন্দুকটা আনছিলা ইড্যা দিয়াও আর পাঁচটা হরিণ দিয়াও।

"এই মকবুলায় ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
বাপের বাইত আইয়া দিছে দরোশন।"

আইয়া কয়, বাজানও ঘোড়াডা আর বন্দুকটা নিছিলাম দিয়া যাই, আর পাঁচটা হরিণ দিয়া যাই।

মকবুলার বাপ : পাঁচডা হরিণ কেডা আনছে?

মকবুলা : আপনের কুইড়া জামাইয়ে।

মকবুলার বাপ : এঁ্য আস্তা ছয় জামাইয়ে আনছে ছয়ডা আর অর্ধেক জামাইয়ে আনছে পাঁচটা।

মকবুলা : বাজান ও খালি কি পাঁচটা? আমি গইণ্যা কুলাইতারি না।

মকবুলার বাপ : আরে কও কি? এ জল্লাদ দেখছেরে ভালা ডাক্তার কেডা?

"জল্লাদ ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
বড় ডাক্তারের বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"

ডাক্তারে কয়, কি?

জল্লাদ : রাজায় তলব করছে যাইতেন।

ডাক্তার গিয়া কয়, রাজা মশাই কেরে তলব করছেন?

রাজা (মকবুলার বাপ) : আমার একটা জামাই আছে। একটা টেহার ঔষধ দিবা একশত টেহা নিবা। আর যদি ভালা কইরা দিতারও জরমের লাইগা ডাক্তারি করুন লাগব না।

রাজায় কয়, এগো মকবুইল্যা লইয়া যা।

"ডাক্তার ঘুরিতে ঘুরিতে করিল গমন
কুইড়ার বাইত গিয়া দিছে দরোশন।"

ডাক্তার কয়, এগো মকবুইল্যা এই তিনডা পুরি দিবা খাইতে এই তিনডা দা লেপ দিবা। আমি কালহা সহাল দশটায় আইয়াম।

"রাত্রি পোষা রাত্রি পোষা পুবে ধলপট দিছে
বেইন্যালা ঘুমেত্তে উইঠ্যা মকবুইল্যা নজর কইরা চায়
এই ঘর কি যে ফুইয়া রইছে,
বুঝ অই করা যায় না ইমুন অই দেহা যায়।"

www.pathagar.com

কুইড়ার যেন একটা গুড়া আছিন হেন সত্তরটা গোড়া অইছে।

সহাল আটটা সময় অই ডাক্তার সাইকেলে বেইল দিতে দিতে আইছে। আইয়া কয়, কিগো মকবুইল্যা রোগের কোন পুত ধরছে?

মকবুইল্যা : গিয়া দেহ শরীর কেমন করছে?

ডাক্তার : কিগো মকবুইল্যা কালহায় লাই কই?

মকবুলা : কালহার লাই[১০৪] অইত্ত।

ডাক্তার : ঔষধ পাইয়া অই এই রহম অইছে। আইজ্যা ঔষধ দিলে বাঁচত অই না।

(এই রহম কইরা সাতশত ডাক্তার বদলাইছে।)

একদিন মকবুলার বাপে কয়, কিগো মকবুইল্যা তর জামাইডা কিরুম?

মকবুলায় কয়, লাম্বা ডাক ওঠছে। দুপুরের আগেঅই যিমুন বিদাই লইব।

মকবুলার বাপে কয়, আরে কও কি! সাতটা ডাক্তার দিলাম। দেখলামতো খাইট্যা। মইরা গেলেগা আমডার হেন অই খাইবা আরহি আইয়া।

মকবুলার বাপে কয়, তারা বলে কই শাদি দেয় জাইন্যা আই (অর্থাৎ রাজার নাতির বিয়ে) কইয়া মকবুলারে খুব জুর না দিয়া জেপত দিছে (কারণ মকবুলারা গরিব) মকবুলার বাড়িত আইছে পড়ে কুইড়ায় কয়, তোমার বাহে কি কইছে?

মকবুলায় কয়, বিয়ার জেপত দিয়া দিছে।

কুইড়ায় কয়, মকবুলাগো তোমার বাহের বাইত দশটা হরিণ লইয়া যাও।

মকবুলায় গিয়া কয়, আপনের জামাই এ দশটা হরিণ দিয়া দিছে।

মকবুলার বাপ : এইলা একটা কামের লোক। এইলারে থুইয়া বিয়া খাওন যায় না।

মকবুলায় আবার কুইড়ার বাইত গেছে।

কুইড়ায় কয়, তোমার বাহে কি কইছে?

মকবুলা : কইছে আপনে বলে একটা কামের লোক আপনেরে থুইয়া বিয়া খাওন যায় না।

কুইড়া : আইজ্যা বিশটা হরিণ লইয়া যাও। মকবুলায় বিশটা হরিণ লইয়া যহন বাজান বাজান কইয়া ডাক দিছে।

মকবুলার বাহে কয়, বুইধবারে বিয়া। তুই ছাড়া আমার কেডা আছে?

কুইড়ায় কয়, কিগো মকবুলা! তোমার বাহে কি কইছে?

মকবুলা : কইছে আমারে ছাড়া বলে কেডা নাই।

কুইড়া : যাও পঁচিশটা হরিণ দিয়া আইও।

মকবুলায় ফালদা বারইয়া গেছে বাহেরে গিয়া কয়, আপনের জামাইয়ে পঁচিশটা হরিণ দিয়া দিছে।

মকবুলার বাপ : আরে কছকি! শাদির দিন তরা দুইজনের লাইগা পালহি বানাইয়া দিয়াম।

মকবুলায় আইছে পরে কুইড়ায় কয়, তোমার বাহে কি কইছে?

কয়, কইছে দুইজুনের বিয়াত নিবার লাইগা পালহি বানাইয়া দিব বলে।

কুইড়া : এলা জিরাও।

www.pathagar.com

কুইড়া ফুইয়া রইছে রাজবাইত বিয়া লাগছে। তায়, তামশা লাগছে। মকবুলার বাপ (রাজা) কয়, ও বাবা সকল সবদে দেহা যায় আইছে। আমার ঝি মকবুলারে তো দেহা যাইতাছে না। একটা পালহি বানাও।

মকবুলায় শুইন্যা কয়, এরে আমার ভাইঝির বিয়া। আমার বইনাইনতে কত ধরনের শাড়ি পিন্দা, কত ধরনের জেওর পিন্দা আইব। আমার শাড়ি নাই, জেওর নাই। কি পিন্দা বিয়া বাইত যাইয়াম। ইড্যা কইয়া কান্দে।

কুইড়ায় কয়, এগো মকবুলা হেলবা দেখছ? আমি কুইড়া, কইত্তে আমি শাড়ি দিয়াম?

মকবুলা : তুমি হেক্কর হেক্কর কর কেরে?

দুইজনের এই কাইজ্যার সময় মকবুলার বাহের বাইততে মাওড়ায় পালহি লইয়া আইছে দুইজনরে নিবার লাইগা।

মাওড়ায় গিয়া কয়, তাড়াতাড়ি লও।

মকবুলা : এই বেডা আমি যাইতাম না।

মাওড়ায় কান্ধনা পালহিডা লইয়া গেছেগা।

রাজায় (মকবুলার বাপ) কয়, কি-ও! আমার জামাই কই?

মাওড়ায় কয়, আইতনা।

বাহের বাড়ির পালহি না খেদাইয়া দিয়া মকবুলায় কান্দা শুরু করছে।

কুইড়ায় কয়, ছিরি আঙ্গুটরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?

ছিরি আঙ্গুট : হলনা, তছনার।

কয়, অহনে কার?

ছিরি আঙ্গুট : তোমার।

কুইড়া : আমার যদি অইয়া থাহছ হিতান একটা শাড়ি অ, একটা ঝাপা অ।

সাথে সাথে অইয়া গেছে।

কুইড়ায় কয়, এগো মকবুলা আমার হিতান একটা ঝাপা আছে ইড্যার ভিত্তে একটা শাড়ি আছে।

মকবুলায় কয়, তাইনের অই গামছা নাই। শাড়ি পাইব কইত্তে?

পরে ঝাপাডা খুইল্যা দেহে ইমুন সুন্দর একটা শাড়ি হেই নাচা শুরু করছে। কয়, এই শাড়ি পড়লে আমার বইনাইন্তে আমার বান্দির হুমান[১০৫] অ না।

কয়, শাড়ি যহন তাইনেরটাইন আছে। হেই শাড়িডা চাক্কাদা কুইড়ার হিতান ফালাইয়া দিছে। কয়, নেইন আপনের জাইজ্যরা শাড়ি। এই শাড়ি দেইখ্যা আমার বইনাইন্তে কইব, এত দামি শাড়ি, জেওর কই?

কুইড়ায় কয়, ছিরি আঙ্গুটরে ছিরি আঙ্গুট আগে আছলে কার?

ছিরি আঙ্গুট : হলনার।

কুইড়া : অহনে কার?

ছিরি আঙ্গুট : তোমার।

www.pathagar.com

কুইড়া : আমার যদি অইয়া থাহস আরেকটা ঝাপা অ। কদ্দুর জেওর অ।

আরেকটা ঝাপা অইছে। কদ্দুর জেওর[১০৬] অইছে।

কুইড়ায় কয়, এগো মকবুলা! হিতানের হেবায়া গিয়া দেহ আরেকটা ঝাপা আছে।

মকবুলায় কয়, হাছা অইত অইতারে। হেয়ত জাউরা কম না।

"মেইল্যা দেহে ইমুন জেওর মিলাইছে আল্লায়।
এই মকবুলায়, খানাপিনা খাইয়া মুহে দিছে পান
ঘরতে না বার অইছে পূর্ণিমার ওই চান
চিরলে চিরলে কেশ কইরা কাবা কাবা
মাতার মাইঝে তুইল্যা দিছে গন্ধরাজের চাঁপা
এত খাওড়া বেত খাওড়া দেখতে লাগে ঢগ
বাও ডেনাত তুইল্যা দিছে সোনার বাজুবন্দ।"

মকবুলায় কয়, এগো আপনে (কুইড়া) যাইয়েন আমি যাই।

মকবুলায় বাইত অনেকগুলা মাইয়া লোক আৎকা কয়, বইনগো দিনের সেবা আইয়েগো, দিনের সেবা আইয়ে।

"ইড্যা কিমুন মায়ের ঘর দিছে জন্ম গর্ভে দিছে ঠাঁই
সমস্ত শইল জুইড়া কোন খুঁত[১০৭] নাই।

কয়, ইড্যার লগে যদি একজনে হই পাততারতাম আর ইড্যারে (মকবুলারে) বেকতে যদি গরাইস্যা বইন ডাকতারতাম কোন দোষ আছিন না।

মকবুলায় যহন বাড়ির কাছে আইছে মকবুলারে দেইখ্যা সবদে বলছে হায়রে হায়।

কয়, যেয় যেন পারছ ধইরা ফরাস নিয়া ফুতাইয়া লাইছে। ফুতাইয়া টিপা শুরু করছে।

আৎকা রাজায় (মকবুলার বাপ) কয়, তোমরা বেকতে অইত আওয়া অইছে। আমার কুইড়া জামাইত আইল না। একটা পালহি বানাও, একটা পালহি বানাও। একটায় (মেয়ের জামাই) রাজারে কয়, মেসাব আপনে সত্যের পাগল। সারাদিন অই বিয়া বাইত পালহির কাম। হেয় (কুইড়া) যেই পালহিডার মাইঝে ওঠব পুইজদা একতরা বানাইয়া লাইব।

হেই পালহিডা তেফুতাত নিয়া পুইড়া লাইতে অইব।

রাজায় কয়, আরে হেয় কামের মানু।

আবার কয়, ঠিক অইত্ত পালহিডা নষ্ট অইব। আইচ্ছা একটা চাঙারি বানাও।

ইড্যা কইতে অই একটা যে মাওড়াইল্যা পিছ ধইরা যাইতাছেগা। একটা যে বড় জামাই কি জিনিস দিয়া হরিণ আনছে হেয়ত জানে।

হেয় কয়, ইড্যা (কুইড়া) গোসাগাসি লাগব আগের অই জানা।

হেয় বাউরাইল্যার পাছে পাছে কদ্দুর গিয়া কয়, ভাইরে (বাউরাইল্যা) কই যাস?

www.pathagar.com

বাউরাইল্যা : বাইত যাইগা?

বড় জামাই : হউরে কি কইব?

বাউরাইল্যা : কি কইত? বেডার পালহি নষ্ট অইলে বেডার যাইব। তরা কেরে শাদির দিন মরার চাঙারি বানাছ।

বড় জামাই : ভাইরে, হউর বাড়ির গোসা থাকত না। ত হরিণের গোশ খাওয়াইলেঅ ভাঙব। ইড্যা কি মাইনষের টাইন কওন যায়রে, কি জিনিস দিয়া হরিণের গোশ আনছি? আল্লা খোদার দোয়াই তুই যাইছ না হলনার বাহে বাঁশ কাটব, তলনার বাহে তোয়াল তুলাইব, তুই খালি জুতা পাওদা খাড়ইয়া থাকবে।

বাউরাইল্লারে ছল্যাইয়া বল্যাইয়া আনছে।

হলনার বাহে বাঁশ কাটছে, তলনার বাহে তোয়াল তুলাইছে, দলনার বাহে ফালদা ফাইড়া লাইছে। তুসকার বাহে বাইন্দা লাইছে।

বাইন্দা চাঙারি নিয়া রাজার সামনে থুইছে।

কয়, মিয়াসাবও নেইনও। রাজায় এফি হেফি চাইয়া কয়, কত্ত কি চাঙারি কি আমার লইয়া যাইতে অইব নাকি?

ঝি-জামাই : আপনে লইয়া যাইতেন কেরে? আপনের আপনা লোক দেইখ্যা পাডাইয়া দেইন।

রাজা : তোমরাত্তে আপনা আমার কেডা আছে?

ইড্যানা শুইন্যা বাউরাইল্যা পিছ ধইরা যাইতাছেগা, এই গোশ খাইবার বাক্ষস (বড়জামাই) কয়, বেড়ডাত আমরার লাগছে।

বাউরাইল্যা যায় আগে আগে গোশ খাইবার বাক্ষসে যায় পাছে পাছে। গিয়া একটা গাছের হিহরে বইয়া কয়, নে একটা সিগারেট নে। বইয়া কয়, ভাইরে, কি জিনিস দিয়া যে হরিণ আনছি। মাইনষের টাই কওন যায়রে? তর (বাউরাইল্যা) না দুইডা। হেরে সাফের বিষের লাহাইন জিবরা মাইরা তারে আনছে। আইন্যা হেরা ছয় জুন চাঙারি লইয়া মেলা করছে। হুগনা পাতাডাত পারা দেয়না। না জানি মাইনষে দেহে।

গিয়া কয়, এরে ভাই কুইড়া ওঠতে। চাঙারিত ওঠ তাড়াতাড়ি।

কুইড়া : কে রে তোমরা চাঙারি লইয়া আর কোন ফাই যাইবা নাকি?

ও জামাই, আরে শুনছস কি কয়!

ভালায় ভালায় ওঠবে নাকি জোরে ওঠবে।

একটা বাউরাইল্যা দূর খাড়ইয়া আছিন। হেয় কয়, আরে জানছ হেয় কেরে ওডে না?

কয়, কেরে?

বাউরাইল্যা কয়, হেয় মনে মনে কইতাছে। বিয়া বাড়ির মানু বেকটি আইয়া লউক না?

ইড্যা কইতে অই হেই পাঁচটায় জাব্বুইরা ধইরা হেরে (কুইড়া) চাঙারির মাইঝে ফুতাইয়া মেলা করছে। কুইড়ার চাঙারির মাইঝে ফুইত্যা মাতাডা আঙ্গাইয়া চায়। চাইয়া

www.pathagar.com

দেহে একটা বৃদ্ধ সত্তর জনের ক্ষেত নিড়ায়। হেরা (ছয় জামাই) আস্তে আস্তে কাইক দেয় না জানি মাইনষে দেহে। তহন কুইড়ায় একটা গীতে টান দিছে।

"হগলতে করে বিয়া পালহি ঘোড়াত চইড়া
আমি কুইড়া করি বিয়া হুদা ভাইরার কান্দে চইড়া।"

ইড্যা কইতে অই (ছয় ভাইরায়) কয়, হালারে ফালাছ না।

উত্তরের পুস্কুনিত নিয়া ফালাইয়া দিছে। ফালাইয়া দিয়া বাইত গেছে পরে রাজায় কয় কি ও বাবা সকল জামাই (কুইড়া) কই?

ছয় জামাই : এই মিয়া! হেয় আমরারে কয়,

"হগলতে বলে করে বিয়া পালহি, ঘোড়া, চইড়া
হেয় কুইড়ায় বলে করে বিয়া ভাইরার কান্ধ চইড়া
এল্যাইগা হেরে পুস্কুনিত ফালাইয়া দিয়া আইছি।"

রাজায় কয়, বাপুরে হেরে যে ফালাইছ। হেয়নি মইরা যায়গা সাইরা। আমার ঝি মকবুলইল্যারে চিনো। বর্মার শাপ দিয়া আমার বাড়িডা ভাসাইয়া দিব। তোমরার ছয় রাজার পুড়িডা আগুনদা পুইড়া ছারখার কইরা দিব।

ছয় জামাই : বাপু মকবুইল্যায় বর্মার[১০৮] শাপ জানে?

রাজা : আস্তে জানে।

ছয় জামাই কয়, আরে হেরে (কুইড়া) থুইয়াত গজব এনে অইছে। ছয়জনে আবার দৌড়াদৌড়ি কইরা পুস্কুনিত গেছে।

"গিয়া নজর কইরা চায় হেয় (কুইড়া) যে
পুস্কুনির মাইঝখানও বইয়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

একটায় (জামাই) আরেকটারে কয়, কি ও ভাইজান। পুস্কুনিত না বার হাত পানি?

কয়, হ।

কয়, ত যে হেয় (কুইড়া) আসন ধইরা বইছে।

হিড্যায় কয়, তরা যে কি কছ? হেয় কি রূপটা ধরে জানছ। হেরে পানি এ গছে না। আমরা যাইলে অই টপ কইরা তলে যাইয়াম।

হিড্যায় কয়, কি করুন?

কয়, হেরে ইমুনডগে চুবাইবে। যিমুন মকবুল্যারে কোন মতে আত্মাডা নিয়া দিতারি।

ছয় ভাইরায় পুস্কুনিত নামছে কুইড়ারে ধরত।

কুইড়ায় ইমুন ডগে গর্তেত্তে পুঁইজ ছাড়া শুরু করছে হেরে (কুইড়া) আর ধরা যায় না।

বড় জামাই কয়, আরে অহনও বইয়া রইছস। এই বুক পানিত না নাইম্যা ছয় জামাইয়ে কুইড়ারে ধইরা চাঙারির মাইঝে ফুতাইয়া মেলা করছে। বাড়ির কাছে আইতে অই চার-পাঁচটা মাইয়া লোক কয়, বইনগো মকবুইল্যার জামাইয়ে বলে ছয় জামাইর কান্ধে চড়াইয়া আনে। ইড্যা না দেখলে বিয়াত আইছস কেরে?

ইড্যা কইতে অই কুইড়ায় আবার হেই গীতটাত টান দিছে।

www.pathagar.com

"হগলতে করে বিয়া পালহি ঘোড়াত চইড়া
আমি কুইড়া করি বিয়া হুদা ভাইরার কান্ধে চইড়া।"

ইড্যা কইতে অই দুরুম কইরা বরযাত্রীর সামনে দুরুমদা ফালাইয়া দিছে।

রাজায় কয়, বাবারে হেয় (কুইড়া) যে আমার বাড়ির জামাই হগলতে জানে। আরেকটা নতুন জামাই আমার বাড়িত আইব। মাইনষে কইব রাজা আহম্মক জামাই একটা বার দহল বাইন্দা থুইছে। আমার কি ঘর দোয়ার কম এই বড় জামাইয়ে কুইড়ারে একটা ঘর না দিয়া, দোয়ার টানদা দিয়া আইছে।

একটু পরে বিয়া বাইত রাজায় কয়, কি ও আমার কুইড়া জামাইরে খাওয়াইছ?

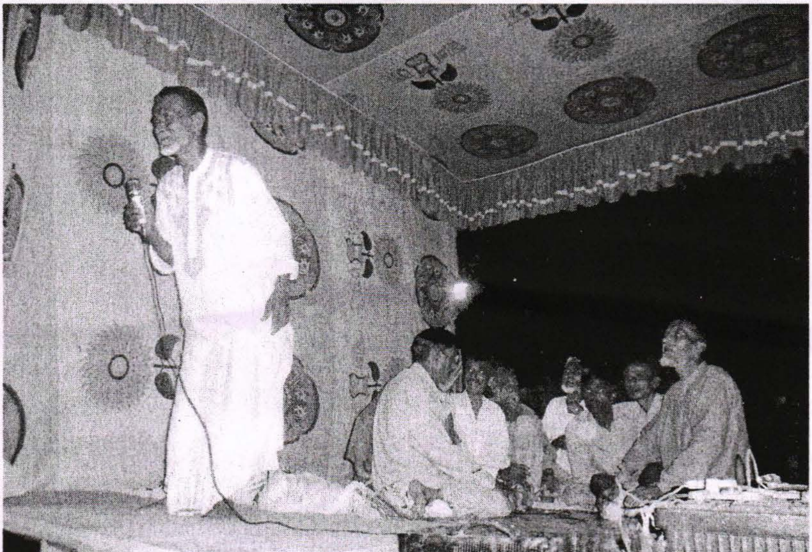

কুইড়ার কিস্‌সা পরিবেশন করছেন কিস্‌সাকার আব্দুর রহমান মোল্লা

এক জামাইয়ে কয়, ভাত লইয়া যায় কেডা হের বারাত যাইলে অইত্ত গীত টান দিব।

রাজায় কয়, এল্যাইগা কি বাইত আইন্যা না খাওয়াইলে অইব?

বড়ডা যে (বড়জামাই) গু খাইবার বাক্ষস কয়, মেসাব তারে (কুইড়ারে) আমি খাওয়াইতারাম।

হেয় (বড়জামাই) জাতে জাতে তরকারি না লইয়া, থালের মাইঝে ভাত লইয়া গেছে কুইড়ারে ঘরের ভিত্তে খাওয়াইত। গিয়া দেহে দোয়ার মেলা। হেয় (কুইড়া) ঘর জুইড়াঅ নাই।

www.pathagar.com

বড় জামাই কয়, মেসাব (শ্বশুর) শুইন্যা যাইনও।

রাজা : কি ব্যাপার আগুন লাগল নাকি?

বড় জামাই : হেয় (কুইড়া) ঘরে নাই। বয় পাইয়া কুত্তায় হেরে লইয়া গেছে গা।

রাজা : আরে জামাই বাইত আইন্যা কুত্তাদা খাওয়াইয়া লাইছস! দেহনা হেরে কুত্তায় নিছে কই?

মকবুইল্যারে কি দিয়া বোঝ দিয়াম?

বিয়া বাড়ির মানু একটা কুত্তা যেন দেহে সত্তর জুনে দৌড়ানি দেয়।

কুত্তায় কয়, আয় হায় হায়রে কোনকিছুত মুখ দিলাম না, কামুড় দিলাম না, অন্যায়ডা করলাম কি?

কুইড়ায় কতক্ষণ ফুইত্যা না থাইক্যা কয় বালারে মকবুইল্যা যহন আমায় তায় তালাশ লইছে না আমি আমার আপন বাইত যাইয়ামগা। হেয় কুইড়া জামাডা না খুয়াইয়া বাড়ির উরফের তলার মাইঝে গিয়া বইয়া রইছে।

মকবুলায় তার দাসী বান্দির টাইন কয়, বইনগো তরা যে আমার যত্ন করতাছস আমি যেই এক জামাইরটাইন কি শাদি বইছি কোম্বালা কি রূপ ধরে বুঝতারি না। যত্ন আর করিছ না।

"আৎকা মকবুলায় উপর নজর কইরা চায়

ফটিক মাছের লাহাইন বেডা বইয়া রইছে

ইমুন অই দেহা যায়।"

মকবুলায় কয়, বালারে এই বেডাডা আমডার কেডা?

নিচের সিঁড়িত থাইক্যা কুইড়ার ফাই চায়, কুইড়ায় চিনে কিন্তু মকবুলায় চিনতারে না।

কুইড়ায় কয়, কিগো মকবুলা?

মকবুলা : তুমি কেডা?

কুইড়া : আমি তোমার স্বামী।

মকবুলা : আপনের গলার গোডার দাগগুলা কই?

কুইড়া : এই বেক্কল কাঁচা গোডা, বাত্তি গোডা, বেত গোডা যাইতারে। এই গোডা যাইতারে না?

মকবুলা : আপনের গতর একটা দারুণ জিনিস আছিন হিড্যা কই?

কুইড়া : ইড্যা কি করতা? মকবুলা গো ইড্যা (কুইড়া জামা) কারকুল ক্ষেতের বেড়াত থুইয়া আইছি।

মকবুলা ফাল পাইরা নামছে পুঁডি মাছের মতো। উরফের তলাত্তে নাইম্যা কুইড়া জামাডা আইন্যা সাত দিন ধইরা যে রানতাছে হেই আগুনে ফাৎ কইরা পুইড়া লাইছে।

তিন বান্দি এ কয়, বইনগো সাত দিন ধইরা আগুন পুড়ছি। কুইড়া জামাইরে কুত্তায় খাইয়া লাইছে। আবার জামাই পাইলে অইত রান্দা বারি শুরু অইব। ল উরফের তলাততে একটু হাওয়া খাইয়া আই।

www.pathagar.com

বান্দিরা অক্করে উরফের তলাত ওঠব ইমুনকালে -
"নজর কইরা চায়, সোনালি রং ধইরা
একটা পুরুষ বইয়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"
মকবুলায় অ হেন (সোনালি রং ধরা পুরুষ/ কুইড়ার সাথে)
বান্দি কয়, বইনগো খালি আমডার গরিবের অই দোষ?
"মকবুইল্যায় কুইড়া জামাইর টাইন শাদি বইছে
খালি নামে, গিয়া দেহেন রাখছে
কিমুন সুন্দর একটা লাঙ্গ[১০৯]।"

ল মকবুইল্যার বড় বাইসাব (বড় দুলাভাই) এর কাছে গিয়া বিচার দেই। লাঙ্গেরে (কুইড়া) কিছু পাড় গুতা দিব, বিচারঅ করব। হেরে (কুইড়া) মুড়াইয়া ভিত্তে নিলে গা আমরা হের পিছ ধরাম পিছ ছাড়তাম না।

বাকি পাঁচটায় কয়, আপনে চিনছেন না।

বড় ভাইসাব : কছ কি ? তর বাহেরে চিনি না আমি? ছয়জনে এক লগে গেছে গিয়া কয় এই যে ইড্যা কেডা? দেইখ্যা বাকি পাঁচজন সিঁড়িত্তে পইড়া গেছিগা।

পরে কয়, অনে কি করতাম?

বড় ভাইসাব কয়, ল অনে নয়া জামাইর লাইগা যত আয়োজন করছে সব হেরে খাওয়াই। তার হাত টিপিছ, পাও টিপিছ, মানু দেখলে টিপিছ না। চিন্তা করে কেমনে যত্ন করব?

রাজার জামাই কুত্তায় খাইয়া লাইছে রাজায় কারটাইন জিগাইত? গুত-গুতাইয়া উরফের তলাত ওঠছে। ওঠছে পরে অই আব্দুল বাদশায় (কুইড়া) রাজারে আদাব দিছে। রাজায় দেহে মকবুলায় অ এহেনঅ।

রাজায় কয়, কিগো মকবুলা ইড্যা কেডা?
তিন বান্দি গেছে বড় ভাইসাবের কাছে, গিয়া কয়, অ বড় ভাইসাব,
"আপনার শালী মকবুলায় কুইড়া জামাইর টাইন শাদি বইছে
খালি নামে, গিয়া দেহেন রাখছে কিমুন সুন্দর একটা লাঙ্গ।"
বড় ভাইসাবে গলাত্তে কম্পাসটা খুলছে। খুইল্যা কোমড়ে বানছে।
"বাইন্ধ্যা গিয়া বড় ভাইসাবে নজর কইরা চায়
হেই কিত্তা যে লাউয়ের পাহাড়
ছিরি আঙ্গুটের দাগ দিয়া দিছিন
হেই বেডা যে বইয়া রইছে
ইমুন অই দেহা যায়।"

হেয় (বড় ভাইজান) পইড়া গেছে গা। আর যে পাঁচটা হেরারে ডাহে। কয়, আরে হারামজাদার ঘরের হারামজাদা, হেই কিত্তা যে আমডারে পুটকিত দাগ দিয়া দিছিন হেই বেডা হেরার খেস।

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশা (কুইড়া) কয়, মিয়াসাব ও আপনেরার দোয়ায় আমি একটু ভালা অইছি।

রাজায় কয়, বাপুরে তুমি আব্দুল বাদশা?

আব্দুল বাদশা (কুইড়া) : হ।

রাজা : বাপুরে রাজনীতি করলাম আমি কোন দুঃখ আমার নাই। একটা দুঃখ আমার রইছে। তোমরা সাত জামাই একলগে বইয়া খাইবা আমি দুধদা গতর ধুইয়াম।

আব্দুল বাদশা : মিয়াসাব কার কতা কইন?

রাজা : তারা তোমার লাইগা যবর খাটছে।

আব্দুল বাদশা : খাটছে দেইখ্যা অই খাইতাম না।

রাজা : কেরে খাইতা না?

আব্দুল বাদশা : তারা আমার গোলাম।

রাজা : এই মিয়া কি কও? কতাবাত্তি ভালা কইরা কইও। তুমি সুন্দর অইছ দেইখ্যা ছয় জামাই নষ্ট করাম নাকি? ইড্যা কইরা রাজায় ধুপ্পুর কইরা নাইম্যা গেছিগা। গিয়া দেহে বাহি ছয় জামাই একখান বইয়া পরামিশ করে।

রাজায় কয়, এই। এই দিগে আইও।

ছয় জামাই কয়, মেসাব কি?

রাজা : মকবুইল্যার জামাই দেখছ?

না, কোনডা?

রাজা : উপরতলায় বইয়া রইছে। সুন্দর অইছে খুব।

ছয় জামাইয়ে কয়, মেসাব ইড্যা অই মকবুইল্যার জামাই! ঠাডা দি দশ-বার দিন আগে অই পড়ছে।

রাজা : উজির-নাজির ডাক দেও, বিছার লাগছে।

ছয় জামাই : মিয়াসাব বিছার লাগছে কি?

রাজা : কইছিলাম হেরে (আব্দুল বাদশা) তোমডার লগে খাইত। হেয় কয়, তোমরা বলে তার গোলাম। হেয় জাইজ্যরা, লাজ-শরম নাই। উজির-নাজির ডাক দেও বিচার করতে অইব তার।

ইড্যা কইতে অই ছয়ডা ভাইরায় রাজার হাত ধরছে। কয়, থাক ধর মিয়াসাব। হরো ভাইরায় একটা কতা কইছে। তারে মেসাব ছাইড়া দেইন।

মকবুইল্যারে ধরাধরি কইরা যহন কুইড়ায় (আব্দুল বাদশায়) নামছে। যিমুন একটা ভূমিকম্প অইয়া গেছিগা।

রাজবাড়িডা ফর্সা অইয়া গেছিগা।

রাজায় কয়, বাপুরে, তোমার গোলাম তারা কেম্নে[১১০] অইছে?

আব্দুল বাদশা : মেসাব তারারটাই অই জিগাইন। তারা (ছয় জামাই) আধ ইঞ্চি, কেরাতি ইঞ্চি কইরা মাতা নিচে নামায়।

আব্দুল বাদশায় কয়, মেসাব তারা কইতারতনা। মুখ নাই কইবার। আমি কই?

রাজা : কও।

www.pathagar.com

আব্দুল বাদশা : তারা যে ছয়ডা হরিণ আনছিন কেমনে আনছিন, জিগাইনছে?

রাজা : কি-ও, লাউয়ের পাহাড়তে হরিণ কেমনে আনছিলা?

ছয় জামাই : কোন রাও[১১১] করে না।

আব্দুল বাদশা : মেসাব আমি কই শুনেন। ছয় জুনেরে সাতটা দাগ এই আঙ্গুটটা দিয়া দিছি। পরে ছয়ডা হরিণ বাইচ্ছা আনছে।

রাজা : কিয়ের দাগ?

আব্দুল বাদশা : ছিরি আঙ্গুটের দাগ পুটকিত দিয়া দিছি।

রাজা : ভাইরা ভাইরা ইমুন থাহে অই। দেইখ্যা অই লই। হেই ছয়ডায় কয়, হারামজাদার ঘরের হারামজাদা দেখত কি? কাপড়টা আঙ্গাইয়া দেহে বড় একটা দাগ। রাজায় কয়, বাপুরে জামাই দি অর্ধেকটা পুইড়া লাইছস।

আব্দুল বাদশা : মেসাব দাগডা একটু বড় অইছে।

রাজা : বাপুরে আমার রাজত্বডা তোমারে দিয়া লাইলাম। তুমি আমার রাজত্ব নেও। আমি রাজত্ব আইজ্যাত্তে ছাইড়া দিলাম।

আব্দুল বাদশা : মিয়া সাব অ আমি যে কেডা হিড্যাঅ তো আপনের কাছে কইছিনা? আইজ্যা কই? আমার রাজত্বডা পরে খায়?

এই হেয় কওয়া শুরু করছে -

"চাইর দিগে চাইর সাগর মইধ্যে বালুর চর
তার মাইধ্যে অইছে পয়দা মেরছির এক শহর।
মেরছির শহর আছিন মেরছির বাদশার ঘর
তার মাইঝে অইছি পয়দা আমি আব্দুল্লাহ সুন্দর।"

আপনের রাজত্বডা আমার ছয় ভাইরারে লেইখ্যা পইড়া দিয়া ফালাইন। বইল্যা বিদাই নিছে এবং নিজ দেশে চইল্যা গেছে।[৭]

বামনের কাহিনি

ব্রাহ্মণ বর্শি বাইছে। বাইয়া একটা চেং[১১২] মাছ পাইছে। আইনা ব্রাহ্মণীরে কইছে নে মাছটা কাট। আমার লিগ্যা রান। ব্রাহ্মণী গেছে মাছটা কাটত। কাটতে গিয়া ছালি[১১৩] দিয়া মাখছে। কানটা কাটছে পরে, এই কান কাটা মাছটা চিলে লইয়া গেছে গা। নিছে পর মুচরা দিয়া মাছ চিলের মুখ থাইক্যা নদীত পইড়া গেছে।

চেং মাছটা কইতাছে ব্রাহ্মণী
যেয় না বুঝে টিপের বাও
তার লগে গিয়া টিপটিপাও
চেং মাছটা বাহ্মণেরে কইতাছে
কাকঅ কমলঅ পুষ্প
শিকালের মুখঅ চন্দ্র
ব্রাহ্মণের বাড়িত পাত্রমিত্র হইল ব্যাঙ

www.pathagar.com

শেষমেষ পরলি গিয়া ব্রাহ্মণীর হাতঅ চেং
ছাইয়ে লেটাপেটা দুই কানকাটা
চিলে দেখাইয়া আনল ত্রিভুবন বেটা
ব্রাহ্মণী যেয় না বুঝে টিপের বাও
তার লগে গিয়া টিপটিপাও।[৮]

ঘামাচির কিস্‌সা

বেটার পুতেরে যহন শাদি করাইছে হউর[১১৪] আছে হউরি[১১৫] আছে বউর। জামাই-বউ চলতাছে ফিরতাছে। চলা ফিরার থিক্যা কিছু পুরান চুরানই হইছে। ঝি-পুত হইছে না। তে বউর গতরে হইছে ঘামাচি। হইছে পরে জামাইরে কয়, আমারে ওষুধ আইন্যা দিন যে। আমার তো ঘামাচি হইছে। গতর খালি খাওজায়। চুলচুলায়। এরপরে জামাইয়ে কইল কি যহন মেঘ নামব ইচ্ছামতো মেঘে ভিজবা। বৃষ্টি যদি ভিজো তো ঘামাচিটা যাইবো গা। ঘামাচি যাইবো গা তহন।

হাইঞ্জাবেলা[১১৬] মেঘ নামছে। বউতো মেঘে নামছে। নাইম্যা[১১৭] উঠানে যাইতাছে, এ বাড়ি যাইতাছে, হে বাড়ি যাইতাছে। বউর হরী তো হুলস্থুল লাগাইয়া দিছে। আরে বাতি দিব, মোরগ ঠেমাইব ওহানে কই গেছে গা। যাওনের পর, আইজ আমার পুত বাড়িত আহুক। জিগাইয়া লই কিতার লাইগ্যা হে ইতা করে?

যেরা আইছে বেডির পুত বাড়িত। পুত যহন বাড়ি আইছে তহনি পুতেরটায় দিছে মাত। এইডা লাগাইতাছে। লাগানির পরে তহনে পুতে করছে কি পাজন না টানদা লইয়া বউ মাতাত আইয়া দাঁড়াইছে। বউর চুল না ধইর‍্যা ঘুরনি দিয়া ফালাইয়া বারি দিছে। বউর চেত[১১৮] হইছে কইয়া গেছে মেঘত বিছতাম। এহন আমি মেঘে ভিজি। এহন মাইর কতা হুইন্যা[১১৯]। যা তোর ভাত খাইতাম না। বউ কইয়া ফালাইছে এইডা।

জামাই কয়, যা তোরে আমি রাখতাম না। চুলে ধইরা ঘর থাইক্যা বাইর কইর‍্যা দিছে। দিছে পরে আরেকবাড়ির পাহালের[১২০] পাড় গিয়া বইয়া রইছে। বইয়া থাহার পর কতক্ষণ পর মেঘ ছাইড়া দিছে পর চাননী[১২১] উঠছে। বউ যাইতাছে গা। বাপের বাড়ি যায়গা। আমারে তো রাখতো না। বাপের বাড়ি যায়তেছেগা।

মরজালের ঐহানে গেছে। মরজাল হইছে জেলখানা। জেলখানার বড় একজন উকিল, মুক্তার কি যেন ডাহে হে নামছে কলের চাকরি। চাকরির ঘরে তালা দিয়া নামছে। ডগডগা বাইত যাইব গা। নামার পর এই বউটা যাইতাছে যেন। চাননি রাইত। বউটা সুন্দর সুন্দর, ডগডগা।

মুক্তার কয়, এই মাইয়্যা খাড়ো[১২২]। তুমি একলা একলা এতো রাইতে যাইতাছ। তুমি কেডা? তুমি পরিচয় দিয়া যাও।

পরিচয় দিয়া যাইবার কথা কইছে পড়ে খাড়াইছে।

কই থাইক্যা আইল্যা?

আমার স্বামী বলে, আমারে রাখব না। হেনে যা আমারে কইছে তা পালন করার পরে যেটা আমারে মাইর ধইর কইরা দিছে। আমি আইয়া পড়ছি।

www.pathagar.com

আওয়ার পরে তো মুক্তার কইতাছে, তুমি আমার বাসায় থাকবা?

রাখলে থাকতাম না? আপনে যদি কইন। আপনি একজন ম্যাজিস্টুট লোক। আপনে যদি আমারে রাখতুন পারেন আমি থাকতাম দোষ কী?

বউটা কেমন জ্ঞানী আছে।

এরফর কলের চাবির লডটা[১২৩] বউটার হাতে দিয়া দিছে। এ 'ল উপরের তালা খুইল্যা মন্দিরে যাও। আমি আহি।

বউ চাবি দিয়া তালা না খুইল্যা মন্দিরে গেছে। তহনি ম্যাজিস্টেটে বাইরের থিক্যা হাত-পা ধুইয়া হের ঘরঅ গেছে। কতাবার্তা কইতাছে। কতা কওয়ার পর থিক্যা, কতা কইতে কইতে পিয়ারের রইত[১২৪] না? কতা কইতে আজান দিতাছে।

আপনে বহেন। আমি বাইরে থাইক্যা আহি। আমার বাইরে যাওন লাগব।

চাবির লডটা বেডির হাতঅ। তালা না দিয়া বার তলা গেছে গা। বার তলা গিয়া আর আহে না। যহন গেছে গা ম্যাজিস্টট তো আর ঘর থাইহা বাইরাইতে পারে না। পরদিন দিন দশটা এগারটা বাইজা গেছে গা। চাকরি খোলন লাগব না। সব মানুষই তো আহন লাগব। ম্যাজিস্টেট ঘর থাইক্যা বাইর হয় না। কারো দিয়া চাবি খুলব।

তহনি কইতাছে কি হে বউডা, জামাইর বাড়িতে আইছে। জামাইরে কয়, ওই ম্যাজিস্টেট যে বাইরাইতে পারতাছে না।

এহানে ম্যাজিস্টেট যে বাইর হইতাছে না, হেদেল মাইক দিয়া অ্যাডভাইস দিতাছে – আমার চাবির ছোড়নি যার হাতঅ, হে যদি চাবি ছোড়ানি ডাক দেয়। আমার অর্ধেক মালসামানা হেডা তামার পাতঅ রেসট্রি কইরা দিয়া ফালামু।

আর বউ জামাইরে কইতাছে ওরা কিনা কইতাছে, তাড়াতাড়ি বাও হও না কেরে?

জামাই যে মারছে ধরছে হেইডা তো করতে পারব না।

জামাই বাও হইয়া বউ লইয়া গেছে। গেছে পড়ে সব মানুষই তো আইয়া জমছে।

বউ চাবির লডটা দেহাইছে।

ঘর না খুইল্যা ম্যাজিস্টট বাইর হইছে। অর্ধেক মালসামানা বউর নামে রেজিস্ট্রি কইরা দিছে। পরে হগলতে খালাস।

রাজা খায় গাজা
রানি খায় পানি।
শোন আমার কিস্‌সা ভালোবাসাখানি।
এই বলে কিস্‌সা শেষ হয়।[৯]

আব্দুল বাদশাহর কুইড়ার কিস্‌সা

নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রাজবাড়ি গ্রামের আব্দুল খালেক মেম্বার আব্দুল বাদশাহের কুইড়ার কিস্‌সার গায়ক। বয়স ৬৫ বছর। ৩৫ বছর বয়সে তিনি শিবপুর উপজেলার ছুটাবন্দ গ্রামের আব্দুল হাক্বীর কাছে কুইড়ার কিস্‌সার তালিম নেন। পাঁচ বছর তিনি ওস্তাদের সঙ্গে কুইড়ার কিস্‌সার দোহার হিসাবে গান। এরপর তিনি নিজে

www.pathagar.com

দল গঠন করেন। এগারটি আসরে তিনি ওস্তাদের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি গান পরিবেশন করেন। ওস্তাদ আব্দুল হাক্বীর সঙ্গে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার দেওয়ানের চরের আলীপুরা বাজারে অনুষ্ঠিত চারটি আসরে, দুলালকান্দি বাজারের একটি আসরে, নারায়ণপুর বাজারের তিনটি আসরে, সররাবাদ, চরবেলাব এর তিনটি আসরে, রায়পুরা উপজেলার রায়পুরা থানার সামনে একটি আসরে, রায়পুরা কলেজের মাঠে একটি আসরে, রায়পুরা বৈশমারার একটি আসরে, কাঁচারাকান্দি বাঁশগাড়ি, মধ্যিনগর, পাড়াতুলি, গৌড়িপুরা মিলবাজারের একটি আসরে, মনোহরদী উপজেলার বামনেরগাঁও, শিবপুর উপজেলার গিলাবের একটি আসরে, সৃষ্টিগড়ের একটি আসরে। একটানা ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে তিনি কুইড়ার কিস্‌সা গান। বর্তমানে কুইড়ার কিস্‌সা পরিবেশন করেন না। তার ছেলে রবিউল্লাহ তার কাছ থেকে কুইড়ার কিস্‌সার তালিম নেন। বর্তমানে তার ছেলে রবিউল্লাহ শিবপুর উপজেলার নৌকাঘাটা গ্রামের কুইড়ার কিস্‌সার গায়ক আব্দুর রহমান মোল্লার দোহার হিসাবে গান গেয়ে থাকেন।

আব্দুল খালেক মোল্লার দোহারবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আর বেঁচে নেই। যাঁরা বেঁচে নেই তারা হলেন- কিছু, রহিমুদ্দিন, ইউছুব আলী, বিনত আলী, মিসির আলী, রেহমত, চারু, সাঈদ, আলতাব আলী, মাদবর আলী, আজিজ।

যাঁরা বেঁচে আছেন তারা হলেন–

১ মোহর আলী, বাবা : এনজত আলী, বয়স : ৭৫, ঠিকানা : গ্রাম : আব্দুল্লাহ নগর, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী।

২. মিনু হাজী, বয়স : ৯০, ঠিকানা : গ্রাম : ধুকুন্দি, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী।

৩. মতিবর, বাবা : আল রসুল প্রধান, বয়স : ৮৫, ঠিকানা : গ্রাম : রাজাবাড়ি, ডাকঘর : কাটাঘাট, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী।

বন্দনা

মূল গায়ক তুলে দেয় দোহারবৃন্দ গায়

উঠো মাগো সরস্বতী

আরে পুবেতে বন্দনা করিলাম হে সরগো মাইয়্যা মায়া সরেস্বতী

আরে উত্তরে বন্দনা হে করিলাম হে কালে দরশায়েগো মায়া সরেস্বতী

আরে পশ্চিমে বন্দনা হে করিলাম কাবা লো সরেগো মাইয়্যা মায়া সরেস্বতী

আরে সেই ঘরেতে নয় মাস পরে আল্লাহু আল্লা বলো গো মায়া সরেস্বতী

আরে দক্ষিণে বন্দনা হে করিলাম কালে দরশায়েগো মায়া সরেস্বতী

আরে সেই সাগর দয়া বান্দি করে চান্দ সওদাগরও গো মায়া সরেস্বতী।

www.pathagar.com

কুইড়ার কিস্‌সা

চারদিকে চারশ মধ্যে বালুচর, এর মধ্যে আছিল এক মিসরি শহর। মিসরি শহরে মিসরি সওদাগর। তাইন একটা বিয়া করছে। বিয়া কইরা কতদিন চইল্যা ফিরা তার আর পোলাপান হয় না। তহন আরেকটা বিয়া করছে। আরেকটা বিয়া কইর‍্যা চাইয়্যা দেহে তার কোনো ঝি-পুত হয় না। তহন আরেকটা বিয়া করছে। হের লগেও চলা ফিরা কইর‍্যা কোনো বাচ্চা কাচ্চা নাই। এই মর্মে হে সাতটা বিয়া করছে। সাতটা বিয়া কইর‍্যা সাত বউর লগে চলা ফিরা কইর‍্যা চাইয়্যা দেখে বউর ঘরে কোনো ঝি-পুত আর হয় না। তো বাড়িতে উজির নাজির আছিল।

দেখরে ঐ উজির নাজির।
উজির নাজির কয়,
"আপনি আট কুইড়ার বাদশাহ
আপনারে দেখলে খাওন জোটে না
আমরা যদি এই উজির নজির পাঞ্জরি পাঞ্জা আচ্ছা মাচ্ছা কই ?
ধন দিছে বহুত তো জন দিছে না।
আটকুরা বাদশার মুখ দেখলে খাওন ঘটে না।"

যার দশ টাহা তারে বিশ টাহা, যার বিশ টাহা তারে ত্রিশ টাহা মাসও বাড়াইয়া দিলে তো আমরাও খাওন লাগন শর্ট পড়ে না। এই কথা না কইয়া উজির নাজির পাঞ্জরি পাঞ্জা যখন কহন লাগছে–

"ধন দিছে বহুত তো জন দিছে না
আটকুরা বাদশাহর মুখ দেখলে খাওন ঘটে না।
তখনি বাদশাহ ঘুরিতে ঘুরিতে কইরাছে গমন
বাইর বাইত গিয়া দিছে দরিশন
এই বাইর দোরে দরিশন দিয়া নজর কইর‍্যা চায়
তন্দরি পাঞ্জরি পাঞ্জ উজির নজিরে আচ্ছা মাচ্ছা কয়
ধন দিছে বাদশাহ তো জন দিছে না
আটকুরা বাদশাহর মুখ দেখলে খাওন ঘটে না।"

উজির নাজির ডাইক্যা আইন্যা কয়রে, ঐ উজির নাজির তোরা আমার ইজ্জত মারিস না। তোরার বেতন বাড়াইয়া দিয়াম। তো এ নাম আর লইস না।

আল্লার তৈয়ারি এক জত্তিশ আইয়া এই মিসরির বাসাত আইস্যা পড়ছে।

উজিররে কইল, ঐ উজির তোর বাদশা কই আছেরে?

আমার বাদশাহ ভিতর বাড়িত আছে।

তোর বাদশাহরে আমার লগে তাড়াতাড়ি দেহা করতে ক।

তখন উজির গিয়া ডাক দিছে বাদশাহ সালামত এক বেডা ডাকতাছে বার বাড়িত। আপনারে ডাকতাছে। আপনে যাইতেন।

দেখলে বুঝি রে। ঐ বেডা আইছে অভাবে, আমার কাছঅ সাহায্যের লিগা। তুই গিয়া পাঁচসের চাইল আর পাঁচডা টেহা দিয়া ফেলা। আমি যাইতে পারতাম না।

www.pathagar.com

এই উজির বেডা পাঁচসের চাইল, পাঁচডা টেহা নিয়া বাইর বাড়ি আইয়া ডাক দিছে দেখরে জত্তিশের পুত। আমরার বাদশাহ আইতাছে না। তোমারে পাঁচ সের চাইল আর পাঁচডা টেহা দিয়া দিছে। যহন পাঁচ সের চাইল আর পাঁচডা টেহার কথা কইছে জত্তিশ না সুরত না ধইরা উজি নজি শুরু কইর‍্যা দিছে।

দেখরে উজির, এহন যদি আমার বগল দিয়া হাঁটস তোরে যহন আমি ধরুম তোর ফুলের লেদা বাইর কইর‍্যা ফালামু।

ও বাদশাহ, ওই ভিতর বাড়িত গিয়া উজির ডাক দেয়। বাদশাহ সালামত আপনি কি করেন?

বাদশাহ কয়, হুইতা[১২৫] রইছি।

হুইতা কেনে? আপনার এইহানে নাম দিছিলাম। খাতাপত্র বাইর কইর‍্যা কয়, তোমার বাড়িতে আর উজিরি করতাম না।

বাদশাহ কয়, তুমি আমার ছোটবেলার উজির! ছোটবেলা আইছ। আমার বাড়িঘর সব চিনা সারছ? কের লাইগ্যা আমার বাড়ির উজিরি ছাইড়তা।

আপনার বাড়িত যে এতো জন মানুষ আহে। এই মানুষে কতা কইলে কতা হুনে[১২৬]। আজগা কইতে এক বেডা আইছে বেডা দেখলে মানুষ বাঁচে না। লন বাইত বাড়িত যাই। এতো বড় টইল্যা দেইহ্যা বাঁইচ্যা রইছি। পয়লা দিন ছুটি কইর‍্যা দিল ঐলে। ওহন আপনি যাইন।

যহন এই কথা কইছে। বাদশাহ সোনার খড়ম পাও দিয়া এখুস এখুস কইর‍্যা যাওন শুরু কইর‍্যা দিছে।

বাইর বাড়ি গিয়া কয়, ওরে জত্তিশ পুত আমারে কেন ডাকাইছ?

জত্তিশও কয়, হেনো কতো কতো আপনি উজির নাজির আইন্যা গণা গোণাইছেন। গোণা গোণাইছেন তা আমি আপনার বাড়ি আইছি উল্টা গোণা গোণাইতাম। আমারে যেখানে ফালাইবেন গোণায় রাখতে পারবেন?

ঐরে বাবুরে যে গোণা গোণতাছে। আমারে নিয়া খাড়া করাইয়া রাখছে। আরো গোণা লাগব।

আমি আইছি আপনার বাইত। যদি মনে ধরে গোণাইয়া রাখতে পারেন।

বাদশাহ কয়, তুমি গণা গোইণা দেহছে আমার ভাগ্যে কি আছে?

হেই গণা শুরু কইরা দিছে। মিসরির বাদশাহরে কইতাছে, ও বাদশাহ, ও বাদশাহ সালামত!

কি ও।

দেহেন আপনার ঘরঅত একটা পুত হইব।

মিসরির বাদশাহ কয়, ওরে আমার ঘরঅ যে পুত হইব তুমি কইতে কইয়া?

দেহেন, মান্দাচরা পুত না, আস্তা পুত হইব আপনার ঘরঅ।

যহন আস্তা পুতের কথা কইছে মিসরির বাদশাহ কয়, বাপুরে এতা না লইলে বিশ্বাস করা যাইব।

www.pathagar.com

এ বিশ্বাস আমি দিয়া ফালাইছি আস্তা পুত। তোমার ঘরঅ যে পুত হইব তারে একটা নিয়ম।

নিয়মটা কি?

আপনার ঘরঅ পুত হইলে নাম রাখবেন আব্দুল বাদশাহ। তা আমি আজগা নিয়ম কানুন দিয়া গেলে গা। এই আব্দুল বাদশাহরে আপনি আসনে তুলতে পারতেন না।

মিসরি বাদশাহ কইতাছে বাপুরে, তোমার উছিলায় যদি আমার ঘরে পুত হইয়া যায় গা তোমার অর্ডার ছাড়া আমার পুতরে সিংহাসনে তুলতাম না।

নিয়ম কানুন দিয়া জত্তিশি যখন গণা গোইণ্যা কইয়া গেছে বউ আছিল সাতটা। পুত হইব ছোড রানির ঘরঅ। মিসরির বাদশাহর ছোড রানির ঘরঅ মধ্যে পুত হইব কইয়া গেছে জত্তিশে। তয়তো বাদশাহর ঘরে পুত হইব। ছয়ডা কোনো কামের না। মিসরির বাদশাহর ছোড বউর ঘরে পান তামাক খাওন শুরু কইর‍্যা দিছে।

আর ছয়ডা কয় কি হইছে। এহানে ওহানে দাঁড়াইয়া পরামিশ করে। আমরা শাদি বিয়া কইরা আছিলাম না। খালি হেরে শাদি করছে। আদর করে। আমরার কোনো কাজের না।

হের ঘরে পুত হইব ষোল আনা। দশ মাস দশ দিন যহন গেছে গা তহন আব্দুল বাদশাহ মাডির মধ্যে পড়ছে। রাজার বাড়িত পুত হইছে রাজার কত আউশ।

হে ছোডি ঘরের মধ্যে সাই[১২৭] বেডা। কয়, দিন লাগে সাই বেডা হইতে। মোছ হইছে ছোডি[১২৮] ঘরঅ। সাত দিনের মাথায় বাইরিয়া যায়গা।

মায় কয়, তুই যত বেডাই হইছস, তোর মোছ হইছে, বাপুরে আমরার নিয়ম আছে। নিয়ম অনুযায়ী বাইর হইতে হইব।

নিয়ম কি মা?

সাতদিন পরাত তুমি এ ঘর থাইক্যা বাইর হইতে পারবা না। এহন তুমি ছোডি ঘরঅ। সাতদিন তার মায় তারে আটকাইয়া রাখছে। সাতদিন হে সাই বেডা হইছে। সাই বেডা হইয়া ঘর থিহা বাইরিয়া হে একডা সিনেমার মতো দেখতাছে তামশা। শক্তির চোডে মানুষ সামনে পড়লে ফালাইয়া দেয় ইটা দা। সামনে কিছু চোহে দেহে না। এমন সাই বেডা।

তহন উজির নাজির কইতাছে, হে যহন সাই বেডা মাটির থিহা লইয়া মানুষ চাতাইয়া ফালাইয়া দেয়। রাজ সিংহাসনে তারে লইয়া লো তুলি।

উজির নাজির তারে ধইরা নিয়া সিংহাসনে তুলতে লইছে এমন সময় ছি বেডা কইরা চায়। আব্দুল বাদশাহরে সিংহাসনে এমনই দেহা যায়।

এইডা না দেইহা জত্তিশ বেডায় একটা মার মার কইর‍্যা নাইম্যা রাজার বাড়িত আইয়া ডাক মারছে।

যহন ডাক মারছে তহনি ফাল দিয়া উইঠ্যা উজির ঘর থাইক্যা বাইরাইছে। জত্তিশ তুমি কিয়ের লাইগ্যা আইছ?

দেহেন উজির, বাদশাহ কই?

বাদশাহ ভিতর বাড়িত।

www.pathagar.com

ডাকাও।

উজিরে কয়, বাদশাহ সালামত, হেই যে জত্তিশ বেডা আপনার বাড়িতে গণা কইর‍্যা গেছিল হেই বেডা আজকা আইছে।

হেলা আইছে?

হ।

মিসরি বাদশাহ সোনার খড়ম পায়ে না দিয়া এখুস এখুস কইর‍্যা যাওয়া শুরু কইরা দিছে রে।

ডাক দিয়া দিছে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে খাড়াইয়া ওরে জত্তিশের পুত আমারে কের লেগে ডাকাইছুন করছিনু।

জত্তিশও কইল দেহেনিনু, এই যে আমি নিয়ম কানুন সব দিয়া গেছিলাম। আমি না আইবার আগে আমার দোস্তরে সিংহাসনে তুলন যাইত না। সে পর্যন্ত কইয়্যা গেলাম। মনে চনে নাই।

কয় যে, সবই মনে আছে।

কয়, সে সিংহাসনে যে তুলল।

কয় বাপুরে, ওগো ভুল হইয়া গেছে। আমি উজিররে হও করছি না, নাও করছি না। তা যদি উজিররে না করতাম সিংহাসনে তারে তুলল নারে। বাপুরে এটা আমার অন্যায় তোমার কাছে মাপ চাই। তুমি এইডা মাপ কইরা দাও।

এইডা মাপ কইরা দিলে আমি যে দোস্তি কইরা গেছিলাম আব্দুল বাদশাহর লগে এইডা তো হাচা।

কয়, এইডা তো হাচা ওই।

এইডা হাচা হইলে আমার দোস্তরে চাই। আমরার বাড়িত নিতাম। আপনি কোনডা কইন?

তই এই মিসরির বাদশাহ কয়, বাপুরে, তুমি দোস্তি করছ, তুমি আমার আসল ক্যাশ, তুমি নিবার কথা কইলে যাইবা লইয়া তোমার দোস্তরে। বেড়াইয়া লইয়া একবার আইবা।

তহন মিসরির বাদশাহ আব্দুল বাদশাহরে গিয়া ডাকল বাপুরে আব্দুল বাদশাহ, যার উছিলায় দুনিয়াতে আইছ হেই বেডা আউশ করছে তুমি তো তার বাড়িত গিয়া বেড়াইতা। তয় বাপুরে তুমি গিয়া দাঁড়াও।

বাপের কাছে বিদায় নেয়-

দোহারবৃন্দ গীত গায় -

"আরে বিদায় দেন বিদায় দেন বাজানঅ অই
বাজানঅ বিদায় দেন আমারে
দাদন বে দে রে আ।"

মায়ের কাছে গিয়া বিদায় নেয়-

তয় আব্দুল বাদশা কওয়া শুরু কইরা দিছে -

www.pathagar.com

"আরে বিদায় দেন বিদায় দেন মায়া গো
মায়া বিদায় দেন আমারে
দাদন বে দে রে আ।"
মায় আব্দুল বাদশারে কওন শুরু করছে-
দোহারবৃন্দ গীত গায় -
"আরে আমি দিলাম হায় আশীর্বাদ অ ওও
হে আব্দুল বাদশাহ ধর্মে দিতো বড়
দাদন রে দে রে আ।
আরে চন্দ্র সূর্য মইর্‌য়্যা গেলে আরে এ আব্দুল বাদশাহ
বাইচ্যও আড়াই প্রহর।"

আব্দুল বাদশাহ বাপ মায়ের কাছ থিক্যা বিদায় টিডায় লইয়া জত্তিশের সঙ্গে পথ দিছে। তহন জত্তিশে একটা দুপুরের পথ নিছে। দুপুরের পর তহন আব্দুল বাদশাহ কইতাছে, একটা কাই দিছি না হে আমারে একটা দুপুরের পথ নিছে। তার বাড়িত নিলে তো আমারে জেতা রাখত না।

তহন আব্দুল বাদশাহ কইল, দোস্ত আমার পায়ে বিষ। আমি উঠতে পারি না। আমি হাইট্যা যাইতো পারতাম না বাড়িত। আমারে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তয় জত্তিশও কয়, দোস্ত আপনি যদি যাইতে চান আপনার চোখ দুইডা বন্ধন করেন।

আব্দুল বাদশাহ কইল দোস্ত চোখ দুইডা বন্ধন কইরা হের পর আমি কি করতাম অ।

আপনার চোখ দুইডা বন্ধন কইরা হের পর আপনি আমার পিছনের উপর উঠবেন। হের পর আপনারে আমার বাড়িত লইয়া যাওন লাগব।

আব্দুল বাদশাহ একবারে চোখ বন্ধন কইর্‌য়্যা কয়, আপনার পিষ্ঠের উপর উঠতাম।

আমার পিষ্ঠের উপর উঠাইয়া যদি লইয়া যাই, চোখ বন্ধন না করলে আপনার চোখ ছিট্যা যাইব গা। হের লাইগা কইছি আপনার চোখডা গামছা দিয়া বাইন্ধ্যা লই।

না, জত্তিশে নিজের হাতঅ চোখ বন্ধন কইরা যহন ডাক জুইড়্যা দিছে এমনকালে আব্দুল বাদশাহ ফাল দিয়া জত্তিশের কোলে গিয়া বইছে।

জত্তিশে নে তারে ধইর্‌য়্যা ঘুরান মারছে আব্দুল বাদশাহ কানে খালি ফড় ফড় শুরু কইরা দিছে। কানের পর্দা শুধ্যা ছিট্যা যাওনের ভার।

আব্দুল বাদশাহ কয়রে দোস্ত, আমি মাডি দিয়া যাই না উপরে দিয়া যাই।

জত্তিশ কয়, আপনে দিসা পান না কই দিয়া যাই?

দোস্ত আপনি ডগ কইর্‌য়্যা ধইরেন।

তহন আব্দুল বাদশাহ আইছ্যা কইরা ধরছে। কামড় দিয়া ধরছে জত্তিশেরে । গজের মধ্যে যাতে না করে।

আব্দুল বাদশাহ যে টান মারছে মূল গায়ক তুলে দেয়। দোহারবৃন্দ গীত গায়-

"ওরে প্রাণের দোস্ত আরে তোমায় বলে,
ওরে দোস্ত অ অ

www.pathagar.com

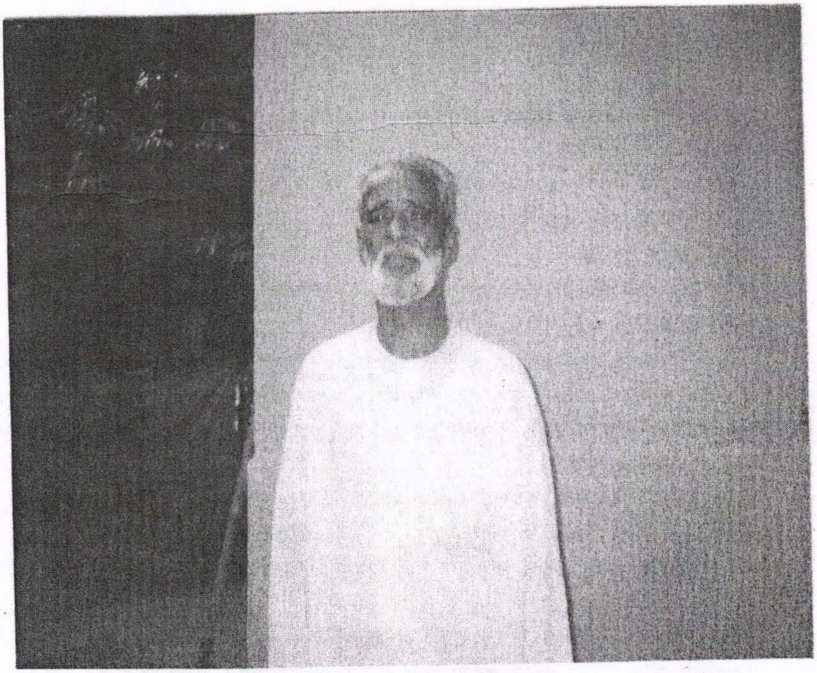

কুইড়ার কিস্‌সাকার আব্দুল খালেক মোল্লা

আরে দোস্ত বলি তোরে,
আরে আমি মায়ের একমাত্র পুত্র
আরে লইয়া যাও আমারে।
এই জত্তিশে ঘুরিতে ঘুরিতে কইরাছে গমন
আপন বাড়িত গিয়া দিছে দরিশন।"
জত্তিশ কয়, দোস্ত আপনে আমার বাড়িত আইছেন চক্ষু মিল্যা দেহেন।
"তহন বান্দ খুইল্যা নজর কইর‍্যা চায়
চারদিক দালন দেইখ্যা কইছে হায় হায়,
আজগে কেমন বেটার মায় আনছে ধরায়
এ দেখতে চমৎকার রে দারুণ বে দে রে রে।
বাড়িঘর দেইখ্যা যহন সারছে হেরে ভিতর বাড়িত বসাইয়া রাইহা।
বাইর বাড়িত হেই জত্তিশে ঘুরিতে ঘুরিতে কইরাছে গমন
ভিতর বাড়িতে গিয়া দিছে দরিশন।
যহন না ভিতর বাড়িত দরিশন দিয়া সারছে
তহন দেওনিয়ে আওয়া শুরু করছে।"

www.pathagar.com

জত্তিশেরে জিজ্ঞাসা করতাছে, এতোদিন তুমি কই থাইক্যা আইছ? পেটের খিদা ভাল লাগতাছে না। আজগা কোনও খাওন টাওন আনছ নাকি?

জত্তিশে কয়, দেখগো, আনলেও হেরে খাওন যাইত না। হেরে পালন লাগব। হেরে খাইতাম।

দেওনিয়ে কয়, আজগা তুমি ফলনার দিন ধলনা কইরা আনবা। একলা তুমি খাইয়া যাইবা। আমি তোমার কাছে আইছি না। কেরে প্রতিদিন হাড্ডি গুড্ডি খাইয়া থাকতাম।

বাহ্, আমি হেরে জাতা থাকতে খাইয়া ফালাইয়াম। তাজা থাকতে খাইয়া ফালাইয়াম। এইডা কইয়া দেওনিয়ে মার মার কইরা যাওয়া শুরু করছে।

এমন সময় জত্তিশে উইঠ্যা শার্টটার মধ্যে না ধইরা ঢাসা ঢুকাইয়া ফালাইছে ।

তহন কয়, করলা কিগো?

করছি কিগো হারামজাদি। তর কামে তো সয় না।

যাগো আমি ওরে খাইতাম না। ঢাসা ভাইঙ্গা না থুইয়া আব্দুল বাদশাহরে ডাক দিছে দোস্ত এহন আপনে কের লাইগা বইয়া রইছেন। আপনে পুবের ঘরঅ যাইয়া দেহেন আমার সিংহাসন আছে। সিংহাসনে গিয়া আপনে বইন।

রাজার পুত ফাল দিয়া সিংহাসনে গিয়া বইছে।

এই জত্তিশে নিয়ম দিল দোস্ত আপনে যে সিংহাসনে বইছেন আপনে পুবে যাইয়েন, উত্তরে যাইয়েন, পশ্চিম কোণা আর দক্ষিণ কোনার মধ্যে যাইয়েন না। এই দুইডা জায়গার মধ্যে যাইয়েন না। দোষ আছে।

আব্দুল বাদশাহ কইল দোস্ত যদি দোষে পাই আমি যে সিংহাসনে বইছি আমি আর লড়তাম চড়তাম না। ঠিক আছে আপনে বইয়া থাহেন। আপনার লিগা খাওন লইয়া আসি গা। আব্দুল বাদশাহরে খাওনের কথা কইয়া

"জত্তিশে ঘুরিতে ঘুরিতে কইরাছে গমন
সাতশ সমুদ্রর হেপাড় গিয়া দিছে দরিশন"

সাত সমুদ্রর হেপাড় না পইড়া হেই একডা বিলের মধ্যে না পইড়া হালুক মুলুক টুকাইয়া বিশ সেরের একডা পুটলা বান্দছে। পুটলা বাইন্দা জত্তিশে কইল যে, এইগুলা এহন নেই গা যদি তোরে, পরে দৌড় দিয়া আইয়া নিতাম।

বিশ সেরের পুটলা যহন নিয়া আইতাছে আব্দুল বাদশাহ না দেইহা কয়, হায় এইডার মধ্যে খাওন আনে। আমি মনে করছি পোটলা পাটলিতে আনব।

বাইর বাড়িতে খাড়াইয়া কয় দোস্ত, জত্তিশে ডাহে আব্দুল বাদশাহরে দোস্ত আপনার জন্য খাওন আনছি। এই গুলি খাওন।

তহনে আব্দুল বাদশাহে কয়, দোস্ত এইগুলি আমার জন্য খাওন আনছেন? এইসব জিনিস আমি খাইতাম না।

কি খাইওন ও।

আমারে যদি খাওয়ান একডা হরিণ লাগব।

www.pathagar.com

যহন হরিণের কতা কইছে জত্তিশে কয়, ও আমার পরাণের দোস্ত একডা হরিণ লাগব।

হরিণের কতা যহন কইছে দুইডা লাফে লাউরের পাহাড়ের মধ্যে গিয়া পড়ছে। লাউরের পাহাড়ে না পইড়া একডা হরিণরে গলায় চিপ দিয়া ধইর‍্যা আওয়া শুরু করছে।

"তহন আব্দুল বাদশাহ নজর কইর‍্যা চায়
ভাই হরিণ যেন নজর আইতাছে ঐ দেহা যায়।"

বাড়িত কাছঅ আইয়া ডাক দিতাছে দোস্ত, ঐ পরাণের দোস্ত আপনার লাইগ্যা হরিণ আনছি। আপনে খাওন ধরেন ও।

আব্দুল বাদশাহ কয়, খাওন ধরে কেমনে? জাতা দা এডা কি করুন লাগব?

এডা জব করুন লাগব। এরপর খাওন লাগব।

জব কি?

দেহেন মাথার ভিতর একডা মাঞ্জন ধরবেন। এরপর এইডা আমি জব করুম। এরপর আমার খাওন লাগব।

জত্তিশে কয়, মাঞ্জন টাঞ্জন বুঝি না। এইডারে যে কইরা ফালন লাগব এইডা কও একবারে।

কয় দোস্ত, এমুনডা ধরবেন যাতে দৌড়াইয়া যাইতে না পারে।

যহন এই কতা কইছে। ঠ্যাঙ্গে আর গলায় গিয়া ধরছে। রগ চক ছিঁড়া ফালাইছে। মাতার এহান দিয়া খালি চারাটা রইছে।

যহন রগ চক ধরছে তহন আব্দুল বাদশাহ পকেটের ভিতর হাত দিয়া হীরার চাউরটা[১২৯] না বার কইর‍্যা যহন হরিণের গলায় ধইর‍্যা দিতে নিছে এমনকালে তহনি জত্তিশের চাউরের জ্যোতিটা গিয়া জত্তিশের চোহের মধ্যে লাগছে। এই চাউরের জ্যোতি গিয়া যহন জত্তিশের চোহের মধ্যে লাইগ্যা গেছে গা তহনি জত্তিশে দম ছাইড়া দিয়া সিলুকার পর পইড়া গিয়া কয় পুইড়া ফালাইছিন গো পুইড়া ফালাইছিন।

দোস্ত এইডা আনা জব খাইত পারতুন না।

না, এইডা জব করত লাগব।

জব লাগলে তো কাইলা ছাইলা ছাওন একডা না এই ডাই ও ভেটকি মাছের এইডাই হ।

তয় জত্তিশ ষ কয়, এইবার কাছর থাইক্যা ধরন যাইত না। হাত বাড়াইয়া ধরছে। হে পট কইরা জব কইরা ফালাইছে। পট কইরা জব কইরা ডাক দিছে দোস্ত আমার আর লাগব হাঁড়ি-পাতিল, বালাম চাইল।

জেত্তিশও কয়, এইগুলি ভৈরব বাজারও ছাড়া পাইতাম না।

ভৈরব বাজারঅ যাওয়া শুরু কইর‍্যা দিছে। ভৈরব বাজারে যারা রেজিস্ট্রি করছে বেচা কিনি লাগছে। একডা বইয়া যে লবণ বেচতাছে মাতা দিয়া হেয় কয়রে, হেরে তোরা যে দোকানদারি করস, দেওনে যে দুনিয়া খাইয়া ফালাইতেছে হেইডা হুনছস[১৩০]।

একবেডা কইতাছে, দোকানদারি খাইয়া ফালাইতাছে কান পাইতা হুনন লাগছে। চায়া দেহে দুনিয়ায় কেয়ামতের মতো আইতাছে। যতগুলা মানুষ আছিন দৌড়াইয়া

www.pathagar.com

উত্তর পশ্চিমে গেছিগা। রইছে কোতদা জানি দুই বছর দৌড় কইম্যা গেছে গা, বাতে অচল হইয়া গেছে এ মানুষগুলা রইছে। আল্লা বিল্লাহ করতাছে।

জত্তিশে বাজারঅ গিয়া উঠছে। উইঠ্যা হাঁড়ি-পাতিল, হচ-মশলা, তেল মশলা, বালাম চাইল চুইল পাইরা থুইয়া লন্ডভন্ড কইর‍্যা যাইতাছে। হাঁড়ি-পাতিল বিচরিয়া পায় না। হাঁড়ি-পাতিল যা যা আছে বিচরিয়া আমি আর ইতা পাইতাম না। ভাবনা কইরা এই ভৈরব বাজারটা চারডা ঘুরা দিয়া হুদা চকাইয়া এই ভৈরব বাজার মাতাত[১৩১] না কইর‍্যা যাওন শুরু করছে বাড়িত মুখী। যহন হে বাড়িত কাছে আইছে

"তহনি এই আব্দুল বাদশাহ নজর কইরা চায়
ভৈরব বাজার যে মাতাত কইরা আনছে
হেমনই দেহা যায়।"

তহনই এই আব্দুল বাদশাহ মোটা বুদ্ধি থুইয়্যা চিহন বুদ্ধি নিয়া বইয়া রইছে।

এমনকালে জত্তিশি ডাক দিয়া দিছে দোস্ত, ও পরাণের দোস্ত। আমার বোঝা নামান গো, আমার বোঝা নামান।

আমরার নিয়ম জানেন?

নিয়ম কি?

আমরা কারো বোঝা নামাইও না, বোঝা আঙ্গাইও[১৩২] না।

বোঝা যে নামাও না নামো। তলে থাইহ্যা কেমনে বাজার করুম।

দোস্ত। বাজার যেন কইলে পাতলা। বাজার হারাইয়া দেই। যা রাখবার রাইখ্যা দিন। যহন বাজার হারাইবার কথা কইছে তহন এই জত্তিশে বাজার পার কইর‍্যা ফালাইছে।

বাজারঅ গিয়া উইঠ্যা হাঁড়ি-পাতিল, হচ-মশলা, তেল-ঘি, বালাম চাইল চুইল নিয়া নাইমা যায়গা কয় যে, হেরবালা দেহা যায় বাজার পাতলা। বাজারে উইঠ্যা উল্টাইয়া ফালায়। বাজারের নিচে চিতল পিঠার মতো। হাঁড়ি-পাতিল লইয়া কয়রে দোস্ত, যেহানকার বাজার হেনে দিয়া আহি। বাজার এনে ঠাঁই লিতো না। ভৈরব বাজারটা যেনে হেনে আমি দিয়া আই। দোস্ত আর কি লাগব?

তহন আব্দুল বাদশাহ কয়, আগুন লাগব।

যহন একটু আগুনের কথা কইছে, তহনি জত্তিশের বাড়িত অগ্নিকুন্ড ছাড়া আর আগুন নাই। এইডার ভিতর গেলে মানুষ পইড়া যায় গা। আইতে পারে না।

ভাইঙ্গা দিয়া আব্দুল বাদশাহরে গিয়া কয়, আরে দোস্ত, আমার বাড়িত পোড়া দেয়ার জন্য একটা অগ্নিকুন্ড আছে। এর ভিতর গিয়া দেখেন কত জাতের আগুন যে, লাল আগুন, নীল আগুন। আপনে যে জাতের আগুন চান হেইডাই আইনেন। আপনে যান।

আব্দুল বাদশাহ কয়, আরে দোস্ত আপনার বাড়িত রাইন্দা খাইতে লইছি এইডাই বেশি। বাদশাহর ঘরঅ জন্ম লইয়া আগুন কেমন এইডা আমি চিনি না। যদি আগুন আইন্যা দিতেন তয় খাইয়াম নয় খাইতাম না।

www.pathagar.com

যহন কইছে আব্দুল বাদশাহ এই কতা, তহন জত্তিশে কয় আমার এইডার ভিতর থাইক্যা তো আমি আগুন আইন্যা দিয়াম। এতো কাহানি কইরা এই জিনিসগুলি যদি না খাইতে পারেন। এই জত্তিশে মনে মনে ভাবনা কইর‍্যা গিয়া তালার মধ্যে না চাবি থুইয়্যা অগ্নিকুন্ডের ভেতর জত্তিশ গিয়া হান্দাইছে[১৩৩]। হান্দাইয়া একডার মধ্যে ধরে নিবা যায়। আরেকডায় ধরাইছে।

"একডার মধ্যে ধরাইয়া নজর কইরা চায়
দেহে অগ্নিকুন্ডের দরজা দিয়া ফালাইছে।"

জত্তিশে কওয়া শুরু কইর‍্যা দিছে দোস্ত, ও পরাণের দোস্ত।

কি গো?

এ দরজা দিছে কেডা গো?

দরজা দিছি আমি ঐ।

এইডা যে অগ্নিকুন্ড তুমি জানো না। আগুনের তেজে আমার পায়ে খোড়া চরচরাইয়া উঠছে। তাড়াতাড়ি দরজা লাগাও।

দোস্ত আমারে যে কিও ধইরা যে একডা মুচরা মারছিলেন।

হ।

একডা শিংয়ে উপরে উঠছিলেন না।

জী হ।

আমি যে মুচরা মারছি হেই শিংয়ের তলে ডাইবা গেছি গো।

ও তালা দিয়া ফালাইছ?

আব্দুল বাদশাহ কয়, হ হেইডাই দিছি।

জত্তিশে কয়, দোস্ত উল্টা মুচরা দেও।

যহন উল্টা মুচরার কথা কইছে, আব্দুল বাদশাহ খটরমটর কইর‍্যা কয়, দেহেন দোস্ত আমার হাতের কজা লইড়া গেছে গা। আপনার হাসপাতালে কেডা?

দোস্ত, না জিরাইয়া পারতাম না।

এই জত্তিশে কয়, দোস্ত দেহেন এই যে পুইড়া গেছি গা। আপনি তাড়াতাড়ি কন। আমি আর বাঁচতাম না।

আব্দুল বাদশাহ কয়, আপনার কাছঅ কিকি জিনিস আছে একবারে কইয়া ফালান। এরপর দরজা মেইল্যা দুইজনে ধরাধরি কইরা বাঁইচা যাইতাম গা।

তহনে জত্তিশে কওয়া শুরু কইর‍্যা দিছে
দোহারবৃন্দ গীত গায়
"আরে পুবের ঘরঅ গিয়া না দেখরে
আব্দুল বাদশাহর আছে সোনার চুড়িরে
এই চুড়ি গলায় দিলে মরা জিন্দা হইব রে
দাদন দে রে রে।" (অসমাপ্ত)[১০]

www.pathagar.com

মালিনীর গল্প

একডা হুন্দরের ঘরঅ শাদি করতে করতে ছয়ডা বউ হইছে। একডা বউর ঘরঅ পোলাপান হয় না।

পরের দিয়া এক ফকির বেডায় কইছে ভিক্ষা দিত। তহন কইছে কিগো ধন, আপনে যে কন ভিক্ষা দিত বইলে। আমরার তো ছেলেমেয়ে নাই। ভিক্ষা কেডা দিব আপনারে।

কেরো ঘরে নাই?

আমার স্বামী ছয়ডা বিয়া করছে।

কাঁচা আম আছে?

আছে।

আম থাকলে একডা আম আনেন।

একডা আম আইন্যা বেডা পইরা দিয়া গেছে। কইছে কি তোমরা গতর হাত ধুইয়া সাত বউ এই আমডা কাইট্যা মাইট্যা খাইবা।

যহন আইছে ছয় হতীনে[১৩৪] পরামশ কইর‍্যা ছোড হতীনরে আমডা দিছে না। হেরা পাঁচ হতীনে না খাইয়া আমের খালটা গোবর তলে ফালাইছে।

ছোড বউ কইছে কিগো আমডা খাইতেন না?

আমরা তো গতর হাত ধুইয়া আমডা খাইয়া ফালাইছি। তোরে খাওয়াইছি না। খালগুলা ফালাইছি গোবর তলের ভিতরে।

খালটা ধুইয়া আইনা খাইছে। আল্লার রহমতে ছোড হতীনের ঘরঅ বাচ্চা হইছে একডা।

বাচ্চা হইছে পরদা বাচ্চারে পাইলা পুইলা[১৩৫] লইতাছে। গতর[১৩৬] হাত ধুয়াইতাছে, খাওয়াইতাছে, রাখতাছে।

ছোডডারে পুতে কয়-

"নিতোই নিতোই তুলা গো ভারি
শরীল বেদনা করে
আমি যেন যায়েম গো মা
শানের বান্দাইল ঘাটে।"

তহন কয় পুতেরে নিমুগা গাঙ্গঅ।

নদী টদি দেইহ্যা পুতে কয়, মা আপনে যে আইছেন আমারঅ। আপনে বাড়িত যান গা কলসি লইয়া। আমি এইহানে থাকুম।

তুই যাবি না?

না। আমি এইহানে থাকুম।

দুই নাও নিয়া আইছে দুই দিক দিয়া।

ছেরা চিৎকার লইছে।

বাড়িত লইয়া গেছে মালিনী। মালিনী নিয়া শাদি বিয়া করাইছে।

মালিনী শাদি বিয়া করাইছে পর থিক্যা, বেডি খোঁজ করতে করতে সাত গেরাম ছাড়াইয়া, বেডি রাজার বাড়িত খোঁজ করছে। খোঁজ করার পর থিক্যা আনছে।

www.pathagar.com

আনছে পর দিয়া কইছে, মালিনী কয়, তুমি হেরার সাথে যাইতে পারতা না।

মালিনী মনে মনে কয়, হেই বউডাকে শাদি করলে হে আমারে ছাইড়া দিব।

করতে করতে সাত গ্রাম বাইছা আট গ্রামে বউ বিয়া করছে।

মালিনী কইছে এইডা করন যাইব। চোখ বাইন্দা[১৩৭] বিয়া করবা। হেষে[১৩৮] কয় চোখ বাইন্দা বিয়া করাইব।

চোখ বাইন্দা বিয়া করাইয়া দিছে পর থাইক্যা তহন মালিনী বাড়িত আনছে পর থাইক্যা। হে চইল্যা গেছে ঐ বউর কাছঅ। ঐ বউ হাঁটি হাঁটি পান বেচে।

"রইদে[১৩৯] বানে[১৪০] পুড়ো গো কৈন্যা
মেঘে বানে ভিজ?
কেমন শালার তীর গো তুমি
কমলা লইয়া ফিরো
হাত খাইছে রথ খাইছে
মালিনী লইয়া পাগল হইছে
তুমি শালার তীর গো আমি
কমলা লইয়া ফিরি।"

মালিনী কয়, না না পান খাওন যাইত না।

পনের দিন তোরো গানডা গাইছে। শেষ দিনকা ইরার জাউ না বানাইয়া কাঁখঅ নিয়া বেডি গেছে। দেহে মালিনী ধান লাড়ে।

হে তো চিনঅ।

মালিনী কয় নাগো না, তোর থে পান খাওন লাগব না।

বেডা কইছে, এই ছেড়ি খাড়। তোর হাতঅ চে পান খাওয়াইয়া যাবি। নইলে আমার হাতঅ চে বানাইনা পান খাইয়া যাবি।

বউ এইহানে গুয়া[১৪১] কাটতাছে। কাটতে কাটতে হাতঅ লাইগা গেছে। হাত কাইটা গেছে। চিৎকার লাগাইছে।

হের মাতায় সাদা পাগড়ি। টান দিয়া খোয়াইয়া হাতডা বাইন্দা দিছে। পরে হে কয়-

"রইদে বানে পুড়ো গো কৈন্যা
মেঘে বানে ভিজ?
তুমি শালার তীর গো আমি
কমলা লইয়া ফিরো
হাত খাইছে রথ খাইছে
মালিনীরে লইয়া পাগল হইছে
তুমি শালার তীর গো আমি
কমলা লইয়া ফিরি।"

www.pathagar.com

এইডা শেষ হইয়া গেছে গা। পরদিন হে আইছে। শহর থিক্যা গরু লইয়া আইছে।

যহন দেখছে জামাই আইয়ে তহন মার কাছঅ বইয়্যা বউ কান্দে। হে গো আপনার ছেরা তো আইতাছে। আমি চিৎকুর দিমু গা।

বউ করছে কি হউরির কাছ থাইক্যা কতদূর না গড়াইয়া চিৎকার দিয়া ফালাইছে।

ছেড়া মায়রে জিজ্ঞাস করে, কিগো মা এহানে চিৎকার করে কে?

কইস না রে! পুতরে তোরে যে বিয়া করাঁইছিলাম, আমার বউ পান বেইচা খায়। কোন গোলামের পুতঅ বলে কইছে তোমার হাতঅ বানাইনা পান খাওয়াইয়া যাইবা নইলে আমার থিহা পান লইবা না। গুয়া কাটতে গিয়া হাত কতখানি কাইট্যা গেছে গা।

হেথে একলগে সাতদিন থাকছে বউর লগে। বুচ্চর দিয়া মালিনীর লগে বাড়ি গেছে গা। আর তো আহে না।

কইছে আমি আইয়াম।

সাত দিন গেছে পর মালিনী কইতাছে তুমি বউর লগে গেছ। বাপের বাড়ি গেছ। আমি তোমার ভাত খাইতাম না।

আরে আমার আইলে চর দিয়া পরিচিতি দেখছস না।

হেন থিক্যা বুচ্চর[১৪২] দিয়া বউর কাছে আইছে।

বউ কইছে, তুমি যে আইছ এ ঘরঅ কি জবাব দিবা? তুমি চাইরডা কোনা ঘুইরা আইতে পারবা এক্ষণে!

হে কইছে চাইরডা কোনা ঘুইরা আইতে কতক্ষণ লাগব? এক সপ্তাহ লাগব না।

পিছে গিয়া দেহে বুইদা[১৪৩] মরা এক বট গাছ। হেন দিয়া উপর দিয়া যাইতে পারে না। নিচ দিয়া হেরে মেরে গেছে। আরেক কোনায় গেছে দেহে বুইদা মরা এক আমগাছ কাটছে। ছোলায় মোলায় গেছে সাইরা। আরেক কোনায় গেছে গিয়া দেহে জাহাজ পইড়া রইছে। আরেক কোনায় গিয়া দেহে ডাইলার মধ্যে তিনডা লাঠি মাছ ঢুইক্যা রইছে।

তুমি কী দেইহ্যা আইছ?

দেইহ্যা আইছি একডা বুইদা মরা বট গাছ পইড়া আছে?

হেইডা তোমার বাপ।

হে কোনায় গিয়া দেহি একডা আমের ডাইল পইড়া রইছে?

হেইডা তোমার মা।

হেই কোনায় গিয়া দেখছি জাহাজের মতো পইড়া রইছে?

হেইডা তোমার মা-বাবার আত্মা।

এই কোনায় গেছি দেহি তিনডা ডাইল পইড়া রইছে। একডা ডাইলার মধ্যে তিনডা লাঠি মাছ।

এই তিনডা ফল তোমার আছিল।[১১]

www.pathagar.com

বেহুলা লখিন্দর কিস্সা

বেহুলার কিস্সার মূল গায়ক মোঃ সহিদ দেওয়ান। তিনি নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার হরিনারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার বাবা মো. সদুরুদ্দীন কিস্সা গাইতেন না। তিনি কৃষিকাজ করতেন। দু'ভাইয়ের মধ্যে সহিদ বড়। আব্দুল হাই হরিনারায়নপুর গ্রামে বেহুলার কিস্সা গাইতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি আব্দুল হাইয়ের কিস্সার আসর দেখে দেখেই বড় হয়েছেন। বাবা মারা যাওয়ার অনেক পরে তিনি কিস্সার গান শেখায় আগ্রহী হন। তখন তার বয়স আট বছর। আব্দুল হাইয়ের কাছে তিনি ১৯৮০ সালের দিকে বেহুলা লখিন্দরের কিস্সার তালিম নেন। পুরোপুরি কিস্সা রপ্ত করতে তার সময় লাগে প্রায় পাঁচ বছর। বয়স হওয়ায় আব্দুল হাই এখন আর কিস্সা গান না। তার বাবার নাম মনুরুদ্দীন। তিনি নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা। ওস্তাদ আব্দুল হাইয়ের শিষ্য মো. সহিদ দেওয়ান এখন এই কিস্সা পরিবেশন করেন। নিজ জেলাসহ বাংলাদেশের সব জেলাতেই তিনি এই কিস্সার আসর করেছেন। এমনকি সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণেও গেয়েছেন। মোঃ সহিদ দেওয়ানের চার মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তিন মেয়ে লেখাপড়া করে। মেয়েরা কেউ কিস্সা গায় না। এই এলাকার অন্যান্য কিস্সার গায়কের মধ্যে ছিলেন নোয়াদিয়া গ্রামের সিরাজ বয়াতি। যিনি গফুর বাদশাহর কিস্সা গাইতেন। চকপোগাদি গ্রামের ছানাউল্লাহ মধুমালা ও কুইড়ার কিস্সা গাইতেন।

বেহুলার কিস্সা পরিবেশনের আগে বন্দনা করেন মো. সহিদ দেওয়ান ও তার দল

প্রধান গায়ক : হে হে প্রথমে বন্দনা করলামগো, আরগো বাইদন আল্লা নবীর নাম অ - অ

দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন আল্লা নবীর নাম অ-অ

প্রধান গায়ক : হে হে পুবেতে বন্দনা করলামগো, আরগো বাইদন পুবে বাণু শহর অ-অ

দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন বাণু শহর অ-অ

প্রধান গায়ক : হে হে উত্তরে বন্দনা করলামগো হিমালয়পর্বত, আরগো বাইদন হিমালয়পর্বত

দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন হিমালয়পর্বত

প্রধান গায়ক : হে হে পশ্চিমে বন্দনা করলামগো
আরগো বাইদন মক্কা বাণু শহরঅ

দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন মক্কা বাণু শহরঅ

প্রধান গায়ক : হে হে দক্ষিণে বন্দনা করলামগো
আরগো বাইদন কালিদা সাগরঅ

দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন কালিদা সাগরঅ- অ (২)

প্রধান গায়ক : হে হে চার কোনা বন্দনা করলামগো, আরগো বাইদন আসর করলাম স্থির অ- রে

দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন আসর করলাম স্থির অ (২)
প্রধান গায়ক : হে হে নরসিংদী জেলায় বসত বাড়িগো
আরগো বাইদন মনোহরদী হয় থানারে
পোস্টাঅফিস লাখপুর হয় দৌলতপুর ঠিকানা
দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন মনোহরদী হয় থানারে
পোস্টাঅফিস লাখপুর হয় দৌলতপুর ঠিকানা (২)
প্রধান গায়ক : হে হে আমার অ ওস্তাদ হয় অ-গো
আরগো বাইদন আব্দুল হাই অ নাম অ -বে
দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন আব্দুল হাই অ নাম অ -বে
প্রধান গায়ক : হে হে তাহারঅ কাঙ্গালঅ আমিগো
আরগো বাইদন সহিদ মিয়া নাম অ-অ
দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন সহিদ মিয়া নাম অ-অ (২)
প্রধান গায়ক : হে হে বন্দনা করিতে আমারগো
আরগো বাইদন লাগল অনেকক্ষণ অ অ
দোহারবৃন্দ : আরগো বাইদন লাগল অনেকক্ষণ অ অ (২)
প্রধান গায়ক : হে হে বন্দনা ছাড়িয়া দিয়া কিস্‌সায় দিলাম মন।

প্রথম পর্ব

চানপুর শহরে ছিল চান্দু বাইন্যার ঘর
তাহার ঘরে লইছে জন্ম সোনার লখিন্দর,
সোনারপুর শহরে ছিল জয়ধর বাইন্যার ঘর
তাহার ঘরে লইছে জন্ম বেহুলা সুন্দর,
আউশ কইর‍্যা দিছে বিয়া চানপুর শহরে
বিয়ার রাত্রি হইলাম রাঢ়ী লোহার বাসর ঘরে
মরা স্বামী লইয়া যাইব উজানি নগরে
এই কথা কইয়া বেহুলা কানতাছে
বেহুলার কান্দনে আল্লার গাছের পাতা ঝরে
বেহুলার কান্দনে আল্লার আরশ কাঁইপ্যা ওঠে।
এমন সময় সতী বেহুলায় কোন কাম করল?

দ্বিতীয় পর্ব

ভগবানের নাম লইয়া বেহুলা কলার ভেলা ছাইড়্যা দিল
আর কতটুকু যাওয়ার পরে একটা বাধা পরল
বিপদে পড়িয়া বেহুলা কান্দন শুরু করল
বেহুলার কান্দনে আল্লার আরশ কাঁইপ্যা উঠে

www.pathagar.com

আল্লারও না লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে?
এমুন সময় সতী বেহুলায় কোন বাকি কাম করে

তৃতীয় পর্ব

এখান থেকে সতী বেহুলা পন্থে মেলা দিল
আর কতটুকু যাওয়ার পরে একটা বাধা পরল,
এমুনকালে সতী বেহুলায় কান্দন শুরু কইর‍্যা দিল
আল্লারও না লীলাখেলা কে না বুঝিতে পারে
বেহুলার কান্দনে আল্লার গাছের পাতা ঝরে
আল্লায় বলে জিবরাইল যাওরে মেলা দিয়া
বেহুলার বিপদ লও উদ্ধার কইর‍্যা

চতুর্থ পর্ব

এখান থাইক্যা সতী বেহুলা পন্থে মেলা দিল
আর কতটুকু যাওয়ার পরে আরেকটা বাধা পরল,
এমুন সময় সতী বেহুলা কোন কাম করে
আবার বিপদে পইর‍্যা বেহুলা কান্দন জুইড়্যা দিল
এই টাইমে এক দরবেশ বেটা সামনে আইল।
দরবেশরে দেইখ্যা বেহুলা কান্দন জুইড়্যা দিল,
দরবেশ বেটায় কইতাছে তোমার বাড়ি কোথায়?
তোমার স্বামীর নাম কি?
বেহুলায় পরিচয় দিতাছে -
চানপুর শহরে ছিল চান্দু বাইন্যার ঘর
তাহার ঘরে লইছে জন্ম সোনার লখিন্দর।
সোনারপুর শহরে ছিল জয়ধর বাইন্যার ঘর
তাহার ঘরে লইছে জন্ম বেহুলা সুন্দর
আউশ কইর‍্যা দিছি বিয়া চানপুর শহর
বিয়ার রাত্রি হইলাম রাঢ়ী লোহার বাসর ঘর।
মরা স্বামী লইয়া যাই উজানি নগর।

পঞ্চম পর্ব

ঐখান থিক্যা সতী বেহুলা রওনা দিছে,
আর কতটুকু যাওয়ার পরে আরেকটা বাধা পরে
মামা শ্বশুর তারে বিয়া করতে চায়
বেহুলা হাতের মইধ্যে পানি লইয়া যহন ছিটা দেয়
তখন ঐখানে নদীর মইধ্যে একটা বালুর চর হইয়া যায়।
বালুর চরে পইরা মামায় মা বলিয়া কান্দে

www.pathagar.com

তোমার হাতে ধরি পায়ে পরি আমায় ভালো কইর‍্যা দাও,
বালুর চর থাইক্যা উদ্ধার কইর‍্যা দাও
আমি আর জীবনে বিয়ার কথা কমু না।
তহন সতী বেহুলা মামা শ্বশুররে বালুর চরে রাইখ্যাই
আবার এখান থিক্যা বিদায় লইয়া
সামনের দিকে রওনা দিতাছে
আর কতটুকু যাওয়ার পরে আরেকটা বাধা পরল।
ঐখানে ওব্বা রোব্বা দুই ভাই তারা জাল বায়ে
তাদের কাছে যাওয়ার পর তারা বেহুলারে দেইখ্যা বিয়া করতে চায়
তখনি বিয়ার কথা শুইন্যা বেহুলা মনের গোঁসায়
হাতের মইধ্যে পানি লইয়া একটা ছিটা মারে
ওব্বা রোব্বা দুই ভাই তাল গাছ হইয়া যায়।
ঐখান থাইক্যা সতী বেহুলায় আবার রওনা দিল
সামনে কতটুকু যাওয়ার পরে আরেকটা বাধা পড়ে
সাত গোদায় বর্শি বায়
সাত গোদায় বেহুলারে দেইখ্যা আবার বিয়ার কথা কয়।
সতী বেহুলায় গোদার কথা শুইন্যা হাসি পায়,
হাসতেছে আর বলতেছে, হে গোদা তোমরা আমারে বিয়া করতে পারবে
তোমাদের যে বাড়ির মইধ্যে সাত নারী আছে।
সাত নারীর নাক কাইট্যা ডোলা ভইর‍্যা যদি দেখাইতে পার
তাইলে আমারে বিয়া করতে পারবা।
এই কথা শুইন্যা সাতঅ গোদা বাড়িত গেছে
বাড়িত গিয়া সাত জনের সাত বউরে বলতেছে,
তোমাদের নাকের জিনিস বানামু তোমাদের নাক বড় মাপ দাও।
মাপ ছাড়া স্বর্ণকারে জিনিস বানাইতে পারবে না।
এই কথা বলার পরে ওরা যখন কাছে আসছে
নাকের মাপ দিতে গিয়া চাকু দিয়া নাক কাইট্যা ফালাইছে
সাত বউয়ের নাক কইট্যা ডোলা ভইর‍্যা লইছে
লইয়া যখন বেহুলার কাছে আইছে
তখন বেহুলা আবার হাসতাছে, হাইস্যা বলতাছে,
তোমরা যখন আমার কথায় সাত বউয়ের নাক কাইট্যা
ডোলা ভইর‍্যা লইয়া আইছ?
অন্য কেউ যদি আমার কথা কয়,
তাইলে আমারে মাইরাও ফালাইতে পারবা।
এই কথা কইয়্যা হাতের মইধ্যে পানি লইয়া একটা ছিটা মারছে
ঐখানে আবার সাত গোদা সাতটা হিজল গাছ হইয়া গেছে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পর্ব

ঐখান থাইক্যা সতী বেহুলা আবার রওনা দিল,
উজানি নগরে গিয়া হাজির হইল
মানকরশিত এর বাড়িতে গিয়া হাজির হইল
ঐখানে গিয়া সতী বেহুলা কান্নাকাটি করল।
বেহুলার কান্দন দেইখ্যা মানকরশিতে পদ্মা দেবীকে ডাকাইল
পদ্মা দেবী চল্লিশ খন্ড ঝাড়া ঝাইরা সোনা লখিন্দরে ভালা করল।
এখানে সাতদিন থাকার পরে লখিন্দররে নিয়া
নদীপথ দিয়া আবার বেহুলা রওনা দিল।
জায়গায় জায়গায় যে বাধা ছিল
ঐ বাধাগুলি অতিক্রম কইর‍্যা সতী বেহুলা
আবার নিজের বাড়িতে আইস্যা হাজির হইল।

যখন গাওয়া হয়

অতি জনপ্রিয় এই কিস্‌সা শীতকালে রাতের বেলায় বিভিন্ন আসরে গাওয়া হয়।

ফর্ম ও গায়নরীতি

প্রধান গায়ক রুমাল হাতে কথা আর গানের মাধ্যমে বেহুলা ও লখিন্দরের কিস্‌সা বয়ান করতে থাকে। তার সাথে সাতজন দোহার (সহশিল্পী) থাকে। দোহারদের একজনের মধ্যে হয়াল চলে । এই হয়ালকে আবার কেউ কেউ টপ্পাও বলে। হয়াল অথবা টপ্পা সাধারণত দর্শকের মাঝে হাসির উদ্রেক তৈরি করে।

শিল্পীদের পোশাক-সাজসজ্জা

প্রধান গায়ক কিস্‌সা বয়ানের সময় রাজকীয় অর্থাৎ রাজার পোশাক পরিধান করেন। মাথায় মুকুট অর্থাৎ তাজ পরে এবং ডান হাতে একটি রুমাল নেন। দোহারবৃন্দ সাধারণ পোশাক পরেই কিস্‌সা পরিবেশন করেন।

শিল্পীর অঙ্গভঙ্গি ও কলাকৌশল

প্রধান শিল্পী হাতে রুমাল নিয়ে গোলাকারে বসে থাকা দোহারবৃন্দের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে কিস্‌সা পরিবেশন করেন। অপরদিকে দোহারগণ কোলের উপর সিলভারের পাতিল নিয়ে বাজান।

দর্শকরা কখনো কখনো প্রধান গায়কের অঙ্গভঙ্গি দেখে তালে তালে নেচে ওঠেন। তাদের দিকে টাকা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে শিল্পীর গায়নরীতি, অঙ্গভঙ্গি এবং কলাকৌশলের স্বীকৃতি দেন।

গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

বেহুলা-লখিন্দরের কিস্‌সা গাওয়ার জন্য যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় এসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে - ১. লম্বা আকৃতির ঢোল/ কাঠি ঢোল, ২. কাঠের তৈরি চটা,

www.pathagar.com

৩. মন্দিরা, ৪. খম্মক, ৫. জুরি, ৬. বেল, ৭. হারমোনিয়াম, ৮. দোতারা এবং ৯. সিলভারের পাতিল।

কিস্সার আসরের বিবরণ

সুসজ্জিত মঞ্চে কিংবা মাটিতে মাদুর বিছিয়ে এই কিস্সার আসর বসে। গ্রামের শিশু-কিশোর-আবাল-বৃদ্ধ সকলে এই আসরে সমবেত হয়। পর্দার আড়াল থেকে গৃহিণী, কিশোরী-যুবতীরা এই কিস্সা শ্রবণ করেন।

দর্শক শ্রোতার প্রতিক্রিয়া

দর্শকদের সবচেয়ে বেশি মনোরঞ্জন করে থাকে হয়াল বা টপ্পা। যা অনেকটা রাজশাহী অঞ্চলের গম্ভীরা গানের মতো। হয়াল বা টপ্পার সময় প্রধান গায়ক ও প্রধান দোহারের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা শ্রবণ করে অনেক দর্শকই হাসিতে ফেটে পড়ে। কখনো কখনো দর্শকগণ খুশি হয়ে মঞ্চে গায়কদের উদ্দেশ্যে বকশিসস্বরূপ টাকা ছুঁড়ে দেয়। আবার কেউ কেউ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

প্রধান গায়ক

মো. সহিদ দেওয়ান, পিতার নাম : মো. সদুরুদ্দীন, ঠিকানা : গ্রাম : হরিনারায়নপুর, ডাকঘর : লখিপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম, পেশা : কিস্সার গায়ক।

দোহারগণের নাম

১. মো. আলিমুদ্দীন, পিতার নাম : রহিম বক্স, ঠিকানা : গ্রাম : দৌলতপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী।
২. মো. নূরুল আমীন, পিতার নাম : জহিরউদ্দিন, ঠিকানা : গ্রাম : দৌলতপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী।
৩. মো. সুরুজ মিয়া, পিতার নাম : আলাউদ্দিন, ঠিকানা : গ্রাম : দৌলতপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী।
৪. মো. মকবুল, পিতার নাম : শামসু, ঠিকানা : গ্রাম : দৌলতপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী।
৫. মো. রুহুল আমিন, পিতার নাম : জহিরউদ্দিন, ঠিকানা : গ্রাম : দৌলতপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী।
৬. দশাহজাহান, পিতার নাম : মো : শামসুউদ্দিন, ঠিকানা : গ্রাম : দৌলতপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী।
৭. আঃ হাই, পিতার নাম : মনুরুদ্দীন, ঠিকানা : গ্রাম : দৌলতপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী।[১২]

www.pathagar.com

খ. লোকছড়া

ছড়া সাহিত্য মানব জীবন ধারার প্রতিচ্ছবি। যেমন- গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক– প্রেম, নিন্দা, রঙ্গ, কৌতুক, হাসি-কান্না, বিষাদ, লৌকিকতা, আচার অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এমন কি ধর্মীয় বিষয়ও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। 'ছড়া' লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। নরসিংদী অঞ্চলের মনোহরদী উপজেলার ছড়াসমূহের মধ্যে রয়েছে অনেক বৈচিত্র্যতা। এ অঞ্চলের সংগৃহীত ছড়াসমূহকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়েছে।

মেয়েলি ছড়া

১

নানীরা বাড়ির হাইছাদা[১৪৪] বল মাছ উজাইছে[১৪৫]
বল মাছের কাজদা[১৪৬] নিশান[১৪৭] টাঙাইছে
নিশানের ফুলদা বউ বানাইছে
বউয়ের ঘরতে[১৪৮] ছেরা[১৪৯] অইছে
নাম রাখব কি?
বাইচ্ছা বাইচ্ছা[১৫০] নাম রাকছে[১৫১]
সোনার বেফারি[১৫২]
আ: আলী সদাঘর[১৫৩] টিপদা[১৫৪] লেদা[১৫৫] বার কর
মেরা মেরী[১৫৬] পাড় কর
নজালি[১৫৭] মারে হাঙ্গা[১৫৮] কর
বুইদদার[১৫৯] মারে ঠিহাদা[১৬০] ধর।[১৩]

মুসলিম বিয়ের ছড়া

১

জামাইকে অন্দরে আনার পর ঠাট্টা মশকরা করে এই ছড়া কাটা হয়

পান খায়রে পন্ডিত ভাই
কথা কয়রে ঠাঁটে
সে পান জন্মে হইছে
কোনো অবতারে।
একটা কইর‍্যা গোণে পান
দুইডা করে বান্দে
বত্রিশ গন্ডা পান হইলে
বিরা বাইন্দা আনে।
হাঙ্গাইলার পুত নারে
বেহেশতের পুত
জাগা খান চিন্যা বাডা খান থুইস।

www.pathagar.com

জামাই উত্তর দেয়
ছ'মণ খই নয় মণ দই
পানের আদি কতা কই
এই চুতমারানি ঝি
আমি পানের আদি কতা কই।[১৪]

২

আগের নাও[১৬১] ঝুম্‌মুর ঝুম্‌মুর[১৬২] পিছের[১৬৩] নাও ছইয়া[১৬৪]
ছইয়ার ভিতত্তে[১৬৫] কেজ[১৬৬] গো মনির[১৬৭] সাবের মাইয়া
কেরে[১৬৮] গো মাইয়া[১৬৯] কান্দ[১৭০] দূরুই[১৭১] দিছে বিয়া
দূরুইতত্তে[১৭২] আইয়েন[১৭৩] জামাই মুকট মাতাত দিয়া
এই মুকট ফালাইয়া দিমু পায়ে উঁসটা[১৭৪] দিয়া
আরেক মুকট কিন্‌না দিমু তিরিশ টাকা দিয়া।[১৫]

ঘুমপাড়ানি ছড়া

১

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসী মোদের বাড়ি আইসও
খাট[১৭৫] নাই পালং নাই
লোহ চক্কড়ে বইঅ।
পাকনা[১৭৬] কাঁড়ল[১৭৭] ভাইঙ্গা দিলে
দুয়ারে বইয়া খাইও।[১৬]

২

ঘুমপাড়ানির মাগো আমরার বাড়ি যাইও
পাকনা কাঁডল ভাইঙ্গা দিলে ডালঅ বইয়া খাইও।
ঢাল নাই ঢোল নাই
চিলি বাড়ি যাইঅ
চিলি দিল হজের টুহা[১৭৮]
মায় দিল দই
হিন্দুনিরা শাদী করে
সাত গাঙ্গের দই।[১৭]

৩

অললঅলী গো মাধলঅলীর[১৭৯] ছাউ[১৮০]
নাইল্লা[১৮১] ক্ষেতও দেইখ্যা আইছি
দুইডডা[১৮২] ডুপির[১৮৩] ছাও
একটা ডুপি বেইচ্ছা[১৮৪]
জরিনারে[১৮৫] বিয়া দিয়াম বাইচ্ছা[১৮৬]।[১৮]

www.pathagar.com

শিশুতোষ ছড়া

১

মাগো বুনি দে খাই
লাল বাজারে ধুন উঠছে
দেখতাম যাই।
মাগো একটা দে
তেলঅ দিলে যে ফুলে
টাকুয়োদা যে তুলে।[১৯]

২

পুহির মাগো পুহি দে
বুইত্যা[১৮৭] বুইত্যা আলু দে।
মার কাছে ভাত চাইতে গিয়ে
মাগো দগলা[১৮৮] ভাত দে।
গুতুম মারা যাই
নুনদা দে খাই।[২০]

৩

আইড়কুত্তি ছাইড়া দে
মাগো দুগলা ভাত দে
নুনদা হইলে থাকদে
দুধদা হইলে আরো দে।
বউয়ে দিলে খাইতাম না
বউয়ের মাথাত ফিড়া ফিড়া অইছে
কাঁকই[১৮৯] কিন্যা দে।[২১]

৪

আবু ডাক পড়েছে
বাই ভাত পোক পড়ছে
পোক গেছে উইড়া
আবু গেছে মইর‍্যা।[২২]

৫

ভিক্ষা রইছে ছিক্কাত পুরার আইছে জ্বর
মে দিবস ভিক্ষা হে রইছে মক্কাশ্বর।
মামের মান ঝি
দুধান মাম মি
গাইয়ান মান বাছুর।[২৩]

৬

চালঅ ধরছে চাল কুমড়া

www.pathagar.com

বেড়াত ধরছে লাউ
এক বেডি খাইয়া শলাইছে
হাত পাইল্যা জাউ।[২৪]

৭

চালঅ থরছে চাল কুমড়া
বেড়াত ধরছে ঝিংগা
কানা ছেরির[১৯০] বিয়ার মাইঝে
কুত্তায় বাজায় শিংগা।[২৫]

৮

বউয়ের মারের টউ
পুঁটি মাছের লউ
কচুপাতা বাইন্ধা[১৯১] দিলে
খাইবানিগো বউ
কালকা যে পাইসা[১৯২] দিলাম
পইসা কইগো বউ?[২৬]

খেলার ছড়া

১

ব ব ব আঠার ব
সত্তর হাজার গুইত্যা ব
পান খাইয়া তারই বিয়া ব।[২৭]

২

মাগো মা তিনটি গাছ কোনখানে?
দয়ামপুরের বাজারে।
আয়না দিব, কাকই[১৯৩] দিব
মাথায় সিতাই[১৯৪] করতে,
ভালোবাসার সাবান দিব
শইলে[১৯৫] গেরান করতে
কেচকি পাইড়া ধুতি দিব রচকা দিয়া পিনতে,
হেনা হেনা হেনা টাটকা দুধের ফেণা
লাম ছাগলের মেয়ে টুপি মাথায় দিয়ে
হিজলি কি বিজলি কি বুক টানা দিয়ে।[২৮]

৩

ফাইজা[১৯৬] ফাইজা তেজপাতা
ফাইজার জামাই কলিকাতা

www.pathagar.com

ফাইজা যদি জানত
চটি[১৯৭] বিছাইয়া কানত
চটির তলে[১৯৮] ব্যাঙের ছাউ[১৯৯]
ও মিয়ারা দেইখ্যা যাও
সুন্দর অইলে[২০০] লইয়া যাও
কাইল্যা[২০১] অইলে থুইয়া[২০২] যাও।[২৯]

রূপান্তর
৪

ফাইজা ফাইজা তেজপাতা
ফাইজার জামাই কলিকাতা
ফাইজা যদি জানত
চাটি বিছাইয়া কানত।
চাটির তলে ধুরা সাপ,
ফালদা ওঠে বউয়ের বাপ
বউয়ের বাপে তামুক খায়,
গুরগুরাইয়া ধুঁয়া যায়।
ধুঁয়া কেরে কালা
বউয়ের বাপ আমার শালা।[৩০]

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. প্রথমে, ২. চলে ফিরে, ৩. জ্যোতিষ, ৪. ভবিষ্যৎ বাণী করা, ৫. শেষ/ নষ্ট করা, ৬. শোনে, ৭. ছেলেমেয়ে, ৮. ঘুম, ৯. দুষ্ট, ১০. কেমন, ১১. টাকা, ১২. পরিধান করা, ১৩. জন, ১৪. আজকে, ১৫. পর্যন্ত, ১৬. চাপ, ১৭. সব, ১৮. আনন্দিত, ১৯. আল্লার দূত, ২০. কাজে, ২১. হুকুম, ২২. ঝটপট, ২৩. ভাগ্য, ২৪. দেরি, ২৫. স্বীকার, ২৬. অস্বাভাবিক দুষ্ট, ২৭. বিপদে, ২৮. চিৎকার, ২৯. এতক্ষণে, ৩০. নড়াচড়া, ৩১. মানুষ, ৩২. চেহারা, ৩৩. গলা, ৩৪. চটি জুতা, ৩৫. ইচ্ছা করে, ৩৬. ছেলে, ৩৭. ছোট, ৩৮. নিঃসন্তান, ৩৯. সংখ্যা, ৪০. সাঁতার, ৪১. ঠাঁই সাঁতার, ৪২. অথৈ পানি, ৪৩. অল্পক্ষণ, ৪৪. মামলা-মোকদমা, ৪৫. তাড়াতাড়ি, ৪৬. বাহিরের অপ্রত্যাশিত মানুষ, ৪৭. অপর পাশে, ৪৮. কিন্তু, ৪৯. দিগে, ৫০. রাগ, ৫১. মাপ, ৫২. বিশেষ এক ধরণের খাবার যা সাধারণত হত দরিদ্ররা খেয়ে থাকে, ৫৩. পঁচাত্তর পয়সা, ৫৪. খুব তাড়াতাড়ি/ দ্রুত, ৫৫. ওলট-পালট হওয়া, ৫৬. একা একা, ৫৭. ভয়ংকর অন্যায়, ৫৮. অখাদ্য, ৫৯. এনেছেন, ৬০. গন্ধ, ৬১. ছুঁড়ে, ৬২. আড়াল, ৬৩. অলুক্ষণে, ৬৪. রাগ, ৬৫. গরম, ৬৬. শিয়রের, ৬৭. শিয়রের বাম পাশ, ৬৮. তখন, ৬৯. রগের দিগে, ৭০. জাদু, ৭১. ঝাড়ু দিয়ে, ৭২. কণ্ঠনালি, ৭৩. হাতাও কেরে, ৭৪. দূরে, ৭৫. শুকরের, ৭৬. পূর্ব দিগ দিয়ে, ৭৭. অকস্মাৎ ধরা, ৭৮. চাকু, ৭৯. গলা কাটা, ৮০. সতীন, ৮১. মত, ৮২.

www.pathagar.com

সন্ধ্যা, ৮৩. সকাল, ৮৪. বিশেষ এক ধরনের ফুল - যা ফুটলে রাজার কন্যাকে বিয়ে করা যায় বলে বিশ্বাস করা যায়, ৮৫. জমির মাপ ২০ গন্ডা = এক কানি, ৮৬. বুঝতে পারা, ৮৭. পাল, ৮৮. উপযুক্ত, ৮৯. বেয়াদব, ৯০. আজে বাজে কথা, ৯১. ডিঙানো যায় না, ৯২. বাতাস, ৯৩. হা করা, ৯৪. বমি, ৯৫. বিয়ের সম্মতি, ৯৬. বদমাশ, ৯৭. পছন্দ, ৯৮. কোকড়া চুল, ৯৯. রক্ত, ১০০. অসম্ভব সুন্দর, ১০১. লোকসান, ১০২. গরম, ১০৩. ভিতরে, ১০৪. গতকাল যিনি ছিলেন তিনিইতো, ১০৫. সমান, ১০৬. গয়না, ১০৭. দাগ, ১০৮. ভয়ংকর অভিশাপ, ১০৯. জামাই, ১১০. কিভাবে, ১১১. কথা, ১১২. চেয়া, ১১৩. ছাই, ১১৪. শ্বশুর, ১১৫. শাশুড়ি, ১১৬. সন্ধ্যাবেলা, ১১৭. নেমে, ১১৮. রাগ, ১১৯. শুনে, ১২০. চুলা, ১২১. চাঁদ, ১২২. দাঁড়াও, ১২৩. গোছা, ১২৪. রাত, ১২৫. শুইয়া, ১২৬. শুনে, ১২৭. যুবক, ১২৮. আতুর, ১২৯. চাকু, ১৩০. শোনা, ১৩১. মাথায়, ১৩২. তোলা, ১৩৩. ঢুকেছে, ১৩৪. সতীন, ১৩৫. লালন-পালন, ১৩৬. শরীর, ১৩৭. বাঁধা, ১৩৮. শেষে, ১৩৯. রোদ, ১৪০. বৃষ্টি, ১৪১. সুপারি, ১৪২. ঘুরে, ১৪৩. বড়, ১৪৪. ঘরের পেছনের দিক, ১৪৫. বৃদ্ধি, ১৪৬. কাটা, ১৪৭. রঙিন কাগজ, ১৪৮. পেট হতে, ১৪৯. ছেলে, ১৫০. যাচাই-বাছাই করে, ১৫১. রেখেছে, ১৫২. উপাদী, ১৫৩. বংশ উপাদী ১৫৪. চাপ দিয়ে ১৫৫. পায়খানা/গোবর, ১৫৬. ভেড়া- ভেড়ি, ১৫৭. ব্যক্তির নাম, ১৫৮. বিয়ে, ১৫৯.ব্যক্তির নাম, ১৬০. ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া, ১৬১. নৌকা, ১৬২. ঝুমঝুমশব্দ করে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, ১৬৩. পিছনের, ১৬৪. ছইওয়ালা নৌকা, ১৬৫. ভিতরে, ১৬৬. কে, ১৬৭. কনের বাবা/ জনৈক ব্যক্তি, ১৬৮. কেন, ১৬৯.কনে/ নতুন বউ, ১৭০. কাঁদা, ১৭১. দূরে, ১৭২. দূর হতে, ১৭৩. আসেন, ১৭৪. লাথি দেওয়া, ১৭৫. এক ধরণের প্রাণি, ১৭৬. বাচ্চা, ১৭৭. পাট, ১৭৮. দুটি, ১৭৯. ঘুঘু পাখি, ১৮০. বিক্রি করে, ১৮১. অবিবাহিতা জনৈক শিশু মেয়ে, ১৮২. যাচাই-বাছাই করে, ১৮৩. জনৈক মেয়ে শিশুর নাম, ১৮৪. মাদুর, ১৮৫. নিচে, ১৮৬. বাচ্চা, ১৮৭. বড়, ১৮৮. একটু, ১৮৯. চিরুণি, ১৯০. মেয়ের, ১৯১. বেঁধে, ১৯২. পয়সা, ১৯৩. চিরুণি, ১৯৪. সিঁথি, ১৯৫. শরীর, ১৯৬. হলে, ১৯৭. কালো, ১৯৮. রেখে যাওয়া, ১৯৯. খাট, ২০০. পাকা, ২০১. কাঁঠাল, ২০২. ঠুলি।

তথ্যসূত্র

১. *বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি*, শ্রী দুলাল চৌধুরী, লোকায়ত প্রকাশন।

২. আব্দুর রহমান মোল্লা, বাবা : মৃত হাজী আব্দুল মজিদ মোল্লা, মা : মৃত আখেরুন নেসা, ঠিকানা : গ্রাম : নৌকাঘাটা, ডাকঘর : নৌকাঘাটা, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩০.১০.১১।

৩. মো. কামরুজ্জামান মাস্টার, পিতা : সৈয়দ আলী প্রধান, ঠিকানা : গ্রাম : সুজাতপুর, ডাকঘর : সুজাতপুর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫৮, পেশা : শিক্ষকতা, তারিখ : ৩০.১০.১১।

৪. আলাউদ্দিন মাস্টার, ঠিকানা : গ্রাম : সুজাতপুর, ডাকঘর : সুজাতপুর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫৮, পেশা : শিক্ষকতা, তারিখ : ৩০.১০.১১।

৫. হাবীবুল্লা পাঠান, পিতার নাম : হানিফ পাঠান, ঠিকানা : গ্রাম : বটেশ্বর, ডাকঘর : বটেশ্বর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী। তারিখ : ৩০.১০.১১।

www.pathagar.com

৬. মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম, স্বামীর নাম : মৃত আঃ ছামাদ, গ্রাম : সুজাতপুর, ডাকঘর : সুজাতপুর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩০.১০.১১

৭. আব্দুর রহমান মোল্লা, বাবা : মৃত হাজী আব্দুল মজিদ মোল্লা, মা : মৃত আখেরুন নেসা, ঠিকানা : গ্রাম : নৌকাঘাটা, ডাকঘর : নৌকাঘাটা, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩০.১০.১১।

৮. আশালতা সাহা, স্বামী : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষক, ঠিকানা : গ্রাম : হেমেন্দ্র দাস রোড, পশ্চিম কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

৯. আমেনা খাতুন, স্বামীর নাম : মৃত ফুল মাহমুদ, মা : মৃত চিনিমা, বয়সঃ ৭৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানাঃ গ্রামঃ আমলাব, পোঃ আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৫.১২.১১।

১০. আব্দুল খালেক মেম্বার, বাবা : মৃত সওদাগর প্রধান , মা : পন্ডিতুননেসা, বয়স : ৭৫ , শিক্ষা : নিরক্ষর , পেশা : গৃহস্থ, ঠিকানা : গ্রাম : রাজবাড়ি, ডাকঘর : মরজাল, উপজেলাঃ রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৬.১২.১১।

১১. জগতুননেসা, স্বামী : সুরুজ মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৮.১২.১১।

১২. মোঃ সহিদ দেওয়ান, পিতার নাম : মো. সদুরুদ্দীন, ঠিকানা : গ্রাম : হরিনারায়নপুর, ডাকঘর : লখিপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম শ্রেণি, পেশা : কিস্‌সার গায়ক, তারিখ : ৩০.০৯.১২।

১৩. শিখা, স্বামীর নাম : মাসুদ ফকির, ঠিকানা : গ্রাম : কাউয়ারটেকী, ডাকঘর : পোড়াদিয়া, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৫.০৭.১১।

১৪. শরীফা, স্বামী : সুরুজ মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০৭.১২.১১।

১৫. সুমী ইসলাম, স্বামীর নাম : মনিরুল হাছান, গ্রাম : পাটুলী, ডাকঘরঃ ধলিরপাড়, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, তারিখ : ২৫.০৭.১১।

১৬. শরীফা, স্বামী : সুরুজ মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০৭.১২.১১।

১৭. ঐ।

১৮. নার্গিস সুলতানা, পেশা : শিক্ষকতা, সহকারী শিক্ষিকা, ধুকন্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেলাব, নরসিংদী। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, বিএড, বয়স : ৩৫, তারিখ : ০৩.০৮.১১।

১৯. মো. ফজলুল হক, পিতা : মৃত অলিবক্স মুন্সী, ঠিকানা : গ্রাম : মাধবদী, শেখেরচর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এ।

২০. ঐ।

২১. ঐ।

২২. ঐ।

২৩. ঐ।

www.pathagar.com

২৪. ঐ।
২৫. ঐ।
২৬. ঐ।
২৭. পিয়ারা বেগম, স্বামী : মৃত জবেদ আলী, মা : মৃত হোসনে আরা, বয়স : ৪৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : নলি ভরনি, ঠিকানা : গ্রাম : হাসানহাটা, ডাকঘর : ডাঙ্গাবাজার, উপজেলা : পলাশ, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।
২৮. মালেকা বানু, স্বামীর নাম : নূর আহমেদ, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০২.১২.১১।
২৯. শরিফুল হায়দার নিঝুম, পেশা : ছাত্র, ১০ম শ্রেণি, নরসিংদী আইডিয়াল স্কুল, বয়স : ১৫, ঠিকানা : গ্রাম : কাহেতেরগাঁও, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী। তারিখ : ০১.০৮.১১।
৩০. ঐ।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

১. বয়ন শিল্প

অতি প্রাচীনকাল থেকেই নরসিংদী অঞ্চল বয়ন শিল্পাঞ্চল হিসেবে প্রসিদ্ধ। তবে নরসিংদী জেলায় কিভাবে কাপড়ের ব্যবহার শুরু হয়েছিল তার সঠিক কোনো প্রমাণাদি তথ্যাকারে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের প্রাচীন সুবর্ণগ্রামে বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় তৈরি হতো। সুবর্ণগ্রাম বলতে পরবর্তীকালে সোনারগাঁ সরকারের অধীন মহেশ্বরদী পরগণার উত্তরাঞ্চল, বর্তমান সময়ের নরসিংদী জেলার রায়পুরা, বেলাব, শিবপুর ও মনোহরদী উপজেলাকে বোঝাত। সেসময়ে মহেশ্বরদী পরগণার তথা নরসিংদী জেলার বিভিন্ন গ্রামে মসলিন তৈরি হতো।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নরসিংদীতে কাপড়ের ব্যবহার শুরু হয়। বেলাব উপজেলার উয়ারী বটেশ্বর, রায়পুরা ও শিবপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে প্রস্তর যুগ থেকে নরসিংদীতে মানব বসতি ছিল। অনুমান করা হচ্ছে, এই সময়কালে মানুষ তালপাতা বা এ ধরনের কোনো পাতার সাহায্যে কাপড় জাতীয় কিছু তৈরি করে অথবা মৃত পশুর চামড়া রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করত।

তাম্র বা নব্য প্রস্তরযুগে নরসিংদীতে সুতার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৬শ বছর পূর্বে পাথরের গুটিকায় (পুঁতি) তৈরি মালাগুলো ছিল এক ধরনের সুতায় গাঁথা। এই সুতা কার্পাস তুলা থেকে তৈরি ছিল। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনপ্রাপ্ত পাথরের তৈরি রক্ষাকবজ থেকেও বোঝা যায়, রোগবালাই থেকে রক্ষা পেতে তখনকার মানুষ এটি গলায় পরিধান করত। এ থেকেও ধরে নেয়া যেতে পারে, নব্যপ্রস্তর যুগে নরসিংদীর প্রাচীন ভূমি রায়পুরা, বেলাব, শিবপুরে সুতার প্রচলন বা ব্যবহার ছিল। ফলে তাম্রযুগ থেকে এ এলাকায় কাপড়ের ব্যবহার শুরু হয়। এ কাপড় কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হতো তার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে ফোকলোর গবেষক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান বলেন, বস্ত্র তৈরির অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে আর্দ্র আবহাওয়া। নরসিংদী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদী প্রবাহের বদৌলতে প্রাচীনকাল থেকে নরসিংদী অঞ্চল ছিল কাপড় উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান।

হস্তচালিত তাঁতকলের যাত্রা

নরসিংদীতে হস্তচালিত তাঁতকলের আবিষ্কার বা তাঁত বস্ত্র কোন সময় থেকে বুনন শুরু হয়েছে এর কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। প্রবীণ তাঁতীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে

www.pathagar.com

জানা যায়, মোগল আমল থেকে এ অঞ্চলে ঠকঠকি তাঁতে কাপড় বুনন শুরু হয়। নরসিংদীর রায়পুরা, বেলাব উপজেলা বস্ত্র উৎপাদনের সুতিকাগার হলেও বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতকলের অস্তিত্ব নেই এসব অঞ্চলে। মনোহরদী, শিবপুর উপজেলায়ও তাঁত শিল্পের অস্তিত্ব নেই। বর্তমানের নরসিংদী সদর উপজেলার শিলমান্দি ইউনিয়নের শেখেরচর, বাবুরহাট, গণেরগাঁও, বানিয়াদি, বালুসাই, মইষাসুর, চান্দেরপাড়া, গদারচর, নুরালীপুর, কাঁঠালিয়া, বালুরচর, হাসেমের কান্দি, আটপাইকা, করিমপুর ইউনিয়নের রসুলপুর, মাধবদী ইউনিয়নের টাটাপাড়া, আলগী, আনন্দী, কান্দাপাড়া, উত্তর বিরামপুর প্রমুখ গ্রামে ঠকঠকি তাঁতকলের মাধ্যমে কাপড় বুনন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই তাঁতকল চালানোর সময় ঠকঠক শব্দ হতো বলে স্থানীয়ভাবে নামকরণ হয় ঠকঠকি তাঁত। কোমর (মাজা) পর্যন্ত গর্ত করে এই কল স্থাপন করে কাপড় বুনন করা হতো। কোন সময় থেকে তাঁতকলের মাধ্যমে কাপড় উৎপাদন শুরু হয় এর কোনো লিখিত প্রমাণাদি নেই। তবে জানা যায়, নরসিংদী এলাকায় প্রথম কাপড় তৈরির কৃতিত্ব যুগি সম্প্রদায়ের। যুগি বা নাথ সম্প্রদায়ের বর্তমান বংশধরদের কাছ থেকে জানা যায়, আনন্দীতে নাথবাড়িতে প্রথম অবস্থায় হাতে কাটা সুতা দিয়ে কাপড় তৈরির কাজ শুরু হয়। এই গ্রামের দাগুনাথের মা হাতে সুতা কাটত। তাকে অনুসরণ করে গ্রামের অনেক (নাথ সম্প্রদায়ের) নারী সুতা কাটতে শুরু করে। এ সুতা দিয়ে ঠকঠকি তাঁতের মাধ্যমে বস্ত্র বুনন শুরু হয়। ঐ সময়ের তৈরি কাপড়ে রঙের এতো চাকচিক্য ছিল না। স্বল্প পুঁজির তাঁতীরা হলুদ, মেহেদি, গাবের রস ও বিলেতি সাবান গোলা পানি আগুনে ফুটিয়ে হাতে কাটা সুতা রং করে কাপড় বুনত (সময়কাল ১৮০০-১৮৭৫)। মহাত্মা গান্ধীর বিলেতি পণ্য বর্জন আন্দোলনে হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণে। এর ফলে দেবনাথ সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়সহ মুসলিম সম্প্রদায় এর লোকেরাও এ পেশায় ঝুঁকে পড়ে। এ সময় সদর থানার আনন্দী গ্রামে 'আনন্দী ফ্রেন্ডস উইভিং ফ্যাক্টরি' নামে সমবায়ভিত্তিক তাঁতকলের কারখানা গড়ে ওঠে। এই ফ্যাক্টরির নেতৃত্বে ছিলেন আনন্দী গ্রামের মণীন্দ্র দেবনাথ, রামচন্দ্র দেবনাথ, দীনেশ দেবনাথ, আবু ছিদ্দীক, চান মোহন দাস ও মো. কুদ্দুছ আলী। শতাধিক হস্তচালিত তাঁতকল নিয়ে কারখানাটি চালু হয়েছিল। ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত হতো শাড়ি, লুঙ্গি ও সার্টিন। তৎকালীন সময় এই ফ্যাক্টরির তৈরি সার্টিন ছিল দেশখ্যাত।[১]

এর ফলে এ অঞ্চলে আদিকাল থেকে কাপড় উৎপাদনের কৃতিত্বের দাবিদার যুগি বা নাথ সম্প্রদায়।

নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী পৌরসভার উত্তর বিরামপুর গ্রামের সাদেকুর রহমান খোন্দকারের মতে, ব্রিটিশ শাসনামলে মহাত্মা গান্ধীর বিলেতি পণ্য বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বিরামপুরে তাঁত শিল্পের প্রসার হয়। হস্তচালিত তাঁতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ কাপড় বুনন করত। সেসময় প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে ৩০ থেকে ৪০টি তাঁত ছিল। মাধবদী ইউনিয়নের বিরামপুর, আনন্দী, আলগী, গদারচর, বাইনাদী, টাটাপাড়া, নয়াপাড়া, শিলমান্দি ইউনিয়নের শেখেরচর, গণারগাঁও, তুলসীপুর ইত্যাদি গ্রামগুলো তাঁত এলাকা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। যুগি সম্প্রদায়ের লোকেরা এ গ্রামে প্রথম তাঁত শিল্পের সূচনা করে।[২]

www.pathagar.com

নরসিংদীর মাধবদী এলাকায় তাঁত শিল্পের বিকাশের ফলেই ১৬শ শতাব্দীতে আনন্দীতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে গড়ে উঠেছিল 'আড়ং' নামের নদী–বন্দর। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ থেমে যাওয়ায় নদী–বন্দরটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুরু হয় নুরল্লাপুর হাটে কাপড় বেচাকেনা। পরবর্তীতে মাধবদীর জমিদার সতিপ্রসন্ন রায়গুপ্ত কাপড়ের হাট নিয়ে আসে মাধবদী বাজারে (মাধবদী বাবুর হাট)। শেখেরচর বাবুর হাটের জন্ম হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে। এ সময়টাতে তাঁতের কাপড়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাবুরহাটকে তখন প্রাচ্যের ম্যানচেষ্টার হিসেবে অভিহিত করা হতো।

নরসিংদী সদরের হাজীপুর ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের মো. ছানাউল্লাহ'র মতে, বাবুরহাটের পর রায়পুরার আমীরগঞ্জের হাসনাবাদ দ্বিতীয় হাট হিসাবে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান আমলে এই হাটের সুখ্যাতি থাকলেও বর্তমানে এই হাটের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নরসিংদীর হাট নরসিংদী সদরের নিমতলায় শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এখনও বসে। এখানে তাঁতে তৈরি কাপড় বিক্রি হয়। আগে ভোর রাত থেকে এই হাট শুরু হতো। বর্তমানে এই হাটে বেচাকেনা কমে গেছে।[৩]

পলাশ উপজেলার গ্রামগুলোতে বয়ন শিল্পের বিস্তার ঘটে। পলাশ উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় এই কল কুমোর তাঁত হিসেবেও পরিচিত। আধুনিক যুগে এই হস্তচালিত তাঁতকলের নাম দেয়া হয়েছে পিটলুম।

পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের হাসানহাটা, তালতলা, কেন্দাব গ্রাম বয়ন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে হাসানহাটা গ্রামে ১০টি তাঁতি পরিবারের বাস। তাঁতের সংখ্যা ৩০টি। ব্রিটিশ আমলে এখানে জাপানি তাঁতে সাদা ধুতি কাপড় তৈরি করা হতো। এই গ্রামের অধিবাসী তরমুজা সুন্দরী প্রথম তাঁত কল আনেন। তিনি ৮টি তাঁত দিয়ে এ এলাকায় বয়ন শিল্পের যাত্রা শুরু করেন। ছোট বোন পলাশ উপজেলার জয়নগর গ্রামের অধিবাসী হরকানির কাছে তিনি প্রথম তাঁত বুনন শেখেন। এই উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের তালতলা গ্রামে ৯০০ তাঁতি পরিবারের বাস। তাঁতের সংখ্যা ৪০০। দুইশত বছর আগে এ গ্রামে বয়ন শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। কেন্দাব গ্রামে ৭০০ তাঁতি পরিবারের বাস হলেও তাঁতের সংখ্যা ৩০০।[৪]

পলাশ উপজেলার জিনারদি ইউনিয়নের কুড়াইতলী, রাবান, ছয়দরিয়া, বরাব ইত্যাদি গ্রামে ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে বয়ন শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। সে সময়ে এখানে তাঁতকলে গামছা তৈরি হতো। ১৯৬০ সালের দিকে একরঙা তাঁতের শাড়িতে জমিনে বিভিন্ন নকশা তৈরি হতো। সে সময় কুড়াইতলীতে ১৫২, ছয়দরিয়ায় ১৩১, বরাব ৭০ এবং রাবানে ৭০টি তাঁতকল ছিল। ১৯৮০ সালের পর থেকে তাঁতকলের সংখ্যা কমতে থাকে। ছয়দরিয়া এবং রাবানে ১৯৯২ সালে, কুড়াইতলী এবং বরাবতে ১৯৯৮ সালে তাঁত শিল্পের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল পৌরসভার পাইকশা গ্রামে ব্রিটিশ আমলে বয়ন শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের পর এ অঞ্চলে তাঁত শিল্পের প্রসার হয়। কিন্তু এরশাদ সরকারের শাসনামলে এ

www.pathagar.com

এলাকায় তাঁতশিল্পের করুণ পরিণতি শুরু হয়। ভারতীয় প্রিন্টের শাড়ি তাঁতের বাজার দখল করে। তাঁতে তৈরি চিকন পাড়ের একরঙা দশ হাতা শাড়ি বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাহকরা ভারতীয় শাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে। শাড়িতে নিত্য নতুন ডিজাইন করতে না পারায় এ এলাকায় তাঁত শিল্প বন্ধ হয়ে যায়।[৫]

হস্তচালিত জাপানি তাঁতের যাত্রা

নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী ইউনিয়নের আনন্দী ও বিরামপুর গ্রামের নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরাই ছিল বস্ত্র উৎপাদনে অগ্রগামী। তাদের তৈরি শীতের চাদরের সুনামও ছিল যথেষ্ট। ইতিমধ্যে এলাকায় আমদানি হয় বিলেতি লোহার কল (হেটারশ্লিপ)। যুগি বা নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা লোহার কলের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দেশি কাঠ মিস্ত্রির সাহায্যে বিলেতি কলের আদলে তৈরি করেন অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের হস্তচালিত তাঁতকল। যা জাপানি তাঁতকল হিসাবে পরিচিত। এ সময় চৌধুরী এন্ড কোং ও চিত্তরঞ্জন নামের দু'টি কোম্পানি জাপানি তাঁতকল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করত। নরসিংদীতে হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের পথিকৃত হিসাবে পরিচিত যুগিরাই প্রথম তাঁতকলে উন্নতমানের কাপড় তৈরি করতে সংযোজন করেন ডবি ও জ্যাকার্ড। ব্রিটিশ আমলে নরসিংদীর পাঁচদোনা ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রামে জাপানি তাঁতে কাপড় বুনন হতো। পরবর্তীতে এলাকার আসকর আলী, কুদ্দুস আলী, রহমান, রৌশন আলী ভূঁইয়া প্রমুখ ব্যক্তি জাপানি তাঁতকল তৈরি করেন।[৬]

আধুনিক বস্ত্র শিল্পের জনক

নরসিংদী সদর থানার দক্ষিণাঞ্চলের আলগী গ্রামের পণ্ডিত বাড়ির কৃতী সন্তান স্কুল শিক্ষক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে একটি অকেজো বিলেতি কল দেখেন। প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয় নাথের মাধ্যমে তিনি বিলেতি কলটি কিনে আলগী গ্রামে আনেন। পরবর্তীকালে বিলেত থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ এনে তা বিলেতি কলে লাগিয়ে কাপড় বুননের কাজ শুরু করা হয়। বিলেতি এ কলের নাম হেটারশ্লিপ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের উৎসাহে বিলেতি কলে প্রথম মৃত্যুঞ্জয় নাথই কাপড় উৎপাদন শুরু করেন। তাঁতীদের অনুরোধে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য বিলেত থেকে হেটারশ্লিপ আমদানি করে তাদের কাছে বিক্রি করেন। ঠকঠকি তাঁতের পরিবর্তে ঘরে ঘরে আধুনিক বিলেতি কল জায়গা করে নেয়। সেসময় তাঁতীদের মুখে মুখে একটি প্রবাদ উচ্চারিত হতো–

আলগী গদাইচর
ঘরে ঘরে লোহার কল
বাপ পুতে বাইন্নায় কল
বউয়েরে কয় নলি ভর... ।[৭]

www.pathagar.com

নরসিংদী উপজেলার বর্তমান তাঁতের অবস্থান

হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে নরসিংদী সদরের শিলমান্দি ইউনিয়নের শেখেরচরে প্রায় ১ হাজার হস্তচালিত তাঁত রয়েছে। এ এলাকায় প্রায় ৫০টি তাঁতী পরিবার বাস করে। আমদিয়া ইউনিয়নের আমদিয়ায় ৭ থেকে ৮টি তাঁতী পরিবারের বাস হলেও তাঁতের সংখ্যা মাত্র ৩৬টি। মাধবদী ইউনিয়নে তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৪০০। এ এলাকায় তাঁতী পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ২০০ থেকে ২৫০ পরিবারের বাস। দিঘিরপাড় গ্রামে ৪টি তাঁতী পরিবারের বাস। তাঁতের সংখ্যা ৭০টি। অথচ পাকিস্তান আমলে এ গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ৩০ থেকে ৪০টি তাঁত ছিল। সেসময় হস্তচালিত তাঁতে গামছা, ওড়না তৈরি হতো। ২০০০ সাল থেকে শাড়ি থ্রিপিস তৈরি করা হয়। বিরামপুরে ১০টি তাঁতী পরিবারের বাস। তাঁতের সংখ্যা ২৫০টি। পাথরপাড়ায় ১টি তাঁতী পরিবারের বাস। তাঁতের সংখ্যা ৬টি। টাটাপাড়ায় প্রায় ২০টি তাঁতী পরিবারের বাস। যুগি সম্প্রদায়ের লোকেরা এ গ্রামে প্রথম বয়ন শিল্পের সূচনা করে। তাঁতের সংখ্যা ৮০টি। করিমপুর ইউনিয়নের রসুলপুরে প্রায় ২৭০টি তাঁত রয়েছে। তাঁতী পরিবারের সংখ্যা প্রায় হাতে গোণা। ২০টি তাঁতী পরিবারের বাস। অনেক তাঁতীর নিজস্ব তাঁত নেই। অন্যের তাঁতে কাজ করেন। ২০০৪ সালের আগ পর্যন্ত এখানে ৫০০ হস্তচালিত তাঁত ছিল। বর্তমানে এখানে ১০০ জাপানি তাঁতে জামদানি, জামদানি থ্রিপিস, ১০০ জাপানি তাঁতে কোটনামা, ফুলকলি এবং ৭০টি জাপানি তাঁতে কাতান শাড়ি তৈরি হয়। এই এলাকার অধিবাসী দারগ আলী মুনশীর ছেলে তোতা মুনশী পাকিস্তান আমলে প্রথম একটা জাপানি তাঁত দিয়ে কাপড় বুনন শুরু করেন। সেসময় এই তাঁতে তিনি সুতির শাড়ি তৈরি করতেন। বডা তাঁত দিয়েও তিনি সুতি কাপড় বুনতেন। তাঁর ছয় ভাই তার সঙ্গে কাপড় বুনন করত। তোতা মুনশীর কাছে বেদন মোল্লা, হাবিবুর রহমানসহ এলাকার শ'খানেক মানুষ বুননের কাজ শিখেন। পরবর্তীতে তোতা মুনশীর জাপানি তাঁতের সংখ্যা ৫০ এ দাঁড়ায়। দাদনে পেয়েছিলেন ১৫০টি তাঁতকল। এই তাঁতকলের মালিকদের তিনি সুতা, মজুরি এবং তাঁতকলের ভাড়া দিয়ে কাপড় তৈরি করাতেন।[৮]

এই গ্রামেরই আরেক অধিবাসী নজরুল ভূঁইয়া ১৯৮৮ সালে প্রথম এ গ্রামে জাপানি তাঁতে কাতান শাড়ি বুনন শুরু করেন। হাজীপুর ইউনিয়নের হাজীপুরে তাঁতী পরিবারের সংখ্যা ১টি। তাঁতের সংখ্যা ১০টি। শ্রীনগর থেকে মো. ছানাউল্লাহ ১৯৭৯ সালে হাজীপুর গ্রামে এসে তাঁত ব্যবসা শুরু করেন। নিমতলীতে সুতার ব্যবসা শুরু করায় তিনি হাজীপুরে বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি ৩০টি পাওয়ারলুম কিনে থান কাপড় তৈরি করেন। ১৯৮৮ সালে বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ায় পাওয়ারলুমগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৯৯০ সালে তা বিক্রি করে ২৫টি জাপানি তাঁত কিনে নতুন করে তাঁত ব্যবসা শুরু করেন। এ গ্রামে ১৯৯০ সালে তিনি প্রথম জাপানি তাঁতে কাতান শাড়ি বুনন শুরু করেন। পাঁচদোনা ইউনিয়নের চৈতাব গ্রামে ১টি তাঁতী পরিবারের বাস। তাঁতের সংখ্যা ২৮। পাকিস্তান আমলে এ গ্রামে বিভিন্ন পাড়ের একরঙা শাড়ি তৈরি হতো। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে সেসময় তাঁত ছিল। ১৯৮৮ সালের বন্যার আগে ৫০০ তাঁত ছিল এ গ্রামে। ১৯৯০ সাল থেকে এ এলাকায় গামছা বুনন শুরু হয়। বড়টেক গ্রামে ৫ থেকে ৬টি তাঁতী পরিবারের বাস। তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৫০টি। পাঁচদোনার বাইনাদিতে তাঁতের সংখ্যা মাত্র ১টিও এখানে

www.pathagar.com

১টি তাঁতী পরিবারের বাস। চরমাহমুদপুর গ্রামে ৭টি তাঁতী পরিবারের বাস। তাঁতের সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০টি। স্বাধীনতার আগে এ অঞ্চলে ১০০'র মতো জাপানি তাঁত ছিল। সেসময়ে এসব তাঁতে লুঙ্গি বুনন করা হতো। এখন গামছা তৈরি করা হয়। খিদিরপুর গ্রামে ৮ থেকে ১০টি তাঁতী পরিবারের বাস। ব্রিটিশ আমলে এ গ্রামে জাপানি তাঁতে লুঙ্গি বুনন হতো। পাকিস্তান আমলেও এখানে ২০০ তাঁত ছিল। সেসময় এসব তাঁতে আনোয়ারের শাটিং শুটিং, খাদি কাপড়, শাড়ি, শীতের চাদর, ছোটদের লুঙ্গি তৈরি হতো। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে তাঁতকলের সংখ্যা বেড়ে ৩০০ তে দাঁড়ায়। এরশাদ সরকারের শাসনামলে সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় তাঁতকলের সংখ্যা কমতে থাকে। বর্তমানে ৫০টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৭ সালে এসব তাঁতে গামছা তৈরি শুরু হয়।[৯]

নরসিংদী উপজেলার তাঁত বস্ত্রের বিবরণ

নরসিংদী সদর উপজেলার শিলমান্দি ইউনিয়নের শেখেরচর, বাবুরহাটের তাঁতীরা উত্তরীয়, থ্রিপিস, মাধবদী ইউনিয়নের টাটাপাড়ায় শাল, পাথরপাড়ায় গামছা, উত্তর বিরামপুরে তাগা, শাল, ফতুয়া, থ্রিপিস, পাঞ্জাবি, দিঘিরপাড়ে সাদা কাপড় ও থ্রিপিস তৈরি হয়। হাজীপুরে কাতান শাড়ি, রসুলপুরে জামদানি, কাতান, কোটনামা, ফুলকলি শাড়ি, থ্রিপিস তৈরি হয়। পাঁচদোনা ইউনিয়নের চৈতাব গ্রামে গামছা, বড়টেকে গামছা, খিদিরপুরে গামছা, বাইনাদিতে গামছা তৈরি হয়।[১০]

হস্তচালিত তাঁতের অবস্থান (অতীতের তাঁত অঞ্চল)

নরসিংদী উপজেলা

ক্রমিক	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	তাঁত কল (সংখ্যায়)
১.	নরসিংদী	শিলমান্দি	শেখেরচর	১০০
২	নরসিংদী	মেহেরপাড়া		৫, ০০০
৩.	নরসিংদী	পাঁচদোনা	চরমাহমুদপুর	১০০
৪.	নরসিংদী	মেহেরপাড়া		৫,০০০
৫.	নরসিংদী	শিলমান্দি	গণেরগাঁও	৫০০

তথ্যসূত্র : সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে

নরসিংদী উপজেলার খিদিরপুর গ্রামে চরকা দিয়ে সুতা ভরছে হেলেনা বিবি

www.pathagar.com

হস্তচালিত তাঁতের অবস্থান (বর্তমান তাঁত অঞ্চল)
নরসিংদী উপজেলা

উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	তাঁতকল (সংখ্যায়)	তাঁতী পরিবার (সংখ্যায়)	তাঁত বস্ত্র
নরসিংদী সদর	শিলমান্দি	শেখেরচর	১,২০০	৫০	উত্তরীয়, থ্রিপিস
নরসিংদী সদর	আমদিয়া	আমদিয়া	৩৬	৭/৮	শাল, থ্রিপিস, সালোয়ার কামিজ
নরসিংদী সদর	মাধবদী	টাটাপাড়া	৭৬	০৩	শাল
নরসিংদী সদর	মাধবদী	দিঘিরপাড়	৭০	০৪	থ্রিপিস, সাদা কাপড়
নরসিংদী সদর	মাধবদী	উত্তর বিরামপুর	২৫০	১০	তাগা, শাল, ফতুয়া, থ্রিপিস, পাঞ্জাবি
নরসিংদী সদর	মেহেরপাড়া	পাথরপাড়া	০৬	০১	গামছা
নরসিংদী সদর	পাঁচদোনা	চৈতাব	২৮	০১	গামছা
নরসিংদী সদর	পাঁচদোনা	বড়টেক	৫০	৫/৬	গামছা
নরসিংদী সদর	পাঁচদোনা	চর মাহমুদপুর	৪০/৫০	০৭	গামছা
নরসিংদী সদর	পাঁচদোনা	বাইনাদি	০১	০১	গামছা
নরসিংদী সদর	পাঁচদোনা	খিদিরপুর	৫০	৮/১০	গামছা
নরসিংদী সদর	করিমপুর	রসুলপুর	২৭০	২০	জামদানি, কাতান, কোটনামা, ফুলকলি শাড়ি, থ্রিপিস
নরসিংদী সদর	হাজীপুর	হাজীপুর	১০	০১	কাতান
নরসিংদী সদর	মাধবদী	নয়াপাড়া	১১	০২	শাল

১১

তথ্যসূত্র : সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে

পলাশ উপজেলার তাঁত বস্ত্রের বিবরণ

পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের হাসানহাটা গ্রামে মোটা সুতার তৈরি জাজিম, তোষক, পর্দার কাপড় তৈরি হয়। তালতলা গ্রামে ৫/৬ হাতের বিছানার চাদর, লেপের

www.pathagar.com

কাপড়, সোফার কাভারের কাপড় তৈরি হয়। কেন্দাব গ্রামে বিছানার চাদর, তোষকের কাপড় তৈরি হয়।

হস্তচালিত তাঁতের অবস্থান (অতীতের তাঁত অঞ্চল)
পলাশ উপজেলা

ক্রমিক	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	তাঁত কল (সংখ্যায়)
১.	পলাশ	ডাঙ্গা	হাসানহাটা	১০০
২.	পলাশ	ডাঙ্গা	তালতলা	৪০০
৩.	পলাশ	ডাঙ্গা	কেন্দাব	৫০০
৪.	পলাশ	জিনারদি	কুড়াইতলী	১৫২
৫.	পলাশ	জিনারদি	রাবান	৭০
৬.	পলাশ	জিনারদি	ছয়দরিয়া	১৩১
৭.	পলাশ	জিনারদি	বরাব	৭০

১২

তথ্যসূত্র : সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

হস্তচালিত তাঁতের অবস্থান (বর্তমান তাঁত অঞ্চল)
পলাশ উপজেলা

ক্রমিক	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	তাঁত কল (সংখ্যায়)	তাঁতী পরিবার (সংখ্যায়)	তাঁত বস্ত্র
১.	পলাশ	ডাঙ্গা	হাসানহাটা	৩০	১০	তোশক, পর্দার কাপড়
২.	পলাশ	ডাঙ্গা	তালতলা	৪০০	৯০০	৫/৬ হাতের বিছানার চাদর, জাজিম, সোফার কাপড়
৩.	পলাশ	ডাঙ্গা	কেন্দাব	৩০০	৭০০	পর্দা, লেপের কাপড়

১৩

তথ্যসূত্র : সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে

বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত হাতিয়ার

হস্তচালিত তাঁত দু'ধরনের। একটি ঠকঠকি তাঁত বা কুমোর তাঁত। দ্বিতীয়টি জাপানি তাঁত। নরসিংদী উপজেলায় এখনও জাপানি তাঁতের ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া জ্যাকেট, সুতার বিম, টানা ব, সিলট, সানা, নরদ, মাকু, চরকা ইত্যাদি লোক প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

www.pathagar.com

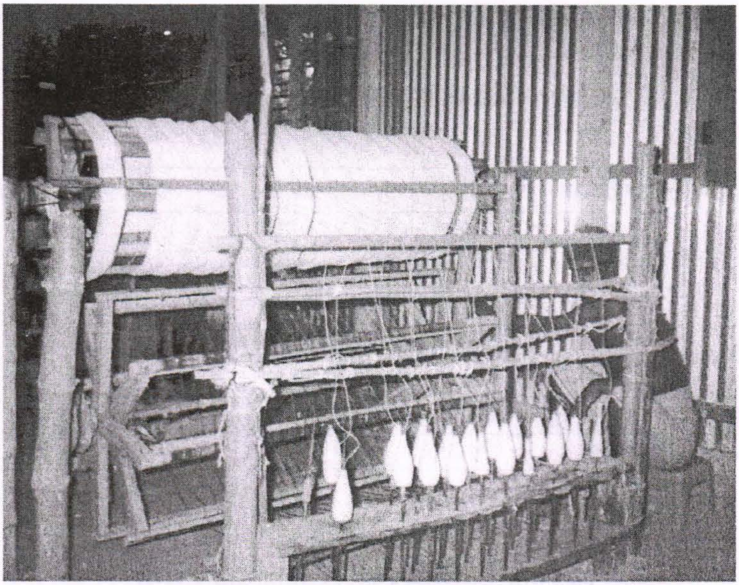

ডামে সুতা ভরায় রত একজন

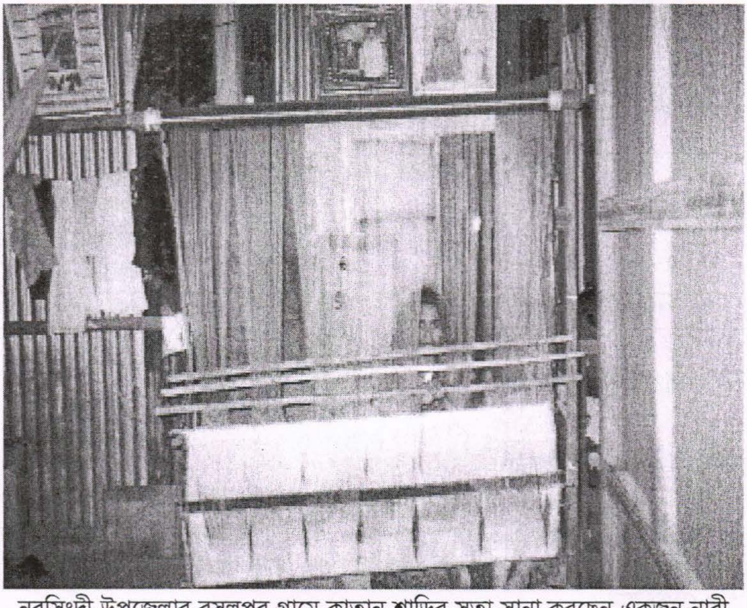

নরসিংদী উপজেলার রসুলপুর গ্রামে কাতান শাড়ির সুতা সানা করছেন একজন নারী

www.pathagar.com

নরসিংদী উপজেলার দিঘিরপুর গ্রামে ডামের মাধ্যমে সুতা বিম করছে কামাল হোসেন

নরসিংদী উপজেলার দিঘিরপাড় গ্রামে থ্রি-পিসের কাপড় বুনছেন একজন কারিগর

www.pathagar.com

পলাশ উপজেলার হাসানহাটা গ্রামের পিয়ারা বেগম চরকায় সুতা ভরছেন

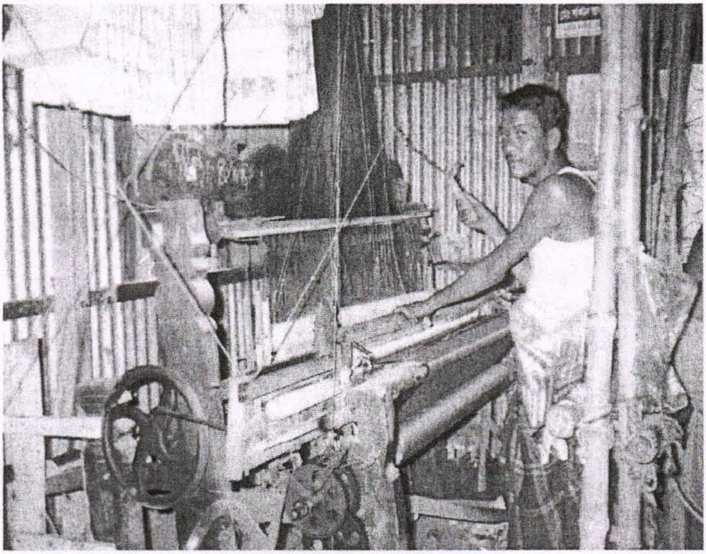

নরসিংদী উপজেলার রসুলপুর গ্রামে কাতান শাড়ি বুনছেন মো. জাকির হোসেন

www.pathagar.com

নির্মাণ প্রক্রিয়ার বিবরণ

সুতা ভরনি নারী চরকার মাধ্যমে নলিতে সুতা ভরে। ডাম মাস্টার টানায় সুতা টানা দেয়। ডয়ারম্যান টানা ব'তে সুতা নেয়। কারিগর জাপানি তাঁতে শাল, গামছা, পাঞ্জাবির কাপড়, কাতান, কোটনামা, জামদানি শাড়ি, থ্রিপিস, ওড়না, শার্ট পিস তৈরি করে।

বিছানার চাদর বুনছেন একজন কারিগর

সুতা রং করার প্রক্রিয়াজাতকরণ

বয়নশিল্পের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই পারদর্শী। তবে বয়নের কাজটি পুরুষরাই বেশি করে থাকে। এক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা কম। সুতা রং করা, মাড় দেয়া (পাইরি করা), নাড়ানো, শুকানো, চরকার মাধ্যমে নলিতে সুতা ভরা ইত্যাদি কাজগুলো নারীরাই করে থাকেন।[১৪]

নরসিংদীর পাঁচদোনা ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রামের মো. মাসুদ ভূঁইয়ার মতে, সুতা রং করার আগে সুতা পানিতে সিডা মিশিয়ে দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর বাইরাইতে হয়। কাঠের উপর সুতা রেখে পা দিয়ে মাড়াতে হয়। একটি পাত্রে অল্প এসিড, সোডা, কস্টিক, রঙের পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে রং গুলে ভেজানো সুতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রং করা হয়। এরপর আতপ চালের গুঁড়া অথবা ময়দা দিয়ে মাড় তৈরি করে তার মধ্যে সুতা চুবিয়ে তুলে নিংড়ে শুকাতে হয়। শুকানোর পর চরকির মাধ্যমে এই সুতা নলিতে ভরা হয়।[১৫]

নরসিংদীর পাথরপাড়া গ্রামের রোকেয়া বেগম বলেন, তিনিও একই পদ্ধতিতে সুতা রং, নাড়ানো, শুকানো, নলিতে সুতা ভরার কাজ করতেন। এটি ছিল তাঁতী পরিবারের

www.pathagar.com

নারীদের নিত্যদিনের কাজের মধ্যে একটি কাজ। দিনে দুই বান্ডিতে ১০০ নলি সুতা ভরতে পারেন তারা।[১৬]

নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলায় তাঁতকলে কাপড় বুননে কেনা সুতা ব্যবহার করা হলেও এখনো অনেক তাঁতী নিজেই সুতা রং করে থাকে।

পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের হাসানহাটা, তালতলা গ্রামের তাঁতীরা মোটা সুতা বাড়িতেই রং করে থাকে। বাজার থেকে কাঁচা-পাকা রং কিনে সুতা রং করা হয়।

পলাশ উপজেলার হাসানহাটা গ্রামের পেয়ারা বেগম এর মতে, পাতিলে পানি আর রং মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে সাদা সুতা ছেড়ে ঘন্টাখানেক রাখতে হয়। আতপ চালের গুঁড়া পানিতে গুলিয়ে সিদ্ধ করে মাড় তৈরি করা হয়। পাতিল থেকে সুতা তুলে পানি নিংড়ে মাড়ে দিয়ে ভালো করে ডলতে হয়। সুতায় মাড় লেগে গেলে তা তুলে নিংড়ে বাঁশে মেলে রোদে শুকানো হয়। সুতা ভালো শুকালে চরকার মাধ্যমে নলিতে ভরা হয়।[১৭]

তাঁত কাপড়ে অলংকরণ

তাগা, থ্রিপিস, ওড়নার ডিজাইন

তাগা, থ্রিপিস, ওড়নায় রুইতুন, কাঁথা, ঝুমকা, ইসকা, চেইন, বেলবেট, শিকল, বেঁকি, তেরসি, বল, জ্যাকেট, কোটা চেক, স্ট্রাইপ ইত্যাদি ডিজাইন করা হয়।

বিছানার চাদর, জাজিম, তোশক, পর্দার ডিজাইন

জাজিম, তোশক, পর্দার কাপড়ের ডিজাইনে এম এস, সেঞ্চুরি কালার, গ্রামীণ চেক, চুরানব্বই কালার, বস্তন্তী, বাংলা লিংক, গেরে, প্লেন ইত্যাদি ডিজাইন করা হয়।

গামছার ডিজাইন

গামছার ডিজাইনে চেক এবং রঙের কারিশমা রয়েছে। গ্রামীণ খত, হলুদ খত, সবুজ খত, লাল খত ইত্যাদি ডিজাইন করা হয়।[১৮]

শাড়ির ডিজাইন

জামদানিতে বিভিন্ন ধরনের ফুল, তাঞ্জি ডিজাইনে লতাপাতা, মহারাণী শাড়িতে শাপলা, গোলাপ ফুল, লতাপাতা, স্বর্ণ কাতানে আম, পুঁতি ডিজাইন করা হয়।

গামছার আকৃতি

গামছা দৈর্ঘে আড়াই হাত প্রস্থে এক হাত, দৈর্ঘে চার হাত প্রস্থ দুই হাত, এবং দৈর্ঘে তিন হাত প্রস্থ দেড় হাতের গামছা তৈরি হয়।

কাপড় তৈরিতে সুতার ব্যবহার

কাতান ও জামদানিতে পলিস্টার ৭৫ এবং পলিস্টার ১৫০ সুতা ব্যবহার করা হয়। গামছায় ১০, ৩০, ৩২, ৪০, ৬০ ক্রাউনের সাদা সুতা রং করে ব্যবহার করা হয়। থ্রিপিসে ৮৪, তুস সুতা ব্যবহার করা হয়। শালে ৪২/২, ৩২/২, ২০/২ ক্রাউনের সুতাসহ সুতা বিসকস ব্যবহার করা হয়। তাগা, পাঞ্জাবি, থ্রিপিসে ২০/২, ৪০/১, ৬০/১, ৬০/২, ৮০/১, ৮০/২ ক্রাউনের সুতা ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

বয়ন শিল্পীর পরিচয়
সাদেকুর রহমান খোন্দকার
উদ্যোক্তা, বয়ন শিল্পী

নরসিংদী সদরের উত্তর বিরামপুর গ্রামের সাদেকুর রহমান খোন্দকার একজন বয়ন শিল্পী এবং উদ্যোক্তা। তার বয়স এখন ৭৮। তাঁর বাবা আব্দুল সবুর খোন্দকার তাঁত পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনিই প্রথম তাঁত শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। কিন্তু তার ভাইবোনেরা এই পেশায় আসেননি। তিনি ১৪/১৫ বছর বয়সে বিরামপুর গ্রামের বাসিন্দা মণীন্দ্রনাথের কাছে জাপানি তাঁতে কাজ শেখেন। কাজ শিখতে তার বছরখানেক সময় লাগে। কাজ শেখার পর সদুনাথ এবং মণীন্দ্র নাথের তাঁতকলেই তিনি পাঁচ টাকা বেতনে কারিগর হিসাবে কাজ করেন। দিনে আট থেকে নয় ঘন্টা কাজ করতেন।

সে সময়ে ভারতীয় মাড়োয়ারিরা উত্তর বিরামপুর গ্রামে এসে গ্রীষ্মকালে শাড়ি, একরঙা ধুতি এবং শীতকালে মোটা সুতা দিয়ে তৈরি শীতের চাদরের অর্ডার দিতেন; সেখানে সাদেকুর রহমান খোন্দকার দীর্ঘদিন কাজ করার পর ১৯৬৮ সালের দিকে দুটি জাপানি তাঁতকল দিয়ে তাঁত ব্যবসার যাত্রা শুরু করেন।

তিনি বলেন, আইউব খানের শাসনামলে ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে সাইক্লোন হয়। এ সময় শার্টের কাপড় তৈরি করে আট আনা-দশ আনা গজে বিক্রি করতাম। প্রতি পিস শাড়ি বিক্রি হতো তিন থেকে সাড়ে তিন টাকায়। ১৯৭১ সালের পর তাঁতের সংখ্যা বেড়ে যায়। এখন জাপানি তাঁতকলের সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০টি। নলিতে সুতা ভরা, সুতায় মাড় দেয়া (পাইরি করা), রোদে শুকানো, টানায় ডিজাইন করা, টানা হাটা, ডামে সুতা বিম করা ইত্যাদি কাজগুলোও একে একে তিনি শিখেন।

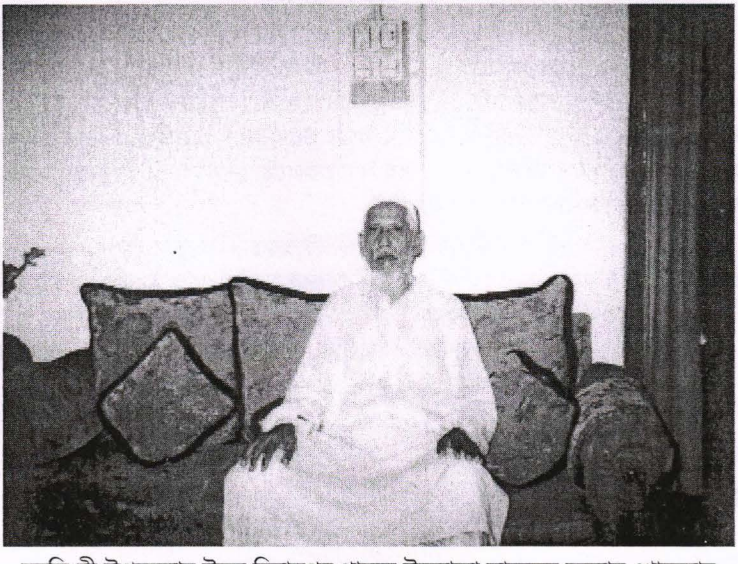

নরসিংদী উপজেলার উত্তর বিরামপুর গ্রামের উদ্যোক্তা সাদেকুর রহমান খোন্দকার

www.pathagar.com

সাদেকুর রহমান খোন্দকারের পাঁচ ছেলের মধ্যে তিন ছেলে এই পেশায় এসেছেন। তিন ছেলে মকবুল হোসেন, হারুন মিয়া, মোস্তাকিম তাকে সহযোগিতা করে। ১৯৯০ সাল থেকে তিনি আড়ং এ তাদের তৈরি কাপড় সরবরাহ করেন। যে মাল ত্রুটিযুক্ত হয় তা পাইকারি দামে মিরপুর, মোহাম্মদপুর ইত্যাদি মার্কেটে বিক্রি করেন।[১৯]

হাজী মুহম্মদ জসিমউদ্দিন

উদ্যোক্তা, বয়ন শিল্পী

নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলার শেখেরচর মধ্যপাড়ায় এক তাঁতী পরিবারের সন্তান হাজী মুহম্মদ জসিমউদ্দিন। তার বয়স এখন ৫৪ বছর। পৈত্রিক সূত্রেই পেশাগতভাবে তিনি বয়ন শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাজের দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ বয়ন শিল্পে সেরা ডিজাইনের জন্য ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৬ সালে পান আড়ং পুরস্কার।

হাজী মুহম্মদ জসিমউদ্দিনের মতে, ১৯৪৮ সালের দিকে তার বাবা হাজী মুহম্মদ ইন্নত আলী এবং সিরাজ নামে আরেক ব্যক্তি এ গ্রামে প্রথম বয়নশিল্পের যাত্রা শুরু করেন। তাঁর বাবা বারটি তাঁত এবং বারজন কারিগর নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের তৈরি পণ্য বিক্রি করা হতো বাবুরহাটে। এরপর থেকে তারা বংশ পরম্পরায় বয়নশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। বাবার কাছেই তার বয়ন শিল্পের হাতেখড়ি। সে সময় তাঁর বাবা জাপানি তাঁতে কাপড় বুনতেন। পরবর্তীতে তারা পাঁচ ভাই বয়ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। অন্য ভাইদের মধ্যে নুরুল ইসলাম, সফি মুহম্মদ, সাফিউদ্দিন, বাহাউদ্দিনও বয়ন শিল্প পেশার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

বয়ন শিল্পের সূচনাকালে তার বাবা দশ হাতের এক রঙা শাড়ি ও লুঙ্গি তৈরি করতেন। তার সময়ে কাপড়ের ডিজাইন, মানের উন্নতি হয়েছে। বড় সন্তান হিসাবে ১৯৭৬ সালে বাবা তাকে তাঁতের কারখানাটি হস্তান্তর করেন। বাবার দেয়া ১২টি তাঁত এবং ৪টি চরকা নিয়ে তিনি নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেন। ভাইদের তাঁত চালনা থেকে আরম্ভ করে কাপড়ে নকশা করা সবই হাতেকলমে শেখান। ভাইয়েরা নিজেরা এখন আলাদা তাঁত কারখানা গড়ে তুলেছেন।

হাজী মুহম্মদ জসিমউদ্দিনের নিজের ৮০টি হস্তচালিত তাঁত ছিল। কিন্তু হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদন কম, সময় বেশি এবং কারিগরের মজুরি বেশি হওয়ায় ২০টি হস্তচালিত তাঁত রেখে বাকিগুলো বিক্রি করে দেন। হস্তচালিত তাঁতে সুতির কাপড় ও উত্তরীয় তৈরি করা হয়। বেশি উৎপাদনের জন্য তিনি পাওয়ারলুমের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। তাঁর চার ছেলে তিন মেয়ে। ছেলেমেয়েরা কেউ এ পেশায় আসেনি।[২০]

মো. ছানাউল্লাহ

উদ্যোক্তা, বয়ন শিল্পী

মো. ছানাউল্লাহ একজন উদ্যোক্তা এবং বয়ন শিল্পী। তাঁর বয়স এখন ৭৭ বছর। শ্রীনগর থেকে মো. ছানাউল্লাহ ১৯৭৯ সালে হাজীপুর গ্রামে এসে তাঁত ব্যবসা শুরু

www.pathagar.com

করেন। নিমতলীতে সুতার ব্যবসা শুরু করায় তিনি হাজীপুরে বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি ৩০টি পাওয়ারলুম কিনে থান কাপড় তৈরি করেন। ১৯৮৮ সালে বন্যার পানিতে ডুবে পাওয়ারলুমগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৯৯০ সালে তা বিক্রি করে ২৫টি জাপানি তাঁত কিনে নতুন করে তাঁত ব্যবসা শুরু করেন। এ গ্রামে ১৯৯০ সালে তিনি প্রথম জাপানি তাঁতে কাতান শাড়ি বুনন শুরু করেন।

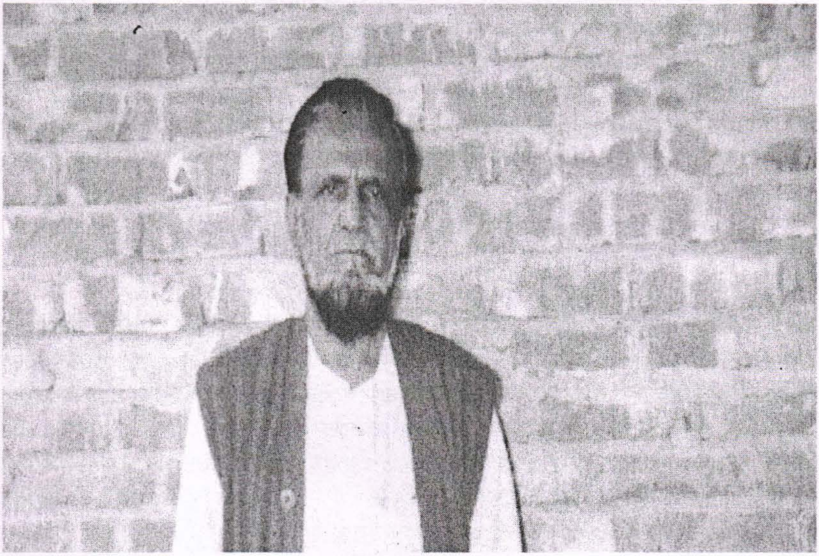

মো. ছানাউল্লাহ

মো. ছানাউল্লাহ'র পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের শ্রীনগর গ্রামে। পঁয়ষট্টি বছর আগে তিনি বার বছর বয়সে নরসিংদী উপজেলার পাইকারচর ইউনিয়নে বংগারচর গ্রামে কালাই শামসুর কাছে জাপানি তাঁতে কাপড় বুননের কাজ শেখেন। ওস্তাদের বাড়িতে চার-পাঁচমাস থেকে তিনি সুতি ধোপি কাপড় বুনন শেখেন। যদিও তার পূর্ব পুরুষরা এ পেশায় ছিলেন না। কাজ শিখে তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে এসে ৫০০ টাকা দিয়ে জাপানি তাঁতকল কিনেন। বাইন্যার কাছ থেকে ঋণে সুতা এনে কাপড় তৈরি করেন। ছোট ভাই শুক্কুর আলীকেও তিনি কাপড় বুনন শেখান। প্রথম দিকে নতুন হাত হওয়ায় উৎপাদন কম হয়। এর ফলে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। ব্যবসার এই অবস্থা দেখে তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার বাবার মৃত্যুর অল্পদিন আগে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায় লাভ হয়। এই লাভের টাকা দিয়ে ক্রমান্বয়ে ৫০ থেকে ৬০টি তাঁত কিনেন। কারিগর দিয়ে কাজ করাতেন। পরবর্তীতে দক্ষ কারিগরের অভাবে তাঁতগুলো বিক্রি করে দেন। বর্তমানে তাঁতের সংখ্যা ১০টিতে দাঁড়িয়েছে। হাজীপুরে জাপানি তাঁতের সংখ্যা বর্তমানে ১৮টি।[২১]

www.pathagar.com

সাদেক আলী মিয়া

কারিগর, শাল

সাদেক আলী মিয়া নরসিংদী সদরের মাধবদী ইউনিয়নের টাটাপাড়া গ্রামে বয়ন শিল্পের একজন কারিগর হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। তার বয়স ৫১।

তিনি মাধবদীর আনন্দী গ্রামের বাসিন্দা নিকুঞ্জ সাহার কাছে বয়ন শিল্পের কাজ শেখেন। তিনি তার প্রতিবেশীর মাধ্যমে সংবাদ পান নিকুঞ্জ সাহা ভারতের রানাঘাটের আশতলায় বসবাস করেন। সেখানে গিয়ে সাদেক আলী মিয়া নিকুঞ্জ সাহাকে খুঁজে বের করেন। নিকুঞ্জ সাহার কাছে তিনি তাঁতের শাড়ি বুনন শিখেন। দশ বছর সেখানে কাজ করেন। বুনন শিখতে তার খরচ পড়ে এক হাজার টাকা। পুরোপুরি কাজ শেখা হলে ১৯৮৪ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। শেখেরচর গ্রামের হাবিবর ও তার বড় ভাই রাজ্জাক মিয়ার মাধ্যমে শেখেরচরে কারিগর হিসেবে কাজ নেন। এখন মাধবদী ইউনিয়নের টাটাপাড়া গ্রামে জাপানি তাঁতে শাল বুননের কারিগর হিসেবে কাজ করেন।[২২]

সুলতান মিয়া

কারিগর, গামছা

সুলতান মিয়া একজন গামছার কারিগর। নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদরের পাঁচদোনা ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রামের বাসিন্দা। বয়স ৭০ বছর। ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সে তিনি চরকার মাধ্যমে নলিতে সুতা ভরার কাজ শেখেন। এক মাসে নলিতে সুতা ভরার মজুরি পান দশ টাকা। ৮ থেকে ১০ বছর নলিতে সুতা ভরার কাজটি করেন। এর ফাঁকে তাঁতকলে কাপড় বুননের কাজটি শিখতে থাকেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি কাপড় বুননের কারিগর হিসাবে কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকে তিনি লুঙ্গি বুনতেন। কারণ সেসময়ে এ গ্রামে লুঙ্গি বুনন হতো। লুঙ্গি বুনন বন্ধ হয়ে গামছা বুনন শুরু হয়। ১৯৯০ সাল থেকে তিনি গামছার কারিগর হিসেবে কাজ করছেন। চার পিস গামছা বিক্রি করেন ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায়।[২৩]

আব্দুল সামাদ মুন্সী

কারিগর, গামছা

নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলার মেহেরপাড়া ইউনিয়নের পাথরপাড়া গ্রামে এক তাঁতী পরিবারের সন্তান আব্দুল সামাদ মুন্সী। তাঁর বয়স আটষট্টি বছর। মাঝারি গড়ন। তাঁর বাবা ফৈজুদ্দিন ১৯৫২ সালের দিকে বাবুরহাট থেকে গামছার নমুনা সংগ্রহ করে গামছা তৈরি করেন। তাঁর বাবা দিঘিরপাড়ের জোরালদি মোল্লার কাছে গামছা তৈরি শিখেন। সে সময় ধোপারটেক নামক স্থানে জাপানি তাঁতকলে গামছা তৈরি হতো। তাঁর বাবা চার ভাইকে নিয়ে জাপানি তাঁতকলে গামছা তৈরি করতেন। বাবার কাছে আব্দুল সামাদ মুন্সী ও আব্দুল হেকিম গামছা তৈরি শিখেন। সে সময় তাদের বাড়িতে ছয়টি তাঁতকলে গামছা তৈরি হতো। তাঁর বাবা, চাচারা এবং তিনি সকলেই গামছা তৈরি করতেন। পরবর্তীতে তার বাবা টানা করতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ভাইয়ের

www.pathagar.com

ছেলেরাও গামছা তৈরি করা শুরু করেন। এখন তিনি টানা করেন। সেসময় দুই হাত, তিন হাত, চার হাত, সাড়ে চার হাত এবং পৌণে পাঁচ হাতের গামছা তৈরি হতো। এখন গামছায় সুতি ১০, ৩০, ৩২, ৪০, ৬০ ক্রাউনের সুতা ব্যবহার করা হয়। তবে গামছার জন্য ৩২ ক্রাউনের সুতা সবচেয়ে ভালো।[২৪]

নজরুল ভূঁইয়া

অলংকরণ মাস্টার

নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলার রসুলপুর গ্রামের অধিবাসী নজরুল ভূঁইয়া একজন অলংকরণ মাস্টার। তার বাবা হাসান আলী ভূঁইয়া ছিলেন গৃহস্থ। গৃহস্থ পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি শাড়ির অলংকরণের কাজটি শেখেন। নজরুল ভূঁইয়ার বয়স এখন ৬৫।

১৯৭০-৭১ সালের দিকে তিনি ঢাকার মিরপুরের ১১ নম্বর সেক্টরে বেড়াতে এসেছিলেন। এখানে তিনি বিহারিদের জ্যাকেটে নকশা তৈরি করতে দেখেন। এই কাজ করতে দেখে কাজটি শেখার প্রতি তার আগ্রহ জন্মে। কিন্তু তিনি বাঙালি হওয়ায় কাজটি তারা শেখাতে চায়নি। পরে তাদের সঙ্গে তার আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। তার আন্তরিকতায় তুষ্ট হয়ে আইউব মাস্টার জ্যাকেটের নকশা তৈরির কাজটি শেখাতে রাজি হন। জ্যাকেটের নকশা তৈরির কাজটি শিখতে তার ছয়মাস সময় লাগে[২৫]

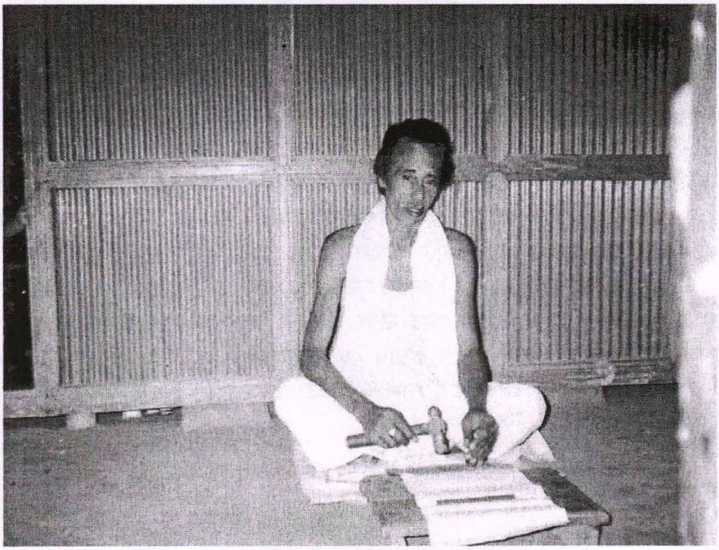

নরসিংদী উপজেলার রসুলপুর গ্রামে জ্যাকেটে নকশা তৈরি করছেন নজরুল ভূঁইয়া

পাশাপাশি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি দু'টি জাপানি তাঁত কিনে কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথম ১৯৮৮ সালে রসুলপুর গ্রামে জাপানি তাঁতে কাতান

www.pathagar.com

শাড়ি বুনন শুরু করেন। সে সঙ্গে এলাকার তাঁতিদের মাঝে কাতান শাড়ির নকশা ছড়িয়ে দেন। প্রথমদিকে তিনি জ্যাকেটে তাঞ্জি, ব্রকেট শাড়ির ডিজাইনে গোলাপ ফুল, লতাপাতা নকশা করতেন। মহারানি শাড়িতে শাপলা ফুল, লতাপাতা, স্বর্ণকাতানে আম, পুঁতি ডিজাইন, জামদানি শাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ফুল, টাইটানিক শাড়িতে বড় দুল, ছোট ছোট পুঁতি, গলার হার, কানের দুলের নকশা করতেন।

জ্যাকেটে নকশা তৈরির কাজটি তিনি তার বড় ছেলে মিলন মিয়াকে শিখিয়েছেন। মিলন মিয়া কাতান শাড়ি বুননের পাশাপাশি জ্যাকেটে নকশা তৈরির কাজটিও করেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তার স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ চরকার মাধ্যমে নলিতে সুতা ভরা, সানা, টানা ইত্যাদি কাজগুলো করে থাকেন। নিজের তাঁতেই তিনি জ্যাকেটের নকশা ব্যবহার করেন। অন্যত্র বিক্রি করেন না। আগে ৩০টি জাপানি তাঁত ছিল। বাজার মন্দার কারণে বেশিরভাগ তাঁতকলই বিক্রি করে দেন। বর্তমানে তাঁর তাঁতের সংখ্যা ৭টি। তাঁর তৈরি কাতান শাড়ি মিরপুর বেনারসি পল্লিতে বিক্রি করেন। মিরপুর বেনারসি পল্লিতে তার তৈরি শাড়ির বাজার সৃষ্টি হওয়ায় মিরপুর এলাকার বিহারি তাঁতিরা বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে ২০১১ সালে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি বেঁচে যান।

আনসার আলী

ডাম মাস্টার

নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলার রসুলপুর গ্রামের অধিবাসী আনসার আলী একজন ডাম মাস্টার। বাবা হাবিবুর রহমান ছিলেন গৃহস্থ। আনসার আলীর বয়স এখন ৫৫। মাত্র ১০/১২ বছর বয়সে তিনি ফুফাতো ভাই সিরাজ হাজীর কাছে ডামের মাধ্যমে সুতা বিম করার কাজটি শেখেন। কাজ শিখতে সময় লেগেছে তার একমাস। এখনও তিনি ডামে সুতা প্যাঁচানোর কাজটি করেন। প্রতি বিম সুতা ভরে মজুরি পান ২৫০ টাকা। একদিনে তিনি দু থেকে তিনটা সুতা বিম করতে পারেন। একটা সুতা বিম করতে তার সময় লাগে দু থেকে চার ঘণ্টা। তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন মেজ ছেলে আনোয়ার এবং ছোট মেয়ে রত্না। ছেলেমেয়েরা তার কাছেই সুতা বিম করার কাজটি শিখেছেন। সুতা বিম করার পাশাপাশি তার বড় ছেলে আওলাদ জাপানি তাঁতে কাপড় তৈরি করেন।[২৬]

মো. মাতবর আলী

কারিগর, ওড়না, থ্রিপিস

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার পাইকশা গ্রামের তাঁতি পরিবারের সন্তান মো. মাতবর আলী। বয়স ৬৭ বছর। বিশ বছর বয়সে জেঠা কুদ্দুস আলীর ভাইয়ের কাছে তার বয়ন শিল্পের হাতেখড়ি। কাজ শিখতে মাসখানেক সময় লাগে তার। ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত তার তাঁতকলের সংখ্যা ছিল দুইটি। আর চরকা ছিল ১৫ থেকে

www.pathagar.com

১৬টি। ছোট ভাইয়েরাও কাজ শিখে তার সঙ্গে কাজ করতে থাকে। একাত্তরের পর সুতার দাম কম হওয়ায় তিনি কিছু সুতা কিনে রাখেন। মাস চারেক পর সুতার দাম বেড়ে যায়। সে সঙ্গে বেড়ে যায় কাপড়ের দাম। আগের কেনা সুতায় কাপড় তৈরি করায় কাপড়ে খরচ কম পড়ে। ফলে মুনাফা বেশি হয়। এই মুনাফার টাকা দিয়ে তিনি ৪০ থেকে ৪২টি তাঁত কল কেনেন। এদিকে চার ভাই মিলে কাজ করায় কারিগরও কম লাগত। মজুরির টাকাও সাশ্রয় হয়।[২৭]

কিন্তু এরশাদের শাসনামলে তাঁত শিল্পের করুণ পরিণতি শুরু হয়। ভারতীয় প্রিন্টের শাড়ি বাজার দখল করে। চিকন পাড়ের দশ হাতের এক রঙা শাড়ি বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী শাড়িতে নিত্যনতুন ডিজাইন করতে পারেননি। গ্রাহকরা ভারতীয় শাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে। শাড়িতে নিত্য নতুন ডিজাইন করতে না পারায় ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। অভাবের তাড়নায় একটা একটা করে ৪২টি তাঁত ছাব্বিশ বছর আগে বিক্রি করে দেন। এখন কারিগর হিসেবে নরসিংদী সদরের শিলমান্দি ইউনিয়নের শেখেরচর মধ্যপাড়ায় তাঁত কারখানায় কাজ করছেন। এখানে তিনি ওড়না তৈরি করেন। সপ্তাহে এক হাজার থেকে বার'শ টাকা মজুরি পান। চার ছেলেমেয়ের মধ্যে তার সেজ ছেলে এ কাজে উৎসাহী। সেজ ছেলে কাপড়ের নকশাও ভালো করে।

মো. নাজিমুদ্দিন

উদ্যোক্তা, জাজিমের কাপড়, পর্দা

পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের হাসানহাটা গ্রামের মো. নাজিমুদ্দিন এক তাঁতী পরিবারের সন্তান। তাঁর বয়স ৬৫ বছর। তিন পুরুষ ধরে তারা এ পেশায় জড়িত রয়েছেন। পাকিস্তানী শাসনামলে তাঁর বাবা জামালউদ্দিন একটি তাঁত দিয়ে হাসানহাটার নিজ বাড়িতে তোষকের কাপড় বুনন শুরু করেন। ছেলেবেলায় বাবার কাছেই তার বয়ন শিল্পের হাতেখড়ি। বর্তমানে তাঁর তাঁতের সংখ্যা চারটি। কাপড় বুনন, সুতা প্রক্রিয়াকরণ, সুতা টানা ব করা, চরকার মাধ্যমে নলিতে সুতা ভরা ইত্যাদি কাজগুলো তিনিই করেন। বর্তমানে তার ছেলে তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন। এখন তোষক, পর্দা, লেপের কাপড় বুনন করেন।[২৮]

সুফিয়া বেগম

নলিতে সুতা ভরনি

চরকার মাধ্যমে নলিতে সুতা ভরার কাজ করেন সুফিয়া বেগম। বয়স ৪০ বছর। তার বাবা ইনা মিয়ার ছয়টি তাঁতকল ছিল। ১০/১২ বছর বয়সে তিনি বাবার কাছে সুতা ভরনির কাজ শেখেন। মা ছয়টি তাঁতের সুতা নলিতে একা ভরতে পারতেন না। মাকে সহযোগিতার জন্য তারা দু'বোন সুতা ভরনির কাজ করতেন। বাবার কাছে টানা ব'র কাজটিও শেখেন তিনি। কিন্তু তা আর পরবর্তীতে চালিয়ে যাননি। বিয়ের পর শ্বশুরের

www.pathagar.com

তাঁতে সুতা ভরনির কাজ করেন। তাঁত ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় তার শ্বশুর তাঁতকলগুলো বিক্রি করে দেন। ফলে স্বামীও অন্যের তাঁতকলে কাজ নেয়। তিনিও অন্যত্র কাজ শুরু করেন। এখন তিনি নরসিংদীর মাধবদীর টাটাপাড়ায় একটি তাঁত কারখানায় নলিতে সুতা ভরনির কাজ করছেন।

সুফিয়ার মতে, একটা শাল বুননের সুতা ভরনিতে মজুরি পান দুই টাকা। থান কাপড়ে এক টাকা। প্রতি সপ্তাহে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা আয় করেন। তারা বংশ পরম্পরায় এর সঙ্গে জড়িত থাকলেও তার দু'ছেলে তিন মেয়ের কেউ এই কাজে উৎসাহী নয়। তারা লেখাপড়ায় মনোযোগী।[২৯]

২. মৃৎশিল্প

নরসিংদী জেলার মানুষের সাথে মাটির সম্পর্ক অনেক নিবিড়। জমি বা বিল থেকে মাটি সংগ্রহ করা, সেই মাটি কোদাল, পা দিয়ে পাড়িয়ে মসৃণ করা, দলা তৈরি করা। এরপর সাঁচে ফেলে হাড়ি পাতিল তৈরি করা, রং দেয়া, রোদে শুকানো এবং পইনে পোড়ানো। এভাবে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মৃৎশিল্পের। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত সামগ্রী থেকে শুরু করে পূজার বেদিতে রাখা মূর্তিতেও মৃৎশিল্পীরা তাদের শিল্প অভিজ্ঞতা রেখেছে।

নরসিংদী অঞ্চলের শিবপুরে মৃৎশিল্পের একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ছিল, যা এখন লুপ্ত প্রায়। ব্রিটিশ আমল থেকে এ অঞ্চলে মৃৎশিল্পের কাজ শুরু হয়।

শিবপুর উপজেলার কামরাব গ্রামের পাল পাড়ায় পাঁচশত বছর আগে এ গ্রামে মৃৎশিল্পের কাজ শুরু হয়। সেসময়ে ২০০ পরিবার মৃৎশিল্পের সাথে যুক্ত ছিল। বর্তমানে ১৮টি কুমার পরিবার এ শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে।

শিবপুরে জসরবাজার গ্রামের পালপাড়ায় পাকিস্তান আমলেও ২৫ থেকে ৩০টি যৌথ কুমার পরিবার মৃৎশিল্পের সাথে যুক্ত ছিল। বর্তমানে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার হয়ে গিয়েছে। এখন ১৫ থেকে ২০ টি একক পরিবার এ পেশায় যুক্ত রয়েছে। এ এলাকার মৃৎশিল্পীরা চাক ব্যবহার করে না।[৩০]

বেলাব উপজেলার সুটরিয়া, চন্দনপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের পাল পাড়ায় ব্রিটিশ আমল থেকেই মৃৎশিল্পের কাজ শুরু হয়। সাত পুরুষেরও বেশি সময় ধরে তারা এ পেশায় যুক্ত রয়েছে। সেসময় সুটরিয়ায় ৭০ থেকে ৮০ টি কুমার পরিবার এ পেশায় যুক্ত ছিল। বর্তমানে এখানে ১০০ পরিবারের বাস হলেও কাজ করে ৪০টি কুমার পরিবার। এ এলাকার ১৫ থেকে ২০ জন মৃৎশিল্পী চাক ব্যবহার করে। চন্দনপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে বর্তমানে আটটি পরিবার মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত। পূর্বে এখানে ৫০টি পরিবার এ পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। বর্তমানে এখানে মৃৎশিল্পীরা মৃৎশিল্পের কাজে চাক ব্যবহার না করলেও সেসময়ে চাক ব্যবহার করা হতো।[৩১]

www.pathagar.com

নির্মাণ প্রযুক্তি

শিবপুর উপজেলার জসর, কামরাব গ্রামের মৃৎশিল্পীরা চাকের ব্যবহার জানে না বললেই চলে। চাক ছাড়াই সাঁচের মাধ্যমে নারী মৃৎশিল্পীরা বড় কলসি, হাঁড়ি, পাতিল, ধুপতি, ব্যাংক, ছোট কলসি, মুচি, বড় পাতিল, খেলনার ঠুলি, সরা, ঝাঁঝর, তাওয়া, ভাপা পিঠার সাঁচ, নকশি পাতিল, ঘটি, মটকি, রাইঙ্গ (বড় মুখওয়ালা পাতিল), দইয়ের হাঁড়ি এক থেকে দশ কেজির, ছোট বড় ঘটি, টোপা, ঘট, শিশুদের হাঁড়ি পাতিল, বড় কলস, ছোট কলস, কলসি কাঁখে বধু, ধুপতি, মুচি, ঠুলি, বালতি, পেয়ালা, বাটি তৈরি করা হয়। কিছু কিছু তৈজসপত্রে রং তুলি দিয়ে নকশা করা হয়। কলসির নকশায় আকাশি, লাল, হলুদ, সাদা রং ব্যবহার করা হয়। শিবপুরের জসরবাজার গ্রামের মৃৎশিল্পীরা ছোট আকৃতির দইয়ের হাঁড়ি তৈরি করে।[৩২]

বেলাব উপজেলার সুটরিয়া গ্রামের এক মৃৎশিল্পী মাটি তৈরি করছেন

কামরাব গ্রামে অনেক বড় আকৃতির দইয়ের হাঁড়ি তৈরি করা হয়। মৃৎশিল্পে লোকায়ত নকশার মধ্যে দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য যেমন, ধানের ছড়া, ফুল. লতা-পাতা, ইত্যাদি নকশা প্রাধান্য পেয়েছে। এটি গ্রাম বাংলার নিজস্ব নকশা। ফুল, লতা-পাতা সুখ সমৃদ্ধি, ধানের ছড়া ঐশ্বর্য ও জীবন বিকাশের প্রতীক। হাঁড়ি, পাতিল,

www.pathagar.com

কলসি, ইত্যাদি দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী ছাড়াও ঘর সাজানোর শোপিস কলসি কাঁখে পুতুল, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, টিয়া, ঈগল, খরগোশ, গাছ, বানর, ছোট পাখি, ফুলসহ ফুলদানি, পুতুল (নারী ও পুরুষ), মাছ, ময়না পাখি, মোরগ, বড়-মাঝারি আকারের পুতুল ইত্যাদি চল্লিশ রকমের খেলনা তৈরি করে থাকে।[৩৩]

বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত মৃৎশিল্পের কাজ বন্ধ থাকে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে মৃৎশিল্পের কাজ শুরু হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে মৃৎশিল্পের তৈরি তৈজসপত্রে রং করা হয়। এরপর নরসিংদী জেলায় অনুষ্ঠিত মেলায় এগুলো বিক্রি করা হয়।[৩৪]

বেলাব উপজেলার মৃৎশিল্পে পুরুষ মৃৎশিল্পীরা চাক ব্যবহার করলেও নারী মৃৎশিল্পীরা চাক ব্যবহার করে না। তবে ব্রিটিশ আমলে প্রত্যেক পুরুষ মৃৎশিল্পীই চাক ব্যবহার করত। পূর্ব পুরুষেরা মৃৎশিল্প তৈরিতে চাক ব্যবহার করলেও বর্তমানে বেলাব উপজেলার সুটরিয়া গ্রামে ১৫ থেকে ২০টি পরিবারে চাক ব্যবহার করতে দেখা যায়। চাকের মাধ্যমে জগ, হাঁড়ি-পাতিল, ঘট, কলসি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।[৩৫] এ উপজেলার চন্দনপুর গ্রামের মৃৎশিল্পীরা চাকের ব্যবহার জানে না বললেই চলে। চাক ছাড়াই সাঁচের মাধ্যমে নারী মৃৎশিল্পীরা বড় কলসি, হাঁড়ি, পাতিল, ধুপতি, ব্যাংক, ছোট কলসি, মুচি, বড় পাতিল, খেলনার ঠুলি, সরা, ঝাঁঝর, তাওয়া, ভাপা পিঠার সাঁচ, নকশি পাতিল, ঘটি, মটকি, রাইঙ্গ (বড় মুখওয়ালা পাতিল), দইয়ের হাঁড়ি এক থেকে দশ কেজির, ছোট বড় ঘটি, টোপা, ঘট, শিশুদের হাঁড়ি পাতিল, বড় কলস, ছোট কলস, ধুপতি, মুচি, ঠুলি, বালতি, পেয়ালা, বাটি তৈরি করা হয়।[৩৬] বেলাব উপজেলার সুটরিয়া গ্রামে আধা কেজি, দেড় কেজি মাপের দইয়ের হাঁড়ি তৈরি করা হয়।[৩৭]

মৃৎশিল্পের নির্মাণ প্রক্রিয়ার বিবরণ

জমি অথবা বিল থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়। এই মাটি অন্যের জমি থেকে কোয়া মিটার হিসাবে কিনে শ্রমিক দিয়ে কেটে আনা হয়। কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো হয়। এই মাটিতে জল দিয়ে দুদিন ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর নারী-পুরুষ দুজনেই পা দিয়ে মাড়িয়ে মাটি মসৃণ করে। মাটিতে কোনো দলা থাকা যাবে না। এঁটেল মাটি (আঠাইলা মাটি) পাঁচ পোজা পাইসার (প্রতি পাইসায় ২০ থেকে ২৫ কেজি মাটি ধরে) সাথে বালু মাটি এক পোজা পাইসা মিশিয়ে এ মাটি তৈরি করা হয়। ডাইসের মাধ্যমে মৃৎশিল্প তৈরি করা হয়।[৩৮]

ডাইস ছাড়া হাতেও তৈরি করা হয় হাতি, ছোট পাখি, কেট পুতুল, কলসি (চাক ব্যতীত), ফুলসহ ফুলদানি, দইয়ের হাঁড়ি। এসব মৃৎশিল্প মেয়েরা তৈরি করে। হাঁড়ি

www.pathagar.com

ভালো লাগছে। এই গান তিনি আগে কখনো শুনেননি। গানের পাশাপাশি খাবার-দাবার মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি, মিষ্টি, আমিত্তির দোকানও বসেছে মাজারের প্রাচীর ঘেঁষে। এর সাথে ফার্ণিচার- খাট-পালং, দা-বটি, কুলা-পাতি, মাটির হাঁড়ি- পাতিল ইত্যাদির পসার নিয়ে বসেছে দোকানিরা।[৪]

নরসিংদী বৌয়াকুড় থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেলায় এসেছেন পুতুল বেগম। তার মতে, পাঁচ-ছয় বছর ধরে কাবুল শা মেলায় আসেন। প্রতি বছরই ছেলেমেয়েদের মাটির তৈরি খেলনা সামগ্রী, জিলাপি, সংসারে ব্যবহৃত তৈজসপত্র বেতের চালুন, বেলুন, পিঁড়ি, বটি, ছেনি, লোহার কড়াই কিনেন।[৫]

নরসিংদীর বৌয়াকুড় থেকে এসেছেন বিপুল খান। তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকেই কাবুল শা মেলায় আসি। বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তবৃন্দ, পাগল মস্তানরা মেলায় সমবেত হয়। বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যসামগ্রী যেমন - পুঁতির গহনা, শামুকের তৈরি অলংকার, কাঠের তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি -পিঁড়ি, ঢেঁকি, বেলুন, কৃত্রিম ফুলের মালা, গাছ-গাছালি, বাচ্চাদের খেলনা সামগ্রী, মাটির তৈরি জিনিসপত্র মেলায় নিয়ে আসেন। প্রতিবছর ১২ ফাল্গুন সন্ধ্যায় কাবুল শা মাজারে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালিয়ে দেই। সাতদিনই আমি মেলায় আসি।[৬]

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার জসর গ্রামের মৃৎশিল্পী সুকুমার পাল তার মাটির তৈরি জিনিসপত্র বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করেন।

তিনি বলেন, নরসিংদী কাবুল শা মেলা, বাউল ঠাকুরের মেলা, রায়পুরার তাতাকান্দার অষ্টমী মেলায় মাটির তৈরি চল্লিশ রকমের খেলনা বিক্রি করি। কলসি কাঁখে পুতুল, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, টিয়া, ঈগল, খরগোশ, বানর, গাছ, ময়না পাখি ইত্যাদি। প্রতিবছর এই মেলাগুলোতে আমার তৈরি জিনিসপত্র নিয়ে আসি। এগুলো তৈরি করি অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। ফাল্গুন মাসে রং করা হয়। আগে বাবা সত্যেন্দ্র পালের সাথে মেলায় নিজেদের তৈরি জিনিসপত্র এনে বিক্রি করেছি। এখন বাবার বয়স হয়েছে। অল্পস্বল্প জিনিস তৈরি করতে পারলেও মেলায় আসতে পারেন না। আমার বড় ছেলে আই এ পাশ করেছে। পড়াশুনা করায় ছেলে এখন এ পেশায় উৎসাহী নয়।[৭]

কালীবাড়ি মেলা

নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রায়পুরা সদরে পশ্চিমপাড়া গ্রামের কালীমন্দিরের সামনে কাকন নদীর পাড়ে ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার বার দিন পরে কালীবাড়ি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিন এই মেলা বসে।[৮]

তাতাকান্দা অষ্টমী মেলা

রায়পুরা উপজেলার তাতাকান্দা গ্রামের আর কে এম উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কাকন নদীর পাড়ে অষ্টমী তিথিতে ২৬ চৈত্র তাতাকান্দা অষ্টমী মেলা বসে। এই মেলা দু'দিনব্যাপী চলে।[৯]

www.pathagar.com

গাছতলা মেলা

রায়পুরা উপজেলার বটতলা হাটি গ্রামের বট গাছতলায় পহেলা বৈশাখে গাছতলা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার সময়কাল একদিন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এই মেলা। পহেলা বৈশাখের দিন সকালবেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বট গাছতলায় পূজা দেয়। বাইশ বছর ধরে এই মেলা চলছে।[১০]

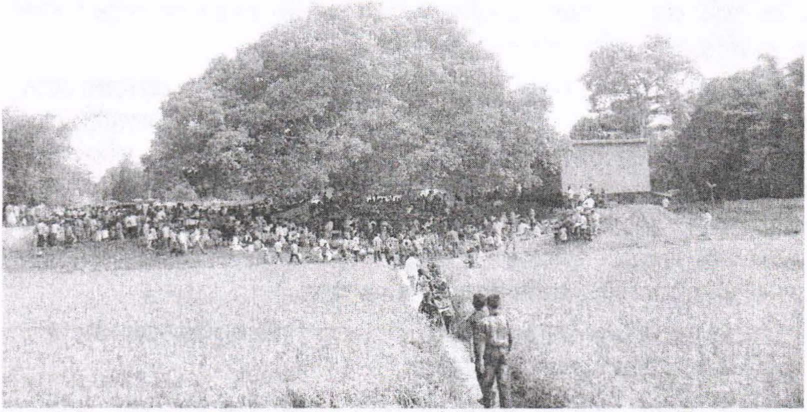

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার শতাধিক বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী গাছতলার ১লা বৈশাখী মেলা।

রায়পুরা উপজেলার লোকমেলার চিত্র

ক্রমিক নং	মেলার নাম স্থান/অবস্থান	সময়কাল	স্থায়ীত্বকাল
১.	কালীবাড়ি মেলা নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রায়পুরা সদরে পশ্চিমপাড়া গ্রামের কালী মন্দিরের সামনে কাকন নদীর পাড়ে	ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার ১২ দিন পর	১দিন (সকাল-সন্ধ্যা)
২.	তাতাকান্দা অষ্টমী মেলা নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার তাতাকান্দা গ্রামের আর কে এম উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কাকন নদীর পাড়	পহেলা বৈশাখ	১দিন (সকাল-সন্ধ্যা)
৩.	গাছতলা মেলা নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার বটতলা হাটি গ্রামের বটগাছতলা	পহেলা বৈশাখ	১দিন (সকাল-সন্ধ্যা)

www.pathagar.com

লোকমেলা

লোকমেলা গ্রামবাংলার মানুষের আনন্দ বিনোদনের জন্যই শুধু নয়। এটি একটি লোক উৎসবও বটে। সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত রাখতে মেলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে জড়িত থাকে লোকসমাজের নানা ধরনের প্রথা, বিশ্বাস-সংস্কার আর উৎসব। লোকসংস্কৃতি এবং লোকশিল্পও লোকমেলার একটি অংশ।

নরসিংদী সদর উপজেলার বাউল ঠাকুরের আখড়া বাড়ির দক্ষিণে মেঘনা নদীর পাড়ে মাঘী পূর্ণিমার আগে অথবা পরের বুধবার বাউল ঠাকুরের মেলা বসে।

নরসিংদী সদর উপজেলার তরোয়া পৌরসভায় হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা) মাজারে ১২ ফাল্গুন কাবুল শা মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

নরসিংদী উপজেলার লোকমেলার চিত্র

ক্রমিক	মেলার নাম	স্থান/অবস্থান	সময়কাল	স্থায়ীত্বকাল
১.	বাউল ঠাকুরের মেলা	নরসিংদী জেলার নরসিংদী উপজেলার বাউল ঠাকুরের আখড়া বাড়ির দক্ষিণে মেঘনা নদীর পাড়	মাঘী পূর্ণিমার আগে অথবা পরের বুধবার	কমপক্ষে ১০ দিন
২.	কাবুল শা (রা.) মেলা	নরসিংদী সরদ উপজেলার তরোয়া পৌরসভায় হওরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজার	১২ ফাল্গুন	০৭ দিন

বাউল ঠাকুরের মেলা

নরসিংদী সদর উপজেলার বাউলপাড়ায় শ্রী শ্রী বাউল ঠাকুরের আখড়া ধামে বাংলা ৯৪০ সাল থেকে বাউল ঠাকুরের মেলা শুরু হয়। বাউল ঠাকুরের আখড়া বাড়ির দক্ষিণে মেঘনা নদীর পাড়ে এই মেলা বসে। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার আগে অথবা পরের বুধবার এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাউল ঠাকুর মাঘী পূর্ণিমার এই দিনে যজ্ঞ করতেন। এর স্থায়ীত্বকাল কমপক্ষে দশদিন। শ্রী শ্রী বাউল ঠাকুরের আখড়াধামের সেবায়েত ডা. প্রাণেশ কুমার বাউল বলেন, দেশবিদেশের বাউল ঠাকুরের মতাবলম্বি বাউল শিল্পীরা এই মেলায় অংশ নেয়। আখড়াবাড়ির ঠাকুরের মন্দিরের সামনে আটচালায় বাউল শিল্পীদের আসর বসে। বাউল ঠাকুরের শিষ্যরা এই মেলায় আসেন। শিষ্য এবং

www.pathagar.com

সেবায়েতগণ যৌথভাবে মেলায় আগত বাউলদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেন। বুধবার দুপুরবেলা বাউল ঠাকুরের মহাপ্রসাদ মেলায় আগত ভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বাউল ঠাকুরের শিষ্যরা মেলায় বাউল ঠাকুরের গান, কীর্তন বেহালা, করতাল, খোল, সারিন্দা, একতারা, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশন করে। বাউল ঠাকুরের রচিত গান লিখিত নয়, মুখে মুখে শিষ্যরা আত্মস্থ করেছেন।

বাউল ঠাকুর বিক্রমপুরের অতীশ দীপংকর গ্রামের মেদিনীমোহন নামক স্থানে প্রায় চল্লিশ বছর অবস্থান করেন। সেখান থেকে নরসিংদীর শিবপুরের তেলিয়াতে প্রায় ২৫ বছর অবস্থান করেন। সর্বশেষ নরসিংদীর সদরে বাউল ঠাকুরের আখড়া ধামে এসে অবস্থান নেয়। প্রায় একশত বছর তিনি এখানে অবস্থান করেন এবং এখানে সমাধিত হন। তিনি একাই এখানে আসেন। বাউল ঠাকুরের শিষ্যরা বিক্রমপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নরসিংদী সদরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর বেশিরভাগই ঠাকুর মত পোষণ করেন।[১]

কাবুল শা মেলা

নরসিংদী জেলার নরসিংদী উপজেলার তরোয়া পৌরসভায় হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজারে ১২ ফাল্গুন মেলা বসে। মাজারের প্রাচীরের সীমানা ঘেঁষে মেলা বসে। সাতদিন ধরে এই মেলা চলে।

১৩৫৯ সালে কাবুল শা মাজারে কাবুল শা মেলা শুরু হয়। এ নিয়ে জনশ্রুতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজারের খাদেম মো. হারুন অর রশীদ খান বলেন, হাজী আব্দুল সামাদ খানের মেজ ছেলে সালামত খান স্বপ্নে নির্দেশ পান ফাল্গুন মাসের ১২ তারিখে কাবুল শা মাজারে মিলাদ মাহফিল তোবারক জিকির সামা করার। একে ঘিরেই এখানে দুদিনব্যাপী মেলা বসত। এই মেলায় ফকির পাগল, সালে মজনু সবাই সমবেত হতেন। দুইদিন থেকে মেলার মেয়াদ বেড়ে বর্তমানে সাত দিন হয়েছে। মেলার প্রথমদিন একবেলা মাজারের তহবিল থেকে একবেলা আগত ভক্তদের খিচুড়ি, বিরিয়ানি বিতরণ করা হয়। মাজারে ভক্তরা মানত করে। যাদের মানত পূর্ণ হয় তারা তোবারক নিয়ে আসে। এখানেই পাক করে খাওয়ানো হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে বাউল শিল্পীরা মেলায় এসে মাজার প্রাঙ্গণে গান পরিবেশন করেন। শিল্পীদের গান পরিবেশনের জন্য প্যান্ডেল টাঙ্গিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়।[২]

হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মেলায় গান গাইতে এসেছিলেন বাউল শিল্পী মো. হাকিম দেওয়ান। তিনি মূল গায়ক। তার দলে ৪২ জন বাউল শিল্পী রয়েছে। তিনি গানে দোতারা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মুলীর বাঁশি, জিপসি, চটি, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছেন। তিনি ২০০ ফকিরি এবং মাজারকে নিয়ে ৪০টির মতো গান রচনা করেছেন।

বাউল শিল্পী মো. হাকিম দেওয়ান বলেন, কাবুল শা মেলায় সাতদিনই তিনি বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত গান পরিবেশন করেন।[৩]

কুমিল্লা থেকে কাবুল শা মেলায় এসেছেন সাগর বাদশা। সাগর বাদশার মতে, এই প্রথম তিনি এই কাবুল শা মেলায় এসেছেন। অনেক দিন ধরে এই মেলায় তার আসার ইচ্ছে ছিল। এই ইচ্ছা এবার পূরণ হলো। মাজার প্রাঙ্গণে বাউল শিল্পীদের গান তার খুব

www.pathagar.com

তাওয়ায় বানানো নয়টি আলুনি চিতল পিঠা দেয়া হয়। থালার একপাশে খেজুর গুড়ের টুকরা রাখা হয়। যেদিন এই ব্রত করা হয় সেদিনই নাটাই চণ্ডীর প্রস্তাব বলা হয়। শেষ দিন প্রস্তাব শেষ করা হয়। ধান, দূর্বা, ফুল হাতে নিয়ে এই প্রস্তাব শোনা হয়।

নাটাই চণ্ডীর ব্রতর প্রস্তাব

এক দেশে এক সওদাগর আছিল। দিন যায় সওদাগরের ঘরঅ এক ছেলে আর এক মেয়ে হইছে, পরে বউ মারা গেছে। বউ মারা গেছে পরে বাপে বিয়া করতে চায় না। ছেলেমেয়ে বিয়া করাইছে বাবারে। অনেক কষ্ট কইর‍্যা বিয়া করাইছে পরে আগের সংসারঅ হইল দুই ছেলেমেয়ে, পাছের সংসারে হইল দুই ছেলেমেয়ে। বাপে বাণিজ্যে যায়গা।

কইতাছে সওদাগর বইয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়। বাণিজ্যে যায় না দেইখ্যা একথা কয়। অহনে তুমি বাণিজ্যে যাও। নাইলে কি খাইবা? বইয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়। সওদাগর বাণিজ্যে যাইব। এক ঘাটে গিয়া দিছে বারি। বারি দিছে পাইরা নৌকা আইয়া ভিড়ছে। ভিড়ছে পরে বিরাট বোয়াল মাছ আনছে। আইন্যা পাক করছে। রান্দা বারি হইছে। সবাই খাইছে। আগের সংসারের ঝি-পুত জানি কই গেছে গা। পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া বইছে। কানতাছে আর কইতাছে সওদাগরনি আমি তো যামু গা বার বৎসরের লাইগা। তুমি আমার ছেলেমেয়েরে কষ্ট দিও না।

কইছে, এ সওদাগর তুমি কি কও? তোমার ঝি-পুত কোনটা আমার ঝি-পুত কোনটা? নাটাই চণ্ডীর মা আমারে কষ্ট দিব তোমার ঝি-পুতেরে কোনো কষ্ট দেই। তুমি যাও ঠাহুরের নাম লইয়া। তুমি গেলে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভইরা আন। নইলে তোমার ঝি-পুত চাইরজন কি করবা?

এমন সময় সওদাগর খাইত বইয়া কানতাছে। বিরাট বড় থালায় খাওন দিছে। দিছে পরে আগের সংসারের ঝি-পুত পাইল না বিচরাইয়া, পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া খাইছে। খাইয়া যহন রওনা দিছে নৌকার সামনে গেছে, চাইয়া দেহে আগের সংসারের ঝি-পুত আইতাছে। আইতাছে পরে কইতাছে মা যাও, তোমার লাইগা সব মাছের তরকারি, মিষ্টান্ন, পিঠা যা তোমার মা রান্দছে থালায় থুইয়া আইছি। বাড়ি গিয়া খাও। বার বছরের লাইগা সওদাগর বাণিজ্যে গেল গা।

খাইতে গেছে গা পরে দুনো ভাইবোন দেখে সতাই মায় হুদা পুড়া ভাত, পুড়া তরকারি, পচা তরকারি থালের সাইডে দিয়া বোল দিয়া ঢাইকা থুইয়া দিছে। আজগা বাবা যাইতে যাইতে আমগো এতো কষ্ট, বার বৎসর পর আইব কী হইব আর? কেমনে দিন কাটব? ভাইটারে বুঝাইতাছে কান্দিস না, আমি আছি। আমি না খাইয়া তোরে খাওয়ামু। কান্দিস না। কইস বাবা আইলে কমু।

দিন যাইতাছে, রাইত পোহাইতাছে এমন সময় সৎ মায় কইতাছে, তোগো আজাইরা আমি খাওন দিতাম না। ছাগল, নারা, গরু কিন্যা দিছে। যা তোরা যা, তোরা গিয়া মাঠে যা, রাখালগো লগে গিয়া গরু, বাছুর খাওয়াইয়া স্নান করাইয়া সারাদিন পর

www.pathagar.com

সন্ধ্যার সময় আইবি। মালায় মাছের মাথা ভাইজ্যা, খুদের কুড়ার জাউ রাইন্দা থুইয়া দেয়।

ওরা কইতাছে যে, আমার বাবায় থাকতে আমরা রাজভোগ খাইতাম। বাবা যাওনেগা সতাই মা খুদের কুড়ার জাউ দেয়, মালায় মাছের মাথা দেয় খাইতে।

হেরা কি করব? কেউ নাই। ভাইবোনে ইঁন্দুরের গাতা বিচরাইয়া বইয়া কান্দে। একটু খাইলে খায়, না খাইলে নাই।

আগের সংসারের পোলাপান তার পোলাপানের কত্তো ভালো ভালো জিনিস খাওয়াইতাছে। তারপরও পোলাপান ভালা না। শুকাইয়া শুকাইয়া যাইতাছে। খুদের কুড়ার জাউ খাওয়াই হেরা এমন ভালা। হেরা তো সত্যকারী মানুষ। হেলাইগ্যা হেগো শরীর ভালা। সত্যকারী থাকলে মানুষ ভালা থাকে। তহন করছে কি দুই ভাইবোন মিল্যা গরু বাছুর পালতাছে। আর সহাল হইলে যায় সন্ধ্যা হইলে আহে এমন।

এমন সময় হেরা না কি করছে খিদায় হাঁটতে পারে না ছোড ভাইটায়, বোনটায়। হের বাপে চিড়া আলারে কইয়া গেছে। মিষ্টি আলারে কইছে মিষ্টি দিত। মুড়ি আলারে কইয়া গেছে, গুড় আলারে কইয়া গেছে আমার ঝি-পুতে হইছে রাজার মাইয়্যা। হেরা তো ওতো কষ্ট করব। হেরা তো কষ্ট করতে পারব না। গুড় আলারে কইছে গুড় দিত, মুড়ি আলারে কইছে মুড়ি দিত, মিষ্টি আলারে কইছে মিষ্টি দিত, চিড়া আলারে কইছে চিড়া দিত।

দেখেন ভাই আমি তো বাণিজ্যে যামু গা বার বছরের জন্য। ওগো তো মা নাই। কোনো সময় যদি আহে এরা ভাই-বইন খাওয়াইয়া দিতেন। আমি যত টাকা বিল হয় আইয়া শোধ করুম।

অন্যসময় গিয়া খাইতাছে হেরা চিড়া আলার তে চিড়া, মুড়ি আলার তে মুড়ি লয়, গুড় আলার তে গুড় লয়। হেমনে খায়। হেগো শরীরও ভালা। আর রাজভোগ খাইতাছে ঘরে থাইক্যা, শুকাইয়া কাঠি কাঠি হইয়া যাইতাছে। আর হেগো খুদের কুড়ার জাউ দেয় সন্ধ্যার সময়।

একবার সহালে দুগা দেয় খুদের জাউ। সহালবেলা চইল্যা আসে গরু বাছুর লইয়া। আবার সন্ধ্যার সময় যায় ইতোই খাওয়ায়। খাওয়াইতে খাওয়াইতে যাইতে যাইতে কতদিন গেছে। গেছে পরে কয়, ভালা ভালা খাওয়াইয়া ঝি-পুতেরে হেই শুকাইতেছে। আর হেরার খুদের কুড়ার জাউ দেই হেরা–

কুড়া খাইয়া মুরা মুরা
ভোগে খাইয়া রোগে যায়।

কুড়া খাইয়া মুরা মুরা মানে হেগো শরীরটা পোক্তা, হেগো রাজভোগ খাওয়াইতাছে শুকাইতাছে এইটা মায় কইতাছে, যাছেরে, হেগো লগে কই যাবি? হেরা কি খায় তোরা দেখিস।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. ডা. প্রাণেশ কুমার বাউল, বাবা : মৃত ডা. মণীন্দ্র কুমার বাউল, মা : লীলা বাউল, ঠিকানা : গ্রাম : বাউলপাড়া (কাউড়িয়া পাড়া), ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৭, পেশাঃ সেবায়েত, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, তারিখ : ১৬.০৩.২০১২।

২. হারুণ অর রশীদ খান, বাবা : মৃত মেহের খান, ঠিকানা : গ্রাম : তরোয়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৪, পেশাঃ খাদেম, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২।

৩. মো. হাকিম দেওয়ান, বাবা : মৃত মো. সোনা মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : গোরাদিয়া, ডাকঘর : গাবতলী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬৬, পেশাঃ বাউল শিল্পী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২।

৪. সাগর বাদশা, বাবা : মো. হিরন মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : তিথিয়া রঘুনাথপুর, ডাকঘর : কাশীপুর, উপজেলা : ঘোড়াশাল, জেলা : কুমিল্লা, বয়স : ২৮, পেশা : চাকুরিজীবী, তারিখ : ১৫.০৩.১২।

৫. পুতুল বেগম, স্বামী : আজিম খান, মা : জোৎস্না বেগম, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩০, পেশাঃ গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২।

৬. বিপুল খান, বাবা : মৃত মোহাম্মদ ফিরোজ খান, মা : হাফিজা খাতুন, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩২, পেশাঃ ব্যবসায়ী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২।

৭. সুকুমার পাল, পিতা : সত্যেন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসরবাজার, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ২৩.০২.১২।

৮. সঞ্জিত সূত্রধর, বাবা : বিজয় কৃষ্ণ সূত্রধর, মা : মায়া রানি সূত্রধর, ঠিকানা : গ্রাম : শ্রীরামপুর, ডাকঘর : রায়পুরা, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২৮, পেশা : কাঠমিস্ত্রি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০২.০৫.২০১২।

৯. ঐ।

১০. ঐ।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. ব্রতপূজা

মানুষ তার সার্বিক মঙ্গল কামনা পূরণের জন্য মিলিত হয়ে ব্রত পালন করে। ব্রতে নারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কুমারী সুযোগ্য স্বামী কামনায় এবং সধবা জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য, সংসারের সুখ ও শান্তি কামনায় ব্রত পালন করে।

এসব লৌকিক ব্রত কখনো পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হয়। কোনোটিতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। নাটাই চণ্ডীর ব্রতের কথাই ধরা যাক, এই ব্রতে নারীই প্রধান পরিচালিকা, ব্রতিনী এবং কথক। এসব ব্রতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছড়া এবং কাহিনি। এই সমস্ত ছড়া নারীর নিজস্ব ব্রত অনুষ্ঠানের মন্ত্রস্বরূপ। ব্রতের প্রস্তাবে নারী মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নরসিংদী উপজেলার ব্রাহ্মণ, বৈশ, পাল, জেলে সম্প্রদায়ের হিন্দু নারীদের ধর্মজীবনে ব্রতানুষ্ঠান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

সুরুজ ঠাকুরের ব্রত

বিবাহিতা নারীরা সুরুজ ঠাকুরের ব্রত করে। দশ থেকে বিশজন বিবাহিতা নারী একসাথে এই ব্রতটি করে থাকে। মাঘ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারির ২৯ তারিখে ভোররাতে স্নান করে উঠোনের মাঝখানে আতপ চালের গুঁড়ি গুলিয়ে রাম কুণ্ডলি আঁকে। আবীরের সাথে কালো রং মিলিয়ে রাম কুণ্ডলির চারপাশের শেষ বৃত্তাকার আঁকে। যতজন একসাথে এই ব্রত করবে ততোটা বৃত্ত আঁকা হয়। আঁকা শেষ হলে সবাই একসাথে সারাদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে। বসে পরলে ব্রত ভেঙে যায়। ব্রত থাকাবস্থায় সারাদিন কিছু খেতে পারে না। যে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে তার সামনে তেল সলতে দেয়া মুছি রাখা হয়। সকালবেলায় প্রদীপ ধরিয়ে দেয়া হয়। সারাদিন প্রদীপ জ্বলতে থাকে। প্রদীপের পাশে ধূপ জ্বালানো হয়। ব্রতিণীরা সন্ধ্যায় যার যার প্রদীপ হাতে নেয়। সবাই গোল হয়ে পাঁচ থেকে সাত বার উঠোনের মাঝখানে ঘুরে নদীতে যায় প্রদীপ ভাসাতে। প্রদীপ ভাসিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে উঠোনেই ফল খেয়ে উপবাস ভাঙ্গে।[১]

নাটাই চণ্ডীর ব্রত

অগ্রহায়ণ মাসে রবিবার সন্ধ্যায় নাটাই চণ্ডীর ব্রত করা হয়। কোনো মাসে পাঁচটি রবিবার হলে চারটি রবিবার এ ব্রত করা হয়। ঘরের মুন্দুনি পার সামনে পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লবসহ মাটির ঘট বসানো হয়। ঘটের সামনে একটি থালায় মাটির

www.pathagar.com

মায় কইতে থাকে–
কুড়া খাইয়া মুরা মুরা
ভোগে খাইয়া রোগে যায়।

কুড়ার জাউ দেয়। ইন্দুরের গাঁতার সামনে বয়। ইন্দুরের গাঁতায় ফালাইয়া দেয়। নাড়া বিছাইয়া ঘরে শুইয়া থাকে।

কতদিন যায়। আবার কইতাছে আলায় তোরে কি খাওয়ামু। এমন সময় গিয়া দেহে বেটারা মাছ ধরতাছে। মাছ ধরতাছে পরে, মাছ ধইরা ধইরা খায়। পরে হেরা ভাইবোন গেল। গিয়া দেহে কী, কি সুন্দর মাছ ধইরা, নাড়া দিয়া পোড়া দিয়া খাইছে, খুব সুন্দর কইরা, পেটটা ভইরা খাইয়া জীবনটা বাঁচছে। বাঁচছে পরে বাড়িত আইছে।

কী এতো কিছু করলাম, হেগো শরীর কমে না। আমার ঝি-পুতেরে রাজভোগ খাওয়াই তো শুকাইতেছে যা ছেন আবার লগে। এ কথা যহন কইছে হেরা আইছে।

আইছে পর দিয়া আবার এই মাছ ধইর‍্যা নাড়া দিয়া পোড়া দিয়া যহন লইছে। খাইয়া দেহে কী স্বাদ !

মায়রে কইছে।

মায়রে কইছে পরে মায় আবার আইছে। আইছে পরে যত সাপের বিষ আছে আর কাঁটা আছে। মনা কাঁটা এগুলি সব শিং মাছ, মাগুর মাছের মধ্যে দিয়া গেছে। দিয়া গেছে পরে পরের দিন এই মাছ কেউ ধরতে পারে না। যে ধরে তারে শিং কাঁটা দেয়। বেদনা করে। সাপের বিষ। তহন করছে কি, পরের দিন আবার আইছে। আজগা খাওনের কিছু নাই। সারাদিন গেছে গা ভাইটার। কী কান্দা কানতাছে। সারাদিন গেছে গা। কানতাছে পরে তহন গরু বাছুর হারাইয়া গেছে গা। কিচ্ছু নাই। তহন বাড়িতে আইলে মা খাওন দিবো, দিত না। কানতাছে অকূল পানে কানতাছে। কানতাছে পরে এমন ওই সন্ধ্যা আগঅ আইয়া গেছে গা। ভাইবোনে পাড়াত গেছে। গিয়া কইতাছে, কই গো মা, আমার মা নাই, বাপে আবার বাণিজ্য করতে গেছে। আমগো একটু জাগা দিবেন? বারান্দাটুকু দেন আমরা হুইয়া থাকি। হুইয়া থাকলে আমরা সকালে উইঠ্যা যামু গা। এমন সময় কইছে কি বাড়িওয়ালা বেঠিঅ নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করতাছে। ব্রত করতাছে বেলা ডাকতাছে। কিলো আয়স না তোরা তো রাজার ঝি-পুত, তোরা তো সওদাগরের ঝি।

হ, সওদাগরের ঝি। নাম ঠিকানা কইছে পরে দেহেন গো আপনারা কী পূজা করেন?

আমরা নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করি।

নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করলে কী হয়?

কয় নিধনের ধন হয়, নিপুত্রের পুত্র হয়, যার বিয়া না হয় তার বিয়া হয়, অদ্বৈনের ধন হয়। মনের আশা পূর্ণ হয়। যার যদি কিছু আশা থাকে আশা পূর্ণ হয়। পূজা হইয়া গেছে পরে প্রসাদ দিছে। মিষ্টান্ন রান্না কইরা পিঠা বানাইয়া প্রসাদটি দিছে। কইতাছে নাটাই চণ্ডী মাগো আমার বাবা যদি বাইতে আহে আর আমি যদি গরু বাছুর ছাগল পাই। তাইলে আমি নাটাই চণ্ডীর ব্রত করমু। আর বাবায় যদি ফিরা আহে। এ কথা

www.pathagar.com

কইছে। কইয়া প্রসাদ খাইছে। খাইয়া হুইয়া রইছে। হুইয়া থাইক্যা সারা রাইত নাটাই চণ্ডী মারে ডাইক্যা সারা রাইত বেডির ঐহানে ঘুমাইয়া ভাইয়ে বইনে ঘুমের থাইক্যা উইঠ্যা গেছে। মাঠে গিয়া দেহে ছাগল, মেরাও গরুঅ পাইছে। পাইয়া কী খুশি। পরে হাটে আর কয়, এনদা বার বৎসর হইয়া গেছে গা।

আইতাছে বাণিজ্য কইরা সওদাগরে ডিঙ্গা লইয়া। আর মাঝিরে কইতাছে মাঝি নাওটা ভিড়াওছে। আমার ছেলেমেয়ের নাহাল লাগে।

সওদাগরে কী কান্দা ছেলেমেয়ের চিন্তায়। আরে সওদাগর তোমার ছেলেমেয়ে তো বাইতে আছে। না আমার মনডা খুব খারাপ। আমার ছেলেমেয়েরে বাইত জায়গা দিছে না। সতাই মা তো। আমি না করছি বিয়া করতাম না। আমার মাইয়া আমারে বিয়া করাইছে। অহনে আমি বাণিজ্য করতে আইছি ঠিকই কিন্তু আমার মাইয়া পোলার দিকে টান রইছে।

এমুন সময় ঘুরতে ঘুরতে চাইয়া দেহে হাচা হাচা মাইয়া পোলায় গরু বাছুর গৃহস্থ।

সওদাগর কইতাছে, গরু বাছুর ছাইড়া দেও, যেহানে মোলে সেখানে যাক গা। আমার ডিঙ্গায় ওঠ। পরে সাবান দিয়া মুড়াইয়া স্নান টান করাইয়া ডিঙ্গার মধ্যে তুলল। মাইয়ার লিগা জামাই আনছে। আর পোলার লিগা ধনরত্ন আনছে। আইন্যা এই ডিঙ্গার ভিতর ভরছে। বাইত গেছে। গেছে পরে সওদাগরনিরে ডাকতাছে।

এই সওদাগরনি তুমি আহ। ষোল ডিঙ্গা ভইরা আনছি। ডিঙ্গা ভইরা ধনরত্ন আনছি। তোমার মাইয়ার লাইগা জামাই আনছি। আমার আগের সংসারের পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া তুমি আহ।

কইতাছে মা আহ, বাবা ডিঙ্গা ভইরা আনছে। আগের সংসারের ঝি-পুত তো ডিঙ্গার মইধ্যেই। চোখের মধ্যে কাঁচামরিচ আর সরিষার তেল না দিয়া কান্দে আর কয়, আগের সংসারের ঝি-পুত মামার বাইত নিছে। নিয়া জ্বর হইয়া মইরা গেছে গা।

আগের সংসারের ঝি-পুত যহন জ্বর হইয়া মইরা গেছে গা, তোমার পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া তুমি আহ।

পরে আইছে, পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া আইছে। আইয়া ডিঙ্গায় যত আছে ধন দৌলত ষোল ডিঙ্গা ভইরা ঘরঅ নিছে। কইতাছে, সওদাগরনি তোমার মাইয়ার লিগা জামাই আনছি। তুমি বিয়ার বাও করো। বিয়া কালকা। জামাই আর বাইর করে না। মাইয়াও বাইর করে না।

হে কী আনন্দে যে! গয়নাগাটি দিয়া সাইজা সওদাগরনি কাম করতাছে গো। জল ভুরাইতাছে, ফুর্তি করতাছে। এঁয়ো ডাকতাছে। ঝিয়েরে ডাকতাছে। অনেক আনন্দ ফুর্তি করতাছে। পরে না করছে কি, সারাদিন আনন্দ ফুর্তি কইরা যহন রাইত হইছে তহন জামাই ঝি বাইর করছে।

তহন আর রাও করে না, ফুর্তিও করে না। পরে জামাই আইছে, বাইর কইরা আনছে। জামাইর বিয়া হইছে। জামাইর লাইগা ফুলশয্যা পাতছে। নতুন বিছনা, এইডার তলে করছে কী হতাই মায় কতগুলি তিরিস মাইরার হোলা আর বালু চিনি বালু দিয়া বিছনা করতাছে। বিছনা কইরা কইতাছে,

www.pathagar.com

আগের সংসারের বইনটা, হেরা গিয়া দেখে বাজারে গিয়া মিষ্টি সিষ্টি সহালে গিয়া খায়, আসার সময় ঐগুলাই খাইয়া আসে। পরের দিন না করছে কি কয় পাছের সংসারের পোলাপান বড়দি আমি যামু। আপনাগো লগে যামু।

কাইন্দা কাইট্যা কয়, বইন, কই যাবি? আমরা বনে বনে, রনে রনে থাকমু। সন্ধ্যার সময় আইয়া খুদের কুড়ার জাউ খামু। থাকমু। আমি তোগো নিমু, তোরা কি খাবি?

কথা হুনে না। না বড়দি, আমি যামু।

তো কইতাছে আয় আমার লগে।

আইছে, ছোড ভাইটা কানতাছে দিদি, খিদা লাগছে।

ভাইরে এহন যদি হেগো সামনে তোরে খাওয়াই হেরাও কইব, মার কাছে গিয়া কইয়া দিব। মায় না কইরা দিলে আর খাওন দিত না। খাইতাম না।

না, দিদি, আমার খিদা লাগছে। আমারে খাওয়াও, আমারে খাওয়াও, আমার তো কেউ নাই তুমি তো আমার, তুমি আমারে একটু খাওয়াও। আমার খিদার জ্বালা যে আমি সহ্য করতে পারি না।

আগের সংসারেরটা কইতাছে, সহ্য করতে না পাইরা ভাই খাওয়ামু তোরে। হেগো দুইজনরেও খাওয়ামু। মায় যদি আইয়া না কইরা দেয় খিদায় কষ্ট করুম।

খিদার কষ্ট মানে না দিদি। আমি সহ্য করতে পারি না। আমার খিদা লাগছে তুমি আমায় খাওয়াও।

বড় বইনটা নিয়া গেছে। চারজনে বইয়া খাইছে। খাইয়া লইয়া কইছে তুই এহন যা।

বাড়িত গেছে পরে জিগাইতাছে হেরা কি খাইল? হেরা যে -

কুড়া খাইয়া মুরা মুরা
আর তোগোরে ভোগ খাওয়াই
তোরা রোগে যাস
আর হেগোরে কুড়ার জাউ দেই
কী শরীর পোক্তা গো।

এমন সময় করছে কী মায় না পরের দিন গিয়া সবতেরে বাজারে না কইরা আইছে। হেগোরে কিন্তু টেহা ছাড়া কিছু দিবেন না।

দোহাই, রাজার দোহাই বাদশাহ্‌র
তুমরা কিছু দিও না।

দোহাই রাজার দোহাই বাদশাহ। আপনারা কিন্তু কিছু দিবেন না। দিলে ভবিষ্যতে কোনো ঋণ শোধ করতে পারতাম না। রাজায় যদি না আইতে পারে। সওদাগরনি হেইডায় কইছে। কইছে পরে, না কইর‍্যা দিয়া আইছে।

পরে এখন আর কী খাইবো? পায় না কিছু খাইত। পরে এই করতে করতে গরু নিয়া সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে গেছে এক বেল গাছঅ। বেল গাছতলায় গিয়া দেহে রাখালরা সবতে আগে তো নাড়া ক্ষেতের মধ্যে সবতে গিয়া গিয়া গইর পাইরা হুইত না

www.pathagar.com

রাখাল। গিয়া দেহে সুন্দর কইরা বেল না পাইর‍্যা গাছের থে বইয়া খাইতাছে। কী সুন্দর লাল টকটক। কোনো বিচি নাই। আগে তো বেলঅ কিছু আছিল না। পরে হেরাও না দেইখ্যা গেছে। বেল পাইর‍্যা দুই-ভাইবোনে খাইছে। এমন স্বাদ, মিষ্টিও, বিচি নাই, হিঙ্গাস নাই। পরে খাইয়া, পরের দিন যে খাইতাছে দেহে ভালাই ওই।

পরে আবার কয় মায় -
কুড়া খাইয়া মুরা মুরা
ভোগে খাইয়া রোগে যায়।

না কইর‍্যা দিয়া আইলাম, এখনও শরীর কমে না। পোক্তা শরীর। যাতো লগে লগে গিয়া দেখ তো আবার কি খায়?

পাছের সংসারের ঝি-পুত কয়, বড়দি তোমার লগে আমি যামু।

পাছের সংসারের ঝি-পুত আবার পাঠাইছে। পাঠাইছে পরে করছে কী, আইছে।

আইছে পরে, বেল গাছতলায় ছোট ভাই কানতাছে। দিদি, আমি তো খিদার জ্বালা সহ্য করতে পারি না।

ভাইডা তো ছোট। ভাইরে আইজগা যদি বেল খাওয়াই, কালকা মায় যেন বেলঅ কী কইর‍্যা যাইত। আমি কইতে পারতাম না?

দিদি খিদা সহ্য করতে পারতাছি না, অনেক খিদা পাইছে। খিদার জ্বালায় না হাঁটতে পারি না। পা ব্যথা করে। কানতাছে ভাইটায়। বিভোর হইয়া কানতাছে।

বইনটায় কইতাছে, আজগা খামু। পাছের সংসারের ভাইবোন গিয়া না কইয়া দিব।

ভায়ের টানডায় টিকতে পারে না। পরে বইনটায় না করছে কি গাছের থিক্যা বেল পাইরা পেট ভইরা সকলে খাইছে। আসার সময় গিয়া খাইয়া বাড়িত আইছে।

বাড়িত আইছে পরে কইতাছে মা, তুমি আমগো রাজভোগ খাওয়াও, আচকলা খাওয়াও, রাজসিংহাসনে শোওয়াও, তো আমগো শরীর কাঠি কাঠি। দিদি দাদায় কতো ভালা ভালা জিনিস খায়। এতো স্বাদ, কী জানি খাইছি, এমন বড় বড় পাইরা, এতো সুন্দর!

এ কথা কইছে, মায় না করছে কী মাওইটা লইয়া কতগুলি বিচি, গরুর নাড়ি, হিঙ্গাস যা আছে পোটলা বানাইয়া বেলের ভিতর দিল। এই বেলের মধ্যে এহন হিঙ্গাইল আর বিচি পরল।

পরের দিন আইল, ভাই কইতাছে পরে বেল পারছে। দুই ভাইবোনে পারছে। খাইতাছে বেল। আর স্বাদ লাগে না। তিতকুটি লাগে কেরে। কিয়ের বিচি, আগে তো এতাল আছিল না। অহন তো হতায় মায় দিছে। খায় ল যায়। আবার কতদিন হইছে।

হইছে পরে কইতাছে ঠাহুর গো বাবায় যে বাণিজ্যে গেল, বার বছরেও শেষ হয় না। আর আমাগো কষ্টও শেষ হয় না। বাবায় কবে আইব? কইয়া কইয়া যাইতাছে। গেছে পরে আর বেল খাইতে পারে না।

কতদিন অইয়া গেছে গা।

www.pathagar.com

জিনিস দেইখ্যা হরীর মন ভইর‍্যা গেছে। আমি এমন জিনিস তো জীবনেও দেহি নাই। এইডায় যে জিনিস দিছে এসব লক্ষ্মীর শরীরে থাহে। এমন জিনিস জীবনেও দেহি নাই। আইও মা তোমারে পরাইয়া দেই। মাথার থে পা পর্যন্ত পরাইছে।

পরাইছে পরে হেই মাছ কাইট্যা মাছের রসা করছে, ভাজা করছে, মুড়িঘন্ট করছে, কালিয়া করছে, অনেক রকম ভাজা করছে, সব পাক না করছে। এরপর দুয়ার বন্ধ কইর‍্যা পাক করছে। শেষ হইছে মাছ টাছ কাইট্যা কুইট্যা ধুইয়া ধাইয়া সব করছে। এরমধ্যে পাক হইয়া গেছে গা। পাক হইয়া গেছে গা পরে ডাকতাছে শাশুড়িরে, মা মা আপনে আহেন। নেন আইয়া দেহেন আইয়া, কত পাক, কত জন মানু খাইব? আমি বহুত পাক করছি।

সবাই আইছে, বইছে সবাই, সবাই খাইতাছে আর কইতাছে, কই থাইক্যা বউ আনছ এতো স্বাদ! কি স্বাদ এতো স্বাদ লাগছে। খাইছি খুব ভালো লাগছে। সবাই কইতাছে, লক্ষ্মী বউ আনছে। লক্ষ্মী বউ আনছে। লক্ষ্মী বউ আনছে দেইখ্যা সবাই খুশি।

এমন সময়, কয়েকদিন যায়। কয়েকদিন পরে বউর ঘরে একটা ছেলে হইছে। হইছে পরে ছেলেরে কিন্তু বাপে দেখতে পারে না। ঐ নিয়া ফালাইয়া দেয়। নাটাই চণ্ডী আইন্যা দিয়া যায়। জলে নিয়া ফালাইয়া দেয়। গঙ্গা মা আইন্যা দিয়া যায়। আগুনের কুণ্ডর মধ্যে আইন্যা ফালায়, ব্রহ্মা আইন্যা দিয়া যায়। নাটাই চণ্ডী হাইট্যা আইয়্যা কয়, নেলো তুই তো খালি কামই করস, তোর ঝিয়ে পুতেরে আগুনে নিয়া ফালাইয়া দিছে। এমন করতে করতে ছেলেডা তিন বছরের হইছে।

তবু হে চায় ছেলেডারে মাইরা ফালাইত। আর নিছা পুছা দিয়া নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করছে যে নাটাই চণ্ডী মা ঘরঅ দিয়া যায়।

গোবিন্দ কইতাছে, আমি হাচা মনে দিছি, এই পুত্র কন্যা হাচা মনে দিছি। স্বামী হে যহন কন্যা চিনে না, পুত্র চিনে না হেইডা আমি নিমু গা। তহন করছে কী মাডি গেছে গা দুই ভাগ হইয়া। মাডি যহন দুই ভাগ হইয়া গেছে পুত্র লইয়া ডাকতাছে। পুষ্কনি হইয়া গেছে গা। এই পুষ্কনির মধ্যে গোবিন্দ ডাকতাছে হেই আয় তোরা। হরীয়ে চিনে না তোরে, তোর স্বামীয়ে চিনে না তোরে, তোর পুত্র চিনে না তোরে, আয় তুই আমার এহানে।

আর যদি আমারে রাখতে চান আপনারা কইয়েন না। শাশুড়িরে কইতাছে মা আমারে একবার রাখেন, চিনেন।

আচ্ছা বউ একটা কথা।

কী?

আগুনে নিয়া ফালাইয়া দেই তোমার ছেলে, গাঙ্গঅ নিয়া ফালাইয়া দেই, আগুনের কুন্ড নিয়া ফালাইয়া দেই, কুয়ায় নিয়া ফালাইয়া দেই। এই ছেলেডারে তোমারে কেডায় আইন্যা দেয়। সত্য কথা কইবা। কেডায় দিয়া যায় আইন্যা। এমন ফালাইয়া দিয়া আইয়্যা পড়ি। আইয়্যা দেহি বাইত তোমার ঘরঅ ছেলে। তুমি সত্য কথা কইবা?

এই কথা শুনতে চান তাইলে কিন্তু পুত আর আমারে পাইতেন না।

হ, পুত আর বউ কি হইব? কওন লাগব।

www.pathagar.com

কইলে কিন্তু পুত আর আমারে পাইতেন না। যদি আমি এই কথা আপনাগো ভাইঙ্গা দিয়া যাই আমগো পাইতেন না।

পরে হরী আর জামাইয়ে মানে না। হেগো ভাঙ্গন লাগব। ছেলেডা কইথেন আইল। বাঁচে কেমনে? কেরা আইন্যা দিয়া যায়? কইতাছে।

পুষ্কনির মাটি দুইভাগ হইছে। পুষ্কনিটা হইছে। হইছে পরে নাটাই চণ্ডী মা হাত দিয়া খাড়াইয়া রইছে। কিন্তু মাতা দেখা গেছে না। তহন হেরে, রথ লইয়া খাড়া রইছে। রথে হেরে আর হের পুতেরে লইয়া গেছে গা। কইছে যে, নাটাই চন্ডী মা এইগুলি করছে। তাগো স্বর্গে লইয়া গেছে গা।

এই হরীয়ে জামাইয়ে মাটির মইধ্যে পইড়্যা কানতাছে। পরে এই প্রস্তাব শেষ হইছে গৃহস্থর।

যাইগ্যা প্রস্তাব বন
কই সুময় হইচ মন
এইটা কইয়া সমাপ্ত দিছে।[২]

মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত

মাঘ মাসের এক তারিখ অর্থাৎ পহেলা মাঘ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রত শুধু কুমারীরা করে থাকে। মাঘ মাসে প্রতি রোববার কুমারী মেয়েরা এই পূজা করে। যে মাসে যতটা রোববার পড়ে ততটা রোববারই এই ব্রত করতে হয়। শেষ রোববার বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করা হয়। প্রতি রোববারের আগের দিন দূর্বা, লাউ ফুল তুলে দুটি মুঠা তৈরি করে। একটি বড়ো আরেকটি ছোটো মুঠা। সূর্য উঠার আগে এই দুটি মুঠা নিয়ে কুমারীরা গাঙ্গ[৬] থেকে স্নান করে কলসি, ঘট ভরে জল নিয়ে বাড়িতে আসে।

১

স্নান করতে যাওয়ার সময় ছড়া কাটে—
পাবি লো পাবি লো ব্রাহ্মণ বাড়ির ঘাট
রাইত পোহাইলে ব্রাহ্মনিগো পৈতা ধুয়ানের ঠাঁট।
পৈতার মইল খানি পুকুরেতে ভাসে
তা দেখিয়া মাইলানীরা খিলখিলাইয়া হাসে
হাসিস নারে মাইলানী তুইতো আমার সই
মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত করমু ঘাট পামু কই?
পাবি লো পাবি লো শীল বাড়ির ঘাট
রাইত পোহাইলে শীলের নড়ুন ধুওনের ঠাঁট
নড়ুনের মইল খানি পুকুরেতে ভাসে
সাধে কি আর মাইলানীরা খিলখিলাইয়া হাসে
হাসিস না তো মাইলানী তুইতো আমার সই
মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত করুম ঘাট পামু কই?
পাবি লো পাবি লো ধোপাবাড়ির ঘাট
রাইত পোহাইলে ধোপানিগো কাপড় ধোয়ানের ঠাঁট।[৩]

www.pathagar.com

জামাই, জামাইও উদদুস হইয়া থাইকঅ
তোমারে না খাইতে পারলে দাঁতে কড়মড়ায়,
রাইত হইলে খায় মানু মাথা
দিন হইলে খায় পেঁচার মাথা।
তোমারে না খাইতে পাইরা দাঁতে কড়মড়ায়
তো তুমি হুশ হইয়া থাইকঅ।

জামাই কইতাছে, আমি হইতাছি নতুন জামাই। শাশুড়ি আইস্যা এই কথা কয়। রাইত পোহাইলে আমি এই বউ থুইয়া যামুগা।

হের বাপে যা পারে পায়ের থাইক্যা ধইর‍্যা মাথা পর্যন্ত অলংকার দিয়া সাজাইয়া বিয়া দিছে। জামাই, নতুন জামাই, রাইত হইছে পরে। মাইনষে নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করে।

হের কানে আওয়াজ আইছে। আরে আমি না কইছি, বাবা বাইত আইলে, গরু বাছুর পাইলে নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করুম। আইজগা মাইনষে ব্রত করতাছে। রোইববার দিন আমিও করমু। বিয়ার কুলার মইধ্যে চাইলের গুঁড়া থাকে না। একটু লইয়া হাতে না পিঠার মতো একটু একটু বানাইয়া মুছির মইধ্যে না চেঙ্গাইয়া জোকার দিছে কুলকুলাইয়া। পিঠা খান খাইয়া ফালাইছে নাটাই চণ্ডী মার। যহন নমস্কার কইর‍্যা পিঠা খান খাইয়া ফালাইছে।

জামাই কইতাছে, আরে আমার শাশুড়ি যে কইছে কথা তো সত্যই। নাইলে এই রাইত কইরা জোকার দিল, কুলকুল কইরা খাইল, কতা তো মিথ্যা না। এই বউ তো আমি রাখতাম না। এই বউ রাখতাম না। এই কথা কইয়া জামাই না করছে কী রাইত পোহাইছে পরে ঘুমের থাইক্যা উইঠ্যা কইতাছে বাথরুমে যামু।

জামাইরে লোটা দিছে। পিতলের লোটা দিছে জামাইরে বাথরুমে যাইত।

জামাই ওই পায়খানার কথা কইয়া লেংটি মোসা দিয়া এই যে বনে দিয়া, মাঠে দিয়া হাঁটতাছে।

এমন সময় এইনা দেইখ্যা কয়, আমার জামাই যহন বনে দিয়া হাঁটতাছে। আমিও বনে দিয়া হাঁটুম। আমিও যামু গা।

ও কইন্যা তুমি আইও না। তুমি সওদাগরের কন্যা। তুমি আইও না। আমি যামু গা। আমি ঐহান দিয়া যামু গা, সাগরপাড়ি দিয়া।

তুমি আমার স্বামী, তুমি যদি সাগরপাড়ি দিতে পার, আমি যদি সত্যিকারের নারী হইয়া থাকি আমিও সাগরপাড়ি দিতে পারমু। এমন করতে করতে এক রাজার মুলুক ছাড়াইয়া আরেক রাজার মুলুকে গিয়া উঠছে। গেছে পরে করছে কি, নাটাই চণ্ডী মারে স্মরণ করে। নাটাই চণ্ডী মাগো তুমি না কইছ? বিপদে আপদে পড়লে আমারে উদ্ধার করো। আমার স্বামী আমারে থুইয়া যায় গা। আমি কীভাবে স্বামীর লিগা যামু। তুমি আমারে একটা জ্ঞান বুদ্ধি দাও, আদেশ দাও, আশীর্বাদ করো। এইডা কইতাছে পরে না হে না করছে কি গলার থিক্যা খুলছে, পায়ের থিক্যা খুলছে, কোমরের থিক্যা খুলছে। এতোগুলা স্বর্ণের গাট্রি। সুবচনীরে ডাকদা, সুবচনীর কাছে অনুরোধ কইর‍্যা ইটাল দিয়া

www.pathagar.com

ফালাইছে স্বর্ণের পোটলা গাঙ্গঅ মুহূর্তে। এমন সময় রাঘব বোয়াল আইছে। স্বর্ণটা গিলা ফালাইছে পরে জামাই যাইতাছে, জামাইর পাছে পাছে হেই গেছে, গিয়া সাত গাঙ্গ হাঁতর পারতে পারতে জামাই হেমুন হাঁতর[১] কাটতাছে, জামাই উঠছে গিয়া মাইঝো দিয়া, বউ উঠছে গিয়া আইছাল[২] দিয়া।

কিরে বাবু তোরে পাঠাইলাম বিয়া করতে গেছস বউ লইয়া আবি। বউ ছাড়া আইয়া পড়ছস ভিজা কাপড়ে।

মা আমি যে বিয়া করছি বউ তো আনছি না।

এমন সময় চাইয়া দেহে বউ।

মা আপনার পুতে আমারে আনে নাই। আমি অনেক কষ্ট কইরা মা আইয়া পরছি। স্বামীর বাড়ির আইছাল বলে ভালা, বাপের বাড়ির মাইছাল[৩] বলে ভালা না। আমি স্বামীর বাইতের আইছাল হইয়া আইছি মা। আমারে আপনার ছেলে আনে না।

শাশুড়ি কইতাছে, বাপুরে, যেইটা আনছস হেইডাই আমার লক্ষ্মী। তুমি কেন ফালাইয়া থুইয়া আইল্যা আমার বউমারে?

তোমার বউ মারে আনছিনা। আমার শাশুড়ি বলছে রাক্ষস।

এই কথা কইছে পরে হরী এক্কেবারে বউরে মুইছা পুইছা নতুন কাপড় পরাইয়া বউ ঘরঅ নিছে। নিয়া কইতাছে আমি লক্ষ্মী বউ পাইছি। তুই এই কথা কস।

বউ বলে খারাপ, বউতো তো দেহি ভালা।

এমন সময় করছে কী বউয়ে কাপড় চোপড় পিন্দা[৪] কইতাছে, মা বউভাত করতেন না।

হগো মা, বউভাত করমু। তোমার ভাসুরগো পাঠাইছি জাল ফালাইত। একটা খেয়া মাছ উঠে না।

কয়, আমারে লইয়া যান ঘাটঅ। আমি কমু।

লইয়া গেছে পরে ঘাটঅ। জাল দিছে। এমুন বিরাট এক কোরাল মাছ উঠছে, একটা বোয়াল মাছ উঠছে। আর গুঁড়া মাছ যে উঠছে জাউলারা কইতে পারে না। এমন সময় করছে কি, টাইনা তুলছে এক মন ভইরা মাছ। আনছে পরে বাইত আনছে।

কইতাছে, কোরাল মাছটা, বোয়াল মাছটা বউভাত করব। এই মাছ নিয়া বেডারা বহুত পয়সা পাইছে।

সবাই কইতাছে, লক্ষ্মী বউ আনছে, লক্ষ্মী বউ আনছে।

এমন সময় করছে কি মাছ দুইডা আনছে বাইত। মাছ দুইডা দেইখ্যা কইতাছে, এতো বড় মাছ জীবনেও দেহি নাই। বউ এহান দিয়া খেও দিতে কইছে পরে এই মাছ দুইডা পাইছে। এয়ার লাইগ্যা বউরে দিছি বউভাত করত। এই মাছ কেউ কাটতে পারে না। গেরামের কত মানু আনতাছে নিতাছে কেউ মাছ কাটতে পারে না।

বউ কইতাছে, মা আর আপনে মানু ডাইকেন না। মাছ আনেন আমার কাছে। মাছ নিয়া ঘরঅ না দিয়া লক্ষ্মীর নাম নিয়া, অগ্নি, ব্রহ্মা, গঙ্গা সবতের নাম লইয়া যহন মাছ দিছে মাছ আপনে আপনে কাইট্যা গেছে গা। স্বর্ণের পোটলাটা নিয়া হরীর[৫] কাছে দিছে। মাগো এই জিনিসটি আমারে দিছে।

www.pathagar.com

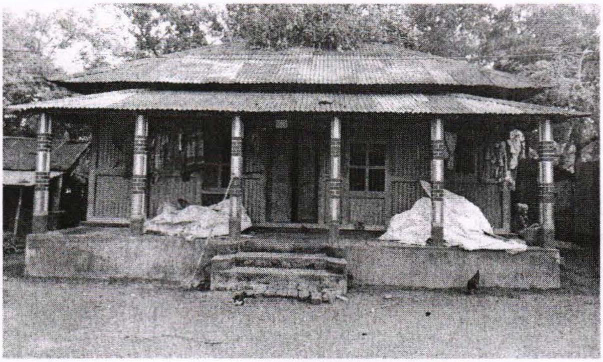

রায়পুরা উপজেলার রায়পুরা থানাহাটি গ্রামের একটি টিনের দোচালা ঘর

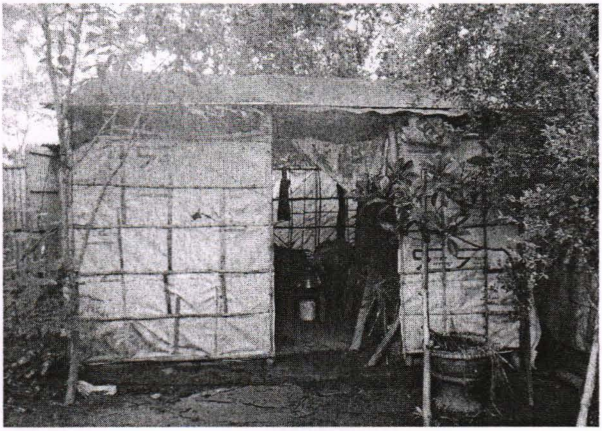

রায়পুরা উপজেলার রায়পুরা থানাহাটি গ্রামের একটি রান্নাঘর

তথ্যসূত্র

১. মেহেদী হাসান রিপন, বাবা : সিরাজ ভূঁইয়া, ঠিকানা : গ্রাম : রায়পুরা থানাহাটি, ডাকঘর : রায়পুরা, থানা : রায়পুরা, জেলা : রায়পুরা, বয়স : ৪৫, পেশা : সাংবাদিকতা, তারিখ : ২৬.০৯.১৪।

২. বিশ্বজিৎ সাহা, বাবা : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৪৯, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : ১৭ পশ্চিম কান্দাপাড়া, সদর রোড, নরসিংদী, তারিখ : ২৫.০৯.১৪।

www.pathagar.com

ক. লোকসংগীত

১. মাজারের গান

কাবুল শা মাজারকে নিয়ে গান

নরসিংদী উপজেলার তরোয়ার কাবুল শা মাজারের দরবার শাহর সভাপতি মো. হাকিম দেওয়ান কাবুল শাহ মাজারের ওপর গানগুলো লিখেন। তিনি এই গানের মূল গায়ক। তিনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে থাকেন। তার গানের সঙ্গে সহশিল্পীরা দোতারা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মুলির বাঁশি, জিপসি, চটি বাজিয়ে কণ্ঠ মেলায়।

১

কাবুল শা বাবা ভকতের[১] কাবা আসেক গানের নুরানি
খেলেছে বাবায় নুরের খেলা যেয় দেখছে সে মাতোয়ালা।
মুছে গেছে কিতাব জ্বালা সেই হয়েছে ধনের ধনী
কাবুল শা বাবা ভকতের কাবা আসেক গানের নুরানি।
যে শুনেছে তোমার এই জীবনী কত অজ্ঞানী হয়েছে জ্ঞানী
তুমি বাবা পরশমণি অলি আল্লার মুখের বাণী,
কাবুল শা বাবা ভকতের কাবা আসেক গানের নুরানি
বসত বাবার গাছের তলে কত বাঘ ভাল্লুক ছিল জঙ্গলে
তোমায় দেখে গেল চলে শুনি আল্লার বাণী
কাবুল শা বাবা ভকতের কাবা আসেক গানের নুরানি।
হাকিম দেওয়ান রয় তোর আশে
বাবা তোমার পাইবার আশে
দেখা দিও বেলার শেষে
পাই জানি চরণ খালি।
কাবুল শা বাবা ভকতের কাবা আসেক গানের নুরানি।

২

আয় দেইখা যা তর ঘাটাতে তরুয়ায় কাবুল শা ঘুমায়
ফুলে ফুলে ভরা বাগান পাগল ও ফকিরে খায়,
আয় দেইখা যা তর ঘাটাতে তরুয়ায় কাবুল শা ঘুমায়
আম-কাঁঠাল সবই আছে ফল ধরেছে বাবার গাছে
এক নিয়তে ফল খাইলে যা চায় পাওয়া যায়
আয় দেইখা যা তর ঘাটাতে তরুয়ায় কাবুল শা ঘুমায়
ঘুমায় বাবা দিঘির পাড়ে পাহেরা দিত খয়াজ খিজিরে
পানি হইতে খয়াজ খিজিরে আসত বাবার আস্তানায়
শুনেছি কোরানের বচন অলি আল্লার নাইরে মরণ
রুহানি বেশে সর্বময় ঘুরিয়া বেড়ায়।

www.pathagar.com

আয় দেইখা যা তর ঘাটাতে[২] তরুয়ায় কাবুল শা ঘুমায়
হাকিম দেওয়ান দিশাহারা অলি আউলিয়ার প্রেমে পড়া।
ডুবে না যে নামের ভরা আছি বাবা তোমার আশায়
আয় দেইখা যা তর ঘাটাতে তরুয়ায় কাবুল শা ঘুমায়।

৩

কাবুল শা বার বার চাই তুমার দিদার
দুয়া মাঙ্গিতে ও কাবুল শা বাবা
দরবারে তুমার বাবার বার (২)।
দরবারেতে আসে যারা সবার মোছা পীর
যার যার বাসনা নিয়া হয়েছি হাজির
আল্লার অলি তুমি রহমতের ভানডার
কাবুল শা বারবার চাই তুমার দিদার।
ধনী মানি তুমার কাছে সবায় এক সমান
তোমারি কৃপা গুণে পাইবে আসান
তুমারি পাগল ভকতে গাইব গুণগান,
কাতারে হাকিম দেওয়ান হইতে চায় তোমার
কাবুল শা বারবার চাই তুমার দিদার।

৪

বাবা কাবুল শা আমি করি তুমার ভরসা
অলি কুলের শিরমণি কইর না নারে নীড়,
আশা আমি করি তুমার ভরসা
হাত পাতি তুমার দরবারে
পুরাও না মনের আশা
আমি করি তুমার ভরসা বাবা কাবুল শা (২)
ভক্ত যারা পাগল তারা দেখিতে চায় তুমারে
মন আশা পুরাও বাবা তোমার পাগল ভক্তরে
তুমি হয় দয়ারি সাগর এই আমায় মনের আশা
আমি করি তুমার ভরসা বাবা কাবুল শা।
হাকিম দেওয়ান তুমার পাগল কাঁদি বসে রাত্তির দিন
দূরেতে ফেলে দিও না
তোমার পাশে চিরদিন
তুমি হয় আল্লার তয়রাতে করছ বাসা।

৫

আর আমি বাঁচিব না রে কাবুল শা বাবা
তুমি না থাকিলে সামোনে
বন পুরা হরিণের মত ঘোরে বেরাই অবিরত,
সত্তবেতা পাইয়া এই জীবনে

www.pathagar.com

সেই দিনে নিশি রাতে বইসা আমার শিহরে
কি জানি কি কইরা গেলা ভুলিব কেমন করে?
মনে মনে তোমায় ভাবি দেখি না আর
তোমার ছবি দিবানিশি জ্বলছি প্রেম আগুনে,
কতদিন গত হইল কেঁদে গেলাম চিরদিন
প্রেম করিয়া সুখ পাইলাম না এই বুজি মরণের
এইভাবে আর কতদিন কাঁদাইবা বনে
তারে তলমা বাঁচিব কাবুল শা
তুমি না থাকিলে সামনে,
জানি নারে ও কাবুল শা তুই বড় হবি পাষাণ
অকূলে পরিয়া বন্ধু কেঁদে কয় হাকিম দেওয়ান
বুঝলি নারে তারে কলা পিরিতের কি যে জ্বালা,
মই অবলা কাঁদি বসে নিশি না গমে[৩]
তারে তলমা বাঁচিব নারে কাবুল শা
তুমি না থাকিলে সামনে।

৬

বাবা কাবুল শারই নামে আমি দিয়াছি পাড়ি (২)
আরকে যাবি পাগলের শার বাড়ি বাড়ি (২)
কাবুল শারই নামের মালা পরেছি আমার গলায়
এই নামে হইলাম উতালা
ঘরবাড়ি ছাড়ি কাবুল শারই নামে দিবারাত্রি আমি
নরসিংদীতে বাবার মাজার পাগল আসে হাজার
তয়রাতে বসাইছে বাজার হইয়া কান্ডারি বাবার (২),
কাবুল শা বাবায় আল্লার অলি গেলে কেউ ফিরে না খালি
হাকিম দেওয়ান মরছে জ্বলি পিরিতে পড়ি
বাবার তসকে যাবি পাগলের কাবুল শার বাড়ি (২)।

৭

অ কাবুল শা বাবা ভকতের কাবা চরণ কর দান
তোমার ভকত আছে কত হিন্দু মুসলমান
অ কাবুল শা বাবা হ
৩৬০ অলির সাতে আনলে তুমি এই জাগার
তুমারি দরবারে বাবা কত পাগল আসে যায়,
গতরেতে মাতা ঠেকার কুরবান করে নিজের জান
অ কাবুল শা বাবা (২)
লাই ই লাহা ইল্লালাহু করতেছে নামের জিকির
তোমারি দরবারে বাবা আমরা সবার মোসাফির
দরবারে পইড়া আছি হাজির পাইতে মশকিল আসান

www.pathagar.com

অ কাবুল শা বাবা ভকতের কাবা চরণ কর দান (২)
হাকিম দেওয়ান ঘোর বিপাকে বাবা তোমার দয়া চাই
তুমি বিনে এই জগতে বান্দা আমার কেহ নাই
দিয়া তোমার নামের দোহাই কেহও করে
পাগল লোকমান (২)।

৮

আমি কাবুল শার প্রেমে পড়ে মনে লয় যাইতাম (২)
আমারে পাগল করিয়া তররাতে আছে ঘুমাইয়া
আমি কেমনে রই সরজ করে (২)
আমার কাবুল শা বাবার নামের গজল
তারে খুনেষা পাগলের দল কত পশুপাখি জিকির করে (২)
কি খেলা খেলাইছে বাবায় ধ্যান করিলে সব বুঝায়।
যেই জন ইল্লার জিকির করে (২)
বাবা কাবুল শা আল্লার অলি গেলে কেউ ফিরে না খালি
এক নিয়ত যেই জন করে (২)
কাবুল শা বাবার যখন আইল চলে কত বাবা
ছিল জঙ্গলে পলাইল বাবার ধরে (২)
হাকিম দেওয়ান তাই শুনিয়া ঘরবাড়ি আসল ছাড়িয়া
পাইল না করম কেরে (২)।

৯

নরসিংদীতে আসল বাবা কাবুল শা কেহ তার
খবর রাখে না গোসায় বাবা পাক তয়রায় (২)
নরসিংদীতে আসল বাবা কাবুল শার
ব্রিটিশ সরকার হুকুম দিল চিটাগাং রেললাইন খোল
মাজারের উপরে পরল ইতিহাসে পাতিয়া যায়
নরসিংদীতে আসল বাবা কাবুল শায়
রেল বসাইল তাড়াতাড়ি এই জায়গায় চলে না
গাড়ি দুরবিন দিয়া দেখে ল চাইয়া সব অন্ধকার দেখা যায় (২)।
ব্রিটিশ সরকার চিন্তা করে রেল বসাইল উত্তর ধারে
অনায়াসে চল গাড়ি কি ছোলা অলি ছোলায়
নরসিংদীতে আসল বাবা কাবুল শায়
সেইদিন হইতে চিন হইল এই জাগার
অলির ইল কাবুল শায় প্রয়াস পাইল ভক্তগণে
আসে যায় (২)...
হাকিম দেওয়ান বাবা বলে অলি আল্লার চরণ তলে
হাসিম মাস্টার যাই না ভুলে পরমান[৪] পাবি পার খাটায় (২)।

www.pathagar.com

১০

বার তারিখ ফাল্গুন মাসে হাজার হাজার ভক্ত আসে
পাতা মেলে মোরা গাছে দেখবি যদি তারে
আয় কি খেলা খেলে বাবা কাবুল শায় (২)।
গাছ দেখা যায় দুইটি ডালা মরে গেছে
খাল বাকলা ইটাই অলির খেলা
কাছে গেলে বুঝা যায় কি খেলা খেলে বাবা কাবুল শায়
সাপতায়[৫] একদিন বিষুদবারে[৬] লুক আসে হাজার হাজারে
গেলে কেউ বাবার ধারে আল্লার দিদার পাইয়া যায়
কি খেলা খেলে বাবা কাবুল শায়
হাকিম দেওয়ান ভেবে বলে কাবুল শারি চরণ তলে
একনিতে ভক্তি দিলে মনের আশা পুরায়
কি খেলা খেলে বাবা কাবুল শায়।

১১

অলিকুলের শিরমণি বাবা কাবুল শায়
আল্লার ধ্যানে থাকত বাবা বসে গাছতলায়
কাবুলে এসে জনম নিল বাবা যখন
শিশু ছিল মাছুম নামে ডাকত তারে
ইসকুল মাদরেসায় আল্লার ধ্যানে থাকত বাবায় বসে গাছতলায়
মোগলয় সমরটি আমলে আইল বাবায়,
বাংলায় চলে কলমারি দাওত দিতে আসল এই জাগায়
আল্লার ধ্যানে থাকত বাবা বসে গাছতলায়
তরগাটাতে আইল পরে বসল বিলের পরচিম[৭] ধারে
আহতানা পাতিয়া বসে গাব গাছের তলায়
আল্লার ধ্যানে থাকত বাবায় বসে,
গাছতলার হাকিম দেওয়ান ভেবে মনে কাবুল শা
তুমার প্রেমে হারনেরি করম গুণে খাদেম এই দূর গায়।

১২

মরা গাছে ফুল ফুটাল বাবা কাবুল শায়
আগে যাবি আরে তরা আগে যাবি আয়।
দেখা করলে বাবার সাতে কেউ ফিরে না খালি হাতে
আসেকগণ ভক্ত যারা থাকে সেই আশায়,
কুতুবুল আকতাব নামটি দিয়া গেল বাবা লুকাইয়া
ভক্তগণে পাগল হইয়া বসে গাছতলায় (২)
মিলাইছে রঙের মেলা দেখবি যদি অলির খেলা
হাজার ফুলের মালা বাবারি গলায়
গাছ বিকি জিকির করে রাত আড়াইটায়

www.pathagar.com

ভেবে বলে হাকিম দেওয়ান জিকির করে পাগল মোছতান
নবীর নামে হয় মোছলমান অলির ইশারায়।

১৩

অলিকুলের শিরমণি বাবা কাবুল শায়
কাবুলশারি এমকের খেলা খেলবি যদি আয়।
জনম তারি কাবুল হইতে আইল বাবায়
বার ত হইতে সৈনিক হইয়া আসল বাবায় সোনারি বাংলায় (২)
শত শত বছর আগে আইল বাবায় তরগাটাতে
থাকত বাবা ভালুকের সাতে গভীর জংগলায় (২)।
রোয়াজার দক্ষিণ ধারে ইনরা একটা তইয়র করে
সেই ইশরাতে পানি খাইত বাবা কাবুল শায়
তরায় যত অলি ছিল খাইত সবায় (২)
হাকিম দেওয়ান করছে ফেরে ডাকি বাবা কাবুল শারে
মেহের খা তুই চিনলি নারে চিনলি শেষ বেলায় (২)।

১৪

কাবুল শা গুণরমণি বাবা তয়রাতে ঘুমাইয়া
আল্লার অলি তুমি
তুমি হও আল্লার অলি আসেকে রাসূল
দরবারেতে ফুটাইয়া আছয় রঙবেরঙের ফুল বাবা রঙবেরঙের ফুল
তুমার চরণ স্পর্শ দিয়া হইয়া গেছে ধনী (২)।
নিজ মোকে প্রমাণ করেন আইজর তাহার প্রমাণ দিছে আল্লা ছোবাহান
পবিত্রর কুরান আল্লার পবিত্রর কুরান
অলি আল্লার দোহা বতে দেখবিরে নুরানি (২)
হাজার মোমের বাতি জ্বালাইছে দরবারে
এক নিয়তে জ্বালাইলে বাতি ফিরাইয় না
হাত পাতিয়া ছয় তুমারে ছাড়ে চৌখের পানি (২)।
হাকিম দেওয়ান হইয়া গেচে চরনরে ভিখারি
আরত সময় নাই আমার কখন জানি
মোরি বাবা কখন জানি মোরি মোয়তুয়
কালে মোকে রাইছা কলেমারি বাণী
তয়রাতে গোসাই আছে আল্লার অলি তুমি।

১৫

কাবুল শা বাবা ভক্তের বাবা
সকাল সন্ধ্যায় আসি তুমার দরবারে
খালি হাতে ফিরাইও না আমারে
পাগল মোছতান তুমার নামে করতেছে

www.pathagar.com

জিকির তুমার কাছে বাবা আমরা
সবায় মোসাফির হাত পাতি বাবা তুমার দরবারে
অলির অলি তুমি আল্লার অলি
পূর্ণ করে দে বাবা মোর শূন্য ঝুলি,
তুমার কাছে আসি এই আশা করে (২)
দু'হাত পাতিয়া বাবা করি মোনাজাত
কবুল করিও বাবা আমার মোনাজাত।
আমি আছি বাবা পাইতে তুমারে (২)
হাকিম দেওয়ান তুমার কাছে করি আছিবুল
তুমি ত জান আমি তুমার পাগল
শেষ বেলাতে নিও আমায় পার করে (২)।

১৬

কাবুল শারি প্রেম বাগানে ফুটল নবীন ফুল
আশেকগণ ভক্তগণ যারা হইয়াছে পাগল
যারা হইয়াছে পাগল।
ফুলের গন্ধে মহানন্দে দুনিয়া মশগুল বাবা দুনিয়া মশগুল
হু হু সুরে জিকির করে পাপিয়া বুলবুল বাবা পাপিয়া বুলবুল
আল্লাহু আল্লাহু।
তুমি ত আল্লার অলি সাজাইছ বাগান
তুমার ভক্ত হইল কত্ত হিন্দু মুসলমান,
জাতের গর্ব কেউ করে না চায় চরণধূলি
বাবা চায় চরণধূলি (২)।
আল্লাহু আল্লাহু
দিবানিশি এই মিনতি তুমাকে জানাই
তুমি বিনে এই জগতে আমার কেহ নাই।
তুমার প্রেমে পইরা আমি ভাঙছে সকল ভুল বাবা ভাঙছে সকল ভুল (২)
হাকিম দেওয়ান না বুঝিয়া হইছে দিশাহারা বাবা
তুমিত নিদানের বন্ধু গোসাই আছ তয়রা
তুমারি নামের উছিলায় পার কররে রাসুল
বাবা পার কররে রাসুল (২)।

১৭

আর আল্লার অলির আজব খেলা বুঝা বড় হইল দায়
আল্লার সাতে বানছে ডুরি তাই মানুষে তার গুণ গায়
ভারত আমল ছিল যখন এই জাগায় করিল গমন জংগলাতে থাকত গোপন
কেউ যেন খুঁজিয়া না পায় (২)
এই জাগায় ছিল না পানি করল বাবার এক কাহিনি
ওজু করতে নাইরে পানি কি খেলা খেলাইল বাবায় (২)

www.pathagar.com

মাটি এক মুট লইয়া হাতে ঢিলা দিলেন
জমিনেতে পানি আসল মাটি হইতে
ওজু করস কাবুল শা বাবার (২)
বিল হইল সেই দিন হইতে ভাসাইত পানির স্রোতে,
বন্ধ হইল সেই দিন হইতে কাবুল শা বাবার উছিলায়।
হাকিম দেওয়ান চিন্তার পরে আল্লার অলি কি যে করে
মনে কয় ঘরবাড়ি ছেড়ে পড়তাম বাবার চরণ তলায় (২)।

১৮

তুমার কি লাগে না দয়ারে কাবুল শা আমার দুঃখ দেখিয়া
চির সুখে থাক তুমি আমারে কান্দাইয়া,
তুমি যদি হওরে সুখি আমার দুখ নাই
কাবুল শা তোর প্রেম গুণে পুইড়া হইলাম ছাই
এই দুখ আর কারে জানাইরে আমার অন্তর যায় ফাটিয়া
চির সুখে থাক তুমি আমারে কান্দাইয়া
তুমি আমার হইবা না হয়রে আমি হইলাম তরার
আমার কতা মনে হইলে লইও আমার খবর।
এই দেহ প্রাণ সকলই তরার তোমায় আমি দিয়েছি
বিকাইয়া চির সুখে থাকরে তুমি আমারে কান্দাইয়া
এই বুঝি তর ছিল মনেরে কাবুল শা কেন করলি পীড়িতি,
এখন রাস্তায় ঘুইরা বেড়াই লোকে কয় অসতী
তুমার ছবি বুকে নিয়ারে বাজান আমি কাঁদি নিশি বইয়া (২)
দেওয়ান হাকিমেরি করম ফেরে রে আছি
আশায় বইয়া একদিন যদি দেখতাম নয়ন ভরিয়া
আমার জওমোনির আশারে বাজান সবর যাইত মিটিয়া (২)।

১৯

আমি করি চরণ আশা বাবা কাবুল শা (২)
কাবুল শারে নিদানেরী বন্ধু তুমি দু'জাহানের বাসা,
চরণ ভিক্ষা দেয় আমারে মনে বড় আশা
বাবা কাবুল শা আমি করি চরণের আশা
বট বৃক্ষের তলে যেমন পশুপাখি বসে
তেমনি বাবা তোমার ছবি হৃদয় মাঝে ভাসে।
আছি তুমারি আশে কাছে বাধব বাসা
বাবা কাবুল শা আমি করি চরণ আশা
কাবুল শারে চাই না আমি টাকা পয়সা জমিদারি
শুধু বাবা তোমার কাছে চরণ ভিখারি
কত্ত ভালবাসি তরে বলার নাইরে ভাষা বাবা
কাবুল শারে হাকিম দেওয়ান এই জীবনে দেখল কত্ত ঘুরে

www.pathagar.com

চাইতে জানলে পারা যায় ধন অলি রয় দরবারে
আল্লার অলি খালি নাইরে দোজাহানের বাসা
বাবা কাবুল শা।

২০

কত্ত ভালবাসি তরে অরে বন্ধু তুমি তো বুঝ না
হৃদয়ে যে রাখিতাম তরে করিয়া আল্পনা বন্ধু তুমিত বুঝ না
সাগরি দোনা যেমন, ওরে আমার দশা হয় তেমন
আমায় কে করিয়া নিবে আপন
আমার বাণ দয়া কেয়হ না,
বন্ধু তুমি কেন বুঝ না কত ভালোবাসি তরে
এই জীবনে চাইলাম যারে সে ব্যথা দেয় আমারে
কে নিবে আর আপন করে কে দিবে সান্ত্বনা
বন্ধু তুমি কেন বুঝ না
যেদিনও তুমায় দেখেছি আমার মন প্রাণ তোমায় দিয়াছি,
আমার কি আর আমি আছি
আমায় দিও নারে যাতনা বন্ধু তুমি কেন বুঝ না
কত্ত ভালোবাসি তরে।
হাকিম দেওয়ান কেমন করে তাকন জ্বালা মৌয়জ করে
কাবুল শা এক দিনত না পাইলে তরে
আমার ঘটবে লাঞ্ছনা বন্ধু তুমি কেন বুঝ না
কত্ত ভালোবাসি তরে।

২১

সে যে আমার হোক বা না হোক আমি যে তার হইয়াছি
একবার এসে যাও দেখিয়া আমি মরি কি বাঁচি
কাবুল শা মরি কি বাঁচি
যেই রোগে আমায় ধরেছে তুমি বিনে যাইতো না
পারি মনের কাছে তোমার ছবি বুকের ভিতর
সব সময় যে রেখেছি বন্ধু একবার এসে যাও দেখিয়া মরি কি বাঁচি।
এত জ্বালা আমায় দিও না পায় ধরে মিনতি করি
ফেলে যাইও প্রাণ সখা লেনাদেনা
তোমার মনে করেছি
বন্ধু একবার এসে যাও দেখিয়া মরি কি বাঁচি
যা জানে আমার মনে কি নিয়া কি করেছ আমারি সনে,
কেঁদে কেঁদে এই জীবনে তবুও সুখে আছি
বন্ধু একবার এসে যাও দেখিয়া মরি কি বাঁচি
আর বুঝি হইবে না দেখা তোমার কথা অন্তর মাঝে রইয়া যে গাঁথা
দেওয়ান হাকিম কয় প্রাণ সখা তোমার নাম নিয়ে বেঁচে আছি
বন্ধু একবার এসে যাও দেখিয়া মরি কি বাঁচি।

www.pathagar.com

২২

ওরে আল্লার অলি কাবুল শা বাবায়
জনম নিছে কাবুলে কাবুলে জিকির করায়
তালে তালে সবায়।
লাইলাহা ইল্লাহু করে জিকির বাবারি দরবারে
আমরা সবায় মুছা পীর (২)
এই নামেরি সুধাখানি
মুরশিদ পাইলে আল্লা পাবিরে
দেখলে বাবার নুরের ছবি পড়গা বাবার ইসকুলে,
৩৬০ আউলিয়ার একজন ঘুমায়েছে তয়রায়
খালি ফিরে না কেও এক নিতে চায় যদি
এই দরবারে খাদেম যারা তারা বাবার প্রেমে পুরা
হাকিম দেওয়ান কেঁদে সারা কাবুল শার চরণ তলে (২)
জিকির করার তালে তালে বাবার।

২৩

কাবুল শার বাড়িতে ফুলেরি বাগান
ভুমুরায় গুনগুন করে রে বাবার আসে গান,
ভক্তগণ যারা নামের জিকির করে
বাবারি বাড়ি রংলাকাচারি লোক আসে হাজারে হাজারে
কেহ চোখের জলে বুক ভাসায় কেহ বাবার দিদার পায়
কেহ এসে শুধু ঘুরে ফিরে
১২ তারিখ ফাল্গুন মাসে বাবার দরবারে আসে
ঢোল কারা বাজে তালে তালে কাবুল শারে
পাইলে সব জ্বালা যাই ভুলে শোনতাছে ছট্‌ফ্ করেরে
কাবুল শারি নামের খেলা মরা গাছে
খেলছে ডালা এমনি আজব খেলা নাইযে
পাথর রাখছে সিতানে আসে যত ভক্তগণে
পাথর ধোয়া পানি খায়রে
দেখিয়া হাকিম দেওয়ান ছাড়িয়া জাত কুল মান
পড়িয়া বাবার দরবারে অহে আল্লা কাদির
ছাড়িয়া চোখের পানি তরাইয়া লইব রোজ হায় সুরেরে।[১]

www.pathagar.com

২. মেয়েলি গীত

হিন্দু সমাজের বিয়ের গান।

কনে দেখার গীত

বেনা অস্ত্রে নারদ গো মুনি করিল গমন
বেনা শরবতে সাজে দাড়িকা যতগণ গো
বৃন্দাবন বিরাজে সখী গো
বেরাল বেরাল কন্যা তোর বাবার বাগানে
নিয়ত নিবন্ধ হইলে বিয়া করমু তরে।
তুমি ধর পুষ্পের সাজি আমি পুষ্প তুলি
কি মতে তুলিমঅ পুষ্প বিনা পরিচয় গো
বৃন্দাবন বিরাজে সখী গো
বাবার বাড়ির মণ্ডপ ঘরে ঘিতের প্রদীপ জ্বলে
শিয়রের আলোয় কন্যা পুষ্পের মালা গাঁথে
মালা কি গাঁথিয়া কন্যায় ভাবে মনে মনে
কী মতে পাঠামু মালা ধর্ম সভার মাঝে
উজানি নগরে কন্যা বড় সন্ধান জানে
মাকরেরঅ আঁশ দিয়া পুরুষ বন্দি করে
বৃন্দাবন বিরাজঅ সখী গো।[২]

বিয়ের জুড়ি

কনেকে আংটি পরিয়ে ছেলের বিয়ে পাকা করা হয়। এ সময় এই গানটি গাওয়া হয়।

রামের ঐ যে পঞ্চ ভাইগো চান্দ সওদাগর
বিয়ারটি জুড়িতে যায়গো উজানি নগরও রামওরে (২)
উজানি নগরের কইন্যা ঘিতের প্রদীপ লাগায়
প্রদীপের ফরসাতে কইন্যা পুষ্পের মালা গাঁথে রামওরে।
মালাটি গাঁথিয়া কইন্যা ভাবে মনে মনে
আমারে যে মালাখানি পড়াইব কারে গলেগো
ভাইয়ে বলে শোন বইনগো পরাইবা তুমি না ভাবিও মনে
মালাটি বৈদেশি নাগরের গলে গো (২)
ফুল টুঙ্গি লইয়া কইন্যায় গেল বাসর ঘরে
মালাটি পড়াইল কইন্যায় বৈদেশি নাগরের গলে গো।[৩]

দেবতাদের নিমন্ত্রণ গীত

বিয়ের আশীর্বাদের পর দেবতাদের নিমন্ত্রণ করা হয়। দেবতাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই গীতটি যারা গেয়ে থাকেন অর্থাৎ তারা বর এবং কনে পক্ষের বাড়িতে যেখানে গায় সেখানে তাদের মিষ্টি, পান, সুপারি, চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

চন্দ্র বন্ধন সূর্য বন্ধন গো তারা দেবগণ

www.pathagar.com

ও হরি ত্রিশ কোটি দেব বন্ধনগো শ্রীকৃষ্ণের চরণ
দুর্গা বন্ধন, কালী বন্ধন গো
তারা দেবগণ (২)
বিশ্ব মিত্র মুনির বন্ধন শ্রীকৃষ্ণের চরণ
লক্ষ্মী বন্ধন, গঙ্গা বন্ধন তারা দেবগণ
ও হরি ত্রিশ কোটি দেব বন্ধন গো শ্রীকৃষ্ণের চরণ।[৪]

জয়ার জয়ার জয়ের ধ্বনি মঙ্গল ও গাইতে
এগো রানি বলে, দুর্গা মা তোর যাইতে হবে শ্রীরামের উৎসবে।
কার্তিক, গণেশ সাথে লয়ে আসিবেন সকালে
কালী মা তোর যাইতে হবে শ্রীরামের উৎসবে।
মুণ্ড মালা গলে দিয়ে আসিবেন সকালে,
লক্ষ্মী মা তোর যাইতে হবে শ্রীরামের উৎসবে
পেঁচা বাহন সঙ্গে লয়ে আসিবেন সকালে
গঙ্গা মা তোর যাইতে হবে শ্রীরামের উৎসবে
ভগীরথকে সঙ্গে লয়ে আসিবেন সকালে।[৫]

বিয়ের নিমন্ত্রণ

কনের বিয়ে পাকা হলে আশীর্বাদের সময় একটি কাঁসার বড় থালায় পান, সুপারি, বাতাসা, মিষ্টি সাজিয়ে বরপক্ষের সামনে দেয়া হয়। এ সময় গীত গাওয়া হয়–

ভরতকে পাঠাইলেন রামরে কালীর নিমন্ত্রণে
কালী তুমি যাইতে হবে ও শ্রীরামের উৎসবে,
দেবকূলে থাকি আমরা আসিতে না পারি
ভাগ্যমতী ভাগনার বিয়া আশীর্বাদও করি।
ভরতকে পাঠাইলেন রামরে গঙ্গার নিমন্ত্রণে
গঙ্গা তুমি যাইতে হবে ও শ্রীরামের উৎসবে
দেবকূলে থাকি আমরা আসিতে না পারি
ভাগ্যমতী ভাগনার বিয়া আশীর্বাদও করি।
ভরতকে পাঠাইলেন রামরে দুর্গার নিমন্ত্রণে
দুর্গা তুমি যাইতে হবে ও শ্রীরামের উৎসবে,
দেবকূলে থাকি আমরা আসিতে না পারি
ভাগ্যমতী ভাগনার বিয়া আশীর্বাদও করি।
ভরতকে পাঠাইলেন রামরে লক্ষ্মীর নিমন্ত্রণে
লক্ষ্মী তুমি যাইতে হবে ও শ্রীরামের উৎসবে,
দেবকূলে থাকি আমরা আসিতে না পারি
ভাগ্যমতী ভাগনার বিয়া আশীর্বাদও করি
ভরতকে পাঠাইলেন রামরে সরস্বতী নিমন্ত্রণে
সরস্বতী তুমি যাইতে হবে ও শ্রীরামের উৎসবে,
দেবকূলে থাকি আমরা আসিতে না পারি
ভাগ্যমতী ভাগনার বিয়া আশীর্বাদও করি।[৬]

www.pathagar.com

বিয়ের খোলা বসানোর গীত

বিয়ের কথা পাকা হলে বরের বাড়িতে উনুনে পাঁচটি এবং কনের বাড়িতে তিনটি খোলা বসানো হয়। এই খোলায় চিড়া, মুড়ি ভাজা হয়। বিয়ের তিন দিন পর সকালে দই পেতে হাঞ্চ (বিকাল) বা সন্ধ্যায় বর-কনেকে দই, চিড়া খাওয়ানো হয়। তখন এয়োরা এই গীতটি গেয়ে থাকে–

১

ঢাকো বালা পড়েরে নারদ ভাগিনারে
দিয়া আইও দেব সবার পানও (২)
কারে আমি জানিগো কারে আমি চিনিগো
কার বা বাতায় দিয়া আইলাম পানও (২)
কারে আমি জিজ্ঞাসাগো ওরে ভগবতী গো
আমার বাতায় কিসের পানও আসল (২)
তুমি যে দিছিলা বরপুত্র রইছে মায়ের গো
তারোর উৎসবের পানয় আইছে (২)
ঢাকো বালা পড়েরে নারদও ভাগিনারে
দিয়া আইও দেব সবার তৈল (২)
কারে আমি জানিগো, কারে আমি চিনিগো
কার বা মাথায় দিয়া আইলাম তৈল (২)
গঙ্গারে জিজ্ঞাসে গো ওরে ভগবতী
আমায় বাতায় কিসের তৈল আইছে (২)
তুমি যে দিছিলা বরপুত্র রইছে মায়ের গো
তারোর ও উৎসবের তৈল আসল
কারোর ও জল তৈল আসল।[৭]

২

রাজা রানি হরষিত মনে
ভরতরে পাঠাইয়া দেনগো কালীরও নিকটে
কালী যাইতে হবে শ্রীরামের উৎসবে
কালী যাইতে হবে শ্রীরামেরও উৎসবে
মুণ্ডমালা গলে দিয়া আসিবেন সকালে
কালী যাইতে হবে
রাজা রানি হরষিত মনে
ভরতরে পাঠাইয়া দেনগো দুর্গারও নিকটে
দুর্গা যাইতে হবে শ্রীরামের উৎসবে
কালী যাইতে হবে শ্রীরামেরও উৎসবে
কার্তিক গণেশ সঙ্গে লইয়া আসিবেন সকালে
দুর্গা যাইতে হবে
রাজা রানি হরষিত মনে

www.pathagar.com

ভরতরে পাঠাইয়া দেনগো লক্ষ্মীরও নিকটে
লক্ষ্মী যাইতে হবে শ্রীরামের উৎসবে
লক্ষ্মী যাইতে হবে শ্রীরামেরও উৎসবে
পেঁচা বাহন সঙ্গে লইয়া আসিবেন সকালে
লক্ষ্মী যাইতে হবে
রাজা রানি হরষিত মনে
ভরতরে পাঠাইয়া দেনগো সরস্বতীরও নিকটে
সরস্বতী যাইতে হবে শ্রীরামের উৎসবে
সরস্বতী যাইতে হবে শ্রীরামেরও উৎসবে
হংস বাহন সঙ্গে লইয়া আসিবেন সকালে
সরস্বতী যাইতে হবে
রাজা রানি হরষিত মনে।[৮]

পান খিলির গান

বিয়ের চার অথবা সাত দিন আগে শুভক্ষণ দেখে বিয়ের পান খিলির দিন ধার্য করা হয়। পাঁচজন সধবা এয়ো পাঁচটা পান দিয়ে একটি খিলি তৈরি করে। এমন পাঁচটি খিলি তৈরি করে প্রতিটি খিলিতে আস্ত সুপারি দেয়া হয়। একটি পোড়া মাটির ঘটের উপর সিঁদুরের ফোটা দেয়া পাঁচপাতা বিশিষ্ট আম্রপল্লব রাখা হয়। ঘটে সরিষার তেল দিয়ে সিঁদুর গুলে পাঁচটি ফোঁটা দেয়া হয়। একে মঙ্গলঘট বলে। উঠানের মাঝখানে লেপে মঙ্গলঘট বসানো হয়। আম্রপল্লবের উপরে পানের খিলি সাজিয়ে দেয়া হয়। খিলির উপর দুধের সর, চিনি ও পাঁচটি বাতাসা দেয়া হয়। পানের খিলি বানানোর সময় এ গীত গাওয়া হয়–

১

ডাক দা বলছে নন্দরানী
উঠানখানি লেপো তুমি
জন্মের আয়োগণ সুপারি কাটগো রাই সকল।
ডাক দা বলছে নন্দরানী
আল্পনা দেওগো তুমি
জন্মের আয়োগণ সুপারি কাটগো রাই সকল।
ডাক দা বলছে নন্দরানী
কুষ্টি পিঁড়ি বিছাও তুমি
সোনা রূপা কিলিকানি
হস্ত করে লও গো তুমি (২)।
ডাক দা বলছে নন্দরানী
মঙ্গলঘটখানি বসাও তুমি
সবাই দেওগো জয়ের ধ্বনি
সুপারি কাটগো রাই সকল

www.pathagar.com

জন্মের আয়োগণ সুপারি কাটগো রাই সকল।
সোনারূপা কিলিকানি
হস্ত করে লওগো রানি
সবাই দেওগো জয়ের ধ্বনি
হস্ত করে লওগো রানি
জন্মের আয়োগণ সুপারি কাটেগো রাই সকল।
ডাক দা বলছে নন্দরানী
আল্পনা আঁকো তুমি।[৯]

২

সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর বাপও বড় করোরে (খারাপ)
কেমনও যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর মা বড় করোরে
কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর জেঠা বড় করোরে।
কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর জেঠি বড় করোরে।
কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর কাকা বড় করোরে।
কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর কাকী বড় করোরে।

www.pathagar.com

কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর মাসী বড় করোরে।
কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর মেসো বড় করোরে।
কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর পিসী বড় করোরে
কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর পিসা বড় করোরে।
কেমনে যাইব তোরো দেশে
সোনার বাটা সোনালি হেগো রূপার বাটা কামিনী।
হীরার বাটা হেগো লং সুপারি
তোরো দেশে যাইতামরে
ও তোর দিদি বড় করোরে।
কেমনে যাইব তোরো দেশে।[১০]

বিয়ের দু'দিন আগে কনের হাতে কাঙ্গালা (একটি কাপড়ের টুকরায় কাঁচা হলুদের টুকরা, সামান্য সরিষা, এক কোয়া রসুন বেঁধে) মেয়ের বাম এবং ছেলের ডান হাতের কব্জিতে সুতা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়।

অধিবাসের গান

বিয়ের আগের দিন রাত বারোটার পর বর-কনেকে নতুন কাপড় পরিয়ে গিলা, হলুদ শরীরে মাখানো হয়। পোড়া মাটির ঘটে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। সিঁদুরের ফোটা দেয়া আম্রপল্লব ঘটে রাখা হয়। বর-কনেকে নতুন গামছা পরিয়ে মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে জোকার (উলুধ্বনি) দেয়া হয়।

বুধবার পঞ্চমী তিথি আজ রামের অধিবাস
এগো অধিবাসও হইব রামের

www.pathagar.com

হলুদ নাই মার ঘরে গো
অধিবাসও হইব রামের
হলুদ নাই মার ঘরে গো
এগো স্বর্গে থাইক্যা দেবগণে হলুদ সৃষ্টি করে গো (২)
বুধবার পঞ্চমী তিথি আজ রামের অধিবাস
এগো অধিবাসও হইব রামের
হলুদ নাই মার ঘরে গো
অধিবাসও হইব রামের
হলুদ নাই মার ঘরে গো
এগো স্বর্গ থাইক্যা দেবগণে হলুদ সৃষ্টি করে গো।
বুধবার পঞ্চমী তিথি আজ রামের অধিবাস
এগো অধিবাসও হইব রামের
কাপড় নাই মার ঘরে গো,
অধিবাসও হইব রামের
কাপড় নাই মার ঘরে গ্রে
এগো স্বর্গে থাইক্যা দেবগণে কাপড় সৃষ্টি করে গো (২)।
বুধবার পঞ্চমী তিথি আজ রামের অধিবাস
এগো অধিবাসও হইব রামের
মালা নাই মার ঘরে গো,
অধিবাসও হইব রামের
মালা নাই মার ঘরে গো
এগো স্বর্গে থাইক্যা দেবগণে মালা সৃষ্টি করে গো (২)।[১১]

ওমের বারা

বিয়ের দিন কনের বাড়িতে ধান ভানা হয়। পাঁচ অথবা তিনজন এয়ো অর্থাৎ বিবাহিতা নারী ধান ভেনে চাল করে। নিঃসন্তান নারী এই ধান ভানতে পারবে না। ধান ভানার সময় এয়োরা এ গীত গেয়ে থাকে–

বারা ভানে মোখন্দ মুরারি
বৃন্দাবনে ভানে বারা রসেরও কামিনী (২)।[১২]

চিড়া কুটার গীত

পাঁচ এয়ো নতুন পাতিল লেপা উনুনে বসায়। পাঁচ মুষ্টি ধান খোলায় পাঁচবার ভাজে। ভাজা ধানের মধ্যে পাঁচটি হলুদ ও পাঁচটি আদার টুকরা দিয়ে গাইলে (কাইল) চেখাইট দিয়া চিড়া কুটে। এ সময় গীত গাওয়া হয়–

চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী। (২)
চেখাইটে উইঠ্যা বলে তুইতো আমার সই
জামাইর মায় কুটে চিড়া

www.pathagar.com

বুকট্যা ফাইট্যা লইস,
চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী। (২)
গাইলে উইঠ্যা বলে তুই তো আমার সই
জামাইর জেঠি কুটে চিড়া
বুকট্যা ফাইট্যা লইস।
চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী। (২)
গাইলে উইঠ্যা বলে তুই তো আমার সই
জামাইর কাকী কুটে চিড়া
বুকট্যা ফাইট্যা লইস।
চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী। (২)
গাইলে উইঠ্যা বলে তুই তো আমার সই
জামাইর মামী কুটে চিড়া
বুকট্যা ফাইট্যা লইস।
চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী। (২)
গাইলে উইঠ্যা বলে তুই তো আমার সই
জামাইর মাসী কুটে চিড়া
বুকট্যা ফাইট্যা লইস।
চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী। (২)
গাইলে উইঠ্যা বলে তুই তো আমার সই
জামাইর পিসী কুটে চিড়া
বুকট্যা ফাইট্যা লইস।
চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী। (২)
গাইলে উইঠ্যা বলে তুই তো আমার সই
জামাইর দিদি কুটে চিড়া
বুকট্যা ফাইট্যা লইস।
চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী। (২)
গাইলে উইঠ্যা বলে তুই তো আমার সই
জামাইর বৌদি কুটে চিড়া
বুকট্যা ফাইট্যা লইস।
চিড়া কুট কুট্‌লো মুরারি
বৃন্দাবনে কুটে চিড়া রসের কামিনী (২)।[১৩]

www.pathagar.com

বর-কনের জলাভরণ

নদীতে জল ভরতে যাওয়ার সময় কলসির মুখে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচপাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব দিতে হয়। কলসির পেটে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। নতুন কুলায় ধান, দূর্বা, পাঁচটি আস্ত পান, পাঁচটি আস্ত সুপারি, পাঁচটি বাতাসা, একটি বাটিতে সরিষার তেল দিয়ে গোলা সিঁদুর এবং সরিষার তেলসহ পাঁচটি মুচিতে সলতে দিয়ে প্রদীপ ধরিয়ে দেয়া হয়। পাঁচজন বিবাহিতা নারী এই কলসি নিয়ে জল ভরতে যাবে। তাদের সঙ্গে ঢাকঢোল ইত্যাদি বাদ্যবাজনা থাকবে। পাঁচজন এয়ো নদীতে গিয়ে গঙ্গাকে তেল ঢেলে, দুটি আস্ত পান-সুপারি, বাতাসা নদীর পাড়ে রেখে নিমন্ত্রণ করে। কলসিতে জল ভরে নিয়ে আসে। এই জল দিয়ে বর-কনেকে স্নান করানো হয়।

নরসিংদী সদরে বৌয়াকুড়ে জেলে সম্প্রদায়ের কনের বিয়ের স্নানের জলাভরণ

১. এয়োগণ জলভরতে যাওয়ার সময় এ গীত গায়–

ঘরের থেনে বাহির হইল বিকূলা সাজাইয়া মাথে
চল যাই যমুনার ঘাটে ও শোনো বংশী বাজে
চল যাই যমুনার ঘাটে।
আগে যায়গো ললিতার সখী
চল যাই যমুনার ঘাটে।
পাছে যায়গো বৃন্দা দুতি
চল যাই যমুনার ঘাটে
কেকোর পইরম লাল নীল
কেকোর পইরম সাদা ছিল
চল যাই যমুনার ঘাটে।
ও শোনো (পরনে) বংশী বাজে

www.pathagar.com

চল যাই যমুনার ঘাটে
রাধিকা সুন্দরী পইরম কৃষ্ণ নামটি লেখা গো
চল যাই যমুনার ঘাটে
কেকোর কাঙ্খে লোটা ঘটি
কেকোর কাঙ্খে ঝারি (ফুলের) ছিল
চল যাই যমুনার ঘাটে
ও শোনো (পরনে) বংশী বাজে
রাধিকা সুন্দরীর কাঙ্খে সুর্বহর্ণেও কলসি
চল যাই যমুনার ঘাটে
ও শোনো (পরনে) বংশী বাজে
চল যাই যমুনার ঘাটে।[১৪]

২

জলের ঘাটে বাঁশি বাজে হে গো কমলা
আমরা জলে যাই (২)
এক সখী দুইও সখী জল ভরিতে যাই
মধ্যে সখী নীলাম্বরী বাতাসে উড়ে গো
আমরা জলে যাই
জলের ঘাটে বাঁশি বাজে হে গো কমলা
আমরা জলে যাই (২)
কেকই হাঁটে রইয়া রইয়া
কেকই হাঁটে দাইয়া
রাধিকা সুন্দরী হাঁটে তীরভঙ্গ ধরিয়া গো
আমরা জলে যাই
জলের ঘাটে বাঁশি বাজে হে গো কমলা
আমরা জলে যাই (২)।[১৫]

শীল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়েতে বর কনের স্নানের জলভরণে একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। জল ভরতে যাওয়ার সময় পাঁচ এয়ো একটি কলস ও পাঁচটি গ্লাস নেয়। প্রতিটিতে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচপাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব রাখা হয়। এয়োদের সাথে বর-কনের মাও নদীর ঘাটে অথবা পুকুর পাড়ে যায়। বর-কনের মা নতুন কুলায় একটি বাটিতে সরিষার তেল, সিঁদুর, একটা পান, বাতাসা, আস্ত সুপারি, একটি বাটিতে চিনি, দুধের সর নেয়। একটি হাঁসের ডিম, ধান কাটার কাচি, হাত পাখা, প্রদীপ, আগরবাতি নেয়। যে ঘাটে জল ভরতে যাবে সেখানে ঘাটে বর-কনের মা পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা, সরিষার তেল জলে ঢেলে দেয়। পানের উপর সুপারি দিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়। কাচি দিয়ে তিনবার জল কাটে। যে জায়গায় জল কাটে সেই জায়গায় তিনবার পাখা দিয়ে বাতাস করে। ডিম ভেঙে জলের উপর দেয়া হয়। এরপর পাঁচ এয়ো কলসি, গ্লাসে জল ভরে। এ সময় পাড়ে উঠে জোকার দিয়ে গানে টান দেয়–

www.pathagar.com

৩

জলভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া ঢেউ
আঁকি মেলে কও না কতা
সঙ্গে নাই মোর কেউ রে কানাই
সঙ্গে নাই মোর কেউ
ছাইড়া দে কলসি আমার যায় যমুনা
কেমন তোমার মাতাপিতা
কেমন তোমার হিয়া
এতো বড় হইচ নাগর না করাইছে বিয়া
নাগর ছাইড়া দে কলসি আমার যায় যমুনা
ভালো আমার মাতাপিতা
ভালো আমার হিয়া
তোমার মতন সুন্দরী পাইলে মা করাইত বিয়া
ও নাগর ছাইড়া দে কলসি আমার যায় যমুনা।
জলভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া ঢেউ
আঁকি মেলে কও না কতা
সঙ্গে নাই মোর কেউ রে কানাই
সঙ্গে নাই মোর কেউ।
লজ্জা নাইরে লজ্জা পুরুষ লজ্জা নাইরে তোর
গলায় কলসি বেঁধে জলে ডুবে মর
কোথায় পাবো রশি কন্যা কোথায় পাবো কলসি
তুমি হওগো প্রেম যমুনা আমি ডুইবা মরি।
জলভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া ঢেউ
আঁকি মেলে কও না কতা
সঙ্গে নাই মোর কেউ রে কানাই
সঙ্গে নাই মোর কেউ।[১৬]

জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়েতে বর-কনের স্নানের জল ভরার জন্য পাঁচজন সধবা নারী চারটি কলসি নিয়ে নদী অথবা পুকুরে জল ভরতে যায়। প্রতিটি কলসির মুখে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচপাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব রাখা হয়। একটি নতুন কুলায় সরিষার তেল ভরা এবং সলতে দেয়া পাঁচ জোড়া মুচি, সিঁদুর, ধান, দূর্বা, ফুল, দুটি আস্ত পান, আস্ত কাঁচা হলুদ, সরিষা তেল, চিনি, বাতাসা, একটি হাঁসের ডিম, কলার ডগা, নতুন পাখা, নোড়া ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। চারজন এয়ো কলসি কাঁখে এবং একজন এয়ো মাথায় কুলা নিয়ে নদী অথবা পুকুরে জল ভরতে যায়। যিনি কুলা মাথায় নিয়ে যান তিনি নদীর ঘাটে গিয়ে নদীর পাড় জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে হাত দিয়ে লেপে দেন। তেল দিয়ে সিঁদুর গুলিয়ে লেপা স্থানে পুতুল আঁকা হয়। এখানে ধান, দূর্বা, পান, চিনি,

www.pathagar.com

বাতাসা দেয়া হয়। জলে তেল, সিঁদুর, পান, বাতাসা দিয়ে গঙ্গাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ করা হয়। হাঁসের ডিমটা জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়। কাঁচি দিয়ে তিনবার জল কাটা হয়। কাটা স্থানে পাখা দিয়ে বাতাস করা হয়। এরপর চারজন এয়ো জলে নেমে কলসি ভরে। কলসি ভরে জল নিয়ে নোড়ায় পা দিয়ে পাড়ে উঠে আসে।

গঙ্গা নিমন্ত্রণের গীত

১

যমুনারই ঘাটে গঙ্গায় রইল পলাইয়া (২)
গঙ্গা তোমার নিমন্ত্রণ (২)
তৈল দিলাম পানও দিলাম
গঙ্গা তোমার নিমন্ত্রণ।
যমুনারই ঘাটে গঙ্গায় রইল পলাইয়া (২)
সিঁন্দুর দিলাম মিষ্টি দিলাম
গঙ্গা তোমার নিমন্ত্রণ,
যমুনারই ঘাটে গঙ্গায় রইল পলাইয়া (২)
গঙ্গা তোমার নিমন্ত্রণ
যমুনারই ঘাটে গঙ্গায় রইল পলাইয়া ।[১৭]

২

গঙ্গা দেওগো দরশন
সীতা দেবী স্নান করাইব ভইরা নিবো জল
গঙ্গা দেওগো দরশন,
পান দিলাম খিলি খিলি
গুয়া (সুপারি) উত্তম ফল
গঙ্গা দেওগো দরশন।
তেল দিলাম সিঁদুর দিলাম
গুয়া (সুপারি) উত্তম ফল
গঙ্গা দেওগো দরশন।
ধান্য দিলাম, দূর্বা দিলাম গঙ্গার নিমন্ত্রণ
গঙ্গা দেওগো দরশন।[১৮]

ধাড়ি ধরা

নদীর ঘাট থেকে পাঁচ এয়ো জল ভরে বাড়ি ফেরার পথে অন্য নারীরা একটি পাটি দিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। যারা ধাড়ি ধরে এয়োরা কাঁখের কলসি থেকে জল নিয়ে তাদের উপর ছিটিয়ে দেয়।

দ্বার খুলে দাও ধাড়ি
ধরি তোমার পায়ে

www.pathagar.com

নরসিংদী সদরে বৌয়াকুড়ে জেলে সম্প্রদায়ের বিয়ের গীত গাইছেন কৃষ্ণ দাসী ও কংকা রানী দাসী

কৃষ্ণের শুকে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়
মথুরাতে যাবো কৃষ্ণ কুলে লবো।
কৃষ্ণ কুলে লয়ে পাপী প্রাণ জুড়াইব।
দ্বার খুলে দাও ধাড়ি।[১৯]

সোহাগ মাগার গীত

বরের বাড়িতে একটি নতুন কুলায় পাঁচটি প্রদীপ এবং কনের বাড়িতে নতুন একটি কুলায় তিনটি প্রদীপ সাজিয়ে নেয়া হয়। এক মুষ্টি সিদ্ধ চাল, একটি বাটিতে সরিষা তেল, সিঁদুর, একটি বাটিতে দুধের সর, চিনি, বাতাসা সাজিয়ে কুলায় রাখা হয়।

বরের মায়ের পরনে থাকে নতুন শাড়ি। আঁচলে উফত (গাছ), উতরাঙ্গা গাছ বাঁধা হয়। উপকরণ সাজানো কুলা মাথায় নিয়ে বর-কনের জন্য সোহাগ মাগতে যায়। আঁচলের কোনা মাটিতে ছেচরাতে ছেচরাতে প্রতিবেশীর দুয়ারে সোহাগ মাগে। সাথে বাদ্য বাজনা থাকে। নাইওররা গান গায়–

পিন্দনে পাটের শাড়ি
মাথাতে সোহাগের ডালি
চল যাই সোহাগ মাগিবারে।[২০]

www.pathagar.com

কনের গায়ে হলুদের গীত

বিয়ের আগের দিন বিবাহিতা নারী (এয়োরা) কাঁচা হলুদ, গিলা পিঁড়িতে ছেঁচে সরিষার তেল মিশিয়ে কনের শরীরে মাখিয়ে দেয়া হয়।

জামাইর মাগো করুণা
হলদি গিলা বাইটো না
জামাই রইছে নদীর কূল
ছিট্যা ফুটছে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইয়ে আনন্দে,
খাওগো জামাই বাটার পান
সুন্দরীরে কর দান
দানে বইয়া পাইবা কি?
সুতার কাপড় হরতকি।[২১]

কনের স্নান করানোর গীত

১

কর কর মালা স্নানের হইল বেলা
বিলম্বিতা সয় না প্রাণে
কই গেলা গো ললিতা কই
গেলা গো বিশাখা
পঞ্চ ঘটও আনো সকলে
কই গেলা গো ললিতা কই
গেলা গো বিশাখা
কুষ্টি পিঁড়ি আনো সকলে। (২)
অল্প অল্প ঢাইল জল
সীতার করব ঠান্ডা জ্বর
লাল গামছা দিয়া মুছাও সীতার জল
কর কর মালা স্নানের হইল বেলা
বিলম্বিতা সয় না প্রাণে।[২২]

২

হলুদরে তোর জনম কোন স্থানে
আমার জনম দেখ আইসে গৃহস্থের জমিনে
হলুদ আনগো বাইটে
গিলারে তোর জনম কোন স্থানে,
আমার জনম দেখ আইসে পাহাড় পর্বতে
গিলা আনগো বাইটে।[২৩]

www.pathagar.com

৩

মায়েতো মিনতি করে গো শোন আইসগণ
অল্প কইরা ঢাইল জলও গো
আমার বড় কষ্টের ধন।
মায়েতো মিনতি করে গো শোন আইসগণ
অল্প কইরা মাইখঅ হলুদ গো
আমার বড় কষ্টের ধন।
মায়েতো মিনতি করে গো শোন আইসগণ
অল্প কইরা মাইখঅ গিলা
আমার বড় কষ্টের ধন।[২৪]

কনে সাজানোর গীত

আমার সীতার কপাল ভালো
সিঁন্দুরে কইরাছে আলো (২)
সাজাও ধনী প্রিয়রে (২)
লক্ষ্মী বিলাস সুবর্ণ তেল
ফুল মালতী দিয়ে সাজাও
সাজাও ধনী প্রিয়রে। (২)
আমার সীতার হস্তি ভালো
শাখায় কইরাছে আলো (২)
সাজাও ধনী প্রিয়রে। (২)
আমার সীতার মাজা ভালো
শাড়িয়ে কইরাছে আলো
সাজাও ধনী প্রিয়রে (২)
আমার সীতার চরণ ভালো
জুতায় কইরাছে আলো (২)
সাজাও ধনী প্রিয়রে (২)।[২৫]

বর সাজানোর গীত

১

তোমরা সাজাইতে জান না
রামের সাজন ভালো হইলো না।
এই সাজ খুলে ফেলে নতুন করে সাজায়ে একবার দেখো না
রামের সাজন ভালো হইল না।
পাউডার দিয়া সাজায়ে একবার দেখো না

www.pathagar.com

রামের সাজন ভালো হইলো না।
এই সাজ খুলে ফেলে নতুন করে সাজায়ে একবার দেখো না,
কাজল দিয়া সাজায়ে একবার দেখো না
রামের সাজন ভালো হইলো না।
এই সাজ খুলে ফেলে নতুন করে সাজায়ে একবার দেখো না,
কাপড় দিয়া সাজায়ে একবার দেখো না
রামের সাজন ভালো হইলো না।
এই সাজ খুলে ফেলে নতুন করে সাজায়ে একবার দেখো না,
চন্দন দিয়া সাজায়ে একবার দেখো না
রামের সাজন ভালো হইলো না।
এই সাজ খুলে ফেলে নতুন করে সাজায়ে একবার দেখো না,
মুকুট দিয়া সাজায়ে একবার দেখো না
রামের সাজন ভালো হইলো না।
এই সাজ খুলে ফেলে নতুন করে সাজায়ে একবার দেখো না,
তোমরা সাজাইতে জান না
রামের সাজন ভালো হইলো না।[২৬]

২

রামদল সাজে রামদল সাজে পইরা গেল হারা
রামদলরে সাজাইতে মায়গো স্বর্গে উঠে তারা (২)
রামদল যায়গো বিয়া করতে সঙ্গে যাইব কে?
ভাইয়েরং ঘরের ভাতিজা যাইব
তোমার রামের সঙ্গে রে রামদল অযোধ্যায় গমন
রামদল সাজে রামদল সাজে পইরা গেল হারা
রামদলরে সাজাইতে মায়গো স্বর্গে উঠে তারা
রামদল যায়গো বিয়া করতা সঙ্গে যাইব কে?
বইনের ঘরে ভাগিনা যাইব
তোমার রামের সঙ্গে রে রামদল অযোধ্যায় গমন।
সাজিয়া বারিয়া রামরে বইস সবার মধ্যে
গুরু পুরুত প্রণাম কইরা যাইও শ্বশুর দেশে (২)
সাজিয়া বারিয়া রামরে বইস সবার মধ্যে
মাতা পিতা প্রণাম কইরা যাইও শ্বশুর দেশে। (২)
সেই আশীর্বাদ কইরেন বাবা পরমেশ্বরের কাছে
বিয়া কইরা সুন্দরী লইয়া আসিব দেশে। (২)
সেই আশীর্বাদ কইরেন মাগো পরমেশ্বরের কাছে
বিয়া কইরা সুন্দরী লইয়া আসিব দেশে। (২)

www.pathagar.com

কি করো গো রামের মাগো দেখগো আসিয়া
মেথিলাতে আসল চিঠি সীতা দেবীর বিয়া,
অমৃত ফলত ঘটগো উঠানে বসাইয়া
ব্রাহ্মণগণে যাত্রা করায় পুবমুখী হইয়া। (২)
এক আসরে যাইও রামরে দুপুরেতে আইও
জনক রাজার লক্ষ্মী সীতা সঙ্গে কইরা আইনো (২)।[২৭]

৩

মনোলোভা দেখতে শোভা আচ্ছা শোভা হইয়াছে
লক্ষ্মণ তুই দেইখা আয়রে রামেরে কেমনে সাজাইছে।
কাপড় দিয়া সাজাইছে চাদ্দর মাত্র রইয়াছে
লক্ষ্মণ তুই দেইখা আয়রে রামেরে কেমনে সাজাইছে।
পাউডার দিয়া সাজাইছে কাজল মাত্র রইয়াছে
লক্ষ্মণ তুই দেইখা আয়রে রামেরে কেমনে সাজাইছে।
কাজল দিয়া সাজাইছে চন্দন মাত্র রইয়াছে
মনোলোভা দেখতে শোভা আচ্ছা শোভা হইয়াছে
লক্ষ্মণ তুই দেইখা আয়রে রামেরে কেমনে সাজাইছে।[২৮]

বর বিয়ে করতে যাওয়ার সময় গীত

১

ঠাকুরবাড়ির রাস্তা দিয়া গো জামাই চইল্যা গো যায়
জামাই চইল্যা গো যায়।
ঠাকুরবাড়ির বউ-ঝিয়ে গো দেইখ্যা তাম্‌শা চায়।
নাপিত বাড়ির রাস্তা দিয়া জামাই চইল্যা গো যায়
জামাই চইল্যা গো যায়।
নাপিত বাড়ির বউ-ঝিয়ে গো মেইল্যা তাম্‌শা চায়।
বাদ্য বাড়ির রাস্তা দিয়া জামাই চইল্যা গো যায়
জামাই চইল্যা গো যায়।
বাদ্য বাড়ির বউ-ঝিয়ে গো মেইল্যা তাম্‌শা চায়।
মালী বাড়ির রাস্তা দিয়া জামাই চইল্যা গো যায়
জামাই চইল্যা গো যায়।
মালী বাড়ির বউ-ঝিয়ে গো মেইল্যা তাম্‌শা চায়।[২৯]

২

তুমি যে যাইবা অদ্দৈনের বাচাইরে
সামনে আছে সাত বাঘের ভয়
হাতেরঅ বন্দুকে গো সেই বাঘঅ মারিয়া গো

www.pathagar.com

তয় সে যামু নবীন শ্বশুরের দেশে।
তুমি যে যাইবা অদ্বৈনের বাচাইরে
সামনে আছে সাতঅ সর্পের ভয়।
হাতেরঅ লাঠিয়ে গো সেই সর্প মারিয়া গো
তয় সে যামু নবীন শ্বশুর দেশে।
তুমি যে যাইবা অদ্বৈনের বাচাইরে
সামনে আছে সাতঅ নদীর ভয়।
নাকেরঅ শোয়াসে গো সেই নদী শুকাইয়া গো
তয় সে যামু নবীন শ্বশুরের দেশে।
তুমি যে যাইবা অদ্বৈনের বাচাইরে
সামনে আছে সাতঅ চকিদারের ভয়অ
মুখেরঅ জবানে সেই চকিদার বুঝাইয়াগো
তয় সে যামু নবীন শ্বশুরের দেশে।[৩০]

বধূবরণের গান

কি করোগো রামের মাগো দেখো গো আসিয়া,
রামচন্দ্র আসল দেশে রোদ্রিতে ঘামিয়া।
কি করো গো রামের মাগো দেখগো আসিয়া
শ্রীরামচন্দ্র আসল দেশে সীতা বামে লইয়া।
কি করোগো রামের মাগো দেখগো আসিয়া,
শ্রীরামচন্দ্র আসল দেশে জানকীরে লইয়া।
বাইরাও গো রামের মাগো সরচিনি লইয়া,
রামের মুখে দিল রানি হরষিত লইয়া।
বধূর মুখে দিল রানি হরষিত লইয়া,
বাইরাও গো রামের মাগো ধন্য দুর্বা লইয়া।
রামের মাথায় দিল রানি হরষিত লইয়া,
বধূর মাথায় দিল রানি হরষিত লইয়া।
সখী দেওগো জোকার রামের মাথায় দিল রানি হরষিত হইয়া,
সখী দেওগো জোকার বধূর মাথায় দিল রানি হরষিত হইয়া।
এসো গো পঞ্চতিগণ বউ পোশাকও কাটে
বধূর মুখও দেইখ্যা আমার বুকও ফাটে।
আনগো ঘিতের প্রদীপ বধূর মুখও চাই
কেমন কইর‍্যা ছাইড়া দিল বউর বাপ ও মায়

বউ গায়

আমারও না বাপ-মায়গো সেই ধনে কাতর
আমায়ও ছাইড়া দিলগো নিশি রাইতের পর।[৩১]

www.pathagar.com

শিবপুর উপজেলার কামরাব গ্রামের পাল সম্প্রদায়ের বিয়ের গীত গাইছেন সরোজিনী পাল

পাশা খেলা

একটি ঠুলির (পাত্র) মধ্যে সিদ্ধ চাল, সাতটি অথবা দশটি কড়ি রাখা হয়। একটি পাটিতে বর-বধূকে ঘিরে শ্যালিকা, ননদ, ঠাকুরমা, দিদা, বৌদি, জা বসে। বর চাল, কড়ির ঠুলি শীতল পাটির উপর ঢেলে দেয়। পাটি থেকে তুলে বধূ কড়ি বরের হাতে তুলে দেয়। অন্যরা ঠুলিতে চাল, কড়ি ভরে দেয়।

১

চিকন মুক্তার পাটি মাইঝ ঘরে বিছায়া
রাম ও সীতায় খেলে পাশা পূর্বমুখী হইয়া।
সীতায় খেলে পাশা রামে ঢালে পাশা
একও পাশা খেইলা সীতা আরো পাশা চায়
ঝুমুকে ঝুমুকে সীতায় রামকে হারায়।
সীতায় খেলে পাশা রামে ঢালে পাশা
দুই পাশা খেইলা সীতায় ঝাইড়া বান্দে কেশ
তোমার লাগি ছাইড়া আইলাম বাপও ভাইয়ের দেশ।
চিকন মুক্তার পাটি মাইঝ ঘরে বিছায়া
রাম ও সীতায় খেলে পাশা পূর্বমুখী হইয়া
সীতায় খেলে পাশা রামে ঢালে পাশা।[৩২]

www.pathagar.com

২

আজি কুঞ্জে কাননে বনমালী সনে
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে,
পাশা বলে জয় জয় যদি পাশার হুকুম হয়
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে।
উপরে চান্দুয়া টাঙ্গাইলো নিচে শীতল পাটি
তাহার মধ্যে খেলে পাশা কিশোরা-কিশোরী,
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে।
কুমারেরও সরা পাতিল, একুশ কড়াকড়ি
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে,
রামে যদি হারে পাশা দিব মোহন বাঁশি (২)
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে।
সীতায় যদি হারে পাশা বিনা মূলে দাসী (২)
পাশায় বলে জয় জয় যদি পাশার হুকুম হয়
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে।
সঙ্গে আছে জামাইর দিদি তাইনতো আছে সাক্ষী
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে,
সঙ্গে আছে কইন্যার দিদি তাইনতো আছে সাক্ষী
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে।
আজি কুঞ্জে কাননে বনমালী সনে
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে।
তাহার মধ্যে খেলে পাশা কিশোরা-কিশোরী,
পাশায় বলে জয় জয় যদি পাশায় হুকুম হয়
রাই কিশোরী পাশা ঢাইলাছে।
আজি কুঞ্জে কাননে বনমালী সনে
রায়কিশোরী পাশা ঢাইলাছে
উপরে চান্দুয়া টাঙ্গাইলো নিচে শীতল পাটি।[৩৩]

বাসর ঘরের গীত

তোলা খাটের কেওড়খানি দোতলা ঘরে
আস্তে আস্তে খুল কেওড় বন্ধু আইসাছে।
শিয়রেতে পানের বাটা কোটরায় চুন
আস্তে আস্তে খুল কেওড় বন্ধু আইসাছে।[৩৪]

www.pathagar.com

কনে নাইওরের গীত

কনে বাপের বাড়িতে নাইওর এলে গায়—
আজ নিশীথে স্বপন দেখি আমারও মাথার কাছে
কোকিল ডাকি মধ্য সুরে
মা বল মা বল বলতেছে। (২)
আয় গিরি তোর পায়ে ধরি
আইন্যা দাও আমার উমারে
কোকিল ডাকি মধ্য সুরে
মা বলিয়া কানতাছে। (২)
বার না বছরেরও উমায় বাবায় দিল শিবেরে
না জানিগো পাগল শিবে কিনা সুখে রাইখাছে,
বার না বছরেরও উমা বাবায় দিল শিবেরে
না জানিগো পাগল শিবে কিনা সুখে রাইখাছে।
জোড় হস্ত কইর‍্যাও মায় দাঁড়ায় শিবের সাক্ষাতে
আইজ্ঞা করেন মহাদেব যাইতাম সীতা নাইওরে। (২)
তুমি যে যাইবা গো উমা তোমার পিতার নাইওরে
ভাঙ্গ ধুতুরার গুঁড়া কুইট্যা কে দিব গো আমারে (২)
জয়া-বিজয়া দুইটি বইনগো আমার কথা রাখিও
শিবের যেবা খিদা হয় ভাঙ্গ ধুতুরা যোগাইও। (২)
জয়া-বিজয়া দুইটি বইনগো আমার কথা রাখিও
শিবের যেবা খিদা হয় সরলালনি (দুধের সর) যোগাইও। (২)
সপ্তমীতে যাইও মাগো অষ্টমীতে বসিও,
নবমীতে পূজা খাইয়া দশমীতে আসিও।
জয় জয় শব্দ শুনি শিমুল রাজার পুরিতে
উমার যায় গো বাদ্য বাজে
লোকও আসল দেখিতে (২)
কার্তিক গণেশ দুইটি ভাইরে
আমার কথা রাখিও
আশ্বিন মাসের অষ্টমীতে মাইরে লইয়া আসিও (২)।[৩৫]

জামাই দ্বিরাগমনে আসার পর গীত

জামাই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়িতে এলে জামাইকে খেতে দেয়ার সময় এ গীত গাওয়া হয়। জামাই শ্যালক শ্যালিকা নিয়ে খেতে বসলে তারা বোনের বরকে নিয়ে ঠাট্টা-মশ্‌করা করে।

www.pathagar.com

১

খাইতে যে বইছ জামাইও
কোন কোন রান্ধা তরকারি কেমন যে
আইল ডাইক্যা ও কইঅ।
কটা যদি হয়ও জামাই জল ঢাইল্যা খাইঅ
আলুনি যদি হয়অ জামাই লবন মাইখ্যা খাইঅ
জামাই লবণ মাইখ্যা খাইঅ।[৩৬]

২

জামাইর মায় হীরা জালুনি
মাথার মইধ্যে খালি লইয়া
তোরা মাছ লবি ল (২)
জামাইর জেঠী হীরা জালুনি
মাথার মইধ্যে খালি লইয়া
তোরা মাছ লবি ল (২)
জামাইর মাসী হীরা জালুনি
মাথার মইধ্যে খালি লইয়া
তোরা মাছ লবি ল (২)
জামাইর পিসী হীরা জালুনি
মাথার মইধ্যে খালি লইয়া
তোরা মাছ লবি ল (২)
জামাইর কাকী হীরা জালুনি
মাথার মইধ্যে খালি লইয়া
তোরা মাছ লবি ল (২)
জামাইর মামী হীরা জালুনি
মাথার মইধ্যে খালি লইয়া
তোরা মাছ লবি ল (২)।[৩৭]

মুসলিম সম্প্রদায়ের বিয়ের গান

হলুদ কুটার গান

একটি কুলায় হলুদ, সিঁদুর, কুলা, দুটা হরা (সরা), গিলা, হউরা (সরিষা), আলতা, মেহেদি পাতা, মিষ্টি দিয়ে সাজানো হয়। সরার উপর আলতা ও চুন দিয়ে ফুলের নকশা আঁকা হয়। ঢেঁকিতে তিনটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। পাঁচজন এয়ো কুলা ঢেঁকির সামনে রাখে। দু'জন ঢেঁকিতে হলুদ কুটে, একজন হলুদ গুঁড়া চালে। ঢেঁকি না থাকলে পাটায় হলুদ পিষে নেয়া হয়। হলুদ কুটার সময় সবাই মিলে এ গীত গায়–

১

ত্রিলদীর কূলেরে বাবাজান কিসের বাদ্য বাজেরে
মানিক কী ময়নারে।

www.pathagar.com

ত্রিলদীর কূলেরে ময়না তোমার বিয়ার বাদ্য
মানিক কী ময়নারে,
কত টাকা পাইয়ারে বাবাজান দূরে দিছ বিয়া
মানিক কী ময়নারে।
পাই নাই পাই নাই টাকারে পয়সা সুদাই মুখের জবান রে
মানিক কী ময়নারে।
ত্রিলদীর কূলেরে চাচাজান কিসের বাদ্য বাজেরে
মানিক কী ময়নারে,
ত্রিলদীর কূলেরে ময়না তোমার বিয়ার বাদ্য
মানিক কী ময়নারে।
কত টাকা পাইয়ারে চাচাজান দূরে দিছ বিয়া
মানিক কী ময়নারে
পাই নাই পাই নাই টাকারে পয়সা সুদাই মুখের জবান রে
মানিক কী ময়নারে।
ত্রিলদীর কূলেরে মামাজান কিসের বাদ্য বাজেরে
ত্রিলদীর কূলেরে মা জননী তোমার বিয়ার বাদ্য
মাতুল টাকা পাইয়ারে মামাজান দূরে দিছ বিয়া
পাই নাই পাই নাই মাতুল টাকারে মা জননী
সুদাই মুখের জবান।[৩৮]

বেলাব উপজেলার আমলাব গ্রামের শেফালী রানী দাস সহশিল্পীদের সঙ্গে বিয়ের গীত গাইছেন

www.pathagar.com

মেহেদি তোলার গীত

পাঁচজন বিবাহিতা (একবার বিয়ে হয়েছে) কুলা নিয়ে মেহেদি তলায় যায়। কুলায় উপকরণ হিসেবে রাখা হয় পাঁচ থেকে ছয়টি পান, কাঁচা হলুদ, আস্ত সুপারি, চুন, খয়ের, সাদা পাতা, মোমবাতি, আগরবাতি এবং ছিনাইয়ে (ঝিনুক) সলতে, সরিষার তেল দিয়ে ধরিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে যিনি থাকেন তিনি মাথায় কুলা নিয়ে মেহেদি তলায় যান। তার পেছনে অন্যরা যান। প্রথমে পাঁচজন পাঁচমুঠো মেহেদি পাতা গাছ থেকে তুলে কুলায় রাখে। এরপর অন্যরা মেহেদি তুলবে। বাড়িতে এনে শীলে বেটে কনের হাতে লাগানো হয়।

বিয়ের পূর্বে বর অথবা কনের মা, চাচি ও পাড়ার অন্যান্য মেয়েরা দল বেঁধে সেজেগুজে কুলায় ধান-দূর্বা, হলুদ, ধুতুরা গাছের ফল দিয়ে বানানো কেরোসিনের কুপি প্রজ্জ্বলন করে মেহেদি তুলতে যায়। কনেপক্ষের মেয়েরা হবু জামাইকে আহ্বান করে এই গীতটি গেয়ে থাকে। উল্লিখিত এই মেহেদি তোলার গীতটি বেলাব উপজেলার পাটুলি গ্রামে প্রচলিত।

১

আইরলা ছেইবাইন বেইবাইন[৮] মেন্দী তুলা যাই
মেন্দী গাছ বারি লাইগগা নাকফুল ছিটটা যায়।
নাকফুলের গন্ধে, জামাই আইয়ে আনন্দে
খাওগো জামাই বাটার পান
সুন্দুরীরে করলাম দান।[৩৯]

২

জামাইর মাগো করুণা
হুগনা মেন্দি বাট না
জামাই রইল নদীর কূল
ছিট্যা ফুটল চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইব আনন্দে।
আইছে জামাই নিব ঝি
কাইন্দা কাইট্যা করব কি?
জামাইর মাগো নদীর কূল
ছিট্যা রইল চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের গন্ধে জামাই আইব আনন্দে।
আইছে জামাই নিব ঝি
কাইন্দা কাইট্যা করব কী।[৪০]
রূপান্তর

৩

জামাইর মাগো করুণা
হুগনা মেন্দি বাট না

www.pathagar.com

জামাই রইল নদীর কূল
ছিট্যা ফুটল চাম্পা ফুল,
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইব আনন্দে।
আইছে জামাই নিব ঝি
কাইন্দা[৯] কাইট্যা করব কি?
জামাইর মাগো নদীর কূল
ছিট্যা রইল চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলের গন্ধে জামাই আইব আনন্দে।
আইছে জামাই নিব ঝি
কাইন্দা কাইট্যা করব কী?[৪১]

বর গোসল করানোর গীত

তেল সলুদ[১০] লও আইস্যা দুল্লফার রাজা
তোমার তেল সলুদ বাসি হইয়ারে গেল
কী বা নব তেল সলুদ মা জননী
আমার জোড়ের কবুতর ছুটিয়া গেলরে মাঠে।
তেল সলুদ লও আইস্যা দুল্লফরে রাজা
তোমার জোড়ের কবুতর ধরিয়া দিবরে আমি
তেল সলুদ লও আইস্যা দুল্লফরে রাজা
তোমার তেল সলুদ বাসি হইয়ারে গেল
কী বা নব তেল সলুদ চাচী আম্মা।
আমার দৌড়ের ঘোড়া ছুটিয়া গেলরে মাঠে
তেল সলুদ লও আইস্যা দুল্লফরে রাজা
তোমার তেল সলুদ বাসি হইয়ারে গেল
কী বা নব তেল সলুদ ফুফু আম্মা
আমার হাউসের পাখি উড়িয়ারে গেল বনে
তেল সলুদ লও আইস্যা দুল্লফরে রাজা
তোমার হাউসের পাখি ধরিয়া দিবরে আমি।
তেল সলুদ লও আইস্যা দুল্লফরে রাজা
তোমার তেল সলুদ বাসি হইয়ারে গেল
কী বা নব তেল সলুদ খালাম্মা,
আমার দৌড়ের গরু ছুটিয়া গেলরে মাঠে
তেল সলুদ লও আইস্যা দুল্লফরে রাজা।
তোমার দৌড়ের গরু ধরিয়া দিবরে আমি।
তেল সলুদ লও আইস্যা দুল্লফরে রাজা
তোমার তেল সলুদ বাসি হইয়ারে গেল রে

www.pathagar.com

কী বা নব তেল সলুদ মামী।
আমার হাউসের কবুতর ছুটিয়া গেলরে বনে
তেল সলুদ লও আইস্যা দুল্লফরে রাজা
তোমার হাউসের কবুতর ধরিয়া দিবরে আমি।[৪২]

বরের শ্বশুরবাড়ি আগমন

বিয়ের দিন বর শ্বশুরবাড়িতে কনের জন্য কাপড়-চোপড়, সাজসজ্জার জিনিসপত্র নিয়ে আসে। বরের আনা জিনিসপত্র নিয়ে কনেপক্ষের আত্মীয়স্বজন হাসি-ঠাট্টা-তামাশা করে এ গীত গায়–

আনগো কলসি জোড়া আনগো সকালে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে। (২)
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে।
আনগো সাবান জোড়া আনগো সকালে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে। (২)
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে,
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে।
আনগো তেল জোড়া আনগো সকালে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে। (২)
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে।
আনগো কাপড় জোড়া আনগো সকালে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে। (২)
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে।
আনগো কাহই জোড়া আনগো সকালে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে। (২)
বেলা দশটা বাইজাছে

www.pathagar.com

জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে
আনগো জেওর জোড়া আনগো সকালে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে। (২)
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে,
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে
আনগো জুতা জোড়া আনগো সকালে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে। (২)
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে,
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে
বেলা দশটা বাইজাছে
জামাইবাবু স্নান কইরা চলছে।[৪৩]

কনে সাজানোর গান

বরের বাড়ি থেকে কনে সাজানোর জিনিসপত্র এলে পাঁচজন বিবাহিতা কনেকে গোসল করায়। গোসল করার পর কনের বাবা মেয়ের নাকে নথ পরিয়ে দেয়। এরপর অন্যান্যরা কনেকে গহনা, পোশাক পরিয়ে সাজায়। কনেকে সাজানোর সময় এ গান গায়–

ছিটা ফুলের রুমাল না লইয়া
মাঞ্জন না করে রে,
শুভ বাসির তেল দিব মাখিয়া
ভালোবাসার সাবন দিব পিন্দিয়া
আবরণ কাহই না লইয়া মাথা না আরচন[১১] করে রে।
ছিটা ফুলের রুমাল না লইয়া
গোসল না করে রে,
ভালোবাসার তেল দিব মাখিয়া
ভালোবাসার সাবন দিব পিন্দিয়া
আবরণ কাহই না লইয়া মাথা না আরচন করে রে।
ছিটা ফুলের রুমাল না লইয়া
কাপড় না পরে রে,
শুভ বাসির তেল দিব মাখিয়া
ভালোবাসার সাবন দিব পিন্দিয়া
আবরণ কাহই না লইয়া মাথা না আরচন করে রে।

www.pathagar.com

ছিটা ফুলের রুমাল না লইয়া
স্নো না মাখে রে,
শুভ বাসির তেল দিব মাখিয়া
ভালোবাসার সাবন দিব পিন্দিয়া
আবরণ কাহই না লইয়া মাথা না আরচন করে রে।
ছিটা ফুলের রুমাল না লইয়া
পাউডার না মাখে রে,
শুভ বাসির তেল দিব মাখিয়া
ভালোবাসার সাবন দিব পিন্দিয়া
আবরণ কাহই না লইয়া মাথা না আরচন করে রে।
ছিটা ফুলের রুমাল না লইয়া
চুল না বান্দে রে,
শুভ বাসির তেল দিব মাখিয়া
ভালোবাসার সাবন দিব পিন্দিয়া
আবরণ কাহই[১২] না লইয়া মাথা না আরচন করে রে।
ছিটা ফুলের রুমাল না লইয়া
জেওর না পড়ে রে,
শুভ বাসির তেল দিব মাখিয়া
ভালোবাসার সাবন দিব পিন্দিয়া
আবরণ কাহই না লইয়া মাথা না আরচন করে রে।[৪৪]

কনে বিদায়ের গান

১

জামাইর মাগো হাসিখুশি রুমাল মুখে দিয়া
কইন্যার মাগো রোদন করে রান্ধা ঘরে বইস্যা।
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়,
জামাইর বাপে হাসিখুশি চাদ্দর মুখে দিয়া
কইন্যার বাপে রোদন করে বার বাড়িতে বইয়া।
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়
জামাইর জেঠি হাসিখুশি রুমাল মুখে দিয়া
কইন্যার জেঠি রোদন করে রান্ধা ঘরে বইস্যা,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর জেঠা হাসিখুশি চাদ্দর মুখে দিয়া
কইন্যার জেঠা রোদন করে বার বাড়িতে বইয়া,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়

www.pathagar.com

আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর কাকী হাসিখুশি রুমাল মুখে দিয়া
কইন্যার কাকী রোদন করে রান্ধা ঘরে বইস্যা,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর কাকা হাসিখুশি চান্দর মুখে দিয়া
কইন্যার কাকা রোদন করে বার বাড়িতে বইয়া,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর মামী হাসিখুশি রুমাল মুখে দিয়া
কইন্যার মামী রোদন করে রান্ধা ঘরে বইস্যা,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর মামা হাসিখুশি চান্দর মুখে দিয়া
কইন্যার মামা রোদন করে বার বাড়িতে বইয়া,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর খালা হাসিখুশি রুমাল মুখে দিয়া
কইন্যার খালা রোদন করে রান্ধা ঘরে বইস্যা,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর খালু হাসিখুশি চান্দর মুখে দিয়া
কইন্যার খালু রোদন করে বার বাড়িতে বইয়া,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর ফুফু হাসিখুশি রুমাল মুখে দিয়া
কইন্যার ফুফু রোদন করে রান্ধা ঘরে বইস্যা,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর ফুফা হাসিখুশি চান্দর মুখে দিয়া
কইন্যার ফুফা রোদন[১৩] করে বার বাড়িতে বইয়া,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর ভাবী হাসিখুশি রুমাল মুখে দিয়া
কইন্যার ভাবী রোদন করে রান্ধা ঘরে বইস্যা,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।

www.pathagar.com

জামাইর ভাই হাসিখুশি চান্দর মুখে দিয়া
কইন্যার ভাই রোদন[১৩] রে বার বাড়িতে বইয়া,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর বোন হাসিখুশি রুমাল মুখে দিয়া
কইন্যার বোন রোদন করে রান্ধা ঘরে বইস্যা,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।
জামাইর দুলাভাই হাসিখুশি চান্দর মুখে দিয়া
কইন্যার দুলাভাই রোদন করে বার বাড়িতে বইয়া,
যাওগো যাওগো যাওগো ঝিগো ফিরা ফিরা চায়
আইজকা হস্তি মায়ের মন্দির খালি কইর‍্যা যায়।[৪৫]

২

বাপে যে লো কান্দন রে করে মসজিদ ঘরে বইস্যা
কী সুন্দর ময়নারে।
আগে যদি জানতাম রে ময়না তোরে নিব পরে
কী সুন্দর ময়নারে।
মায়ে যে লো কান্দন রে করে রে রান্দন ঘরে বইস্যা
কী সুন্দর ময়নারে।
আগে যদি জানতাম রে ময়না তোরে নিব পরে
কী সুন্দর ময়নারে।
পাটার চন্দন পাটায় না থুইয়া ময়নারে লইতাম কুলে
চাচায় যেন কান্দন রে করে কাচারি ঘরে বইস্যা
কী সুন্দর ময়নারে।
আগে যদি জানতাম রে ময়না তোরে নিব পরে
কী সুন্দর ময়নারে।
চাচী যেন কান্দন রে করে কাজল কুটার ঘরে
কী সুন্দর ময়নারে।
আগে যদি জানতাম রে ময়না তোরে নিব পরে,
কী সুন্দর ময়নারে।
ঘরের কাম ফালাইয়া থুইয়ারে ময়না তোরে নিতাম কুলেরে
কী সুন্দর ময়নারে।
ফুফু যেন কান্দন রে করে পাকের ঘরে বইয়া
আগে যদি জানতাম রে ময়না তোরে নিব পরে
কী সুন্দর ময়নারে।
আহার (চুলার) রান্ধন[১৪] আহায় তুইল্যা ময়নারে নিতাম কুলেরে
কী সুন্দর ময়নারে।[৪৬]

www.pathagar.com

৩

শাড়ি যেন আনছরে সাধু
শাড়ি যে তোমারে ছুঁবে না
চল চল গো বিবি যাই গো আপন দেশে।
আপন দেশে যাইতেরে সাধু
তোমার মায়ের জবানরে সাধু কেমন কেমন লাগে
আমার মায়ের জবান গো বিবি ঢাকার ঐ না চিনি
এমুন মিষ্টি গো লাগে আমার মায়ের জবান।
সিন্দুর যেন আনছরে সাধু
সিন্দুরে তো তোমারে ছুঁবে না
তোমার বইনের জবানরে সাধু কেমন কেমন লাগে
আমার বইনের জবান গো বিবি গাছের কাঁচামরিচ
এমন ঝালঅ লাগে আমার বইনের জবান।
বেশ যেন আনছরে সাধু
আঙ্গে চিলিক মারে
তোমার দেশে যামুরে সাধু
চল চল চল গো বিবি যাই গো আপন দেশে
আপন দেশে যাইতেগো সাধু কেমন কেমন লাগে।
তোমার ভাই বউয়ের জবানরে সাধু কেমন কেমন লাগে
আমার ভাই বউয়ের জবানরে বিবি গাছের কাঁচাকলা
এমন কষ্টি লাগে আমার ভাই বউয়ের জবান।[৪৭]

৪

ঢাকা গেছিলাম বেশর আনছিলাম
কেওর খোল দুয়ার মেলো
আগো বিবি আন্দরে আসিবার চাই।
কেওর খুলতাম দুয়ার মেলতাম
বাবাজীর হুকুম নাই।
ঢাকা গেছিলাম শাড়ি আনছিলাম
আগো বিবি কেওর খোল দুয়ার মেলো
আন্দরে আসিবার চাই।
কেওর খুলতাম দুয়ার মেলতাম
জেঠাজীর হুকুম নাই।
ঢাকা গেছিলাম সিন্দুর আনছিলাম
আগো বিবি তোমারে হইবারের চাই।
কেওর খুলতাম দুয়ার মেলতাম
চাচাজীর হুকুম নাই।[৪৮]

www.pathagar.com

৩. বারোমাসি গান

লোকসংগীতের একটি শাখা বারোমাসি গান। বারোমাসি কেবল লোকসাহিত্যে নয়, লিখিত সাহিত্যেও কয়েক শতাব্দী ধরে নরসিংদী জেলায় প্রচলিত।

বারোমাসি গান নরসিংদী জেলার লোকজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কার্তিক মাস জুড়ে ভোরে ভোর কীর্তনে বারোমাসি গান গাওয়া হয়। কার্তিক মাসে কীর্তন করাকে মাস কীর্তন বলা হয়। এ এলাকার বারোমাসি বিরহ সংগীতের একটি অংশ। বারোমাসি গানে বিরহিনী রাধার বিরহ বেদনা পরিলক্ষিত হয়।

মনোহরদী উপজেলার রামপুরা গ্রামের যশোদা রানী দাস

বারোমাসি গীত

মাঘেতে মাধব করে মথুরায় গমণ
কৃষ্ণ ছাড়া তত[১৫] অন্ধকার সারা বৃন্দাবন,
ফাল্গুনেতে ফাগু খেলা চিত্তে উঠে রোল
মথুরায় কৃষ্ণ নাই কে করিবে দোল?
চৈত্রেতে চাতক ডাকে পিউ পিউ স্বরে
বৈশাখেতে রবির তাপ ভীষণ প্রলয়

www.pathagar.com

কারো অঙ্গে পরশিয়া হইব শীতল।
জ্যেষ্ঠতে যমুনায় যেয়ে করি জল কেলি
কারো অঙ্গে দিব জল অঞ্চলা অঞ্জলি।
আষাঢ়ে আসিব উদ্যোগ আশা ছিল মনে
একদৃষ্টে চেয়ে থাকি যমুনারই প্রাণে।
শ্রাবণে পূর্ণিমা তিনি ঝুলনও খেলিতে
কেমনে আসিব কৃষ্ণ আশা ছিল চিত্তে।
ভাদ্রতে ভরা গাঙ্গ ওকূলও পাতার
কেমনে আসিবেন কৃষ্ণ না জানে সাঁতার
আশ্বিণে আশ্বিণী পূজা এ তিন ভুবনে
প্রেমানন্দ নিরানন্দ গোবিন্দ বিহনে,
কার্তিকে কানন ফুটে চরাইত বেণু
রাধা রাধা বলে সুরে বাজাইত বেণু।
অগ্রহায়ণে আসিবে উদ্বপ লইয়া সংবাদ
গোকূলে নাই কৃষ্ণ কে করিবে বাত?
পৌষেতে প্রলয় শীত সহন নাহি যায়
পীরিতের বিষম জ্বালা দ্বিগুণে বাড়ায়
শ্রী-রাধার বারোমাসী হেতা সমাপন
রাধা রাধা প্রীতে একবার বল হরিনাম।[৪৯]

৪. বাউল ঠাকুরের গান

বাউল ঠাকুর বাংলা ৯৪০ সালে আবির্ভূত হন। নরসিংদীর শিবপুরের তেলিয়াতে প্রায় ২৫ বছর অবস্থান করেন এবং সর্বশেষ নরসিংদীর সদরে বাউল ঠাকুরের আখড়া ধামে এসে অবস্থান নেয়। প্রায় একশত বছর তিনি এখানে অবস্থান করেন এবং এখানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

বাউল ঠাকুরের রচিত গান বাউল গান নামে পরিচিত। এই গান কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

ঠাকুরের বন্দনা	গৌর	গুরুভক্তি	মনশিক্ষা	স্বভাব	দেহতত্ত্ব	দরবেশি	মুর্শিদি	শ্যামা সংগীত
প্রেমশাহ	রিপু	তরী	মানুষ	ফকিরি				

ঠাকুরের বন্দনা

বন্দনা -১

জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যা নন্দন

www.pathagar.com

জয় জয় অদ্বৈত চন্দ্র
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ
উদয় দেহং পুনর দেহংস্বভক্তি নিকেশ্বরী কিশোরী
তস্বময়ী পুতনং মনুষ্য বিক্রমও ইতি
ত্রৈলক্য গোপীকা ধন্য যত্র বৃন্দা বণং পুরি তথাপি
গোপিকা ধন্য জয় রাধে শিরোমণি।

বন্দনা -২

বল বলরে আমার মন জয় রাধে শ্রী রাধে
জয় রাধে শ্রী রাধে রাধে রাধে মন। (৩)
এমন রাধার নাম সুধা ধাম অমূল্য
রতনরে ঐ নাম নিদানের সম্বলরে
ঐ নাম পথেরই সম্বলরে
আমার মন জয় রাধে শ্রী রাধে
জয় রাধে শ্রী রাধে রাধে রাধে মন।

গৌর

গৌর গুণ নিধি বট বিধির বিধি
আমি অপরাধী আমায় রেখ রাঙা পায়
সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে এলেম নদীয়ায়
যোগী নিশি গণে ধ্যানে নাহি পায়।
ভজলে রাঙা পায় অনায়াসে পায়
কুটি তীর্থের ফল সে গৃহে বসে পায়।
আপনি হয়ে হরি মুখে বলছেন হরি
কি আশ্চর্য ভাই বুঝিতে না পারি।
নয়নে ভয় পাই অপরূপ মাধুরী।
হলেম গঙ্গাধারী তব রাঙ্গা পায়
জগাই মাধাই হরি নামে উদ্ধারিল
আমি অধম পরে রইলাম কর্ম ফেরে
ভজন বিহনে দোহাই দেই চরণে
তব নিজ গুণে তরাও রে আমায়।

গুরুভক্তি

শ্রী শ্রী গুরু ভজবি বলে ভবে এসে ভুলে হেলায় নাইরে স্মরণ
বইলেছিলি ভজবি হরি বিপদধারী প্রাণ কারী শ্রী মধুসূদন,
তুই জইন্মা করলি উনা উনা
সেইদিন কপাল খাইলি রে মন
জঠরে কঠরে ছিলি বইলেছিলি জন্ম নিয়া ভজবি চরণ
তুই খাইলি আর ঘুমাইয়া গেলি
ঘুমে দেখলি কুৎসিত স্বপন।

www.pathagar.com

স্বপ্ন দোষ তোর গেল নারে কিসে হবে সাধ্য সাধন
ও তুই স্বপ্ন বেশে রাজা হলে
থাকবে নাতো রাজ সিংহাসন,
শুভস্য হয় শীঘ্র গতি অশুস্য কালো হরণ
শুভকার্য রাজনীতি শিক্ষা করছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
হেলা দোষে কার্য নষ্ট বুদ্ধি নষ্ট হয়ে নির্ধন
আর শুভকার্য হেলা করে প্রাণে মরল লঙ্কা রাবণ।
শ্রী গোবিন্দ দাসে বলে জইন্মা কী করলিরে মন
ওরে স্মরণে বিস্মরণ হলে অকস্মাৎ ঘটিবে মরণ
স্মরণে বিস্মরণ হলে চুরাশিতে করবি ভ্রমণ।

মনশিক্ষা

বস্তু আছে রে ভোলা মন বস্তু আছে
আছে নিজ নিকেতন চিন্যা মন কররে সাধন,
ও মনরে অগম্য অপার গম্য আছে যার
সেই যে করিতে পারে নির্ণয়ও তাহার।
মীন হইয়া রে ভোলা মন মীন হইয়া
জলে থাইক্যা জল পিপাসায় যায় জীবন
ও মনরে চতুর দশ ভুবন কর অন্বেষণ
সুধা হইতে সুধা উঠে ব্যক্ত ত্রিভুবন।
সেই সুধারে ভোলা মন সেই সুধা
পান করিলে পূর্ণ জনম হয় বারণ
ও মনরে দলের উপর দল রসে টলমল
সর্পের মস্তকে ব্যাঙে করে কলরল হায় মনরে
গোসাই গোবিন্দে ভোলা মন
গোসাই গোবিন্দে পেলাম না তার অন্বেষণ।

স্বভাব

স্বভাবের ঘরে সেভাব চাপা রইয়াছে
ভাবের ভবে ঢাকা রইয়াছে
তারে ধইরা দিব কে?
ভাব ভাবিলে লাভ হইবে গুরু কইয়াছে
ভাবের গুরু কল্পতরু উদয় সাক্ষাতে
যার যার উদয় সাক্ষাতে তারে ধইরা দিব কে?
আরে অন্ধে নিল ভাব লুটিয়ে স্বভাব লুটে কে?
ও ভাই স্বভাব লুটে কে?
আরে আতুরে ধইরাছে ভাব
নিগুমের ঘরে বসে নিগুমের ঘরে
আমার মন হইয়াছে নড়াচড়া মণিকোঠাতে

www.pathagar.com

ও ভাই মণিকোঠাতে
আমি পাই না সে ভাবের ধারা
স্বীয় স্বভাবের দোষে
বাউল দরবেশে বলে চেতন থাকিতে ও ভাই চেতন থাকিতে
আরে মৃত্যু হইলে যায় না স্বভাব দেহ হইতে।

৫. দেহতত্ত্বের গান

দেহতত্ত্বের বন্দনা

সাজাওরে তনের তরী চল তরীতে বাইয়া
রাধার রূপের দয়া নইলে ওরে গোসাই রূপের দয়া নইলে
মায়া পাশে রইলাম ঠেকে
রবি শশী সুষম মায়া মন মস্তুল গাড়িয়ে
মায়ার লঙ্গর কেটে শ্রদ্ধা বাদাম দাও উঠিয়ে
সাজাউরে তনেরঅ তরী চল তরীতে বাইয়া।

দেহতত্ত্বের সংগৃহীত গান

১

মাটি খাঁটি মাটিরে সার
ঘুচল না মনের অন্ধকার
জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বেলে রূপে দেও নয়ন
মন মনরে আমি পারলাম না মন
তোমারে করিতে যতন।
দেহে আছে ছয় জন সুমতি কুমতি মনরে
আরে তারা ছয় জন বাদী হয়ে (২)
হইরা নেয় রতন মন মনরে
বাউল দরবেশে কয়
এই দেহ আপনার নয়রে,
আরে এ দেহের ভরসা কেবল শ্রী গুরুর চরণ
মন মনরে আমি পারলাম না মন তোমারে করিতে যতন।

২

হেলায় হেলায় গেল বেলা ভবের খেলা সাঙ্গ হলো
তত্ত্বে যদি বাঞ্ছা থাকে জয় গুরু শ্রী গুরু বল।
ভুইল না মন কারো কথা
মন আমার কথা রাখ
চেতন গুরুর আশ্রয় নিয়ে দিবানিশি চেয়ে থাক। (২)

www.pathagar.com

বাউল ঠাকুর হন অবতার
ভবার নভে হন কর্ণধার
ভব নদী করতে পার
নামের তরী গইড়া দিল।

ছয় জন দাড়ি সারি সারি
দাঁড় মার তেনি যুক্তি কর
ভক্তির বাদাম উঠাইয়ে কানির রশি আইটে ধর
তৃপিনেরঅ ঘুরন্যা পাকে
ঠেকিস না মন সেই বিপাকে।
মদনগঞ্জ বায়ে রেখে সিদ্ধিরগঞ্জ বাইয়ে চল
ধীর করে বাইও তরী দৃষ্টি রাইখ গলুই পানে
ঢেউ কাটিয়ে বাইও তরী কী করবে তোর ঝড় তুফানে,
বাজাইয়ে জয় বাজনা জয়পুরের হাটে উঠনা
চোর ডাকাতের ভয় রবে না জায়গা অতি সুনির্মল।
কয়বার আইলি কয়বার গেলি হইল না তোর ঠিক ঠিকানা
লাভের আশায় এসে ভবে হয়ে গেলি উল্টো দেনা
বাউল দিন কাঙ্গালে বলে কথায় কী
চৈতন্য মিলে এই ছিল মোর কপালে
অকারণে গেল বেলা।

ফকিরি গান

মনের আনন্দে বল হৃদয় উদয় কইর‍্যা বলরে
গোসাইঅ দিল কিতাবসে ডুর
আকাশ জোড়া ফকির রে ভাই
জমিন জোড়া গাঁথা
সেই ফকির মরিয়া গেলে
কয়বর দিবা কোথাও।
গোসাই ও দিল কিতাবসে ডুর
ভব নদীর পাড়েরে ভাই তিন টেকের মাথা
যখন ছিলা মার গর্ভে
রাইন্দা খাইলা কোথায়ও?
গোসাই ও দিল কিতাবসে ডুর
কোথায় পাইলা চাইল ডাইল কোথায় পাইলা হাড়ি

www.pathagar.com

এতটুকু জাগার মধ্যে জ্বালাইলা কি করিও?
গোসাইও দিল কিতাবসে ডুর
তিল পরিমাণ জায়গা রে ভাই
আঠারো শয্যা পরে
খোদার দোস্ত মোহাম্মদ সেথায় নামাজ পড়ে
ও গোসাই ও দিল কিতাবসে ডুর।

দরবেশি

আমার কোন গুণে হইবে বলবে দরবেশের চাকুরি
আমি মিথ্যাবাদী কেমনে যাবরে ধর্মের ঐ কাচারি?
আমার কোন গুণে হইবে বলরে দরবেশের চাকুরি
হুজুরের যা হুকুম ছিল সেই মতন না কার্য্য হইল রে
হইলাম দেন দারি
আমায় ভব কুবেতে জেলখানাতেরে রাখছেন কয়েদ করি
আমায় রাখছেন কয়েদ করি।
সহস্র দলেতে ঢাকা সাধন করলে
পাবা দেখারে জহরের কুঠি।
বাউল দরবেশে বলেরে আইনে থাইকও খাঁটি।

মুর্শিদি

তেল নাই সলিতা নাই সদাই মুষল জ্বলেরে
চল যাই মুর্শিদের ঘরে।
ও মুর্শিদজী আঠার মোগামের বার পুরুত
দেহেতে সামইল চান আর সুরুজ
ও মুর্শিদি আমাবস্যা লাগলে চন্দ্র থাকে কোথাকারে
রুহিনি চন্দেরও বেশ কহ তো আমারে
ও মুর্শিদি কোথা হইতে আইল ফকির খিলকা দিয়া গায়
কোন মুখে মাগে ভিক্ষা কোন মুখে খায়।
ও মুর্শিদজী আঠার মোগামের পানি দিয়া মনায় ওজু করে
ওজু করিয়া মনায় সালাম জানায়।

শ্যামাসংগীত

আমায় তরাও গো তরাও গো শংকরী তারা গো
মা আমায় তরাও গো
জননী জঠরে বাস মোগে ছিলাম
দশ মাস গো মা। (২)
মাগো তোমার পদ ধ্যানও করি মা মাগো অন্তরে

www.pathagar.com

পেয়ে দারা সুতো ধন মা আমি তোমায় পাসরিলাম
আমি বন্দি হইয়া রইলাম মায়াজালে আমায় তরাও গো
তরাও গো শংকরী তারা গো।
কুসঙ্গেরও সঙ্গে থাকি আমি সাগর অস্থিরও দেখি গো মা
মাগো অংক সেতে হানে যেন মা মাগো কুঞ্জ রো শিরে।
যেদিক ফিরাও সেদিক ফিরি মা
যাহা বলাও তাহা বলি আমায়
দিনে দিনে তনুখিনে পাপে ঘিরে
আমায় তরাও গো শংকরী তারা গো
না করিলাম সাধুর সঙ্গ না ভুজিলাম প্রেম তরঙ্গ গো মা
মাগো না ভুজিলাম নন্দ সুতো মা
মাগো শিব শংকরী।
শ্রীগুরুর চরণ ধুলি মা মাগো অঙ্গে না করিলাম ধারণ
আমি কোন গুণে তরিব ভবে হেন পামরে।
আমায় তরাও গো শংকরী তারা গো
লাভেরঅ বাণিজ্যে এলাম মূলে হারা
হয়ে রইলাম গো মা।
মাগো কর্ম দোষে ঘুরি ফিরি মা মাগো বারে বারে
বলে দিজরা প্রসাদে মা কি লইয়া যাবো দেশে
আমি সংকটে পড়িয়া ডাকি তরাও গো মোরে।[৫০]

৬. বাংলা জারিগান

মহররমের কাহিনির উপর নির্ভর করে জারিগান রচিত হয়। আবার সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও জারিগান গাওয়া হয়।

মহররমের সময় নরসিংদী জেলায় প্রাচীনকাল থেকেই জারিগানের আসর বসে। মহররম উপলক্ষে জারির দল বিভিন্ন জায়গায় গান করেন। জারির দলের মধ্যে শিবপুর উপজেলার আষ্টআনীর আব্দুল খালেকের দল।

বেলাব উপজেলার বটেশ্বর গ্রামের ইয়াকুব আলীর দল, আমলাব গ্রামের সিরাজউদ্দিনের দল, বেলাব টেকপাড়া গ্রামের সাত্তার মিয়ার দল, চর বেলাব'র জয়ধর আলীর দল এবং আব্দুল্লাহ নগরের আফসারউদ্দিনের দল। আফসারউদ্দিন নিজেই মহররমের কাহিনি নিয়ে জারি রচনা করেন এবং অন্যদের থেকেও শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনি বেলাব উপজেলার দক্ষিণডুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণ পর্যন্ত পড়েন। তাঁর পাঁচ ছেলে দুই মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে চতুর্থ ছেলে কফিলউদ্দিন বর্তমানে তার দলকে পরিচালনা করছেন। সবার বড় ছেলে জালালউদ্দিন দোহার হিসাবে জারি গানের ঘোষায় টান দেয়। অন্য ছেলেমেয়েদের কেউ এই পেশায় আসেনি।

www.pathagar.com

আফসারউদ্দিন বাংলা জারিগানের দলের মাস্টার ছিলেন। পাকিস্তান আমল থেকে ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিজের দল নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আসর করেছেন। চতুর্থ ছেলে কফিলউদ্দিন তার কাছ থেকে তালিম নিয়ে নিজ দল পরিচালনা করছেন। এছাড়া বেলাব উপজেলার চর বেলাব জগৎ মেম্বার, কাসিমনগরের মিলন মিয়া, মনোহরদীর কাসেম আলী, শিবপুরের মোসলেউদ্দিন, সুজাতপুরের শওকত আলী, শাহাবুদ্দিন মেম্বার, রায়পুরার রাজবাড়িয়ার আব্দুল খালেক প্রমুখ শিল্পীরা তার কাছে তালিম নিয়ে নিজেদের দল গঠন করেন।

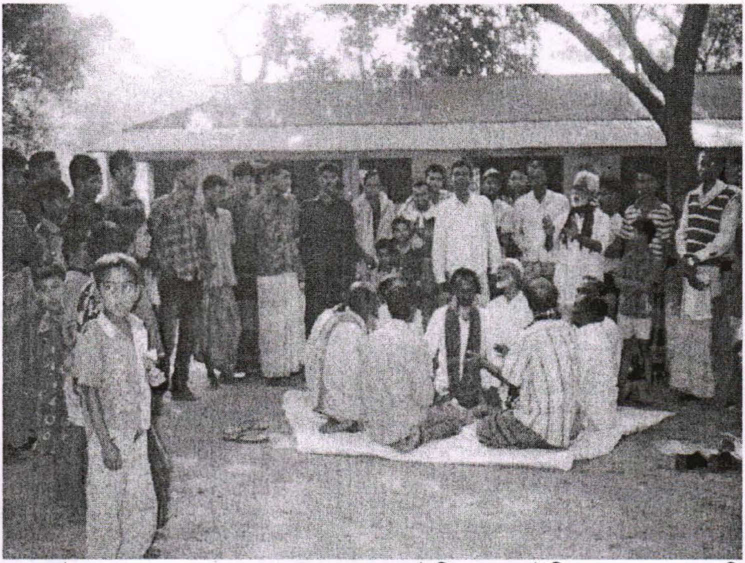

বেলাব উপজেলার আব্দুল্লাহনগর গ্রামের আফসারউদ্দিনের দল উজিলাব গ্রামের ফুলকলি কিন্ডারগার্টেন প্রাঙ্গণে জারিগান পরিবেশন করছেন।

মূল গায়ককে জারিগানের কাহিনিটি মনে করিয়ে দেয়াই হলো মাস্টারের কাজ। আফসারউদ্দিন এই দায়িত্বটি পালন করতেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে কফিলউদ্দিন দল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন। যদিও এখনও এটি আফসারউদ্দিনের দল নামে পরিচিত।

বেলাব উপজেলার আব্দুলাহনগরের আফসারউদ্দিন এবং শিবপুর উপজেলার আষ্টআনীর আব্দুল খালেক মারা গেছেন। তারা জারিগান গাওয়ার বিনিময়ে কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না। এখনও অর্থ গ্রহণ করা হয় না।

মনোহরদী উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের পাড়াতলা গ্রামের সিরাজুদ্দীন আহমেদের দল, মনতলা গ্রামের আব্দুর রাশিদ বয়াতির দল, চরআহমদপুর গ্রামের গিয়াসউদ্দিন বয়াতি ও তার দল, লেবুতলা ইউনিয়নের দাড়িয়ারপাড় গ্রামের তাইজুদ্দিন বয়াতি ও তার দল জারিগান পরিবেশন করে থাকেন।[৫১]

www.pathagar.com

বাংলা জারিগানের আসরের বিবরণ

বাংলা জারিগানের আসরটি বসে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার উজিলাব গ্রামের ফুলকলি কিন্ডার গার্টেন প্রাঙ্গণে। ২০১১ সালের ৬ ডিসেম্বর বেলা চারটায় মো. কফিলউদ্দিন তার মূল গায়ক এবং দোহারবৃন্দ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। আসর চলে রাত পর্যন্ত। দোহারবৃন্দ এলাকার মাটি ঘেঁষা মানুষ। এদের অনেকের পেশা কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। কিন্তু গানে তারা দক্ষ। কেউ বা বসে বসেই হাত-পা নাড়িয়ে ছন্দের তালে তালে দোল খায়।

সংগীত পরিবেশনের কৌশল

ফুলকলি কিন্ডার গার্টেনের সামনে খোলা ময়দানে মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে দোহারবৃন্দ গোলাকার বৃত্তাকারে বসেন। দোহারবৃন্দের পিছনে দাঁড়িয়ে মূল গায়ক হাত নাচিয়ে মোরা গায়। এ ধরনের আসরের সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ থাকে মাস্টারের হাতে। মাস্টার এবং মূল গায়ক বন্দনা দিয়ে জারিগান শুরু করেন। জারি গানের শুরুতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম অর্থাৎ চারদিকে বন্দনা করেন। মূল গায়কের পাশে দাঁড়িয়ে মাস্টার নিচু স্বরে কাহিনি বলে দেন। মূল গায়ক জারি গানের কাহিনি গেয়ে থাকেন। দোহারবৃন্দ বৃত্তাকারে বসে মূল গায়েনের সঙ্গে ঘোঁষায় গতি আরোপ করেন। তাদের কেউ কেউ মাথা ঝাঁকিয়ে গেয়ে থাকেন।

জারিগানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

জারি গান গাওয়ার সময় কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না।

জারিগানের মূল গায়ক

আফসারউদ্দিনের দলের মূল গায়করা হলেন মো. লাল মিয়া, মোহর আলী, শফিউদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম, মোজাফফর আলী। মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন মো. কফিলউদ্দিন।

শিল্পীর পোশাক পরিচ্ছদ

বাংলা জারিগানের আসরের জন্য গায়ক, দোহারবৃন্দের সাজের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। তাই আসরের মূল গায়ক লাল মিয়ার পরণে ছিল লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। মাস্টার এবং দোহারবৃন্দের পরণে ছিল লুঙ্গি ও শার্ট। এ ধরনের আসরে পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। দৈনন্দিন পোশাক পরেই তারা আসরে গান গেয়েছেন।

জারিগানের বিশেষ কোনো মঞ্চ তৈরি করা হয় না। নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার উজিলাব গ্রামের ফুলকলি কিন্ডার গার্টেনের সামনে খোলা ময়দানে মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে দোহারবৃন্দের বসার স্থান তৈরি করা হয়। সেখানে দোহারবৃন্দ গোলাকার বৃত্তাকারে বসেন। মূল গায়ক এবং মাস্টার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। দোহারবৃন্দ যে স্থানে বসে গান পরিবেশন করেন সে স্থানের উপরে কোনো সামিয়ানা দিয়ে ছাউনি দেয়া হয়নি। খোলা আকাশের নিচে বসে শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। এখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা না থাকায় বিকল্প হিসাবে হ্যাজাক বাতি ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

দর্শকগণ আসরের চারপাশ ঘিরে বসে, দাঁড়িয়ে বাংলা জারিগান উপভোগ করেন। এই আসরে নারী-পুরুষ-শিশুসহ প্রায় দুইশত দর্শক সমবেত হন। গানে টান দিতেই আসরে একে একে দর্শক সমবেত হতে থাকেন। এখানে বাংলা জারিগানের আসর হবে আগে থেকে এলাকায় অবগত করা হয়নি। এটি এই গানের মূল বৈশিষ্ট্য। মূল গায়ক গানে টান দিতেই দলে দলে দর্শক সমবেত হন। নারী শ্রোতারা দূরে দাঁড়িয়ে গান উপভোগ করেন।

দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া

ওমর আলী, শ্রোতা, বয়স : ৪৫

আফসারউদ্দিন মাস্টার জীবিতাবস্থায় মহররমের চান্দের সময় জারিগানের দল নিয়া ময়দানে গাইতেন। ছোটবেলায় আমরা শুনতাম। এখন তার ছেলে কফিলউদ্দিন মাস্টারের দায়িত্ব পালন করতাছে। ইমাম হোসেনের জীবনী, নবীজীর জীবনী শুনতে আমরা গ্রামের লোকেরা পছন্দ করি। গানটা শুনতে ভালোবাসি।

আসমা বেগম, শ্রোতা, বয়স : ২৫

অনেকবার বাংলা জারিগান শুনছি। এই দলের জারিগানে বাজনা নাই। অন্য জায়গায় যেইখানে কাহিনি শুনছি বাজনা ছিল।

রেজিয়া খাতুন, শ্রোতা, বয়স : ৬০

বাংলা জারিগান ইমাম হোসেনের কাহিনী, মা ফাতেমার কাহিনী, ফাতেমা কান্দিয়া বাইরিয়া গেছে সোনার মদিনায়। মা ফাতেমার কাহিনী শুইন্যা কইলজ্যা ফাইটা যায়। মা ফাতেমার কাহিনী শুইন্যা ভালা লাগছে।

আবু সাত্তার, শ্রোতা, বয়স : ৩০

আমার বাবা জারি গানের মাস্টার ছিলেন। অনেক বছর পর এই এলাকায় আবার বাংলা জারি গানের আসর বসল। প্রতি মহররমের চান্দে এরকম আসর বসলে এলাকার লোকেরা হাসান হোসেনের কাহিনী সম্পর্কে অবগত হবে। যারা এ সম্পর্কে অবগত নয় তারা এ জারিগানের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হবে।

জারি গানের মূল গায়কের পরিচয়

মো. লাল মিয়া

জারি গানের মূল গায়ক, আফসারউদ্দিনের দল

মো. লাল মিয়া বার বছর বয়সে বেলাব উপজেলার আব্দুল্লাহ নগরের বাসিন্দা ওস্তাদ আফসারউদ্দিনের কাছে জারি গানের তালিম নেন। মাস দুয়েকের মধ্যেই তিনি জারিগান রপ্ত করেন। তার ওস্তাদের সাথে ১৯৪৭ সালের দিকে তিনি আসরগুলোতে জারিগান গাওয়া শুরু করেন। এখনও তিনি আফসারউদ্দিনের দলের হয়ে আসরে জারিগান পরিবেশন করেন। নরসিংদীর বিভিন্ন এলাকা, ঢাকা, চিটাগাং, ময়মনসিংহ, হালুয়াঘাট, সিলেটের রাজনগর থানায় তিনি জারিগানের আসর করেছেন। বেশিরভাগ

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে আসরে দু'দল পাল্টাপাল্টি গেয়ে থাকে। পারিবারিক জীবনে তিনি দু'ছেলে এবং এক কন্যা সন্তানের জনক। তার ছেলেরা জারিগান শেখায় আগ্রহী নয়।[৫২]

মো. সিরাজউদ্দিন

জারি গানের দলের সাবেক মূল গায়ক

মো. সিরাজউদ্দিন জারিগান দলের একজন প্রবীণ গায়ক। এখন তিনি আসরে জারি গান পরিবেশন করেন না।

নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার আমলাব গ্রামের বাসিন্দা মো. সিরাজউদ্দিন ত্রিশ বছর বয়সে আষ্টআনী গ্রামের জারি দলের মূল গায়ক আব্দুল খালেকের কাছে তিন মাস জারি গানের তালিম নেন। তার সঙ্গে আমলাব গ্রামের আহমদ আলীও আব্দুল খালেকের কাছে তিন মাস তালিম নেন। পরবর্তীতে সিরাজউদ্দিনের দলে আহম্মদ আলী জারি গান। তাঁরা দু'জনেই মূল গায়ক হিসাবে জারি গান গাইতেন।

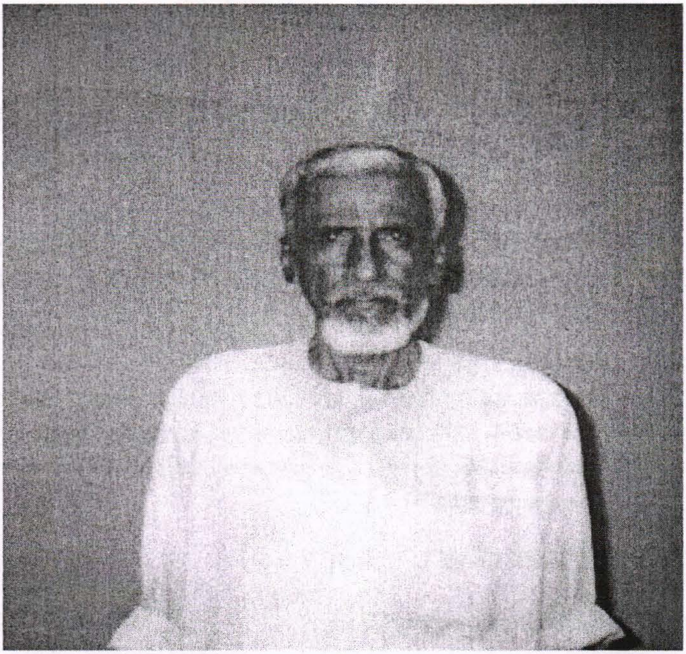

বেলাব উপজেলার আমলাব গ্রামের জারিগান দলের মূল গায়ক মো. সিরাজউদ্দিন

তিনি নরসিংদীর বেলাব, রায়পুরা, শিবপুর, মনোহরদী উপজেলা এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব এলাকায় গানের আসর করেছেন। বেলা চারটা/ পাঁচটার দিকে জারিগানের আসর শুরু হতো। চলত রাত একটা-দু'টা পর্যন্ত। একই আসরে দু'তিন

www.pathagar.com

দল গাইতেন। এক দলের গান শেষ হতেই আরেক দল শুরু করতেন। এভাবে একের পর এক দল মঞ্চে গাইতেন। যে দলের গান ভালো হতো সেই দলকেই আয়োজকরা পুরস্কৃত করতেন। প্রায় বিশ বছর তিনি জারিগানের দলের মূল গায়ক হিসাবে গান গেয়েছেন। তার দলের দোহারবৃন্দ ছিলেন- আব্দুল কাদির, শাহাজউদ্দিন, সিরাজ উদ্দিন ভূঁইয়া, মোহাম্মদ চান মিয়া, মোহাম্মদ লাল মিয়া, দারগ আলী মেম্বার, আব্বাস আলী মেম্বার, আব্দুর রহমান মেম্বার, মোমিন মিয়া, নজর মাহমুদ, আব্দুল সাত্তার, সাফি ভূঁইয়া প্রমুখ।

মো. সিরাজউদ্দিন এর মতে, জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত জারিগানের আসর বসে এলাকার ময়দানে। ময়দানে কোনো মঞ্চ তৈরি করা হতো না। বড় চট অথবা পলিথিন বিছিয়ে দোহারবৃন্দ ময়দানের মাঝখানে গোলাকার বৃত্তাকারে বসে। দুই গায়ক আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের ঘিরে গান গায়। তাদের চারদিক ঘিরে দর্শকরা বসে গান শুনত। এলাকার শিক্ষিত লোকেরা একটি কমিটি তৈরি করে দু'তিনটি জারির দলকে আমন্ত্রণ জানাতেন। যে দল সবচেয়ে ভালো করত সেই দলকে ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার দিত। কোনো আসরে জারিগান অর্থ নেয়ার বিনিময়ে এ গান গাওয়া হয় না।[৫৩]

সিরাজউদ্দিনের দল জারিগানের কয়েকটি অধ্যায় গাইতেন। অধ্যায়গুলোর মধ্যে– এক. জহরনামা– হাসান হোসেনকে যে বিষ খাওয়ানো হয় এবং ছুরি দিয়ে মেরেছে তার বর্ণনা গানে তুলে ধরা হয়। দুই. বাপে পুতের লড়াই– হযরত আলী আর হানিফার লড়াইয়ের কাহিনি। তিন. ফাতেমার জারি– ফাতেমার বিয়ের পর খোদেজা হযরত রাসুলকে বলছে যে এমন ভাগ্য হলো না মেয়েকে গিয়ে দেখার। রাসুল স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয় তুমি কান্নাকাটি করো না। আমি দেখতে যাইতেছি। পরে রসুল গেছে। চার. বিবি হনুফা– হযরত আলীর সাথে হনুফার যুদ্ধ। যুদ্ধের বর্ণনা। এভাবেই মহর্‌রমের কাহিনি গানে গানে বণর্না করা হয়।[৫৪]

আব্দুর রাশিদ
জারিগানের মূল গায়ক

নরসিংদী জেলার মনোহরদী গ্রামের খিদিরপুর ইউনিয়নের মনতলা গ্রামের আব্দুর রাশিদ মাত্র বার বছর বয়সে জারিগানের তালিম নেন। সেসময় খিদিরপুরের মনতলা গ্রামের সফর ভাঙ্গিরবাড়িতে সিরাজুদ্দীন আহমেদের জারিগানের আসর বসত। সেখানেই তিনি প্রথম সিরাজুদ্দীনের কণ্ঠে জারিগান শোনেন। সিরাজুদ্দীন ছিলেন জারিগান দলের মূল গায়ক। এরপর যেখানেই তার জারিগানের আসর বসত সেখানেই তিনি উপস্থিত হতেন। মনোহরদীর চরমানদালিয়া ইউনিয়নের বীরগাঁও বাজার, খিদিরপুর ইউনিয়নের পাড়াতলা গ্রামে জারিগানের আসর দেখতে যেতেন। আসর চলত রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। খেড়ের কুটা বিছিয়ে, চট বিছিয়ে এর ওপর দোহারবৃন্দ গোল করে বসত। আর মূল গায়ক সিরাজুদ্দীন মোরা গাইতেন। সিরাজুদ্দীনের জারিগান গাওয়ার ভঙ্গি তাকে মুগ্ধ করে। এরপরই আব্দুর রাশিদ ও একই গ্রামের সিরাজউদ্দিন ওস্তাদ সিরাজুদ্দীন আহমেদের কাছে জারিগানের তালিম নেন। তালিম নেওয়ার সময় ওস্তাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে তিনিও আসরে দোহার হিসাবে গাইতেন। পাকিস্তান আমলে ওস্তাদ মারা যাওয়ার পর তিনি নিজেই জারিগানের একটি দল তৈরি করেন।

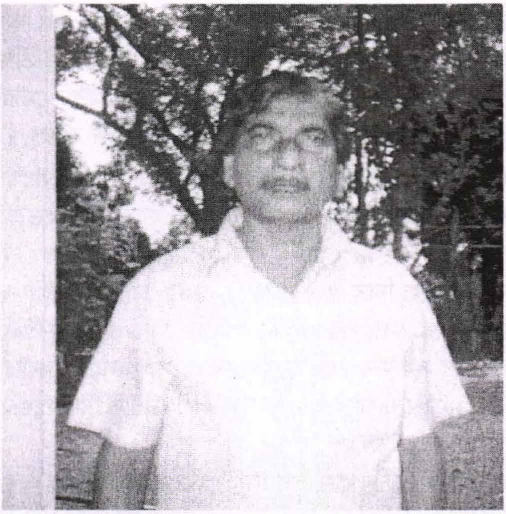

মনোহরদী উপজেলার মনতলা গ্রামের জারিগানের মূল গায়ক আব্দুর রাশিদ

জারিগানের বন্দনা

আরে অ আসালামালাইকুম সালাম জানাই সবার চরণে
থাকি আমরা নরসিংদী জিলা মনতলা গ্রাম
পোস্ট অফিস খিদিরপুর উপজিলা মনোহরদী।

জারিগানের বন্দনার পর ইমাম সূরির ঘটনা দিয়ে জারি গান শুরু। ইমাম-হাসান হোসেনকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা অবলম্বনে ইমাম সূরির এই জারিগান।

বানু রাজার বর, ইমাম সূরির বর, অহিলা, সখিনার বর, সখিনার বিয়া ইত্যাদি জারি রয়েছে।

ঘোঁসা

ও ময় ময়না গো ভাই মারিলে জহর দিয়া
ভাইয়ের শোকে আমার প্রাণ যায়রে চলিয়া,
চার বানুর বিবি কান্দে পাষাণ বুকে লইয়া
ও ময় ময়নাগো ভাই কে মারিলে জহর দিয়া?
দুইন্যার পরে সবে জানে ইমামের জারি
ও ময় ময়নাগো ভাই কে মারিলে জহর দিয়া
দুইন্যার পরে সবে জানে ইমামের জারি ।
ঘরের গোলাম বান্দির পুতে মজাইল পুরি

www.pathagar.com

হোসেন মইরল জহর খাইয়া আর তো কেহই নাই
নবীর বংশ মাইরা ফালাইল গোলামের বাদশা
ও ময় ময়নাগো ভাইকে মারিলে জহর দিয়া
কারবালার ময়দানে ইমাম রণে শহীদ হইল।
ও ময় ময়নাগো ভাইকে মারিলে জহর দিয়া
আয় হায় কারবালার ময়দানে ইমাম রণে শহীদ হইল,
কালীর পৃষ্ঠে দুলদুল ঘোড়া কেমায় চইল্যা আইল?
দিদি জিগায় ঘোড়ার কাছে শোনরে দোলাদুলি
আমার শিররে যে তুই কোথায় থুইয়া আইল্যা?
কখন ঘোড়া হস্ত জোড়া শোনগো মায়াজী
ও ময় ময়নাগো ভাইকে মারিলে জহর দিয়া
আয় হায় কারবালার ময়দানে ইমাম রণে শহীদ হইল।
কখন ঘোড়া হস্ত জোড়া শোনগো মায়াজী
অহংকার কইরা মরছে ইমাম আমায় দোষবান কি?
অহংকার কইরা মরছে ইমাম পানির গোপি পাশে
পানি পানি বইল্যা আমি বনবিন নানা দেশে,
পানির জ্বালা কদম তালা দিয়াছেন তাহারে
ও ময় ময়নাগো ভাইকে মারিলে জহর দিয়া।
পানির জ্বালা কদম তালা দিয়াছেন তাহারে
লাফ দিয়া পড়িল গিয়া ছেত কুয়ার ভিতরে,
সেখান থিকা না কাফি আয়গো মিশ্র করে
ইমাম বইল্যা ভয় করি না ছুরি দিল গলে
ও ময় ময়নাগো ভাইকে মারিলে জহর দিয়া
ইমামকে মারিয়া দিলে জহরও খাওয়াইয়া
ইমামকে আনিয়া দিলে খাইতে দিবেন কি?
ও ময় ময়নাগো ভাইকে মারিলে জহর দিয়া।

বানু রাজার বর

আয় বানু রাজা সাতটি ভাইগো
একটি ভাই তার কালো
বাড়ির মাইঝে সাতখান ঘর ভাই
বানুর ঘরখান ভালো।
বানু কয়, মিঠা নয় সন্নি ভাই জী
সকল কর্ম নষ্ট কইরেছ আইস্যা পরের ঝি।
পরের ঝি যে কালো লাগে জানে সর্বলোকে
এইসব যে মনে হইলে উঠে দইরার ঢেউ
হালকা নাচে খবর লইতে আমার নাইক্যা কেউ।
একদমে আল্লাজীর নামটি উঠেন তোড়জোর দিয়া

www.pathagar.com

হস্তি লইল মালিক আল্লা আরশে থাকিয়া
আল্লায় বলেন জিবরাইলরে যাওতো মেলা দিয়া
জয়নাল বাদশার আগে খবর কইয়া আসো গিয়া
উত্তর ও পশ্চিম গো কোনা নেওয়াজঅ শহর
মুহম্মদ হানিফার নামে হালুয়াত ঘর।
খবরও ভেজিয়া দেওগো হানিফ চাচার আগে
হানিফ আইস্যা করব লড়াই এজিদারও সাথে
হানিফারে করব জয়নাল যদি পাইয়া থাকো,
মনের সাধ মিটাইয়া কয় হানিফার আগে লেখব
কালি কলম পাতগো জয়নাল তুইল্যা লইল হাতে।
মদিনার ঐ হকিকতও লেখিতে লাগিল
প্রথমে লেখিতে লাগল মদিনা সমাচার
সিপাই লস্কর মারা গেছে জংলি বাইশ হাজার
আর যে পলাইয়া গেছে লিখিত তো নাই
পিঞ্জিরার পাখি রইলাম দুটি ভাই।

ইমাম সূরির বর

এক নামেতে হরেক নাম ভাই পাঁচ নামে রসূল
সত্য পথে রইও বন্দা খোদাকে মকবুল
এ আহ্বান তরাইয়া লইও ই আল্লা রসূল
এও দিনে রসূল দেওয়ান দিলে খুশি হইয়া
হযরত আলীর ঘরে উঠিলেন গিয়া।
তারে দেইখ্যা খুশি হইল বিবি নেকজানি
বসিবার আসন দিল ওজুর দিল পানি,
তোতাব্বরি খানা দিল খুশি হইয়া
রসূল দেওয়ান খাইল মেজবাণি।
মেজবাণি খাইয়া বসে দিলের পয়গাম্বর
পৌছিতে লাগিল ভাগ্য ইমামের খবর,
মায়ে বলে, ওগো বাবা আমি তো না জানি
লইয়া যাইবা দুইটি নাতি আইন্যা দিবা তুমি।
থোরা কিছু বাদগো কইয়া বেটিকে সামলাইয়া
দুইটি নাতিন লইছে রসূল সংগঠিত করিয়া,
আল্লা নবীর নামটি গেছে হইয়া বেস্মরণ
আল্লা বলে, জিবরাইলকে যাওগো মেলা দিয়া,
দুইটি নাতি থোওরে চাপাইয়া।
এই খানেতে রসূল দেওয়ান করিছে গমন
শহরের মধ্যে সাধু দিল দরোশন

www.pathagar.com

শহরের মধ্যে সাধু দিল দরোশন,
খাড়া হইল গিয়া দুই বালকের ছবি দেইখ্যা
বলছে আয়রে আয়।
সাধু বলে, ওরে বাবা তামাশা দেখনা গিয়া জাহাজের উপরে
তামাশার কথা রে দুই ভাই যখন শুনতে পাইল
জাহাজের কিনারায় গিয়া দিল দরোশন,
বাজারেরও বিকিকিনি পুর্ণিত হইয়া
আচম্বিত একই সাধু ডিঙ্গা লাগাইয়া
রসূলেরই ঘাটে ডিঙ্গা লঙ্গরও করিল।
সাধু বলে, ওরে বাবা তামাশা দেখনা গিয়া জাহাজের উপরে,
তামাশারই কথা যখন শুনতে পাইল
সাধু বলে, ওরে বাবা দেখ না গিয়া
জাহাজের উপরে জাহাজে তুলিয়া দিল আজকের নিশান।
নিশান ওড়ে ডঙ্কা বাজে জাহাজের ওপরে
ইশারা করিয়া সাধু জাহাজের নোঙ্গর ছাড়ে
জাহাজে থাইক্যা কান্দে ক্ষণে ক্ষণে উঠে।
মিনতি করিয়া দুই ভাই সাধুরে কয়;
আমারে চুরি কইর‍্যা সুখ পাইলি কি কারে বলে
ওরে সাধু করলি হারামজাদি
আমরা দুই ভাইরে চুরি করে সুখ পাইলি কি?
মোরে যদি ডাকরে সাধু বাবাজী বলিয়া
তোরে যদি ডাকিরে পাপী বাবাজী বলিয়া
তোর কন্যারে ডাকি যদি মা মা বলিয়া
ফাতেমা জননী কিছু জোড়া থাকত না।
সাধু যায়রে নায়ে নায়ে আজগর যায় টানে
আজগর বলে, সাহেব হুকুম করো তুমি
ডিঙ্গাসহ সওদাগররে গিলিয়া ফেলাই আমি।
ডিঙ্গাসহ সওদাগররে গিলিবা যে তুমি
ছোট আছে দুই ভাই ইমাম উঠিবে কান্দিয়া
এইসব কথাবার্তা চিত্তকে খেমা দিয়া
শাহ আলী আইছে ফিরিয়া।
ঘরে আছিল দুইটি ইমাম লইয়া গেছে চোরে
আঁখির পলকে আমি আল্লার আলম ঘুরি
আমি হেন পালোয়ানের পুত্র কে করেছে চুরি?

সখিনার বর

হোসেনে বলেন আমার যত সৈন্য গণ
যেদিন কুহাতে গেছেন ইমাম মোজাফর

www.pathagar.com

তারা কইয়া গেছেন ভাই,
সখিনারে দিও বিয়া কাশেম আলীর ঠাঁই।
যদি না রাখ করা আখেরীর হিসাবের কালে হইবা গুণাগার
আমগো সমাইনা ঘর কেউ এই মদিনায় নাই।
সখিনারে দিও বিয়া কাশেম আলীর ঠাঁই
যদি না রাখ করার আখেরীর হিসাবের কালে হইবা গুণাগার
বিয়া কইরা কাশেম আলী তক্তে দিল পারা
এহন কালে আসিরও পরাণ রণে যাইবার
কাশেম দেখিলেন চাহিয়া
নবীর বংশের যত লোক সব গেল মরিয়া।

জারিগানে বারোমাসি গাওয়া হয় আসরের শেষ দিকে
বৈশাখ মাসেতে ফুল ফোটে লাল কলি
ভোমরা খায় ফুলের মাঝে বসে
ভোমরার গুণগুণ দগ্ধে পরাণ
আমার ফুলে মধু কে করিবে পান?
জ্যেষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল গো খাই সর্বলোকে
পারিয়ে চিপিয়া দেয় পতি প্রিয় মুখে
পতি কে করিয়া তুষ্ট নারী যে খাইবে
পতি বিনে কাকে আমি পারিয়া দিবো।
আষাঢ় মাসেতে ওই ঘন বরিষণ
ও ঘোর অন্ধকার হয় গো বিজলির গর্জন।
প্রাণ থরথর করে কিলির ঘরঘর
পতি যার ঘরে আছে ডরই নাই তার
আমি অভাগিনী নারী পতি নাইরে ঘরে
জড়াইয়া ধরি বাহু আমি কাহার কোমরে?
শ্রাবনে যৌবন মাঝেতে পানি উতালে জাগরে
খাল নাল চলার চল গো জোয়ারের তোড়ে,
অভাগিনীর যৌবন জেওর হইল কেমন
পতি বিনে যে জোয়ার না হইবে বারণ।
ভাদর মাসেতে হয় পানির স্বয়ংবর
অন্দের চালাই গো তরী যাও সওদাগর
আমার যৌবন নদী কেমনে দিবে পারি
পতি বিনে কেবা হইবে যৌবনে কান্ডারি?
আশ্বিন মাসেতে হয় বরিষার শেষ
কি করিব করম ফল গো পতি নাই মোর দেশ।
আমি অভাগিনী হইব আশ্বিনের মতন

www.pathagar.com

ফুলে না বসিল অলি থাকিতে যৌবন।
কার্তিক মাসেতে হয় হাতি ফিরে মতি
ধন্য তাদি জায়্য যত হয় গর্ভবতী,
ভাগ্য গুণে কেহ ধান্য কেহ পাই পতি
আমি নারী হইলাম সমুলে খয়রাতি।
আগুন মাসেতে হয় অধিক উল্লাস
নিত্য নিত্য নয়া নতুন যোজন বিলাস
নারী-পুরুষ কত রঙ্গ নতুন কুজন
আমি অভাগিনী অঙ্গ অনলে দাহন।
পৌষ মাসেতে হয় হেমাতের যার
শীতের তারণে লোক অধিক কাতর,
নারী-পুরুষ মিশে শোয় যারে কিবা করে
অভাগিনী যার সরে পতি নাই মোর ঘরে।
মাঘের ডরে বাঘের অঙ্গ কাঁপে থরথর
পতির বুকে যেই নারী শোয় একা ছুতর,
শীত যার কিছু নাহি সেই নারীর অঙ্গে
অভাগিনী যার ঘরে পতি নাই গঙ্গে।
ফাল্গুনে বসন্তের বাও কহরে কোকিলে
নারীর শরিল দহে বিচ্ছেদের অনল,
যার পতি ঘরে আছে নিরায় আগুনে
অভাগিনীর ঘরে কেহ নাহিরে।[৫৫]

৭. মুর্শিদি গান

১

আর কোন ধন চায় না মুর্শিদ (২)
তুমি গো যাইতে সঙ্গে নিও
আমারই মরণের কালে মুর্শিদ সামনে থাকিও।
তোমার মুখের পাঁচ কলেমা
আমার কানে পড়াইও
তুমি গো যাইতে সঙ্গে নিও
আমারই মরণের কালে মুর্শিদ সামনে থাকিও
তোমার হাতের পাক পানি দিয়া
আমারে গোসল করাইও
তুমি গো যাইতে সঙ্গে নিও।
ঐ বাজারের সাদা মার্কিন আমার অঙ্গে না লাগাইও
তোমার অঙ্গের ছিঁড়া তেনা আমার অঙ্গে দিয়া দিও

www.pathagar.com

আর কোন ধন চায় না মুর্শিদ। (২)
তুমি গো যাইতে সঙ্গে নিও।
• আমারই মরণের কালে মুর্শিদ সামনে থাকিও।
ঐ বাজারেরই আতর গোলাপ আমার অঙ্গে না লাগাইও
তোমার পায়ের ধুলি দিয়া আমার অঙ্গে ছিঁটাইও
তুমি গো যাইতে সঙ্গে নিও
আমি আর কোনো ধন চাই না মুর্শিদ
তুমি গো যাইতে সঙ্গে নিও।
আমারও মরনের কালে সামনে থাকিও
আমার পীর ভাইদের লইয়া সঙ্গে
আমার জানাজা খান দিয়া দিও
তুমি গো যাইতে সঙ্গে নিও।[৫৬]

২

দয়াল মুর্শিদও কত ভালোবাসি তোমারে
তোমারে যে ভালোবাসি আমার মুখে বলব কি
তোমারই ছবিখানি আমার হৃদয় ফটো তুলে রেখেছি। (২)
দয়াল মুর্শিদও কত ভালোবাসি তোমারে
চোখ বান্দা বলদের মতোন ঘুরাইওনা মুর্শিদ আমারে
দুইটা আঁখি খুলে দেও দেখি মুর্শিদ দেখি যেন তোমারে।
দয়াল মুর্শিদ কত ভালোবাসি তোমারে
দুধেতে যে চিনি মিশে লবণ মিশে পানিতে
সেও মতে মিশামিশি কর মুর্শিদ আমারে।
দয়াল মুর্শিদ কত ভালোবাসি তোমারে
লাইলী প্রেমে মজনু পাগল
মজনুর প্রেমে লাইলী।
সেও মতে পাগল মুর্শিদ করো আমারে
দয়াল মুর্শিদ কত ভালোবাসি তোমারে।[৫৭]

৩

গুরুপদে প্রেম ভক্তি মুর্শিদ পদে প্রেমভক্তি
হলো না মন সময়কালেরে
ওরে আর কিরে তোর সাধন ভজন। (২)
আর কি তোর সাধন ভজন
অনুরাগে সময় গেলেরে
গুরুকালে প্রেমভক্তি
হলো না মোর সময়কালে।
কাননে একটি বৃক্ষ ছিল রে আরে মন

www.pathagar.com

ফল ধরে তার কালে কালে,
আরে অকালে ফল ধরলে পরে
বিনাশ হয় তার ডালে মূলেরে।
গুরুপদে প্রেম ভক্তি
হলো না মন সময়কালেরে,
ফুলে যখন মধু থাকে রে আরে ও মন
ভ্রমর আসে দলে দলের।
আর কি ভ্রমর আসবে ফিরে
ফুলের মধু শুকাইলেরে
গুরুকালে প্রেমভক্তি
হলো না মোর সময়কালে।[৫৮]

৪

আমার বিয়ার আছে কয়দিন বাকি প্রাণ সখী গো
আমার বিয়ার আছে কয়দিন বাকি ও প্রাণ সখীগো।
যেদিন আমার বিয়া হবে
আশ-পড়শি সব আসিবে
ভাই বন্ধুগণ করবে কান্দাকান্দি
ও প্রাণ সখী গো?
আমার বিয়ার আছে কয়দিন বাকি
ও প্রাণ সখী গো, যেদিন আমার বিয়া হবে
গরম জলে গোসল দিবে হউরা হলদি দিয়া
ও প্রাণ সখী গো?
আমার বিয়ার আছে কয়দিন বাকি
প্রাণ সখী গো যেদিন আমার শেষ বিয়া হবে
গরম জলে গোসল দিবে মশারি টাঙ্গাইয়া
ও প্রাণ সখী গো?
আমার বিয়ার আছে কয়দিন বাকি
প্রাণ সখী গো, যেদিন আমার বিয়া হবে
সাদা মার্কিন পিন্দাইবে।
আতর গোলাপ করবে মাখামাখি
প্রাণ সখী গো
আমার বিয়ার আছে কয়দিন বাকি
ও প্রাণ সখী গো?
আমার বিয়ার আছে কয়দিন বাকি
ও প্রাণ সখী গো যেদিন আমার শেষ বিয়া হবে
চার বেহারা কান্দে লইবে

www.pathagar.com

লইয়া যাইবে নতুন শ্বশুরবাড়ি।
ও প্রাণ সখী গো
আমার বিয়ার আছে কয়দিন বাকি?

নিরিক বান্দরে দুই নয়নে (২)
ভুইলও না মন তারে
নিরিক বান্দরে দুই নয়নে (২)
ভুইলও না মন তারে
আগে নিজকে নিতো চেন
পরে গুরুকে মান
দেহ পাশ কইরা আন
নিরিক বান্দরে দুই নয়নে (২)
ভুইলো না মন তারে।
সে নাম ভুল করিলে যাবিরে মারা
পড়বিরে তুই বিষম ফেরে
ভুইল না মন তারে
আগে নিজকে নিজে চেন।
প্রেমের গাছের একটি ফল রসে টলমল
তাতে ভ্রমর হয় পাগল
নিরিক বান্দরে দুই নয়নে। (২)
সে ফল গুরুকে দিয়া শিষ্যে খাইলে
অমর হয় তার সংসারে
ভুইল না মন তাহারে .
নিরিক বান্দরে দুই নয়নে। (২)
ভুইলও না মন তারে
নিরিক বান্দরে দুই নয়নে (২)
ভুইলও না মন তারে।
আগে নিজকে নিজে চেন
পরে গুরুকে মান
দেহ পাশ কইরা আন।[৫৯]

৮. বিরহ বিচ্ছেদ

১

প্রাণসখী গো আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি
ও সই গো আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি
আমার মন পাগলের কী গতি।
সই গো আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি
আমার মন পাগলের কী গতি

www.pathagar.com

প্রাণসখী গো আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি
সইগো আমার জ্বালায় জ্বালায় জনম গেলো
সইগো আমার জ্বালায় জ্বালায় জ্বালা বারণ হইল না
আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি।
পীড়িতি যে এতো জ্বালা আগে তো কইলে না তোরা গো
সইগো পীড়িতির ধন মধু মাখা
আমি খাইয়া দেখি বিষে ভরা
সইগো আমি খাইয়া দেখি বিষে ভরা গো।
সই আমার মন পাগলের কী গতি
আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি।
সইগো পীড়িতি করলাম সুখের লাগি
সুখ হইল না দুঃখের ভাগি
সইগো আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেলো (২)
সুখ হইল না একরতি
আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি।
সইগো অল্পবর্ষে পীড়িতি করা
কাঞ্চা বাঁশে ঘুণে ধরাগো
সইগো ঘুণে খাইয়া করল জরা জরা। (২)
রাখল না তোর এক বিন্দু
আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি
সইগো অল্প বয়সে পীড়িতি করা
জাতি সাপে লেজে ধরা গো
সইগো উলটিয়া দিলে ছোবল (২)
বাঁচবে না তোর এ জীবন
প্রাণ সখীগো আমি না জানিয়া করলাম পীড়িতি।[৬০]

২

আরে সোনা বন্দে আমারে পাগলও বানাইয়া গেল রে (২)
আমি একদিন গুণি দুই দিন গুণি বইস্যা দিন গুণি
কোনদিন জানি আসবে গো ফিরে
আমার সোনার চান্দ গুণমনিরে
হে সোনা বন্দে আমারে পাগলও বানাইয়া গেল রে।
হইতাম যদি সোয়ারি চন্দন থাকতাম বন্দের গায়
আমি গামিয়া গামিয়া রে পরতাম
আমার সোনা বন্দের রাঙা পায়
সোনা বন্দে আমারে পাগলও বানাইয়া গেল রে।
হইতাম যদি জলরে গামছা থাকতাম বন্দের গলে

www.pathagar.com

আমি মুছিয়া না মুছিয়ারে দিতাম
আমার সোনাবন্দের রাঙা চরণেরে
সোনা বন্দে আমারে পাগলও বানাইয়া গেলরে।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু যাইবারে ছাড়িয়া
আমি দুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়ারে
সোনা বন্দে আমারে পাগলও বানাইয়া গেল রে।
আমি হইতাম যদি ফুলের মালা থাকতাম বন্দের গলে
আমি সুগন্ধ ছিটিয়ারে দিতাম আমার সোনা বন্দের গায়েরে
আমার সোনা বন্দে আমারে পাগলও বানাইয়া গেল রে
আরে পাগলও বানাইলরে বন্দে দেওয়ানা বানাইল।
আরে কি না মন্ত্র দিয়ারে কানে
আমার ঘরের বাহির করল রে
আরে কি না মন্ত্র দিয়ারে কানে
আমার দেশান্তরী করল রে
আরে সোনা বন্দে আমারে পাগলও বানাইয়া গেল রে ।[৬১]

৩

আমার নিষ্ঠুর বন্ধুর সনেরে আমার কঠিন বন্ধুর সনেরে
আমি কেনে বা পীড়িতি রে করলাম।
আমি আগে যদি জানতাম রে বন্ধু যাইবারে ছাড়িয়া,
আমি দুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়ারে
আমার নিষ্ঠুর বন্ধুর সনেরে আমার কঠিন বন্ধুর সনেরে
আমি কেনে বা পীড়িতি রে করলাম।
আগে যদি জানতামরে বন্ধু তোর প্রেমের এতো জ্বালা
আমি ঘর বান্দিতাম নদীর কূলে (২)
থাকিতাম একেলারে
আমার নিষ্ঠুর বন্ধুর সনেরে আমার কঠিন বন্ধুর সনেরে,
আমি কেনে বা পীড়িতি রে করলাম।
যতই দূরে থাকরে বন্ধু ততই দূরে দেখি
আমার নয়নের জল কালি কইর‍্যা তোমার নামটি লিখিরে
আমার নিষ্ঠুর বন্ধুর সনেরে আমার কঠিন বন্ধুর সনেরে
আমি কেনে বা পীড়িতি রে করলাম।
রজকিনীর প্রবাদকালে ডাইলে বানায় বাসা
আমারই যৌবনকালে তোমার না পাই দেখা
আমার নিষ্ঠুর বন্ধুর সনেরে আমার কঠিন বন্ধুর সনেরে
আমি কেনে বা পীড়িতি রে করলাম।[৬২]

www.pathagar.com

৯. প্রেমসংগীত

১

বউ : আল লইয়া গেলে তুমি
নাশতা লইয়া যাইব আমি
আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার।
জামাই : নাশতা লইয়া গেলে তুমি
আল্লা পাজুন (মাইর দেয়া) ভাঙ্গব আমি।
বউ : আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার
আল্লা পাজুন ভাঙ্গলে তুমি বাপের বাড়ি যাইব আমি,
আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার।
জামাই : বাপের বাড়ি যাইলে তুমি চুলে ধইরা আনমু আমি।
বউ : আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার।
চুলে ধইরা আনলে তুমি বেড়ায় ঠেইক্যা থাকমু আমি
আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার।
জামাই : বেড়ায় ঠেইক্যা থাকলে তুমি কান্দ কইর‍্যা আনমু আমি।
বউ : আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার
কান্দ কইর‍্যা আনলে তুমি কান্দ আইগ্যা দিমু আমি,
আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার।
জামাই : কান্দ আইগ্যা দিলে তুমি গাঙ্গ নিয়া ধুইব আমি
বউ : আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার,
গাঙ্গ নিয়া ধুইলে তুমি মাছ হইয়া যাইব আমি
আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার।
জামাই : মাছ হইয়া গেলে তুমি জাল দিয়া ছাঁইকা আনব আমি
বউ : আমসুন গামসুন গামসুন বালি সুন্দর কি বাহার।[৬৩]

২

তিন টাকারও নৌকাহানি
বাইন চুয়াইয়া উঠে পানি,
কি দিয়া হিচিবো নৌকার পানিরে।
ওরে তুইতো আমার মন
মন তোরে বুঝাইতে পারলাম না
স্বর্ণ দিয়া বান্দলামরে ঘর,
ঘুণে করছে জরার জর
আজরাইল আসার পরে
হাতে পায়ে বন্দন করে
কে না হইব রাসুল আমার
জাবিন দিয়ে ওরে তুই তো আমার মন।[৬৪]

www.pathagar.com

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. শিষ্য, ২. নদীতে পাড়াপাড়ের ঘাট, ৩. দুঃখ, ৪. প্রমাণ, ৫. সপ্তাহ, ৬. বৃহস্পতিবার, ৭. পশ্চিম, ৮. পাড়ার মেয়ের দল, ৯. কান্না, ১০. হলুদ, ১১. আচড়ানো, ১২. চিরুনি, ১৩. কান্না, ১৪. রান্না।

তথ্যসূত্র

১. মো. হাকিম দেওয়ান, পিতা : মৃত মো. সোনা মিয়া, বয়স : ৬৬, পেশা : বাউল শিল্পী, ঠিকানা : গ্রাম : গোরাদিয়া, পো. গাবতলী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৫.০৩.১২।
২. কৃষ্ণ দাসী, স্বামী : মৃত গৌরাঙ্গ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
৩. সরোজিনী পাল, স্বামীর নাম : শ্রীচরণ পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, তারিখ : ০৪.১২.১১।
৪. কংকা রানী দাস, স্বামী : মৃত রামকান্ত চন্দ্র দাস, ঠিকানা : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
৫. শেফালী রানী দাস, স্বামীর নাম : কার্তিক চন্দ্র দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, পোঃ চর আমলাব, উপজেলা : বেলাবো, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, তারিখ : ০৪.১২.১১।
৬. শিলা রানী শীল, স্বামী : বিজয় চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম, বয়স : ৩০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৭. গীতা রানী শীল, স্বামী : রাখাল চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘরঃ বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫৫, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৮. অঞ্জলি রানী শীল, স্বামী : সুভাষ চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘরঃ বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৯. যমুনা রানী দাস, স্বামীর নাম : মৃত নিতাই চন্দ্র দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, পোঃ চর আমলাব, উপজেলা : বেলাবো, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৪.১২.১১।
১০. ঐ
১১. কৃষ্ণ দাসী, স্বামী : মৃত গৌরাঙ্গ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
১২. সরোজিনী পাল, স্বামীর নাম : শ্রীচরণ পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, তারিখ : ০৪.১২.১১।

www.pathagar.com

১৩. কংকা রানী দাস, স্বামী : মৃত রামকান্ত চন্দ্র দাস, ঠিকানা : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
১৪. শেফালী রানী দাস, স্বামীর নাম : কার্তিক চন্দ্র দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, পোঃ চর আমলাব, উপজেলা : বেলাবো, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, তারিখ : ০৪.১২.১১।
১৫. শিলা রানী শীল, স্বামী : বিজয় চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম, বয়স : ৩০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
১৬. গীতা রানী শীল, স্বামী : রাখাল চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫৫, তারিখ : ০৮.১২.১১।
১৭. অঞ্জলি রানী শীল, স্বামী : সুভাষ চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘরঃ বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
১৮. কৃষ্ণ দাসী, স্বামী : মৃত গৌরাঙ্গ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
১৯. সরোজিনী পাল, স্বামীর নাম : শ্রীচরণ পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, তারিখ : ০৪.১২.১১।
২০. কংকা রানী দাস, স্বামী : মৃত রামকান্ত চন্দ্র দাস, ঠিকানা : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
২১. শেফালী রানী দাস, স্বামীর নাম : কার্তিক চন্দ্র দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, পোঃ চর আমলাব, উপজেলা : বেলাবো, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, তারিখ : ০৪.১২.১১।
২২. শিলা রানী শীল, স্বামী : বিজয় চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম, বয়স : ৩০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
২৩. গীতা রানী শীল, স্বামী : রাখাল চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫৫, তারিখ : ০৮.১২.১১।
২৪. অঞ্জলি রানী শীল, স্বামী : সুভাষ চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘরঃ বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
২৫. কৃষ্ণ দাসী, স্বামী : মৃত গৌরাঙ্গ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী সদর, বয়স : ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
২৬. সরোজিনী পাল, স্বামীর নাম : শ্রীচরণ পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, তারিখ : ০৪.১২.১১।
২৭. কংকা রানী দাস, স্বামী : মৃত রামকান্ত চন্দ্র দাস, ঠিকানা : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।

www.pathagar.com

২৮. শেফালী রানী দাস, স্বামীর নাম : কার্তিক চন্দ্র দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, পোঃ চর আমলাব, উপজেলা : বেলাবো, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, সংগ্রহের তারিখ : ০৪.১২.১১।
২৯. শিলা রানী শীল, স্বামী : বিজয় চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি, বয়স : ৩০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৩০. গীতা রানী শীল, স্বামী : রাখাল চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫৫, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৩১. অঞ্জলি রানী শীল, স্বামী : সুভাষ চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘরঃ বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৩২. কৃষ্ণ দাসী, স্বামী : মৃত গৌরাঙ্গ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
৩৩. সরোজিনী পাল, স্বামীর নাম : শ্রীচরণ পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, তারিখ : ০৪.১২.১১।
৩৪. কংকা রানী দাস, স্বামী : মৃত রামকান্ত চন্দ্র দাস, ঠিকানা : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
৩৫. শেফালী রানী দাস, স্বামীর নাম : কার্তিক চন্দ্র দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, পোঃ চর আমলাব, উপজেলা : বেলাবো, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, সংগ্রহের তারিখ : ০৪.১২.১১, সময়ঃ বিকাল ৫টা।
৩৬. শিলা রানী শীল, স্বামী : বিজয় চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি, বয়স : ৩০, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৩৭. গীতা রানী শীল, স্বামী : রাখাল চন্দ্র শীল, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫৫, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৩৮. নাম : সালমা, স্বামীর নাম : রিয়াজ হোসেন, ঠিকানা : গ্রাম : পাটুলী, ডাকঘর. ধলিরপাড়, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি, তারিখ : ২৮.০৬.১১।
৩৯. হাজেরা বেগম, স্বামী : আব্দুল লতিফ মৃধা, মা : চন্দ্রবাণু, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ১৪.০৩.১২।
৪০. জগতুননেসা, স্বামীর নাম : সুরুজ মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৪১. ঐ।
৪২. ঐ।
৪৩. মালেকা বানু, স্বামীর নাম : নূর আহমেদ, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০২.১২.১১।

www.pathagar.com

৪৪. ঐ।
৪৫. ঐ।
৪৬. ঐ।
৪৭. ঐ।
৪৮. নাজমা, বাবা : মৃত চান মিয়া, মা : মৃত আম্বিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : তালতলা, ডাকঘর : ডাঙ্গাবাজার, উপজেলা : পলাশ, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ৩১.০৭.১২।
৪৯. যশোদা রানী দাস, স্বামী : রাধারমণ দাস, মা : মৃত নীরদা সুন্দরী, ঠিকানা : গ্রাম : রামপুরা, ডাকঘর : রামপুরাবাজার, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, বয়স : ৬০, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০১.০৮.১২।
৫০. মীনাক্ষী বাউল মুক্তি, স্বামী : মৃদুল বাউল, ঠিকানা : গ্রাম : বাউলপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমএসসি, ভূগোল, তারিখ : ১৬.০৩.১২।
৫১. কফিল উদ্দিন, বাবা : মৃত মফিজউদ্দিন, পেশা : কৃষি, বয়স : ৫০, শিক্ষা : অক্ষরজ্ঞান, ঠিকানা : গ্রাম : আব্দুল্লাহনগর, ডাকঘর : উজিলাব, ইউনিয়ন : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী।
৫২. মো. লাল মিয়া, বাবা : মৃত শাহাদত আলী খান, মোঃ মৃত জয়গুন নেছা, ঠিকানা : গ্রাম : আবদুল্লাহনগর, ডাকঘর : উজিলার, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬৫, তারিখ : ০৫.১২.১১।
৫৩. মো. সিরাজ উদ্দিন, বাবা : মৃত কমুরউদ্দিন, মাতা : শর্মলা খাতুন, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, তারিখ : ০৪.১২.১১।
৫৪. এ বি এম মাহফুজুল হক, বাবা : মৃত হাজী মো. হাফিজুর রহমান, মা : আলহাজ্ব জাহানারা বেগম, বয়স : ৩৭, শিক্ষা : এমএ, ঠিকানা : গ্রাম : মনতলা, ডাকঘর : খিদিরপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।
৫৫. আব্দুর রাশিদ, বাবা : মৃত সুরুজ আলী মুন্সী, মা : মৃত ছুরুতেন নেসা, পেশা : পিয়ন, খিদিরপুর কলেজ, বয়স : ৫৫, শিক্ষা : ৫ম, ঠিকানা : গ্রাম : মনতলা, ডাকঘর : খিদিরপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।
৫৬. মো. মীর কাশেম, পিতা : মৃত সাধু মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, পো. ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০৮.১২.১১।
৫৭. ঐ।
৫৮. ঐ।
৫৯. ঐ।
৬০. ঐ।
৬১. ঐ।
৬২. ঐ।
৬৩. ঐ।
৬৪. মালেকা বানু, স্বামীর নাম : নূর আহমেদ, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০২.১২.১১।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

নরসিংদী উপজেলার হেমেন্দ্র সাহা রোডে কয়েকটি লোকবাদ্যযন্ত্রের দোকানে হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, ঢোলক, একতারা, ডুগডুগি, কাঠি ঢোল, খঞ্জনি, খমক, হাত বায়া, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হয়।

লোকবাদ্যযন্ত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া

হারমোনিয়াম

হারমোনিয়াম চার প্রকারের কাঠ যেমন - সেগুন, কেরোসিন, গামারি এবং গোয়া কাঠ প্রয়োজন। পাঠা ও ভেড়ার চামড়া এবং পর্দা বানানোর জন্য প্লাস্টিক লাগে। হারমোনিয়ামের উপরে পর্দার জন্য পিতলের ১৮ নাম্বার তার, ১৯ নাম্বার তার ও বোটের জন্য ১০ নাম্বার তার, প্লাইউড, দুটি লোহার স্প্রিং, পিচ বোর্ড, পলিস্টার কাপড় অথবা গ্লাস, বোলা, দুটি লম্বা ছিটকারি এবং স্ক্রু লাগে।

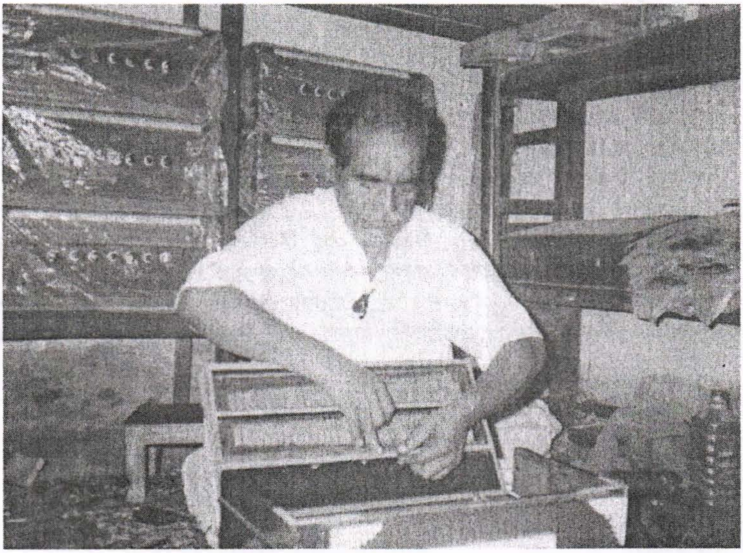

হারমোনিয়াম তৈরি করছেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার

সেগুন অথবা পোয়া কাঠ দিয়ে হারমোনিয়ামের ফ্রেম তৈরি করা হয়। ১০ নাম্বার পিতলের তার দিয়ে ভোটের কাজ করা হয়। রিড বোটে দুই পাট পেস্টিং করে উপরে নিচে সেগুন কাঠ লাগাতে হয়। ভিতরের জালিতে কেরোসিন কাঠ ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

বোটে ফ্লাইউড লাগানো হয়। বোটের নিচের অংশে দুটি লোহার স্প্রিং দিয়ে আটকানো হয়। হারমোনিয়ামের ভেলুতে পাঠার চামড়া আর পিচবোর্ড ব্যবহার করা হয়। হারমোনিয়ামের মাঝের অংশে সেগুন অথবা গামারি কাঠের মধ্যে পিতলের রিড লাগানো হয়। এক সিনের পেছনের অংশে ৩৭টি পিতলের সরু লম্বা স্প্রিং রিডের কাঠির সঙ্গে লাগানো হয়। কাঠির মাথায় স্ক্রু লাগানো থাকে। হারমোনিয়ামের পর্দা প্লাস্টিক অথবা নাইলন দিয়ে তৈরি। এতে ৪২ টি পর্দা লাগানো থাকে। এর মধ্যে ২৫টি সাদা পর্দা এবং ১৭টি কমল। এর উপরের ঢাকনা অথবা টপ সেগুন কাঠের তৈরি। টপের উপর বীণা, ফুল, ময়ূরী, লতা ইত্যাদি নকশা করা হয়। নকশার নিচে পলিস্টার কাপড় অথবা গ্লাস লাগানো হয়। হারমোনিয়ামের সামনের মাঝ অংশে সাতটি বোলা লাগানো হয়। এই বোলা দিয়েই হারমোনিয়ামের হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভেলুর দু'পাশ আটকাতে দুটি পিতলের লম্বা ছিটকারি লাগানো হয়। ভেলুর পেছনে ধাপা লাগানো হয়। ধাপার কাজ হলো ভেলু দেয়ার সময় হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা।

ঢোলক তৈরি করছেন ধীরেন্দ্র দাস

ঢোলক

ঢোলক তৈরিতে তিন রকমের কাঠ যেমন– আম, কড়ি, নিম কাঠ, পাঠার চামড়া, বাঁশ, প্লাস্টিক সুতা, পিতলের রিং প্রয়োজন।

www.pathagar.com

নির্মাণ প্রক্রিয়া

ঢোলকের মূল কাঠামো আম, কড়ি এবং নিম কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। এর উচ্চতা ১৭ থেকে ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঢোলকের দু'পাশের ছাউনিতে পাঠার চামড়া ব্যবহার করা হয়। ঢোলকের বায়া মুখ ৮ ইঞ্চি এবং ডায়না মুখ ৭ ইঞ্চি বৃত্তাকার হয়ে থাকে। বায়া এবং ডায়নার মুখে দুটি চামড়া বা বাঁশের চাক যুক্ত করা হয়। এই চাকের দু'অংশে প্লাস্টিকের সুতা টানা দেয়া হয়। ডায়নার অংশে প্লাস্টিকের সুতায় পিতলের রিং পরানো থাকে। বায়া অংশের মাঝখানে বৃত্তাকারে কিরণ লাগানো হয়। এতে শব্দ গভীর হয়।

লোকবাদ্যযন্ত্র শিল্পী

ধীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার

ধীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার এর বয়স এখন ৬২ বছর। বসবাস করছেন নরসিংদী উপজেলার মধ্যকান্দাপাড়ায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকার কেরানিগঞ্জের দেওসূর গ্রামের অধিবাসী ভীম চন্দ্র সরকারের কাছে তিনি হারমোনিয়াম বানানো শিখেন। এরপর থেকে তিনি হারমোনিয়াম তৈরি করছেন। নরসিংদী সদরে হেমেন্দ্র সাহা রোডে তার একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান আছে। তিনি এ পেশায় থাকলেও তার তিন ছেলেমেয়ের কেউ এ পেশায় আসেনি। বড় ছেলে ধনঞ্জয় বিএ পাশ করেছে। মেয়ে মণীষা হিসাববিজ্ঞানে বি এ অনার্স পড়ছে এবং ছোট ছেলে সঞ্চয় কাপড়ের ব্যবসায়ী।

ধীরেন্দ্র দাস

বংশ পরম্পরায় ধীরেন্দ্র দাস এ পেশার সঙ্গে যুক্ত। তার ঠাকুরদা প্রাণনাথ দাস এবং বাবা শ্রীকান্ত দাসও এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাপ-দাদার উত্তরসূরি হিসাবেই তিনি এ পেশা বেছে নেন। ধীরেন্দ্র দাসের বয়স এখন ৫৭। বসবাস করছেন নরসিংদী সদরের পশ্চিম কান্দাপাড়া। চিটাগাং পাথরঘাটায় রাশুতোষ দাসের কাছে তিনি ঢোল, তবলা, মৃদঙ্গ, কাঠি ঢোল, খঞ্জনি, ডুগডুগি, খমক, হাত বায়া ইত্যাদি তৈরি করা শেখেন। এই কাজ পুরোপুরি শিখতে তার দশ বছর সময় লাগে। দু ছেলে তার কাছ থেকে বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজটি রপ্ত করে। বড় ছেলে ভক্ত দাস চিটাগাং রাউজান ফকিরহাটে নিজে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের ব্যবসা করছে। ছোট ছেলে উজ্জ্বল দাস তার সঙ্গেই নরসিংদীতে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন।

• •

তথ্যসূত্র

১. ধীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, বাবা : মৃত গৌর মোহন মজুমদার, মা : মৃত সারদা মজুমদার, বয়স : ৬২, পেশা : বাদ্য যন্ত্র নির্মাণকারী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্যকান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।

২. ধীরেন্দ্র দাস, বাবা : মৃত শ্রীকান্ত দাস, মা : মৃত রেনুবালা দাস, বয়স : ৫৭, পেশা : বাদ্য যন্ত্র নির্মাণকারী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬ষ্ঠ, ঠিকানা : গ্রাম : পশ্চিমকান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

ওরস

নরসিংদী জেলায় নরসিংদী সদর উপজেলার কাবুল শা (রা.)-এর মাজার, বেলাব উপজেলার আমলাব বাজারে হজরত শাহ আলী শাহ (রা.)-এর মাজার, ভাটের চর দক্ষিণ পাড়া ভূঁইয়া শাহ বাড়ির দরবার শরীফ মাজার,১ শিবপুর উপজেলার কুমারদি গ্রামের শাহ মনসুর-এর মাজারে বছরের বিভিন্ন সময়ে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ওরস উপলক্ষে স্থানীয়সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের জনসমাগম হয়।

হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজারের ওরস

প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ১২ তারিখে কাবুল শা মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। দেড়শ বছর আগে নরসিংদী সদর উপজেলার তরোয়া পৌরসভার হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজারের এই স্থানটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। জঙ্গলের ভেতর এই রওজা অর্থাৎ মাজার পাওয়া যায়। বছর চারেক আগে এই মাজারের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে পিলার তৈরি করার সময় নিচে ইটের বাউন্ডারি পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজার-এর খাদেম মো. হারুন অর রশীদ খান বলেন, আমার দাদা হাজী সামাদ খান বিয়াল্লিশ বছর এই মাজারের খাদেমগিরি করেন। এরপর আমার বাবা মেহের খান পঁচিশ বছর এবং আমি আটত্রিশ বছর যাবৎ এই মাজারের খাদেমগিরি করছি। প্রতি বৃহস্পতিবার মাজারে সন্ধ্যায় মিলাদ মাহফিল এবং জিকির হয়। প্রতিদিন মানত পূর্ণ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বার থেকে চৌদ্দ জন তোবারক নিয়ে আসেন। তোবারক খিচুড়ি, বিরিয়ানি আসে। দোয়া পড়ে তোবারক প্রথমে পশুপাখির জন্য মাজারে উঠোনের এক কোণায় দেয়া হয়। এরপর মাজারে আগত ভক্তদের মধ্যে তোবারক বিতরণ করা হয়।[১]

মাজার আবিষ্কারের সময় থেকে দুটি পাথর ছিল। পাথরদুটো চারকোনা আকৃতি। মাজারের পাশে পূর্ব দিকের চাকদার দিঘিতে পাথর দুটো নামত। আবার দিঘি থেকে ওপরে ওঠে আসত। মাঝখানটা একটু ঢালু। মানুষ ওজু করার জন্য পাথরের ঢালু অংশে হাত দিলে পানি ওঠত। মানুষ একটি পাথরের এক কোনা ভেঙে ফেলে। দ্বিতীয় পাথরটি চাকদার দিঘিতে নেমে যায় আর পাথরটি ওপরে উঠে আসেনি। যে পাথরটি নামেনি সে পাথরটিতে পঞ্চাশ বছর যাবৎ পানি ওঠে না।

মানতপূর্ণ হওয়ায় ২০১২ সালের ১৫ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকালে তোবারক নিয়ে কাবুল শা মাজারে এসেছিলেন শিবপুর উপজেলার পুটিয়া কামারগাঁও গ্রামের পল্লি চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ ফাইজুদ্দীন মোল্লা। তিনি মাজারে সবজি খিচুড়ি নিয়ে এসেছেন।

www.pathagar.com

নরসিংদীর সদরে তরোয়ার কাবুল শা মাজারে সিন্নি খাচ্ছে শিশুরা

তিনি বলেন, আমার ছেলে এমরান (১৫) মাস ছয়েক অসুস্থ ছিল। ডাক্তার দেখানোর পরও সুস্থ হয়নি। মাস দুয়েক আগে মানত করি ছেলে সুস্থ হলে দু'তিন কেজি চালের খিচুড়ি রান্না করে মাজারে তোবারক দিব। সাত-আট দিন পর ছেলে সুস্থ হয়। ছেলে সুস্থ হওয়ার দশ দিন পর মাজারে তোবারক নিয়ে এসেছি।[২]

তরোয়ার কাবুল শা মাজারে মারফতি গান পরিবেশন করছেন একজন শিল্পী

নরসিংদীর বৌয়াকুড় গ্রামের ময়না বেগম বিশ বছর ধরে কাবুল শা মাজারে আসেন। তিনি বলেন, কাবুল শা মাজারে একটা বিপদে পইড়া মানত করি। মানত পূর্ণ

www.pathagar.com

হইলে মানত দেই। আমার যেইটা মনে হয় সেইটাই মানত দিছি। কখনো খিচুড়ি, কখনো মোরগ পোলাও দিছি। এইখানে যে যেমন নিয়ত করে তাই দেয়, কেউ খাসি, মোরগ, গরু, টাকা, গাছের লাউ, ফল, দুধ ইত্যাদি। বিভিন্ন এলাকার মানতকারীরা বৃহস্পতিবার হরদম মিষ্টান্ন, খিচুড়ি, বিরিয়ানির তোবারক কাবুল শা (রা.) মাজারে আইন্যা দেয়। মানতকারীরা দুপুর থাইক্যা সন্ধ্যা পর্যন্ত তোবারক নিয়া আসে।[৩]

মাজার প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই বিকালে প্লাস্টিকের কাগজ বিছিয়ে মারফতি, ফকিরি গানের আসর বসে। দর্শকরা গায়কদের চারপাশ ঘিরে বসে, দাঁড়িয়ে আসর উপভোগ করেন। গায়কদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে মোরা গায় অন্যরা ঘোঁসায় টান দেয়।

হজরত শাহ আলী শাহ (রা.) মাজারের ওরস

হজরত শাহ আলী শাহ (রা.) মাজারে বছরে একদিন ওরস করা হয়। তবে সময় নির্ধারিত নাই। ২০১১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি, শনিবার বিকাল ৪টায় হজরত শাহ আলী শাহ (রা.) এর মাজার শরীফে উপস্থিত হই। মাজারের খাদেম মো. হাসান আলীর মারফত জানতে পারি, ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে ৩৬০ জনের মধ্যে তিনজন আউলিয়া নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার আমলাব বাজারে এসে আস্তানা গাড়েন। এই তিনজন আউলিয়ার মধ্যে হজরত শাহ আলী শাহ (রা.), ওয়ালি শাহ এবং আরেকজন আউলিয়া (নাম জানা যায়নি) ছিলেন। তাদের এখানে সমাধিস্থ করা হয়। তাদের সমাধিস্থলেই এ মাজার গড়ে ওঠে।

পূর্বে প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে সিন্নি দেয়া হতো। এখন বৃহস্পতিবারের স্থলে প্রতি শনিবার বেলা ৮টায় এই মাজারে সিন্নি দেয়া হয়। সিন্নি খাচ্ছিলেন বড়দের সাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও।

মো. হাসান আলী দীর্ঘদিন ধরে এই মাজারের খাদেমের দায়িত্ব পালন করছেন। তার মতে, ১৯৯৮ সালে মাজারটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। সব বয়সী নারী-পুরুষ যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী মানত করেন। প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে ভক্তরা যার যার বাসনা মানত করেন। মানত পূর্ণ হলে গরু, ছাগল, মুরগি দিয়ে তৈরি খিচুড়ি, বিরিয়ানি সিন্নি দেয়। সন্ধ্যা ৭টার পর মাজারের ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়।[৪]

মানত পূর্ণ হওয়ায় স্টিলের গামলায় মুরগি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি সিন্নি নিয়ে এসেছিলেন আমলাব গ্রামের ফালানি বেগম। ফালানি বেগম বলেন, বাছুর যাওয়াই অবস্থা। পাঁচমাস আগে হজরত শাহ আলীর মাজারে মানত কইর‍্যা গেছি বাছুর ভালা হয় বাবার মাজারে মোরগ দিয়া খিচুড়ি পাক কইর‍্যা মাজারে সিন্নি দিব। দশদিন পর বাছুর সুস্থ হইছে। সমস্যা দেইখ্যা লইয়া আসতে পারি নাই। তওফিকে কুলাইছে আজকা পাক কইরা লইয়া আইছি। বাড়িত থাইক্যা রান্না কইর‍্যা লইয়া আইছি। দুই কেজি চাইল, দেড় কেজি মোরগা, এক পোয়া মসুরি ডাইল। তিন কাসুকে (কলাপাতা) তিন চামচ সিন্নি দিয়া তিন মাজারের দরজার মাঝে দিছি। এক কাসুকে এক চামচ সিন্নি দিয়া গাঙ্গের (নদীতে) পার দিছি। সিন্নি দিয়া সালাম করছি। এরপর কাসুকে কইর‍্যা মাজারে আসা পোলাপান কিসমতে যাগো আছে তাগো দিছি।[৫]

www.pathagar.com

মাজারে পাওয়া গেল আরেকজন মানতকারীকে। মো. নুরুল ইসলাম মিন্টুও কয়েক দিন আগে এই মাজারে মানত করেছিলেন। তার মানতও পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, ছোটখাট সমস্যায়ও মানত করি। আমার এক বছরের ছেলের কান পাকছিল। দুইটা মোমবাতি, এক প্যাকেট আগরবাতি জ্বালাইয়া মানত করছি। যদি ভালো হয় আমি তোবারক দিমু। তোবারকে মিষ্টি কুমড়া, আলু, চাউল, ডাউল দিয়া সিন্নির মানত করি। সপ্তাখানেক পর ছেলের কান ভালো হইয়া গেছে। এখন সিন্নি দেব।[৬]

ভাটেরচর দক্ষিণপাড়া শাহবাড়ির দরবার শরীফ মাজারের ওরস

নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার ভাটেরচর গ্রামে দক্ষিণপাড়া শাহবাড়ির দরবার শরীফ মাজারে প্রতি বছর চৈত্র মাসের ২০ তারিখে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামের শাহ মোহাম্মদ শাহ সুফী আবু তালেব হোসেন চিশতিয়া এবং শাহ সুফী পিরে কামিল আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া চিশতিয়া পিতাপুত্র দু'জনেই পির ছিলেন। শাহ সুফী পিরে কামিল আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া চিশতিয়া ভৈরবের জগন্নাথপুরের পির শাহ করিম শাহ সুফী আব্দুল করিম চিশতিয়ার মুরিদ হন। শাহ সুফী পিরে কামিল আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া চিশতিয়ার ছেলে শাহ মোহাম্মদ আবু কায়সার চিশতিয়া ১৯৯৩ সালে সিলেটের শায়েস্তাগঞ্জের ১২০ আউলিয়ার দরবারের মতুয়ালির শাহ সুফীর শফিকুল হাসান চিশতিয়ার মুরিদ হন।[৭]

১৯৯০ সাল থেকে প্রতিবছর চৈত্র মাসের ২০ তারিখে (৩ এপ্রিল) ভাটেরচর দক্ষিণপাড়া ভূঁইয়া শাহ দরবার শরীফ মাজারে ওরস উদযাপিত হয়। দু'দিন ধরে সারা দিন-রাত ওরস চলে।

ওরসে বাউল গান, ফকিরি গান, মারফতি, নবীতত্ত্ব, জিকির-আজকার হয়। নরসিংদীর বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের রহিমাকান্দির শফিকের দল, ভাটেরচরের নওয়াব মিয়ার দল, মীর কাশেমের দল, সোহরাব হোসেনের দল, লক্ষ্মীপুরের আবু জাহেরের দল ওরসে বাউল গান, ফকিরি, মারফতি, নবীতত্ত্ব গান পরিবেশন করেন।

নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার ভাটেরচর গ্রামের মো. মীর কাশেম ত্রিশ বছর ধরে এই ওরসে গান গান। তিনি বলেন, ওস্তাদ হাসান ফকিরের কাছে মুর্শিদি, খাজা বাবা সান, নবীজীর সান ইত্যাদি গানগুলোর তালিম নেই। ওরসের দুদিন সারা রাত ধরে গান গাই। আমার সাথে বাশার, লিটন, খালেক, সোহরাব, নান্নু মিয়া, মুকুল মিয়া প্রমুখ গান গেয়ে থাকে। এসব গানে হারমোনিয়াম, ঢোল, একতারা মজ্জিরা, ডগি, ঝুরি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।[৮]

হাসান পাগলার মাজার

ময়মনসিংহের নান্দাইল থেকে হাসান পাগলা সিলেটের পির সিদ্দিক আলী মাওলানার সাথে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের ভাটেরচর গ্রামে আসেন। পির সিদ্দিক আলী হাসান ফকিরকে এ গ্রামের বাসিন্দা গোলাপ মিয়ার কাছে রেখে যান। এখানে তিনি ফকিরি গান-বাজনা গাইতেন। জিগির করতেন। মসজিদে

www.pathagar.com

আজান দিতেন। এলাকার মানুষের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত হন। কারো কোনো রোগ বালাই হলে তারা তাঁর কাছে যেতেন। তিনি ফুঁ দিয়ে দিলে রোগ মুক্তি ঘটত। পঞ্চাশ বছর তিনি এ এলাকায় আউলিয়ার কাজ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ভাটেরচর গ্রামেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার সমাধিস্থ স্থানে গড়ে ওঠে মাজার। যা হাসান পাগলার মাজার নামে পরিচিত।[৯]

হাসান পাগলার মাজারের খাদেম রহিমা খাতুনের মতে, প্রতি বছর পহেলা অগ্রহায়ণ হাসান পাগলার নামে ওরস হয়। ওরসের সময় ছাগল, মোরগা দিয়া বেটা-বেটি হগলতেই মানত করতে আসে। বেলাব উপজেলার জংগুয়া, ভাটেরচর, বটিবন্দ, নইমারকান্দি, দুলালকান্দি, মরচা, খামারচর, হোসেননগর এমনকি কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব এলাকা থাইক্যাও ওরসে মানুষ আয়ে। মহিষের মাংস দিয়া তবারক পাক কইরা খাওয়াইয়া দেই। ওরসে বাউল গান, ফকিরি গান, জিকির, হালকা জিকির হয়। ভাটেরচরের কাউসারের দল ফকিরি গান গায়। জংগুয়ার দল, হাসেনের দল, গুনির দল গান গায়।[১০]

এই ওরসে মানতি দিতে এসেছিলেন নরসিংদী বেলাব উপজেলার জংগুয়া গ্রামের জয়নালউদ্দিন। তিনি বলেন, ছোটবেলায় পুতের বারকা জ্বর হইছিল। হাত-পা চিকন হইয়া গেছিল। হাঁটতে পারত না। মইর‍্যা যাইতেগা লইছিন। তখন মাজারে আইস্যা মানছি যদি পুত ভালা হয় খাসি দিতাম। ভালা হওনের পর ওরসে প্রতি বছরই খাসি দিতাছি।[১১]

পার্বণ

পার্বণ নিয়ে বাংলাদেশে একটি কথার প্রচলন রয়েছে। হিন্দুদের 'বার মাসে তের পার্বণ'। এখানে তের শব্দটি তের সংখ্যা অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তের শব্দটি এখানে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর নারী-পুরুষ সারা বছর জুড়ে অনেক ব্রত পার্বণের অনুষ্ঠান করে থাকে। এমন অনেক লৌকিক দেবদেবীর পূজা বছরের নির্দিষ্ট দিন ছাড়াও প্রতি মাস এবং সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে করা হয়। মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মী, শনি পূজা। মঙ্গলচণ্ডী পূজা সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার, লক্ষ্মী পূজা সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শনি পূজা সপ্তাহের প্রতি শনিবার বাড়ির উঠোনে বা বারান্দায় তুলসি গাছের তলায় পূজা দেয়া হয়। নরসিংদী জেলায় এই পূজাগুলোর প্রচলন রয়েছে।

পদ্মাপুরাণ

লোকায়ত দেবী পদ্মা বা মনসা বিষয়ক আখ্যানের পরিবেশনা আঙ্গিক 'পদ্মপুরাণ'। সাধারণত বাংলা বছরের শ্রাবণ সংক্রান্তি অর্থাৎ শ্রাবণ মাস জুড়ে এই পুরাণ নরসিংদী অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের আখ্যান পরিবেশনার জন্য সাধারণত বাড়ির উঠোন, ঘর, চতুর্দিকে খোলা নাট মন্দির অথবা মন্দির প্রাঙ্গণের খোলা স্থানে এ গান পরিবেশন করা হয়। শ্রাবণ মাস জুড়ে বেলা তিনটার পর পদ্মপুরাণ পরিবেশন করা হয়। একটি জলচৌকির ওপর পদ্মপুরাণ রাখা হয়। শ্রাবণ মাসের প্রতিদিন গানের সুরে একজন নারী পদ্মপুরাণ পরিবেশনা করেন। তাকে ঘিরে বসে

www.pathagar.com

এলাকার অন্য নারী অর্থাৎ গৃহিণীরা। পদ্মপুরাণের সামনে একটি থালায় চিনি, বাতাসা, একটি গ্লাসে জল রাখা হয়। অনেকে ফল, মিষ্টিও দিয়ে থাকে। আগরবাতি ধরানো হয়। যিনি ইচ্ছা করেন তার ঘরেও পদ্মপুরাণ পড়া হয়। এভাবে কয়েক ঘর ঘুরেও পদ্মপুরাণ শেষ করা হয়। যারা এই আখ্যান শোনেন তাদের সবার হাতে ফুল, দূর্বা থাকে।[১২]

বেলাব উপজেলার জাংগুয়া গ্রামে মনসা পূজার দিন পদ্মপুরাণের আখ্যান শেষ করা হয় না। মনসা মূর্তি অথবা অষ্টনাগ বিসর্জনের দিন পদ্মপুরাণের আখ্যান শেষ করা হয়।[১৩]

নরসিংদী সদরে হেমেন্দ্র দাস রোডের মনসা মন্দিরের উঠোনে পদ্মপুরাণ পাঠ করছেন একজন নারী

মনসাপূজা

সর্পের দেবী মনসা। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে শ্রী শ্রী মনসা দেবী ও অষ্টনাগ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পহেলা শ্রাবণ পদ্মপুরাণ পাঠ শুরু হয়, শেষ হয় পহেলা ভাদ্র। মন্দির অথবা যে বাড়িতে পদ্মপুরাণের আখ্যান পরিবেশন করা হয় সেই বাড়িতে মনসা মূর্তি অথবা নাগ দিয়ে মনসাপূজা করা হয়।

নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় মনসা মূর্তি দিয়ে পূজা করা হয়। শাপলা ফুলের মালা গেঁথে মনসা মূর্তির গলায় পরিয়ে দেয়া হয়।[১৪]

বেলাব উপজেলার জংগুয়া গ্রামের দেবনাথ সম্প্রদায় মনসার মূর্তি দিয়ে পূজা করে। পোড়া মাটির ঘটে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব রাখা হয়। ঘটের গায়ে পাঁচ ফোঁটা সিঁদুর দেয়া হয়। ঘটের উপর ফুল, বেলপাতা, ধান, দূর্বা, আস্ত নারিকেল এবং গামছা রাখা হয়।

www.pathagar.com

কলাগাছের খোল দিয়ে লসনা তৈরি করা হয়। লসনার দু'পাশের নিচের অংশে চিকন খোলের টুকরা লাগিয়ে উঁচু করা হয়। পূজার বিশেষ নৈবেদ্যরূপে এই খোলের মধ্যে সামান্য চিড়া, ছিট খই, সিম আলি[১] ভাজা, কাঁঠালের আলি[২] ভাজা দেয়া হয়। এছাড়া আতপ চাল ভেজে কুটে গুঁড়া দিয়ে নাড়ু তৈরি করে দেয়া হয়। একে ভাঙ্গের নাড়ু বলা হয়। নাগের বিশেষ নৈবেদ্যরূপে কলার খোলের মধ্যে এক পোয়া দুধে একটা সবরি কলা নাগকে নিবেদন করা হয়। কলার খোলসহ পূজার পর এই দুধকলা পুকুর অথবা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া আগরি কলাপাতায়[৩] আতপ চাল আর নয়টা কলার টুকরা দিয়ে নয় ভাগ করে নৈবদ্য দেয়া হয়। একটা কাঁসার থালায় মৌসুমী ফল, মিষ্টি সাজিয়ে দেয়া হয়। একটি কাঁসার থালায় বত্রিরা[৪] একেকটি ভাগে চাল, কলা, চিনি দিয়ে সাজিয়ে মনসাকে নিবেদন করা হয়। পূজার শেষে এই নৈবেদ্য শুধু বত্রিরা খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। অন্যরা এই নৈবেদ্য খেতে পারে না।

মনসা দেবীর সামনে সরিষার তেল পূর্ণ একটি বড় মুছিতে সলতে ধরিয়ে দেয়া হয়। পূজার শুরু থেকে সারা রাত এই প্রদীপ জ্বালানো থাকে। কোনোভাবেই এই প্রদীপ নেভানো হয় না। পরের দিন সন্ধ্যায় মনসা মূর্তি বিসর্জনের পর এই প্রদীপ নেভানো হয়।[১৫]

বেলাব উপজেলার জংগুয়া গ্রামে পারিবারিক সাধারণ কল্যাণের জন্য বাড়ির নারীরা মনসাপূজা করে থাকেন। মনসা মূর্তি বিসর্জনের পর বাড়ির ছেলে শিশুরা কলাগাছের খোল দিয়ে তৈরি নৌকা মাথায় নিয়ে আশেপাশের বাড়িতে বাণিজ্য করতে যায়। যে বাড়িতে পূজা হয় সে বাড়ি থেকে নৌকায় কাঁচা টাকা, সোনা, রূপা, সরষে, কাঁচা হলুদের টুকরা, শুকনো মরিচ, আলু, বেগুন রাখা হয়। লবণ, আতপ চাল, ডাল, একেকটি আলাদা থলিতে ভরে নৌকায় রাখা হয়। মালপত্র ভর্তি নৌকা নিয়ে যে যে বাড়িতে যাবে তাদের অনেকে নৌকায় টাকা দিয়ে দেয়। ঐ টাকা দিয়ে শিশুরা তাদের পছন্দমতো খাবার কিনে খায়।[১৬]

নরসিংদী উপজেলার বৌয়াকুড় গ্রামে জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনসা মূর্তি দিয়ে পূজা করে। পহেলা শ্রাবণ থেকে প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত পদ্মপুরাণ পাঠ করা হয়। এই পাঠ চলে পহেলা ভাদ্র পর্যন্ত। একজনের বাড়িতে অথবা বাড়ি ঘুরে ঘুরেও পদ্মপুরাণ পাঠ করা হয়। একটি কাঠের টুলে পদ্মাপুরাণ রাখা হয়। টুলের পাশে একটি থালায় ফল দিয়ে ভোগ দেয়া হয়। মোমবাতি এবং আগরবাতি জ্বালিয়ে উলুধ্বনি করে পদ্মপুরাণ পাঠ শুরু করা হয়। খোল, করতাল, খটি, ঝুনঝুনি, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সুর টেনে পদ্মপুরাণ পাঠ করা হয়।

মনসাপূজার দিন মনসা মূর্তির সামনে একটি কূলায় পাঁচ জোড়া মুছি রাখা হয়। একটি মাটির ঘটে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব দিয়ে সরা বসানো হয়। সরার উপর নারিকেল, নতুন শাড়ি, গামছা রাখা হয়। ধান দূর্বা এবং পঞ্চ গুঁড়ার উপর ঘট স্থাপন করা হয়। হলুদের গুঁড়া, আতপ চালের গুঁড়া, নীল, আবীর, বেলপাতা পোড়ানোর ছাই দিয়ে পঞ্চ গুঁড়া তৈরি করা হয়। এই গুঁড়া গোলানো হয় না।

পঞ্চ দেবতার উদ্দেশে একটি থালায় পাঁচভাগে চাল কলা দিয়ে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। এই নৈবেদ্যতে চারটি সুমাই কলা এবং একটি সবরি কলা দেয়া হয়। অন্যান্য

www.pathagar.com

ফল দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হয়। একটি কলাপাতার মধ্যে চাল, ফল ষোল ভাগে ষোল নাগের জন্য দেয়া হয়। প্রতি ভাগে চিনি, বাতাসা, ঘি, মধু, কাঁচা দুধও দেয়া হয়। একটি বাটিতে নাগের দুধ কলা দেয়া হয়। একজন একটি কলা দিতে পারে। যদি কারো মানসি থাকে তাহলে বেশি কলা দিতে পারে। পূজায় দেয়া বাটির এই দুধকলা সন্ধ্যার সময় নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। পূজার শেষ হওয়ার আগে যজ্ঞ করা হয়। যজ্ঞ করতে আমের ডাল, পাটখড়ি, বালু, একটি সবরি কলা, দই, ঘি, মধু, বেলপাতা, দূর্বা ইত্যাদি উপকরণ লাগে।

মনসাপূজার রাতে জালা বিয়া হয়। যে বাড়িতে পূজা হয় সেই বাড়িতে জালা বিয়ে হয়। ছোট দুটি মেয়েকে জামাই-বউ সাজিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান করা হয়। মাটির তৈরি ছোট ছোট পাত্রকে জালা বলা হয়। এই জালায় ধান, সরিষা, মাসকলাই ডাল, মুগ ডাল, তিল, গম, যব দিয়ে ভরা হয়। এই জালাগুলো দুটি থালায় ভাগ করে তোলা হয়। জামাই-বউকে দুটি চেয়ারে দাঁড় করানো হয়। তাদের মাথায় এই থালা রাখা হয়। বউ-জামাই মালা বদল করে। চেয়ার থেকে বউকে নামিয়ে বরের চারপাশে সাত পাক ঘোরানো হয়। বউ জামাইর গায়ে ফুল ছিটায়।

এরপর কলার খোল দিয়ে চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা নৌকা তৈরি করে থালার জালাগুলো নৌকায় ভরে একজনে ঘরে নিয়ে আসে।

তাকে বলা হয় কী এনেছ?

ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরে নিয়া আইছি।

দু'দিন অথবা তিনদিন পরে মূর্তি নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। পূজার পরদিন লখিন্দরকে জিয়ানো হয়। আম্রপল্লব দিয়ে মাটির ঘট বসানো হয়। ঘটের জল একটি মাটির পাত্রে সকাল ৮টায় নদী থেকে আনা হয়। একে জিয়ানি জল বলা হয়। এরপর পদ্মপুরাণ শেষ হলে যারা পাঠ করেন এবং শোনেন সবাইকে জিয়ানির জল ছিটিয়ে দেয়া হয়। এজন্য পাখায় আম্রপল্লব এবং ধান, দূর্বা রাখা হয়। যে জল ছিটিয়ে দিবে তার শাড়ির আঁচলের কোনা দিয়ে জিয়ানির জল ছিটিয়ে দেয়া হয়। এরপর মূর্তি বিসর্জন দেয়া হয়। যে কয়দিন মূর্তি বাড়িতে থাকে সে কয়দিন সে বাড়ির সদস্যরা নিরামিষ খেয়ে থাকেন।[১৭]

নরসিংদীর হেমেন্দ্র দাস রোডের বৈশ্য, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে একই নিয়মে পদ্মপুরাণ পাঠ ও মনসাপূজা করা হয়।[১৮]

বিশ্বকর্মাপূজা

শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা দেবতা বিশ্বকর্মা। নরসিংদী জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের কুমার-কামার, বণিক, তাঁতী, স্বর্ণকার শ্রেণির নর-নারীরা এই পূজা উদ্‌যাপন করে থাকেন। শিবপুর উপজেলা নর-নারীরা এই পূজা উদ্‌যাপন করে থাকেন বেশি। পঞ্জিকা মতে, বিশ্বকর্মাপূজা ষড়শীতি সংক্রান্তি অর্থাৎ ৩১শে ভাদ্র অনুষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধির জন্যে এই পূজা করা হয়। এ পূজা মূলত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থানে করা হয়। সেখানে মাটির তৈরি এক থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা বিশ্বকর্মার মূর্তি অথবা বিশ্বকর্মার ছবি স্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

মূর্তির সামনে যেখানে ঘট স্থাপন করা হয় সেখানে পাঁচফোঁটা সিঁদুর, ধান, দূর্বা, তিল, আতপ চাল দেয়া হয়। একটি পোড়া মাটির জলপূর্ণ ঘটের উপর সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচ অথবা সাত পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব, হরতকি, তিল দেয়া হয়। ঘটের গায়ের মাঝখানে পাঁচফোঁটা সিঁদুর লাগানো হয়। ঘটের উপর মুছি বসালে হয়। মুছির উপর আস্ত ডাব/নারিকেল, গামছা রাখা হয়। এর উপর ফুল, ধান, দূর্বা, বেলপাতা দেয়া হয়। উলুধ্বনি করে ঘট বসানো হয়। পূজার সামনে মৃৎশিল্পের নির্মাণ যন্ত্রগুলো সাজিয়ে রাখা হয়। একটি কাঁসা, পিতল বা তামার পত্রপুষ্পে সাদা চন্দন, ফুল, বেলপাতা, সামান্য ধান, দূর্বা, সিঁদুর, সামান্য আতপ চাল, কর্পূর, তুলসি পাতা এবং দেবতার গলায় পরানোর জন্য ফুলের মালা দিয়ে সাজান হয়। যজ্ঞের জন্য একটি সবরি কলা, ঘি, মধু, বালি, আমের ডাল, পাটখড়ি একটি পাত্রে রাখা হয়। পূজোর বিশেষ নৈবেদ্যরূপে অর্থাৎ আমানি আতপ চাল, কলা দিতে হয়। এক পোয়া আতপ চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে একটি রিপাকে বা কাঁসার থালায় পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। মাঝখানের ভাগটি বড় এবং এর চারপাশে চারটি ছোট ভাগ করে সাজানো হয়। প্রতিটি ভাগে একটি করে সুমাই[৫] কলা দেয়া হয়। অনেকে আতপ চালের পরিবর্তে সাবু দানা এবং চারটি সুমাই কলা দেয়। এর উপর ফলের টুকরা, চিনি, বাতাসা সাজিয়ে দেয়া হয়। ফলগুলো কেটে একটি কাঁসার রিপাকে সাজিয়ে দেয়া হয়। তিল ও নারিকেলের নাড়ু, সন্দেশ, দই, মিষ্টি দিয়ে বিশ্বকর্মাকে নিবেদন করা হয়। পূজা শুরু হলে ধুপ অথবা আগরবাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মাটি অথবা পিতলের প্রদীপ জ্বালানো হয়। একটি পাত্রে এক পোয়া চাল, কাঁচকলা, আলু, একটি কাঁচা টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণকে ভুজ্য দেয়া হয়। অবস্থাপন্ন বণিক, মৃৎশিল্পী এবং কর্মকাররা মূর্তি দিয়ে বিশ্বকর্মাপূজা করে থাকে। পূজার সময় ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘন্টা বাজান হয়।[১৯]

নরসিংদী উপজেলার বৌয়াকুড় গ্রামে বিশ্বকর্মাপূজা ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হয়।[২০]

লক্ষ্মীপূজা

ধনের দেবী লক্ষ্মী। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা অর্থাৎ পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজা হয়। একে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাও বলা হয়। দেবী দুর্গার বিসর্জনের পঞ্চম দিনে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার এ পূজা প্রায় প্রত্যেক হিন্দু বাড়িতে করা হয়। নরসিংদী অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্বিন মাসের পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মী মূর্তি দিয়ে পূজার প্রচলন রয়েছে। লক্ষ্মী মূর্তির সামনে ঘট বসানোর স্থানে আল্পনা আঁকা হয়। চালের গুঁড়ো জলে গুলে তা দিয়ে মেঝেতে পদ্মফুল, শঙ্খলতা, লতাপাতা, গোলাপ, কলসি ইত্যাদি নকশার আল্পনা আঁকা হয়। এই আল্পনার উপর পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা, ধান, দূর্বা দিয়ে পোড়া মাটির জলপূর্ণ ঘট বসানো হয়। ঘটের গায়ের মাঝখানে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। ঘটে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব, হরতকি, ফুল, বেলপাতা দিয়ে উপরে মুছি বসানো হয়। মুছির উপর আস্ত নারিকেল বসানো হয়। প্রতিমার চরণযুগলের সামনে গামছা রাখা হয়। কলার ফানা রাখা হয়। কলাগাছের খোল দিয়ে তৈরি ডোল যাবার এই পূজার বিশেষ বিশেষত্ব। ডোল যাবারের

www.pathagar.com

উপর এবং নিচের অংশ খোলা থাকে। কলাগাছের খোল চেঁছে লম্বা করে কেটে নেয়া হয়। একটি খোল থেকে তিনটি সমান আকারের ডোল যাবার তৈরি করা হয়। খোলটিকে গোলাকারে পেঁচিয়ে প্যাঁচানোর শেষ মাথায় শলার কাঠি দিয়ে আটকিয়ে দেয়া হয়। আরেকটি কলাগাছের খোল চেঁছে লম্বা দু'ভাগ করে কেটে একটির উপর তিনটি ডোল যাবার বসানো হয়। যাতে ডোল যাবারে দেয়া দ্রব্যগুলো নিচে না পড়ে যায়। প্রথম ডোল যাবারে তিল, হরতকি, দ্বিতীয় ডোল যাবারে ধান ভরে এর উপর স্বর্ণ দেয়া হয়। তৃতীয় ডোল যাবারে চাল দেয়া হয়। এরপর তিনটি ডোল যাবার দ্বিতীয় লম্বা কলাগাছের খোলটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

বেলাব উপজেলার বেলাব গাঙ্গপুর পাড়ার জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্মীপূজায় দুটি ডোল যাবার তৈরি করা হয়। প্রথমটিতে ধান আর দ্বিতীয়টিতে আতপ চাল দিয়ে পূর্ণ করা হয়। প্রথম ডোল যাবারে সিঁদুর দিয়ে দুটি সুবচনী পুতুল এবং দ্বিতীয়টিতে কাজল দিয়ে দুটি সুবচনী পুতুল আঁকা হয়। পিতল অথবা পোড়া মাটির জলপূর্ণ ঘটের নিচে আল্পনা আঁকা হয়। ঘরের দরজা থেকে লক্ষ্মীর পা এঁকে ঘটের সামনে পর্যন্ত নেয়া হয়।[২১]

বেলাব উপজেলার জংগুয়া গ্রামে দেবনাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা লক্ষ্মীপূজায় দুটি ডোল যাবার দেয়া হয়। ডোল যাবার দুটি কলাপাতার উপর বসানো হয়। একটিতে ধান, দ্বিতীয়টিতে সিদ্ধ চাল দেয়া হয়। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা লক্ষ্মীর মূর্তি দিয়ে পূজা করে। তবে পূজায় আল্পনা করে না।[২২]

শিবপুর উপজেলার জসর গ্রামের পাল সম্প্রদায়ের মধ্যে মূর্তি দিয়েই লক্ষ্মীপূজা করে থাকে। লক্ষ্মীপূজায় কলাগাছের খোল দিয়ে যে ডোল যাবার তৈরি করা হয় এর উচ্চতা ১৬ থেকে ১৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৮ থেকে ৯ ইঞ্চি। তিন থেকে পাঁচটি ডোল যাবার দেয়া হয়। একটিতে মুগ ডাল, দ্বিতীয়টিতে মাসকলাই ডাল, তৃতীয়টিতে আতপ চাল দেয়া হয়। যাদের স্বর্ণ দেয়ার সামর্থ্য নেই তারা এর উপর রূপা দিয়ে থাকে। পাশে ধানের ছড়ি দেয়া হয়। এ এলাকায় লক্ষ্মীপূজায় আতপ চালের গুঁড়া জলে গুলিয়ে লক্ষ্মীর ঘট স্থাপনের স্থানে শঙ্খলতা, গাছ-লতার আল্পনা আঁকা হলেও ঘরের দরজা অথবা মেঝেতে লক্ষ্মীর পা আঁকা হয় না। একটি পত্রপুষ্পে আতপ চাল, তিল, ধান, দূর্বা, ফুল, বেলপাতা, তুলসি, মেটে সিঁদুর, সাদা চন্দন দিয়ে সাজানো হয়।[২৩]

শিবপুর উপজেলার কামরাব গ্রামের পাল সম্প্রদায়ের মধ্যে চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি চষির নাড়ু লক্ষ্মী দেবীকে নিবেদন করার প্রচলন রয়েছে। যা নরসিংদী অঞ্চলের অন্য কোথাও এই প্রচলন দেখা যায় না। চালের গুড়া দিয়ে চষি বানিয়ে তা খোলায় ভাজা হয়। ছিট খইয়ের গুঁড়া খোলায় ভাজা চষির সঙ্গে মেলানো হয়। উখের[৬] গুড় জ্বাল দিয়ে আঠালো হলে ছিট খইয়ের গুঁড়াসহ ভাজা চষি ছেড়ে দেয়া হয়। পাক এলে এলাচ, মিষ্টি সজ, জিরা ভাজা গুঁড়া দিয়ে মিলিয়ে নামিয়ে ফেলা হয়। ঠাণ্ডা হলে গোল গোল করে নাড়ু বানানো হয়।

পূজার নৈবেদ্য হিসেবে একটি রিপাকে বা কাঁসার থালায় আতপ চাল পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। মাঝখানের ভাগটি বড় এবং এর চারপাশে চারটি ছোট ভাগ করে দেয়া হয়। প্রতিটি ভাগে একটি করে সুমাই কলা দেয়া হয়। এছাড়া ফল, আখের গুড়ের পাক

www.pathagar.com

দেয়া খই, নারিকেল, মুগ ডাল, দুধ আর তিলের নাড়, বাতাসা রিপাকিতে সাজিয়ে লক্ষ্মী দেবীকে নিবেদন করা হয়।[২৪]

নরসিংদী সদর উপজেলার বৌয়াকুড় গ্রামের খালপাড়া জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্মীপূজায় সেওইর নাড়ু দেয়া হয়। ভাত চালন দিয়ে ডলে রোদে শুকিয়ে বালু অথবা তেল দিয়ে ভাজা হয়। ভাজা সেওই গুড়ে পাক দিয়ে নাড় তৈরি করা হয়।

লক্ষ্মীপূজায় কলাগাছের খোল দিয়ে দুটি ডোল যাবার তৈরি করা হয়। কলাগাছের খোল চেঁছে গোল করে শলার কাঠি দিয়ে মাঝখানে আটকিয়ে দেয়া হয়। আরেকটি কলাগাছের খোল লম্বা করে কাটা হয়। এভাবে দুটি খোল কাটা হয়। একটির মধ্যে দুটি ডোল যাবার বসানো হয়। একটি ডোল যাবারে একটি হরতকি, একটা কড়ি, একটা কাঁচা হলুদ এবং দ্বিতীয়টিতে সোনারূপা রাখা হয়। দ্বিতীয় খোল দিয়ে ডোল যাবার ঢেকে দেয়া হয়। মাটির ঘটের সামনে চালের গুড়ি গুলিয়ে আল্পনা আঁকা হয়।[২৫]

কার্তিকপূজা

কার্তিকশস্য দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। ৩০ কার্তিক কার্তিকপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিক মাসের শেষ দিন ফসল তোলার মৌসুমের আগে করা হয় বলে এই দেবতার নাম কার্তিক। এই প্রতিমা দেব সেনাপতি কার্তিকের মতোই দেখতে। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্রত বা পূজা করে থাকে। মাটির মূর্তি দিয়ে কার্তিকপূজা করা হয়। মূর্তির উপর নতুন গামছা রাখা হয়। ব্রতিনী কার্তিকের মূর্তির সামনে তিনটি বড় ঘটে স্থাপন করে থাকে। প্রতিটি ঘটের গায়ের মাঝখানে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। প্রথম ঘট পুরান চাল, দ্বিতীয় ঘটে আতপ চাল এবং তৃতীয় ঘটে জলপাই, তেঁতুল, মূলা, বেগুন, আলু, বিভিন্ন সবজি দিয়ে পূর্ণ করা হয়। এক ধরনের কাঁটা গাছ কার্তিকের প্রতিমার পেছনে মাটির মধ্যে পোঁতা হয়।

পূজার মঙ্গল ঘট স্থাপনের জন্য একটি জলপূর্ণ পোড়া মাটির ঘট রাখা হয়। ঘটের গায়ের মাঝখানে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। ঘটের উপর সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব রাখা হয়। এর উপর মুছি বসিয়ে আস্ত নারিকেল, ধুতি রাখা হয়। ফুল, বেলপাতা, ধান, দূর্বা দেয়া হয়। ঘট বসানোর স্থানে চালের গুঁড়া জলে গুলিয়ে আল্পনা করা হয়। পাঁচটি সিঁদুরের ফোটা, ধান, দূর্বা দিয়ে জোকারসহ[৭] মঙ্গল ঘট স্থাপন করা হয়। ঘটের সামনে দুটি মোম কাঁটা গাছ রাখা হয়। একটি থালায় পান, সুপারি দেয়া হয়।

পূজার বিশেষ নৈবেদ্যরূপে একটি কাঁসার থালায় বিভিন্ন রকমের ফল, মিষ্টি, আস্ত কলা রেখে কার্তিককে নিবেদন করা হয়। একটি পত্রপুষ্পে ফুল, বেলপাতা, তুলসি পাতা, ধান, দূর্বা, তিল, আতপ চাল, চন্দন দিয়ে সাজানো হয়।[২৬]

দীপাবলি

কালীপূজার দিন সন্ধ্যায় পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশে তাদের বংশধররা বাতি জ্বালায়। বেলাব উপজেলার বেলাব গাঙ্গপুর পাড়া গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে বাতি ধরানোর জন্য উঠোনের মাঝখানে এক থেকে দেড় হাত দূরত্বে দুটি কলাগাছের চারার সাথে দুটি

www.pathagar.com

খেজুর পাতার ডগা মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়। একটি চিকন বাঁশকে লম্বা করে দু'ফালা করে কাটা হয়। বাঁশের দু'কোনা চৌকা করে কাটা হয়। এই বাঁশের খাপ কয়েক ধাপে দুটি কলাগাছের মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। বাঁশের প্রতিটি খাপে মোমবাতি সাজিয়ে দেয়া হয়। বাঁশের খাপের নিচে মাটিতে পাঁচটি মাটির প্রদীপে সরিষার তেল, সলতে দিয়ে ধরিয়ে দেয়া হয়। ঘরের দরজার দু'পাশে দুটি প্রদীপ ধরিয়ে দেয়া হয়।[২৭]

নরসিংদী সদরে দীপান্বিতায় উঠানে বাতি জ্বালাচ্ছে এক বালক

বেলাব উপজেলার জংগুয়া গ্রামে যুগি সম্প্রদায়ের মধ্যে কালীপূজার দিন সন্ধ্যায় উঠোনে একটি কলাগাছের চারা মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়। কলাগাছের গোড়ায় জলচৌকি বসানো হয়। এর উপর পাঁচটি মোমবাতি ও পাঁচটি আগরবাতি জ্বালানো হয়। ঘরের চৌকাঠে আর বারান্দায় মোমবাতি জ্বালানো হয়।[২৮]

নরসিংদী সদর উপজেলার বৌয়াকুড় গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে কালীপূজার দিন উঠোনে তুলসি গাছের সামনে দুপাশে দুহাত দূরত্বে দুটি কলাগাছের চারা পুঁতে দেয়। কলাগাছের মাঝখানে বাঁশের খাপ লাগানো হয়। এর উপরে পাঁচটি অথবা সাতটি মুছি বসানো হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ ধরিয়ে দেয়া হয়। তুলসি গাছতলায় একটি থালায় বাতাসা এবং নারিকেলের টুকরা দিয়ে ভোগ দেয়া হয়। ঘরের চৌকাঠেও প্রদীপ ধরানো হয়।[২৯]

নাম কীর্তন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।

www.pathagar.com

এই অংশটুকু ভৈরবী, আসোয়ারি, দেশ, মনসা, কাজলা, ভীম পল্লশ্রী, ইমন, জয়জয়ন্তী, সিন্ধু, খাম্বাজ, বেহাগ, ললিত ইত্যাদি রাগে বিরতিহীনভাবে মূল কীর্তনীয়ার সঙ্গে তার দলের সহকীর্তনীয়ারা সমবেতভাবে গেয়ে থাকেন। মূলত একজন মূল কীর্তনীয়া থাকলেও এটি সমবেত সংগীত। সকাল থেকে অনবরত সাতদিন ভোর ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ভৈরবী, ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আসোয়ারি, ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দেশ, বেলা ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত মনসা, ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কাজলা, বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ভীম পল্লশ্রী, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ইমন, রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত জয়জয়ন্তী, রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সিন্ধু, রাত ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত খাম্বাজ, রাত ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বেহাগ এবং রাত ৪টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত ললিতা রাগে বিভিন্ন সুরে বিরতিহীনভাবে হরিনাম কীর্তন করেন। এরপর ৩০ মিনিট ভোর রাগিণী গাওয়া হয়। মূল কীর্তনীয়ার সাথে ৮ থেকে ১২জন সহকীর্তনীয়া হরি নামকীর্তন করে।

কীর্তনীয়া সম্প্রদায়

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার বরাব গ্রামের কানাইলাল সম্প্রদায়, রাবান গ্রামের হরিপদ সম্প্রদায়, ঘোড়াশাল পাইকশা গ্রামের শ্রীগুরু সম্প্রদায়, দেবাল গ্রামের শীতলা সম্প্রদায়, পাড়ারটেক গ্রামের জয় মা কালী সম্প্রদায় রয়েছে। মনোহরদী উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের রামপুরা গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী সম্প্রদায় এবং বেলাব উপজেলার মরজাল গ্রামের গোপীনাথ জিউ সম্প্রদায়, আমলাব গ্রামের চৈতন্য সংঘ সম্প্রদায় রয়েছে।

কানাইলাল সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল কীর্তনীয়া ছিলেন শংকর পাল, এরপর মুকুল দত্তও কিছুদিন কীর্তনীয়া হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে শংকর পালের ছেলে বিশ্বজিৎ পাল মূল কীর্তনীয়ার দায়িত্ব পালন করছেন।[৩০]

এক নামকীর্তনের আসরের স্থানসমূহ

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার জিনারদি ইউনিয়নের বরাব গ্রামের কানাই লাল মন্দিরে এক নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংদী জেলার মনোহরদীতে বছরে একবার নামকীর্তন হয়। মনোহরদী উপজেলার মনোহরদী সদরে পাগলনাথ আখড়া, চালাকচর গোপাল জিউ আখড়া, খিদিরপুর ইউনিয়নের রামপুরা গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি, মির্জাপুর, মাইজদা, শশ্মানঘাট মন্দির, হাতিরদিয়া লক্ষ্মীপুরা গ্রামের হরি দাস বাবাজীর আখড়া।[৩১] বেলাব উপজেলার আমলাব গ্রামের বকুলতলা কৃষ্ণ মন্দিরে বছরে একবার নামকীর্তন হয়।[৩২]

সময়কাল

কোনো কোনো এলাকায় দোল পূর্ণিমার দু'দিন আগে এক নামকীর্তন শুরু হয়ে পঞ্চম দিনে শেষ হয়। সাতদিন ভরে অবিরাম চলতে থাকে। কার্তিক থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত সাত মাস নামকীর্তন হয়। তিন থেকে পাঁচটি সম্প্রদায় পালা করে অষ্টপ্রহর (একদিন-

www.pathagar.com

রাত), ঢোল প্রহর, চব্বিশ প্রহর এমনকি বাহাত্তর প্রহরও নামকীর্তন পরিবেশন করে। এর স্থায়ীত্বকাল তিন থেকে চারদিন। সকাল থেকে অনবরত চারদিন এক সম্প্রদায়ের পর আরেক সম্প্রদায় এভাবে পরপর গাইতে থাকে। মূল কীর্তনীয়ার সাথে ৮ থেকে ১২জন সহকীর্তনীয়া হরি নামকীর্তন করে।

পরিবেশনের কৌশল

কৃষ্ণ মন্দিরের সামনে থেকে এক নামকীর্তনের সুর 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ/ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম/রাম রাম হরে হরে' গাইতে গাইতে আসরে উঠে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে জোড় হাতে মূল কীর্তনীয়াসহ সহকীর্তনীয়ারা মাথা ঠুকে প্রণাম করেন। আসর প্রণাম করে তারা বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেন। সকল বাদ্যযন্ত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করে। এরপর হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, জুরি (করতাল), অর্গান, দোতারা, বেহালা, বাঁশের বাঁশির সুর সমন্বয়ে সম্মিলিত বাদনে হরি নামকীর্তন করেন। ''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ/কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম/রাম রাম হরে হরে।''

কয়েকটি ভাগে এই যন্ত্রসংগীত চলতে থাকে।

এরপর গৌর-নিতাইয়ের আবির্ভাবের নৃত্য করতে করতে কীর্তন করেন। দু'হাত ওপরে তুলে বাজনার তালে তালে কীর্তনীয়ারা নৃত্য করেন।

কীর্তন গাওয়ার সময় একজন হারমোনিয়াম, একজন বাঁশি, দু'জন খুলি, দু'জন করতালি এবং একজন বেহালা বাজান। এভাবে মূল কীর্তনীয়ার সঙ্গে এগারজন কীর্তনীয়া কীর্তনে অংশ নেন।

নামকীর্তন আসরের জন্য তেমন কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত বাড়ির খোলা উঠোন বা মন্দির প্রাঙ্গণে দু-চারটি পাটি বিছিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে কখনও মঞ্চের চারদিকে চারটি খুঁটি পুঁতে সামিয়ানা দিয়ে মঞ্চের উপরে একটি ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়। কখনও খোলা আকাশের নিচেই মঞ্চ নির্দিষ্ট হয়।

পোশাক-পরিচ্ছদ

নামকীর্তনের মূল গায়ক পাঞ্জাবি ও ধুতি পরিধান করে। সহকীর্তনীয়ারাও একই পোশাক পরিধান করে। তবে একেক সম্প্রদায়ের কীর্তনীয়ার পোশাকের রং একেক রকম হয়ে থাকে। গেরুয়া, সাদা, বসন্ত, মরিচা রঙের ধূতি ও পাঞ্জাবি পরিধান করে।[৩৩]

বাদ্যযন্ত্র

এক নামকীর্তনে একটি হারমোনিয়াম, একটি বাঁশি, দুজোড়া খুলি, দুজোড়া করতালি, একটি বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ক্ষিতিশ বর্মণ, কীর্তনীয়া

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার রামপুরা গ্রামের ক্ষিতিশ বর্মণ বত্রিশ বছর ধরে কীর্তন গাইছেন। বিশ বছর বয়সে তিনি গুরু শ্রীপতির কীর্তনে জুরি বাজাতেন এবং তাদের সঙ্গে গাইতেন। তার গুরুর বাড়ি ছিল ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ। শ্রীপতির দল নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার রামপুর গ্রামে কীর্তন করতে আসেন। এই সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

সাথে ক্ষিতিশ বর্মণও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন এলাকায় কীর্তন করেন। এরপর তিনি রামপুরার মহানন্দ ওস্তাদজীর কাছে কীর্তন শিখেন।[৩৪]

শ্রীবাস চন্দ্র দাস, কীর্তনীয়া

বরাব গ্রামে কানাইলাল সম্প্রদায়ের মূল কীর্তনীয়ার সঙ্গে কীর্তন গান শ্রীবাস চন্দ্র দাস। তাঁর বয়স এখন ৬৫ বছর। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি বাবার কাছে কীর্তনের তালিম নেন। তাঁর বাবা রমেশ চন্দ্র দাস কীর্তনীয়া দলের গায়ক ছিলেন। তার বাবা কীর্তন গাওয়ার পাশাপাশি হারমোনিয়াম ও খোল বাজাতেন। শ্রীবাস কানাই লাল সম্প্রদায়ের মূল কীর্তনীয়া শংকর পাল, মুকুল দত্তের সঙ্গে কীর্তন গেয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বজিৎ পালের সঙ্গে কীর্তন গেয়ে থাকেন।[৩৫]

নবান্ন

অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে ধান পাকলে নতুন ধানের চাল দিয়ে পিঠা মিষ্টান্ন রান্না করা হয়। জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলে বা মেয়েশিশুকে কাঁচি দিয়ে জমিতে পাঠানো হয়। জমিতে পাঠানোর আগে শিশুটিকে স্নান করানো হয়। কারো সাথে কথা না বলে শিশু ধানের পাঁচটি হিজা[৮] কেটে মাথায় করে বাড়িতে নিয়ে ঘরে আসে। এ পর্যন্ত সে কথা বলবে না। একটি পোড়া মাটির ঘটে জল ভরে জলচৌকির উপর বসানো হয়। এই ঘটে ধানের হিজা ডুবিয়ে রাখা হয়। ধানের হিজায় পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। এভাবে এটি ঘরে রাখা হয়। চালের গুঁড়া জলে গুলিয়ে জলচৌকির সামনে আল্পনা করা হয়। জলচৌকির সামনে থেকে আঁকতে আঁকতে ঘরের দোর পর্যন্ত এসে শেষ করা হয়।

জমি থেকে প্রথম যে ধান ঘরে তোলা হয় তা আতপ চাল করা হয়। এই চাল থেকে কিছু চাল গুঁড়া কুটে পাঁচটি চিতল পিঠা বানানো হয়। দুধ দিয়ে নতুন চালের মিষ্টান্ন রান্না করা হয়। পরে এই পিঠা মিষ্টান্ন পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীকে খেতে দেয়া হয়।[৩৬]

বেলাব উপজেলার যুগি সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম যে ধান ঘরে উঠে তা নবান্নের জন্য আলাদা করে রাখে। রোববার অথবা বৃহস্পতিবার উপবাস করে ঐ ধানের চালের গুঁড়ি দিয়ে দুপুরবেলা চিতল পিঠা এবং চাল দিয়ে মিষ্টান্ন রান্না করা হয়। চালের গুঁড়ি জলে গুলিয়ে ঘর ও উঠোনে ফুল, কলসি, ধানছড়া, পানগাছ ইত্যাদি আল্পনা আঁকা হয়। ঘরের মতুম পালার[৯] সামনে আল্পনা আঁকা হয়। এখানে একটি থালায় পাঁচটি চিতল পিঠা ও মিষ্টান্ন দিয়ে লক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করা হয়।[৩৭]

মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম যে ধান ঘরে তুলে তা দিয়ে নবান্ন উৎসব করে।

রায়পুরা উপজেলার রাজাবাড়িয়া গ্রামের হাজেরা খাতুন বলেন, ক্ষেত থাইক্যা ধান কাইট্যা আইন্যা ভাত রান্না কইর‍্যা গঙ্গী[১০] মারে খাওয়াই। ভাত পাক কইর‍্যা প্রথম

ভাতটা কলাপাতায় কইর‍্যা গঙ্গী মারে পানিতে ছাড়ি। মোল্লা মুন্সি দাওয়াত কইরা খাওয়াই। এরপর আলা[১১] ধান ভাঙ্গাইয়া পিঠা বানাইয়া পোলাপান নিয়া খাই।[৩৮]

শারদীয় দুর্গোৎসব

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গাপূজা। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে মায়ের আগমন। মায়ের আগমনে নরসিংদী শহরে বাগবিতান ক্লাব, সেবা সংঘ, বিজয়া সংসদ, যুবক সংঘ, সাটিরপাড়া মহামায়া সংঘ, নরসিংদী ক্রীড়াচক্র, নোয়াদিয়া আদ্যাশক্তি মন্দির, ব্রাহ্মণদি'ও শিখা চত্বও মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংদীর সবচেয়ে বড় মণ্ডপ বাগবিতান ক্লাব। এখানে অষ্টমীর দিন তিথি অনুযায়ী কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বার বছরের নিচে মেয়েশিশুকে মা দুর্গা সাজিয়ে কুমারী পূজা করা হয়।

মণ্ডপে দেবী দুর্গা

প্রত্যেক মণ্ডপে আলোকসজ্জার মাধ্যমে মহিষাসুর বধ দেখানো হয়। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জার জন্য চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রত্যেক মণ্ডপে পূজা বাবদ ৫০ থেকে ১ কোটি টাকা অর্থ বাজেট থাকে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত

www.pathagar.com

মণ্ডপগুলোতে ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি, লাবড়া, পোলাও, বেগুন ভাজা, লুচি, মিষ্টান্ন, নারিকেলের নাড়ু, খইয়ের উখড়া, ফল, ফলাদির প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক মণ্ডপে সন্ধ্যায় আরতি হয়। স্থানীয় যুবকরা মাটির ধুপতি নিয়ে আরতি নাচে অংশ নেয়। দশমীর দিন সন্ধ্যায় মায়ের বিসর্জন। দুপুর থেকেই সধবারা মণ্ডপে গিয়ে মাকে সিঁদুর পরিয়ে, মিষ্টি মুখ করান। এরপর নিজেরা একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে মিষ্টি মুখ করান। একে সিঁদুর খেলাও বলে। ঢাকঢোল বাজিয়ে সন্ধ্যায় নরসিংদী থানা সংলগ্ন মেঘনা নদীর তীরে আয়োজন করা হয় প্রতিমা বির্সজনের অনুষ্ঠান। নরসিংদীর মেয়র এই প্রতিমা বিসর্জনের নেতৃত্ব দেন। মুক্তি চত্বরে আয়োজন করা হয় আরতি প্রতিযোগিতার। আরতি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন তাদের মেয়র পুরস্কৃত করেন।[৩৯]

নরসিংদীর রায়পুরার পশ্চিমপাড়া, বটতলাহাটি, তাতাকান্দা, হাশিমপুর, কড়িতলা, পিরিচকান্দি, রহিমাবাদ, আমীরগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মণ্ডপগুলোতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে ভক্তদের মাঝে খিচুড়ি, লাবড়া, ফল ফলাদির প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি সন্ধ্যায় আরতি নাচেরও আয়োজন করা হয়।[৪০]

শিবপুরে নৌকাঘাটা, জয়নগর, কামরাব, আজকিতলা, জসর ইত্যাদি এলাকায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মণ্ডপগুলোতে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দুপুরে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় এলাকার হিন্দু যুবকরা আরতি নাচে অংশ নেয়।[৪১]

মনোহরদীর রামপুরের মিঠাগড়, সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি, পশ্চিম পাড়ায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। খেদিরপুর, সরিতপুরেও পূজা হয়। প্রত্যেক মণ্ডপকে কাপড় এবং আলোকসজ্জা করা হয়। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির পূজায় বাজেট থাকে কমপক্ষে চার লাখ টাকা। আলোকসজ্জা বাবদ খরচ করা হয় এক লাখ টাকা। সন্ধ্যায় এসব মণ্ডপে আরতি নাচের প্রতিযোগিতা করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজিত কমপক্ষে দশজনকে পুরস্কৃত করা হয়। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নবমীর দিন সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে আগত শিল্পীদের দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[৪২]
বেলাব'র বিশটি পূজা মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বেলাব মন্দির, বেলাব সুতারপাড়া মন্দির, নারায়ণপুর গোবিন্দপুর, চর উজিলাব সুতারবাড়ি, কাশিমনগর বিন্নাবাইদ ইত্যাদি মন্দিরে পূজা হয়।[৪৩]

ঈদ উৎসব

ঈদ নরসিংদীর মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বড় ধর্মীয় উৎসব। পুরুষরা সকালবেলা গোসল করে নতুন সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবি পরেন। ঘরে তৈরি চালের গুঁড়ার হাতের তৈরি সেমাই, কাউনের ফিরনি খেয়ে মাথায় টুপি দিয়ে ঈদগাহে নামাজ পড়তে যান। ঈদের নামাজের ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম। নামাজ শেষে ঈদগাহ ময়দানে একে অপরের সঙ্গে ঈদের কোলাকুলি করেন। এতে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রায়পুরা উপজেলার তাতাকান্দা জামে মসজিদের ঈদগাহ ময়দানে ঈদের বৃহত্তম জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া রায়পুরা থানার হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ,

www.pathagar.com

শ্রীরামপুর মদিনা মসজিদ, কুলাতলী গ্রামের ঈদগাহ্ মাঠ, চরাঞ্চলের ফকিরাচর মাদ্রাসা মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। রায়পুরা উপজেলার ২৫টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে চার থেকে পাঁচটি ঈদগাহ্ ময়দানে ঈদের জামাত হয়। ঈদুল ফিতরে ঈদগাহ্ ময়দান থেকে বাড়ি ফিরে নানা পিঠা-তেল পিঠা, নকশি পিঠা, ঝিলমিল পিঠা, পাতা পিঠা, সিরিঞ্জ পিঠা দিয়ে নাশতা করেন। দুপুরে পোলাও, মুরগির মাংস, গরুর মাংস, কোরমা, জর্দা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া করেন। প্রতিবেশীরা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে একে অপরের বাড়িতে যান। ঈদুল আজহায় নামাজ শেষে বাড়ি ফিরে কোরবানি দেয়া হয়।[৪৪]

শিবপুর উপজেলার শিবপুর জয়নগর বিলপাড় ঈদগাহ্ ময়দান, শিবপুর জয়নগর ধনাইয়া ঈদগাহ মাঠ, জসর কামারটেক ঈদগাহ মাঠ, কামরাব জয়নগর ঈদগাহ্ মাঠ, সুজাতপুর ঈদগাহ মাঠ, আজকিতলা ঈদগাহ মাঠ, দরিপুরা ঈদগাহ মাঠ, শিবপুর ঈদগাহ্ মাঠ, চৌঘরিয়া ঈদগাহ মাঠ, খরিয়া ঈদগাহ্ মাঠে নামাজীরা ঈদের নামাজ আদায় করেন।

ঈদের দিন সকালে ঈদগাহ্ ময়দানে যাওয়ার আগে গোসল করে তরুণ-যুবকরা পায়জামা পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি পরেন। বয়স্ক পুরুষরা লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি পরেন। সেমাই, ফুল পিঠা, ঝিলিমিলি পিঠা, পাতা পিঠা দিয়ে নাশতা করে ঈদগাহে নামাজ আদায় করতে যান। নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। বাড়ি ফিরে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঈদ-মোবারক জানান। ঈদুল ফিতরের দিন দুপুরে পোলাও, গরুর মাংস, মুরগি, খাসির মাংস অর্থাৎ যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া ও অতিথি আপ্যায়ন করেন।[৪৫]

পীরপুর ঈদগাহ মাঠ মনোহরদীর খিদিরপুর ইউনিয়নে সবচেয়ে বড় ঈদগাহ মাঠ। এছাড়াও পূর্ব রামপুর ঈদগাহ মাঠ, পশ্চিম রামপুর ঈদগাহ মাঠ, চরসাগরদি ঈদগাহ মাঠ, চর আহমদপুর ঈদগাহ মাঠ, খিদিরপুরের দরগা ঈদগাহ মাঠে ঈদের দিন নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা।[৪৬]

নরসিংদী সদরে গাবতলী জামিয়া কাশিমিয়া মাদ্রাসা ঈদগাহ ময়দান, নরসিংদী পৌর ঈদগাহ ময়দান, দত্তপাড়া ঈদগাহ ময়দান, ট্রেজারি মাঠ, মাধবদী পৌর ঈদগাহ ময়দান ইত্যাদিতে ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।[৪৭]

সকালবেলা গোসল করে পায়জামা-পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি পরে সেমাই, ফুল পিঠা, কাঁটা পিঠা, শামুক পিঠা, পাতা পিঠা দিয়ে নাশতা করে ঈদের নামাজ পড়তে ঈদগাহ ময়দানে যান বেলাব উপজেলার মুসল্লিরা। বেলাব কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, আমলাব জামে মসজিদ মাঠ, বাজনাব চন্দনপুর ঈদগাহ মাঠ, পুরাদিয়া বাজার মাঠ, বিন্নাবাইদ স্কুল মাঠ, কাশিমনগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, নারায়ণপুর স্কুল মাঠ, নারায়ণপুর ঈদগাহ মাঠ, সররাবাদ ঈদগাহ মাঠে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে কোলাকুলি করে একে অপরকে একে ঈদ মোবারক জানায়। দুপুরে খাবারের তালিকায় থাকে পোলাও, গরু', মহিষের মাংস অথবা খাসির মাংস।[৪৮]

www.pathagar.com

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. সিমের বিচি, ২. কাঁঠালের বিচি, ৩. কলাপাতার মাইজ, ৪. যতজন এই পূজায় অংশ নেয়, ৫. কবরি, ৬. আখ, ৭. উলুধ্বনি, ৮. শীষ, ৯. মাঝখানে পিলার ১০. নদী, ১১. আতপ চাউল।

তথ্যসূত্র

১. হারুন অর রশীদ খান, বাবা : মৃত মেহের খান, ঠিকানা : গ্রাম : তরোয়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৪, পেশা : খাদেম, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২।

২. ডা. মোহাম্মদ ফাইজুদ্দীন মোল্লা, বাবা : মৃত মো. কেরামত আলী মোল্লা, ঠিকানা : গ্রাম : পুটিয়া কামারগাঁও, ডাকঘর : পুটিয়াবাজার, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪৬, পেশাঃ পল্লী চিকিৎসক, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২।

৩. ময়না বেগম, স্বামী : বাবুল খন্দকার, মা : হাফিজা খাতুন, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড় ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪২, পেশাঃ গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২।

৪. মো. হাসান আলী, বাবা : মৃত আশ্রব আলী, মা : আলফুনেসা, ঠিকানা : গ্রামঃ আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, তারিখ : ০৪.১২.১১।

৫. ফালানি বেগম, স্বামী : আঙ্গুর মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৪.১২.১১।

৬. মো. নুরুল ইসলাম মিন্টু, বাবা : আসাদুজ্জামান সরকার, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২৭, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০৪.১২.১১।

৭. শাহ মোহাম্মদ আবু কায়সার চিশতিয়া, বাবা : মৃত শাহ সুফী পীরে কামিল আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, ডাকঘর : ভাটেরচর উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭১, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, তারিখ : ০৮.১২.১১।

৮. মো. মীর কাশেম, বাবা : মৃত সাধু মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, ডাকঘর : ভাটেরচর উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০৮.১২.১১।

৯. রহিমা খাতুন, স্বামী : মৃত গোলাপ মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৮.১২.১১।

১০. মো. হানিফ, বাবা : মৃত গোলাপ মিয়া, মা : রহিমা খাতুন, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০৮.১২.১১।

১১. জয়নালউদ্দিন, বাবা : মোতালেব, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, তারিখ : ১০.১২.১১।

www.pathagar.com

১২. আশালতা সাহা, স্বামী : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষক, ঠিকানা : গ্রাম : হেমেন্দ্র দাস রোড, পশ্চিম কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

১৩. স্বপ্না দেবনাথ, স্বামীর নাম : সুনীল দেবনাথ, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণি, তারিখ : ০৭.১২.১১।

১৪. ছায়া রানি পাল, স্বামী : সন্তোষ চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : চন্দনপুর, ডাকঘর : চন্দনপুর পশ্চিমপাড়া, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০২.১২.১১।

১৫. বীণা দেবনাথ, স্বামী : মৃত : ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি, তারিখ : ০৭.১২.১১।

১৬. জ্যোতি দেবনাথ, স্বামী : হরিদাস দেবনাথ, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, তারিখ : ০৭.১২.১১।

১৭. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : মৃত অনিতা রানী দাস, বয়স : ৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৯.০৩.১২।

১৮. আশালতা সাহা, স্বামী : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষক, ঠিকানা : গ্রাম : হেমেন্দ্র দাস রোড, পশ্চিম কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

১৯. ববিতা পাল, স্বামী : লিটু পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসর, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : মৃৎশিল্পী, তারিখ : ০১.১১.১১।

২০. কংকা রানী দাস, স্বামী : মৃত রামকান্ত চন্দ্র দাস, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৬.০৩.১২।

২১. কাঞ্চন বর্মণ, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্র বর্মণ, ঠিকানা : গ্রাম : বেলাব গাঙ্গপুর পাড়া, ডাকঘর : বেলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১।

২২. স্বপ্না দেবনাথ, স্বামীর নাম : সুনীল দেবনাথ, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণি, তারিখ : ০৭.১২.১১।

২৩. ববিতা পাল, স্বামী : লিটু পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসর, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : মৃৎশিল্পী, তারিখ : ০১.১১.১১।

www.pathagar.com

২৪. ধন রানী পাল, স্বামী : হরিদাস চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৪.১২.১১।

২৫. কংকা রানী দাস, স্বামী : মৃত রামকান্ত চন্দ্র দাস, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, খালপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৬.০৩.১২।

২৬. ছায়া রানী পাল, স্বামী : সন্তোষ চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : চন্দনপুর, ডাকঘর : চন্দনপুর পশ্চিমপাড়া, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০২.১২.১১।

২৭. কাঞ্চন বর্মণ, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্র বর্মণ, ঠিকানা : গ্রাম : বেলাব গাঙ্গপুর পাড়া, ডাকঘর : বেলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১।

২৮. জ্যোতি দেবনাথ, স্বামী : হরিদাস দেবনাথ, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, তারিখ : ০৭.১২.১১।

২৯. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : মৃত অনিতা রানী দাস, বয়স : ৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৯.০৩.১২।

৩০. শ্রীবাস চন্দ্র দাস, বাবা : মৃত রমেশ চন্দ্র দাস, মা : মৃত মানদা দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বরাব, ডাকঘর : জিনারদি, উপজেলা : পলাশ, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৫৫, তারিখ : ১১.০৮.১২।

৩১. ক্ষিতিশ বর্মণ, বাবা : মৃত ধীরেন্দ্র চন্দ্র বর্মণ, মা : মৃত বিমলা সুন্দরী, ঠিকানা : গ্রাম : রামপুরা, ডাকঘর : রামপুরাবাজার, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৫৫, তারিখ : ০১.০৮.১২।

৩২. আমিনুল হক মিয়া, বাবা : নুর আহমেদ, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ. এস সি, তারিখ : ০৩.১২.১২।

৩৩. ক্ষিতিশ বর্মণ, বাবা : মৃত ধীরেন্দ্র চন্দ্র বর্মণ, মা : মৃত বিমলা সুন্দরী, ঠিকানা : গ্রাম : রামপুরা, ডাকঘর : রামপুরাবাজার, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৫৫, তারিখ : ০১.০৮.১২।

৩৪. ঐ

৩৫. শ্রীবাস চন্দ্র দাস, বাবা : মৃত রমেশ চন্দ্র দাস, মা : মৃত মানদা দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বরাব, ডাকঘর : জিনারদি, উপজেলা : পলাশ, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৫৫, তারিখ : ১১.০৮.১২।

৩৬. কাঞ্চন বর্মণ, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্র বর্মণ, ঠিকানা : গ্রাম : বেলাব গাঙ্গপুর পাড়া, ডাকঘর : বেলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১।

www.pathagar.com

৩৭. বীণা দেবনাথ, স্বামী : মৃত : ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি, তারিখ : ০৭.১২.১১।

৩৮. হাজেরা খাতুন, স্বামী : আব্দুল খালেক মেম্বার, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : রাজাবাড়িয়া, ডাকঘর : মরজাল, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৫৫, তারিখ : ৬.১২.১১।

৩৯. বিশ্বজিৎ সাহা, বাবা : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৪৯, পেশা : সাংবাদিকতা, ঠিকানা : ১৭ পশ্চিম কান্দাপাড়া, সদর রোড, নরসিংদী, তারিখ : ২৬.০৯.১৪।

৪০. মেহেদী হাসান রিপন, বাবা : সিরাজ ভূঁইয়া, ঠিকানা : গ্রাম : রায়পুরা থানাহাটি, ডাকঘর : রায়পুরা, থানা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪৫, পেশা : সাংবাদিকতা, তারিখ : ২৬.০৯.১৪।

৪১. গন্ধেশ্বরী পাল, স্বামী : অবিনেশ চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৪.১২.১১।

৪২. সুবোধ দাস, বাবা : মৃত লালমোহন দাস, মা : মৃত চারুবালা দাস, ঠিকানা : গ্রাম : রামপুরা, ডাকঘর : রামপুরাবাজার, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষা : এসএসসি, বয়স : ৩৫, পেশা : ব্যবসা, তারিখ : ০১.০৮.১২।

৪৩. আমিনুল হক মিয়া, বাবা : নুর আহমেদ, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ. এস সি, তারিখ : ০৩.১২.১২।

৪৪. মেহেদী হাসান রিপন, বাবা : সিরাজ ভূঁইয়া, ঠিকানা : গ্রাম : রায়পুরা থানাহাটি, ডাকঘর : রায়পুরা, থানা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪৫, পেশা : সাংবাদিকতা, তারিখ : ২৬.০৯.১৪।

৪৫. মো. আওলাদ হোসেন মোল্লা, বাবা : আব্দুর রহমান মোল্লা, , ঠিকানা : গ্রাম : নৌকাঘাটা, ডাকঘর : নৌকাঘাটা, থানা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, পেশা : কলেজ শিক্ষক, তারিখ : ২৬-৫-১৪।

৪৬. এ বি এম মাহফুজুল হক, বাবা : মৃত হাজী মো. হাফিজুর রহমান, মা : আলহাজ্ব জাহানারা বেগম, বয়স : ৩৭, শিক্ষা : এমএ, ঠিকানা : গ্রাম : মনতলা, ডাকঘর: খিদিরপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।

৪৭. বিপুল খান, বাবা : মৃত মোহাম্মদ ফিরোজ খান, মা : হাফিজা খাতুন, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩২, পেশাঃ ব্যবসায়ী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২।

৪৮. আমিনুল হক মিয়া, বাবা : নুর আহমেদ, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ. এস সি, তারিখ : ০৩.১২.১২।

www.pathagar.com

লোকমেলা

লোকমেলা গ্রামবাংলার মানুষের আনন্দ বিনোদনের জন্যই শুধু নয়। এটি একটি লোক উৎসবও বটে। সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত রাখতে মেলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে জড়িত থাকে লোকসমাজের নানা ধরনের প্রথা, বিশ্বাস-সংস্কার আর উৎসব। লোকসংস্কৃতি এবং লোকশিল্পও লোকমেলার একটি অংশ।

নরসিংদী সদর উপজেলার বাউল ঠাকুরের আখড়া বাড়ির দক্ষিণে মেঘনা নদীর পাড়ে মাঘী পূর্ণিমার আগে অথবা পরের বুধবার বাউল ঠাকুরের মেলা বসে।

নরসিংদী সদর উপজেলার তরোয়া পৌরসভায় হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা) মাজারে ১২ ফাল্গুন কাবুল শা মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

নরসিংদী উপজেলার লোকমেলার চিত্র

ক্রমিক	মেলার নাম	স্থান/অবস্থান	সময়কাল	স্থায়ীত্বকাল
১.	বাউল ঠাকুরের মেলা	নরসিংদী জেলার নরসিংদী উপজেলার বাউল ঠাকুরের আখড়া বাড়ির দক্ষিণে মেঘনা নদীর পাড়	মাঘী পূর্ণিমার আগে অথবা পরের বুধবার	কমপক্ষে ১০ দিন
২.	কাবুল শা (রা.) মেলা	নরসিংদী সরদ উপজেলার তরোয়া পৌরসভায় হওরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজার	১২ ফাল্গুন	০৭ দিন

বাউল ঠাকুরের মেলা

নরসিংদী সদর উপজেলার বাউলপাড়ায় শ্রী শ্রী বাউল ঠাকুরের আখড়া ধামে বাংলা ৯৪০ সাল থেকে বাউল ঠাকুরের মেলা শুরু হয়। বাউল ঠাকুরের আখড়া বাড়ির দক্ষিণে মেঘনা নদীর পাড়ে এই মেলা বসে। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার আগে অথবা পরের বুধবার এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাউল ঠাকুর মাঘী পূর্ণিমার এই দিনে যজ্ঞ করতেন। এর স্থায়ীত্বকাল কমপক্ষে দশদিন। শ্রী শ্রী বাউল ঠাকুরের আখড়াধামের সেবায়েত ডা. প্রাণেশ কুমার বাউল বলেন, দেশবিদেশের বাউল ঠাকুরের মতাবলম্বি বাউল শিল্পীরা এই মেলায় অংশ নেয়। আখড়াবাড়ির ঠাকুরের মন্দিরের সামনে আটচালায় বাউল শিল্পীদের আসর বসে। বাউল ঠাকুরের শিষ্যরা এই মেলায় আসেন। শিষ্য এবং

www.pathagar.com

সেবায়েতগণ যৌথভাবে মেলায় আগত বাউলদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেন। বুধবার দুপুরবেলা বাউল ঠাকুরের মহাপ্রসাদ মেলায় আগত ভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বাউল ঠাকুরের শিষ্যরা মেলায় বাউল ঠাকুরের গান, কীর্তন বেহালা, করতাল, খোল, সারিন্দা, একতারা, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশন করে। বাউল ঠাকুরের রচিত গান লিখিত নয়, মুখে মুখে শিষ্যরা আত্মস্থ করেছেন।

বাউল ঠাকুর বিক্রমপুরের অতীশ দীপংকর গ্রামের মেদিনীমোহন নামক স্থানে প্রায় চল্লিশ বছর অবস্থান করেন। সেখান থেকে নরসিংদীর শিবপুরের তেলিয়াতে প্রায় ২৫ বছর অবস্থান করেন। সর্বশেষ নরসিংদীর সদরে বাউল ঠাকুরের আখড়া ধামে এসে অবস্থান নেয়। প্রায় একশত বছর তিনি এখানে অবস্থান করেন এবং এখানে সমাধিত হন। তিনি একাই এখানে আসেন। বাউল ঠাকুরের শিষ্যরা বিক্রমপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নরসিংদী সদরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর বেশিরভাগই ঠাকুর মত পোষণ করেন।[১]

কাবুল শা মেলা

নরসিংদী জেলার নরসিংদী উপজেলার তরোয়া পৌরসভায় হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজারে ১২ ফাল্গুন মেলা বসে। মাজারের প্রাচীরের সীমানা ঘেঁষে মেলা বসে। সাতদিন ধরে এই মেলা চলে।

১৩৫৯ সালে কাবুল শা মাজারে কাবুল শা মেলা শুরু হয়। এ নিয়ে জনশ্রুতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মাজারের খাদেম মো. হারুন অর রশীদ খান বলেন, হাজী আব্দুল সামাদ খানের মেজ ছেলে সালামত খান স্বপ্নে নির্দেশ পান ফাল্গুন মাসের ১২ তারিখে কাবুল শা মাজারে মিলাদ মাহফিল তোবারক জিকির সামা করার। একে ঘিরেই এখানে দুদিনব্যাপী মেলা বসত। এই মেলায় ফকির পাগল, সালে মজনু সবাই সমবেত হতেন। দুইদিন থেকে মেলার মেয়াদ বেড়ে বর্তমানে সাত দিন হয়েছে। মেলার প্রথমদিন একবেলা মাজারের তহবিল থেকে একবেলা আগত ভক্তদের খিচুড়ি, বিরিয়ানি বিতরণ করা হয়। মাজারে ভক্তরা মানত করে। যাদের মানত পূর্ণ হয় তারা তোবারক নিয়ে আসে। এখানেই পাক করে খাওয়ানো হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে বাউল শিল্পীরা মেলায় এসে মাজার প্রাঙ্গণে গান পরিবেশন করেন। শিল্পীদের গান পরিবেশনের জন্য প্যান্ডেল টাঙ্গিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়।[২]

হযরত মাওলানা কাবুল শা (রা.) মেলায় গান গাইতে এসেছিলেন বাউল শিল্পী মো. হাকিম দেওয়ান। তিনি মূল গায়ক। তার দলে ৪২ জন বাউল শিল্পী রয়েছে। তিনি গানে দোতারা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মুলীর বাঁশি, জিপসি, চটি, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছেন। তিনি ২০০ ফকিরি এবং মাজারকে নিয়ে ৪০টির মতো গান রচনা করেছেন।

বাউল শিল্পী মো. হাকিম দেওয়ান বলেন, কাবুল শা মেলায় সাতদিনই তিনি বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত গান পরিবেশন করেন।[৩]

কুমিল্লা থেকে কাবুল শা মেলায় এসেছেন সাগর বাদশা। সাগর বাদশার মতে, এই প্রথম তিনি এই কাবুল শা মেলায় এসেছেন। অনেক দিন ধরে এই মেলায় তার আসার ইচ্ছে ছিল। এই ইচ্ছা এবার পূরণ হলো। মাজার প্রাঙ্গণে বাউল শিল্পীদের গান তার খুব

www.pathagar.com

ভালো লাগছে। এই গান তিনি আগে কখনো শুনেননি। গানের পাশাপাশি খাবার-দাবার মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি, মিষ্টি, আমিত্তির দোকানও বসেছে মাজারের প্রাচীর ঘেঁষে। এর সাথে ফার্ণিচার- খাট-পালং, দা-বটি, কুলা-পাতি, মাটির হাঁড়ি- পাতিল ইত্যাদির পসার নিয়ে বসেছে দোকানিরা।[৪]

নরসিংদী বৌয়াকুড় থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেলায় এসেছেন পুতুল বেগম। তার মতে, পাঁচ-ছয় বছর ধরে কাবুল শা মেলায় আসেন। প্রতি বছরই ছেলেমেয়েদের মাটির তৈরি খেলনা সামগ্রী, জিলাপি, সংসারে ব্যবহৃত তৈজসপত্র বেতের চালুন, বেলুন, পিঁড়ি, বটি, ছেনি, লোহার কড়াই কিনেন।[৫]

নরসিংদীর বৌয়াকুড় থেকে এসেছেন বিপুল খান। তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকেই কাবুল শা মেলায় আসি। বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তবৃন্দ, পাগল মস্তানরা মেলায় সমবেত হয়। বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যসামগ্রী যেমন - পুঁতির গহনা, শামুকের তৈরি অলংকার, কাঠের তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি -পিঁড়ি, ঢেঁকি, বেলুন, কৃত্রিম ফুলের মালা, গাছ-গাছালি, বাচ্চাদের খেলনা সামগ্রী, মাটির তৈরি জিনিসপত্র মেলায় নিয়ে আসেন। প্রতিবছর ১২ ফাল্গুন সন্ধ্যায় কাবুল শা মাজারে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালিয়ে দেই। সাতদিনই আমি মেলায় আসি।[৬]

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার জসর গ্রামের মৃৎশিল্পী সুকুমার পাল তার মাটির তৈরি জিনিসপত্র বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করেন।

তিনি বলেন, নরসিংদী কাবুল শা মেলা, বাউল ঠাকুরের মেলা, রায়পুরার তাতাকান্দার অষ্টমী মেলায় মাটির তৈরি চল্লিশ রকমের খেলনা বিক্রি করি। কলসি কাঁখে পুতুল, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, টিয়া, ঈগল, খরগোশ, বানর, গাছ, ময়না পাখি ইত্যাদি। প্রতিবছর এই মেলাগুলোতে আমার তৈরি জিনিসপত্র নিয়ে আসি। এগুলো তৈরি করি অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। ফাল্গুন মাসে রং করা হয়। আগে বাবা সত্যেন্দ্র পালের সাথে মেলায় নিজেদের তৈরি জিনিসপত্র এনে বিক্রি করেছি। এখন বাবার বয়স হয়েছে। অল্পস্বল্প জিনিস তৈরি করতে পারলেও মেলায় আসতে পারেন না। আমার বড় ছেলে আই এ পাশ করেছে। পড়াশুনা করায় ছেলে এখন এ পেশায় উৎসাহী নয়।[৭]

কালীবাড়ি মেলা

নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রায়পুরা সদরে পশ্চিমপাড়া গ্রামের কালীমন্দিরের সামনে কাকন নদীর পাড়ে ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার বার দিন পরে কালীবাড়ি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিন এই মেলা বসে।[৮]

তাতাকান্দা অষ্টমী মেলা

রায়পুরা উপজেলার তাতাকান্দা গ্রামের আর কে এম উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কাকন নদীর পাড়ে অষ্টমী তিথিতে ২৬ চৈত্র তাতাকান্দা অষ্টমী মেলা বসে। এই মেলা দু'দিনব্যাপী চলে।[৯]

www.pathagar.com

গাছতলা মেলা

রায়পুরা উপজেলার বটতলা হাটি গ্রামের বট গাছতলায় পহেলা বৈশাখে গাছতলা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার সময়কাল একদিন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এই মেলা। পহেলা বৈশাখের দিন সকালবেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বট গাছতলায় পূজা দেয়। বাইশ বছর ধরে এই মেলা চলছে।[১০]

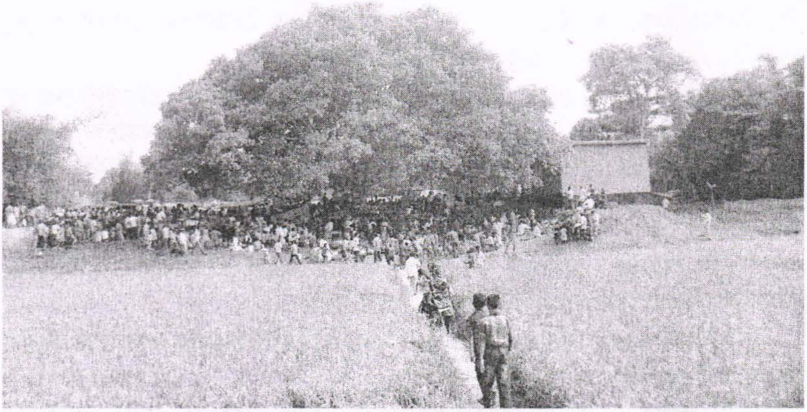

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার শতাধিক বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী গাছতলার ১লা বৈশাখী মেলা।

রায়পুরা উপজেলার লোকমেলার চিত্র

ক্রমিক নং	মেলার নাম স্থান/অবস্থান	সময়কাল	স্থায়ীত্বকাল
১.	কালীবাড়ি মেলা নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রায়পুরা সদরে পশ্চিমপাড়া গ্রামের কালী মন্দিরের সামনে কাকন নদীর পাড়ে	ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার ১২ দিন পর	১দিন (সকাল-সন্ধ্যা)
২.	তাতাকান্দা অষ্টমী মেলা নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার তাতাকান্দা গ্রামের আর কে এম উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কাকন নদীর পাড়	পহেলা বৈশাখ	১দিন (সকাল-সন্ধ্যা)
৩.	গাছতলা মেলা নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার বটতলা হাটি গ্রামের বটগাছতলা	পহেলা বৈশাখ	১দিন (সকাল-সন্ধ্যা)

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. ডা. প্রাণেশ কুমার বাউল, বাবা : মৃত ডা. মণীন্দ্র কুমার বাউল, মা : লীলা বাউল, ঠিকানা : গ্রাম : বাউলপাড়া (কাউড়িয়া পাড়া), ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৭, পেশাঃ সেবায়েত, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, তারিখ : ১৬.০৩.২০১২।

২. হারুণ অর রশীদ খান, বাবা : মৃত মেহের খান, ঠিকানা : গ্রাম : তরোয়া, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৪, পেশাঃ খাদেম, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২।

৩. মো. হাকিম দেওয়ান, বাবা : মৃত মো. সোনা মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : গোরাদিয়া, ডাকঘর : গাবতলী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬৬, পেশাঃ বাউল শিল্পী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২।

৪. সাগর বাদশা, বাবা : মো. হিরন মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : তিথিয়া রঘুনাথপুর, ডাকঘর : কাশীপুর, উপজেলা : ঘোড়াশাল, জেলা : কুমিল্লা, বয়স : ২৮, পেশা : চাকুরিজীবী, তারিখ : ১৫.০৩.১২।

৫. পুতুল বেগম, স্বামী : আজিম খান, মা : জোৎস্না বেগম, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩০, পেশাঃ গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২।

৬. বিপুল খান, বাবা : মৃত মোহাম্মদ ফিরোজ খান, মা : হাফিজা খাতুন, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩২, পেশাঃ ব্যবসায়ী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২।

৭. সুকুমার পাল, পিতা : সত্যেন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসরবাজার, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ২৩.০২.১২।

৮. সঞ্জিত সূত্রধর, বাবা : বিজয় কৃষ্ণ সূত্রধর, মা : মায়া রানি সূত্রধর, ঠিকানা : গ্রাম : শ্রীরামপুর, ডাকঘর : রায়পুরা, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২৮, পেশা : কাঠমিস্ত্রি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০২.০৫.২০১২।

৯. ঐ।

১০. ঐ।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. ব্রতপূজা

মানুষ তার সার্বিক মঙ্গল কামনা পূরণের জন্য মিলিত হয়ে ব্রত পালন করে। ব্রতে নারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কুমারী সুযোগ্য স্বামী কামনায় এবং সধবা জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য, সংসারের সুখ ও শান্তি কামনায় ব্রত পালন করে।

এসব লৌকিক ব্রত কখনো পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হয়। কোনোটিতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। নাটাই চণ্ডীর ব্রতের কথাই ধরা যাক, এই ব্রতে নারীই প্রধান পরিচালিকা, ব্রতিনী এবং কথক। এসব ব্রতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছড়া এবং কাহিনি। এই সমস্ত ছড়া নারীর নিজস্ব ব্রত অনুষ্ঠানের মন্ত্রস্বরূপ। ব্রতের প্রস্তাবে নারী মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নরসিংদী উপজেলার ব্রাহ্মণ, বৈশ, পাল, জেলে সম্প্রদায়ের হিন্দু নারীদের ধর্মজীবনে ব্রতানুষ্ঠান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

সুরুজ ঠাকুরের ব্রত

বিবাহিতা নারীরা সুরুজ ঠাকুরের ব্রত করে। দশ থেকে বিশজন বিবাহিতা নারী একসাথে এই ব্রতটি করে থাকে। মাঘ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারির ২৯ তারিখে ভোররাতে স্নান করে উঠোনের মাঝখানে আতপ চালের গুঁড়ি গুলিয়ে রাম কুণ্ডলি আঁকে। আবীরের সাথে কালো রং মিলিয়ে রাম কুণ্ডলির চারপাশের শেষ বৃত্তাকার আঁকে। যতজন একসাথে এই ব্রত করবে ততোটা বৃত্ত আঁকা হয়। আঁকা শেষ হলে সবাই একসাথে সারাদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে। বসে পরলে ব্রত ভেঙে যায়। ব্রত থাকাবস্থায় সারাদিন কিছু খেতে পারে না। যে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে তার সামনে তেল সলতে দেয়া মুছি রাখা হয়। সকালবেলায় প্রদীপ ধরিয়ে দেয়া হয়। সারাদিন প্রদীপ জ্বলতে থাকে। প্রদীপের পাশে ধূপ জ্বালানো হয়। ব্রতিণীরা সন্ধ্যায় যার যার প্রদীপ হাতে নেয়। সবাই গোল হয়ে পাঁচ থেকে সাত বার উঠোনের মাঝখানে ঘুরে নদীতে যায় প্রদীপ ভাসাতে। প্রদীপ ভাসিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে উঠোনেই ফল খেয়ে উপবাস ভাঙ্গে।[১]

নাটাই চণ্ডীর ব্রত

অগ্রহায়ণ মাসে রবিবার সন্ধ্যায় নাটাই চণ্ডীর ব্রত করা হয়। কোনো মাসে পাঁচটি রবিবার হলে চারটি রবিবার এ ব্রত করা হয়। ঘরের মুন্দুনি পার সামনে পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লবসহ মাটির ঘট বসানো হয়। ঘটের সামনে একটি থালায় মাটির

www.pathagar.com

তাওয়ায় বানানো নয়টি আলুনি চিতল পিঠা দেয়া হয়। থালার একপাশে খেজুর গুড়ের টুকরা রাখা হয়। যেদিন এই ব্রত করা হয় সেদিনই নাটাই চণ্ডীর প্রস্তাব বলা হয়। শেষ দিন প্রস্তাব শেষ করা হয়। ধান, দূর্বা, ফুল হাতে নিয়ে এই প্রস্তাব শোনা হয়।

নাটাই চণ্ডীর ব্রতর প্রস্তাব

এক দেশে এক সওদাগর আছিল। দিন যায় সওদাগরের ঘরঅ এক ছেলে আর এক মেয়ে হইছে, পরে বউ মারা গেছে। বউ মারা গেছে পরে বাপে বিয়া করতে চায় না। ছেলেমেয়ে বিয়া করাইছে বাবারে। অনেক কষ্ট কইর‍্যা বিয়া করাইছে পরে আগের সংসারঅ হইল দুই ছেলেমেয়ে, পাছের সংসারে হইল দুই ছেলেমেয়ে। বাপে বাণিজ্যে যায়গা।

কইতাছে সওদাগর বইয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়। বাণিজ্যে যায় না দেইখ্যা একথা কয়। অহনে তুমি বাণিজ্যে যাও। নাইলে কি খাইবা? বইয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়। সওদাগর বাণিজ্যে যাইব। এক ঘাটে গিয়া দিছে বারি। বারি দিছে পাইরা নৌকা আইয়া ভিড়ছে। ভিড়ছে পরে বিরাট বোয়াল মাছ আনছে। আইন্যা পাক করছে। রান্দা বারি হইছে। সবাই খাইছে। আগের সংসারের ঝি-পুত জানি কই গেছে গা। পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া বইছে। কানতাছে আর কইতাছে সওদাগরনি আমি তো যামু গা বার বৎসরের লাইগা। তুমি আমার ছেলেমেয়েরে কষ্ট দিও না।

কইছে, এ সওদাগর তুমি কি কও? তোমার ঝি-পুত কোনটা আমার ঝি-পুত কোনটা? নাটাই চণ্ডীর মা আমারে কষ্ট দিব তোমার ঝি-পুতেরে কোনো কষ্ট দেই। তুমি যাও ঠাহুরের নাম লইয়া। তুমি গেলে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভইরা আন। নইলে তোমার ঝি-পুত চাইরজন কি করবা?

এমন সময় সওদাগর খাইত বইয়া কানতাছে। বিরাট বড় থালায় খাওন দিছে। দিছে পরে আগের সংসারের ঝি-পুত পাইল না বিচরাইয়া, পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া খাইছে। খাইয়া যহন রওনা দিছে নৌকার সামনে গেছে, চাইয়া দেহে আগের সংসারের ঝি-পুত আইতাছে। আইতাছে পরে কইতাছে মা যাও, তোমার লাইগা সব মাছের তরকারি, মিষ্টান্ন, পিঠা যা তোমার মা রান্দছে থালায় থুইয়া আইছি। বাড়ি গিয়া খাও। বার বছরের লাইগা সওদাগর বাণিজ্যে গেল গা।

খাইতে গেছে গা পরে দুনো ভাইবোন দেখে সতাই মায় হুদা পুড়া ভাত, পুড়া তরকারি, পচা তরকারি থালের সাইডে দিয়া বোল দিয়া ঢাইকা থুইয়া দিছে। আজগা বাবা যাইতে যাইতে আমগো এতো কষ্ট, বার বৎসর পর আইব কী হইব আর? কেমনে দিন কাটব? ভাইটারে বুঝাইতাছে কান্দিস না, আমি আছি। আমি না খাইয়া তোরে খাওয়ামু। কান্দিস না। কইস বাবা আইলে কমু।

দিন যাইতাছে, রাইত পোহাইতাছে এমন সময় সৎ মায় কইতাছে, তোগো আজাইরা আমি খাওন দিতাম না। ছাগল, নারা, গরু কিন্যা দিছে। যা তোরা যা, তোরা গিয়া মাঠে যা, রাখালগো লগে গিয়া গরু, বাছুর খাওয়াইয়া স্নান করাইয়া সারাদিন পর

www.pathagar.com

সন্ধ্যার সময় আইবি। মালায় মাছের মাথা ভাইজ্যা, খুদের কুড়ার জাউ রাইন্দা থুইয়া দেয়।

ওরা কইতাছে যে, আমার বাবায় থাকতে আমরা রাজভোগ খাইতাম। বাবা যাওনেগা সতাই মা খুদের কুড়ার জাউ দেয়, মালায় মাছের মাথা দেয় খাইতে।

হেরা কি করব? কেউ নাই। ভাইবোনে ইঁন্দুরের গাতা বিচরাইয়া বইয়া কান্দে। একটু খাইলে খায়, না খাইলে নাই।

আগের সংসারের পোলাপান তার পোলাপানের কত্তো ভালো ভালো জিনিস খাওয়াইতাছে। তারপরও পোলাপান ভালা না। শুকাইয়া শুকাইয়া যাইতাছে। খুদের কুড়ার জাউ খাওয়াই হেরা এমন ভালা। হেরা তো সত্যকারী মানুষ। হেলাইগ্যা হেগো শরীর ভালা। সত্যকারী থাকলে মানুষ ভালা থাকে। তহন করছে কি দুই ভাইবোন মিল্যা গরু বাছুর পালতাছে। আর সহাল হইলে যায় সন্ধ্যা হইলে আহে এমন।

এমন সময় হেরা না কি করছে খিদায় হাঁটতে পারে না ছোড ভাইটায়, বোনটায়। হের বাপে চিড়া আলারে কইয়া গেছে। মিষ্টি আলারে কইছে মিষ্টি দিত। মুড়ি আলারে কইয়া গেছে, গুড় আলারে কইয়া গেছে আমার ঝি-পুতে হইছে রাজার মাইয়্যা। হেরা তো ওতো কষ্ট করব। হেরা তো কষ্ট করতে পারব না। গুড় আলারে কইছে গুড় দিত, মুড়ি আলারে কইছে মুড়ি দিত, মিষ্টি আলারে কইছে মিষ্টি দিত, চিড়া আলারে কইছে চিড়া দিত।

দেখেন ভাই আমি তো বাণিজ্যে যামু গা বার বছরের জন্য। ওগো তো মা নাই। কোনো সময় যদি আহে এরা ভাই-বইন খাওয়াইয়া দিতেন। আমি যত টাকা বিল হয় আইয়া শোধ করুম।

অন্যসময় গিয়া খাইতাছে হেরা চিড়া আলার তে চিড়া, মুড়ি আলার তে মুড়ি লয়, গুড় আলার তে গুড় লয়। হেমনে খায়। হেগো শরীরও ভালা। আর রাজভোগ খাইতাছে ঘরে থাইক্যা, শুকাইয়া কাঠি কাঠি হইয়া যাইতাছে। আর হেগো খুদের কুড়ার জাউ দেয় সন্ধ্যার সময়।

একবার সহালে দুগা দেয় খুদের জাউ। সহালবেলা চইল্যা আসে গরু বাছুর লইয়া। আবার সন্ধ্যার সময় যায় ইতোই খাওয়ায়। খাওয়াইতে খাওয়াইতে যাইতে যাইতে কতদিন গেছে। গেছে পরে কয়, ভালা ভালা খাওয়াইয়া ঝি-পুতেরে হেই শুকাইতেছে। আর হেরার খুদের কুড়ার জাউ দেই হেরা–

কুড়া খাইয়া মুরা মুরা
ভোগে খাইয়া রোগে যায়।

কুড়া খাইয়া মুরা মুরা মানে হেগো শরীরটা পোক্তা, হেগো রাজভোগ খাওয়াইতাছে শুকাইতাছে এইটা মায় কইতাছে, যাছেরে, হেগো লগে কই যাবি? হেরা কি খায় তোরা দেখিস।

www.pathagar.com

আগের সংসারের বইনটা, হেরা গিয়া দেখে বাজারে গিয়া মিষ্টি সিষ্টি সহালে গিয়া খায়, আসার সময় ঐগুলাই খাইয়া আসে। পরের দিন না করছে কি কয় পাছের সংসারের পোলাপান বড়দি আমি যামু। আপনাগো লগে যামু।

কাইন্দা কাইট্যা কয়, বইন, কই যাবি? আমরা বনে বনে, রনে রনে থাকমু। সন্ধ্যার সময় আইয়া খুদের কুড়ার জাউ খামু। থাকমু। আমি তোগো নিমু, তোরা কি খাবি?

কথা হুনে না। না বড়দি, আমি যামু।

তো কইতাছে আয় আমার লগে।

আইছে, ছোড ভাইটা কানতাছে দিদি, খিদা লাগছে।

ভাইরে এহন যদি হেগো সামনে তোরে খাওয়াই হেরাও কইব, মার কাছে গিয়া কইয়া দিব। মায় না কইরা দিলে আর খাওন দিত না। খাইতাম না।

না, দিদি, আমার খিদা লাগছে। আমারে খাওয়াও, আমারে খাওয়াও, আমার তো কেউ নাই তুমি তো আমার, তুমি আমারে একটু খাওয়াও। আমার খিদার জ্বালা যে আমি সহ্য করতে পারি না।

আগের সংসারেরটা কইতাছে, সহ্য করতে না পাইরা ভাই খাওয়ামু তোরে। হেগো দুইজনরেও খাওয়ামু। মায় যদি আইয়া না কইরা দেয় খিদায় কষ্ট করুম।

খিদার কষ্ট মানে না দিদি। আমি সহ্য করতে পারি না। আমার খিদা লাগছে তুমি আমায় খাওয়াও।

বড় বইনটা নিয়া গেছে। চারজনে বইয়া খাইছে। খাইয়া লইয়া কইছে তুই এহন যা।

বাড়িত গেছে পরে জিগাইতাছে হেরা কি খাইল? হেরা যে -

কুড়া খাইয়া মুরা মুরা
আর তোগোরে ভোগ খাওয়াই
তোরা রোগে যাস
আর হেগোরে কুড়ার জাউ দেই
কী শরীর পোক্তা গো।

এমন সময় করছে কী মায় না পরের দিন গিয়া সবতেরে বাজারে না কইরা আইছে। হেগোরে কিন্তু টেহা ছাড়া কিছু দিবেন না।

দোহাই, রাজার দোহাই বাদশাহ্র
তুমরা কিছু দিও না।

দোহাই রাজার দোহাই বাদশাহ। আপনারা কিন্তু কিছু দিবেন না। দিলে ভবিষ্যতে কোনো ঋণ শোধ করতে পারতাম না। রাজায় যদি না আইতে পারে। সওদাগরনি হেইডায় কইছে। কইছে পরে, না কইর‍্যা দিয়া আইছে।

পরে এখন আর কী খাইবো? পায় না কিছু খাইত। পরে এই করতে করতে গরু নিয়া সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে গেছে এক বেল গাছঅ। বেল গাছতলায় গিয়া দেহে রাখালরা সবতে আগে তো নাড়া ক্ষেতের মধ্যে সবতে গিয়া গিয়া গইর পাইরা হুইত না

www.pathagar.com

রাখাল। গিয়া দেহে সুন্দর কইরা বেল না পাইর‍্যা গাছের থে বইয়া খাইতাছে। কী সুন্দর লাল টকটক। কোনো বিচি নাই। আগে তো বেলঅ কিছু আছিল না। পরে হেরাও না দেইখ্যা গেছে। বেল পাইর‍্যা দুই-ভাইবোনে খাইছে। এমন স্বাদ, মিষ্টিও, বিচি নাই, হিঙ্গাস নাই। পরে খাইয়া, পরের দিন যে খাইতাছে দেহে ভালাই ওই।

পরে আবার কয় মায় -
কুড়া খাইয়া মুরা মুরা
ভোগে খাইয়া রোগে যায়।

না কইর‍্যা দিয়া আইলাম, এখনও শরীর কমে না। পোক্তা শরীর। যাতো লগে লগে গিয়া দেখ তো আবার কি খায়?

পাছের সংসারের ঝি-পুত কয়, বড়দি তোমার লগে আমি যামু।

পাছের সংসারের ঝি-পুত আবার পাঠাইছে। পাঠাইছে পরে করছে কী, আইছে।

আইছে পরে, বেল গাছতলায় ছোট ভাই কানতাছে। দিদি, আমি তো খিদার জ্বালা সহ্য করতে পারি না।

ভাইডা তো ছোট। ভাইরে আইজগা যদি বেল খাওয়াই, কালকা মায় যেন বেলঅ কী কইর‍্যা যাইত। আমি কইতে পারতাম না?

দিদি খিদা সহ্য করতে পারতাছি না, অনেক খিদা পাইছে। খিদার জ্বালায় না হাঁটতে পারি না। পা ব্যথা করে। কানতাছে ভাইটায়। বিভোর হইয়া কানতাছে।

বইনটায় কইতাছে, আজগা খামু। পাছের সংসারের ভাইবোন গিয়া না কইয়া দিব।

ভায়ের টানডায় টিকতে পারে না। পরে বইনটায় না করছে কি গাছের থিক্যা বেল পাইরা পেট ভইরা সকলে খাইছে। আসার সময় গিয়া খাইয়া বাড়িত আইছে।

বাড়িত আইছে পরে কইতাছে মা, তুমি আমগো রাজভোগ খাওয়াও, আচকলা খাওয়াও, রাজসিংহাসনে শোওয়াও, তো আমগো শরীর কাঠি কাঠি। দিদি দাদায় কতো ভালা ভালা জিনিস খায়। এতো স্বাদ, কী জানি খাইছি, এমন বড় বড় পাইরা, এতো সুন্দর!

এ কথা কইছে, মায় না করছে কী মাওইটা লইয়া কতগুলি বিচি, গরুর নাড়ি, হিঙ্গাস যা আছে পোটলা বানাইয়া বেলের ভিতর দিল। এই বেলের মধ্যে এহন হিঙ্গাইল আর বিচি পরল।

পরের দিন আইল, ভাই কইতাছে পরে বেল পারছে। দুই ভাইবোনে পারছে। খাইতাছে বেল। আর স্বাদ লাগে না। তিতকুটি লাগে কেরে। কিয়ের বিচি, আগে তো এতাল আছিল না। অহন তো হতায় মায় দিছে। খায় ল যায়। আবার কতদিন হইছে।

হইছে পরে কইতাছে ঠাহুর গো বাবায় যে বাণিজ্যে গেল, বার বছরেও শেষ হয় না। আর আমাগো কষ্টও শেষ হয় না। বাবায় কবে আইব? কইয়া কইয়া যাইতাছে। গেছে পরে আর বেল খাইতে পারে না।

কতদিন অইয়া গেছে গা।

www.pathagar.com

মায় কইতে থাকে–
কুড়া খাইয়া মুরা মুরা
ভোগে খাইয়া রোগে যায়।

কুড়ার জাউ দেয়। ইন্দুরের গাঁতার সামনে বয়। ইন্দুরের গাঁতায় ফালাইয়া দেয়। নাড়া বিছাইয়া ঘরে শুইয়া থাকে।

কতদিন যায়। আবার কইতাছে আলায় তোরে কি খাওয়ামু। এমন সময় গিয়া দেহে বেটারা মাছ ধরতাছে। মাছ ধরতাছে পরে, মাছ ধইরা ধইরা খায়। পরে হেরা ভাইবোন গেল। গিয়া দেহে কী, কি সুন্দর মাছ ধইরা, নাড়া দিয়া পোড়া দিয়া খাইছে, খুব সুন্দর কইরা, পেটটা ভইরা খাইয়া জীবনটা বাঁচছে। বাঁচছে পরে বাড়িত আইছে।

কী এতো কিছু করলাম, হেগো শরীর কমে না। আমার ঝি-পুতেরে রাজভোগ খাওয়াই তো শুকাইতেছে যা ছেন আবার লগে। এ কথা যহন কইছে হেরা আইছে।

আইছে পর দিয়া আবার এই মাছ ধইর‍্যা নাড়া দিয়া পোড়া দিয়া যহন লইছে। খাইয়া দেহে কী স্বাদ !

মায়রে কইছে।

মায়রে কইছে পরে মায় আবার আইছে। আইছে পরে যত সাপের বিষ আছে আর কাঁটা আছে। মনা কাঁটা এগুলি সব শিং মাছ, মাগুর মাছের মধ্যে দিয়া গেছে। দিয়া গেছে পরে পরের দিন এই মাছ কেউ ধরতে পারে না। যে ধরে তারে শিং কাঁটা দেয়। বেদনা করে। সাপের বিষ। তহন করছে কি, পরের দিন আবার আইছে। আজগা খাওনের কিছু নাই। সারাদিন গেছে গা ভাইটার। কী কান্দা কানতাছে। সারাদিন গেছে গা। কানতাছে পরে তহন গরু বাছুর হারাইয়া গেছে গা। কিচ্ছু নাই। তহন বাড়িতে আইলে মা খাওন দিবো, দিত না। কানতাছে অকূল পানে কানতাছে। কানতাছে পরে এমন ওই সন্ধ্যা আগঅ আইয়া গেছে গা। ভাইবোনে পাড়াত গেছে। গিয়া কইতাছে, কই গো মা, আমার মা নাই, বাপে আবার বাণিজ্য করতে গেছে। আমগো একটু জাগা দিবেন? বারান্দাটুকু দেন আমরা হুইয়া থাকি। হুইয়া থাকলে আমরা সকালে উইঠ্যা যামু গা। এমন সময় কইছে কি বাড়িওয়ালা বেঠিঅ নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করতাছে। ব্রত করতাছে বেলা ডাকতাছে। কিলো আয়স না তোরা তো রাজার ঝি-পুত, তোরা তো সওদাগরের ঝি।

হ, সওদাগরের ঝি। নাম ঠিকানা কইছে পরে দেহেন গো আপনারা কী পূজা করেন?

আমরা নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করি।

নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করলে কী হয়?

কয় নিধনের ধন হয়, নিপুত্রের পুত্র হয়, যার বিয়া না হয় তার বিয়া হয়, অদ্বৈনের ধন হয়। মনের আশা পূর্ণ হয়। যার যদি কিছু আশা থাকে আশা পূর্ণ হয়। পূজা হইয়া গেছে পরে প্রসাদ দিছে। মিষ্টান্ন রান্না কইরা পিঠা বানাইয়া প্রসাদটি দিছে। কইতাছে নাটাই চণ্ডী মাগো আমার বাবা যদি বাইতে আহে আর আমি যদি গরু বাছুর ছাগল পাই। তাইলে আমি নাটাই চণ্ডীর ব্রত করমু। আর বাবায় যদি ফিরা আহে। এ কথা

www.pathagar.com

কইছে। কইয়া প্রসাদ খাইছে। খাইয়া হুইয়া রইছে। হুইয়া থাইক্যা সারা রাইত নাটাই চণ্ডী মারে ডাইক্যা সারা রাইত বেডির ঐহানে ঘুমাইয়া ভাইয়ে বইনে ঘুমের থাইক্যা উইঠ্যা গেছে। মাঠে গিয়া দেহে ছাগল, মেরাও গরুঅ পাইছে। পাইয়া কী খুশি। পরে হাটে আর কয়, এনদা বার বৎসর হইয়া গেছে গা।

আইতাছে বাণিজ্য কইরা সওদাগরে ডিঙ্গা লইয়া। আর মাঝিরে কইতাছে মাঝি নাওটা ভিড়াওছে। আমার ছেলেমেয়ের নাহাল লাগে।

সওদাগরে কী কান্দা ছেলেমেয়ের চিন্তায়। আরে সওদাগর তোমার ছেলেমেয়ে তো বাইতে আছে। না আমার মনডা খুব খারাপ। আমার ছেলেমেয়েরে বাইত জায়গা দিছে না। সতাই মা তো। আমি না করছি বিয়া করতাম না। আমার মাইয়া আমারে বিয়া করাইছে। অহনে আমি বাণিজ্য করতে আইছি ঠিকই কিন্তু আমার মাইয়া পোলার দিকে টান রইছে।

এমুন সময় ঘুরতে ঘুরতে চাইয়া দেহে হাচা হাচা মাইয়া পোলায় গরু বাছুর গৃহস্থ।

সওদাগর কইতাছে, গরু বাছুর ছাইড়া দেও, যেহানে মোলে সেখানে যাক গা। আমার ডিঙ্গায় ওঠ। পরে সাবান দিয়া মুড়াইয়া স্নান টান করাইয়া ডিঙ্গার মধ্যে তুলল। মাইয়ার লিগা জামাই আনছে। আর পোলার লিগা ধনরত্ন আনছে। আইন্যা এই ডিঙ্গার ভিতর ভরছে। বাইত গেছে। গেছে পরে সওদাগরনিরে ডাকতাছে।

এই সওদাগরনি তুমি আহ। ষোল ডিঙ্গা ভইরা আনছি। ডিঙ্গা ভইরা ধনরত্ন আনছি। তোমার মাইয়ার লাইগা জামাই আনছি। আমার আগের সংসারের পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া তুমি আহ।

কইতাছে মা আহ, বাবা ডিঙ্গা ভইরা আনছে। আগের সংসারের ঝি-পুত তো ডিঙ্গার মইধ্যেই। চোখের মধ্যে কাঁচামরিচ আর সরিষার তেল না দিয়া কান্দে আর কয়, আগের সংসারের ঝি-পুত মামার বাইত নিছে। নিয়া জ্বর হইয়া মইরা গেছে গা।

আগের সংসারের ঝি-পুত যহন জ্বর হইয়া মইরা গেছে গা, তোমার পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া তুমি আহ।

পরে আইছে, পাছের সংসারের ঝি-পুত লইয়া আইছে। আইয়া ডিঙ্গায় যত আছে ধন দৌলত ষোল ডিঙ্গা ভইরা ঘরঅ নিছে। কইতাছে, সওদাগরনি তোমার মাইয়ার লিগা জামাই আনছি। তুমি বিয়ার বাও করো। বিয়া কালকা। জামাই আর বাইর করে না। মাইয়াও বাইর করে না।

হে কী আনন্দে যে! গয়নাগাটি দিয়া সাইজা সওদাগরনি কাম করতাছে গো। জল ভুরাইতাছে, ফুর্তি করতাছে। এঁয়ো ডাকতাছে। ঝিয়েরে ডাকতাছে। অনেক আনন্দ ফুর্তি করতাছে। পরে না করছে কি, সারাদিন আনন্দ ফুর্তি কইরা যহন রাইত হইছে তহন জামাই ঝি বাইর করছে।

তহন আর রাও করে না, ফুর্তিও করে না। পরে জামাই আইছে, বাইর কইরা আনছে। জামাইর বিয়া হইছে। জামাইর লাইগা ফুলশয্যা পাতছে। নতুন বিছনা, এইডার তলে করছে কী হতাই মায় কতগুলি তিরিস মাইরার হোলা আর বালু চিনি বালু দিয়া বিছনা করতাছে। বিছনা কইরা কইতাছে,

www.pathagar.com

জামাই, জামাইও উদদুস হইয়া থাইকঅ
তোমারে না খাইতে পারলে দাঁতে কড়মড়ায়,
রাইত হইলে খায় মানু মাথা
দিন হইলে খায় পেঁচার মাথা।
তোমারে না খাইতে পাইরা দাঁতে কড়মড়ায়
তো তুমি হুশ হইয়া থাইকঅ।

জামাই কইতাছে, আমি হইতাছি নতুন জামাই। শাশুড়ি আইস্যা এই কথা কয়। রাইত পোহাইলে আমি এই বউ থুইয়া যামুগা।

হের বাপে যা পারে পায়ের থাইক্যা ধইর‍্যা মাথা পর্যন্ত অলংকার দিয়া সাজাইয়া বিয়া দিছে। জামাই, নতুন জামাই, রাইত হইছে পরে। মাইনষে নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করে।

হের কানে আওয়াজ আইছে। আরে আমি না কইছি, বাবা বাইত আইলে, গরু বাছুর পাইলে নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করুম। আইজগা মাইনষে ব্রত করতাছে। রোইববার দিন আমিও করমু। বিয়ার কুলার মইধ্যে চাইলের গুঁড়া থাকে না। একটু লইয়া হাতে না পিঠার মতো একটু একটু বানাইয়া মুছির মইধ্যে না চেঙ্গাইয়া জোকার দিছে কুলকুলাইয়া। পিঠা খান খাইয়া ফালাইছে নাটাই চণ্ডী মার। যহন নমস্কার কইর‍্যা পিঠা খান খাইয়া ফালাইছে।

জামাই কইতাছে, আরে আমার শাশুড়ি যে কইছে কথা তো সত্যই। নাইলে এই রাইত কইরা জোকার দিল, কুলকুল কইরা খাইল, কতা তো মিথ্যা না। এই বউ তো আমি রাখতাম না। এই বউ রাখতাম না। এই কথা কইয়া জামাই না করছে কী রাইত পোহাইছে পরে ঘুমের থাইক্যা উইঠ্যা কইতাছে বাথরুমে যামু।

জামাইরে লোটা দিছে। পিতলের লোটা দিছে জামাইরে বাথরুমে যাইত।

জামাই ওই পায়খানার কথা কইয়া লেংটি মোসা দিয়া এই যে বনে দিয়া, মাঠে দিয়া হাঁটতাছে।

এমন সময় এইনা দেইখ্যা কয়, আমার জামাই যহন বনে দিয়া হাঁটতাছে। আমিও বনে দিয়া হাঁটুম। আমিও যামু গা।

ও কইন্যা তুমি আইও না। তুমি সওদাগরের কন্যা। তুমি আইও না। আমি যামু গা। আমি ঐহান দিয়া যামু গা, সাগরপাড়ি দিয়া।

তুমি আমার স্বামী, তুমি যদি সাগরপাড়ি দিতে পার, আমি যদি সত্যিকারের নারী হইয়া থাকি আমিও সাগরপাড়ি দিতে পারমু। এমন করতে করতে এক রাজার মুলুক ছাড়াইয়া আরেক রাজার মুলুকে গিয়া উঠছে। গেছে পরে করছে কি, নাটাই চণ্ডী মারে স্মরণ করে। নাটাই চণ্ডী মাগো তুমি না কইছ? বিপদে আপদে পড়লে আমারে উদ্ধার করো। আমার স্বামী আমারে থুইয়া যায় গা। আমি কীভাবে স্বামীর লিগা যামু। তুমি আমারে একটা জ্ঞান বুদ্ধি দাও, আদেশ দাও, আশীর্বাদ করো। এইডা কইতাছে পরে না হে না করছে কি গলার থিক্যা খুলছে, পায়ের থিক্যা খুলছে, কোমরের থিক্যা খুলছে। এতোগুলা স্বর্ণের গাট্রি। সুবচনীরে ডাকদা, সুবচনীর কাছে অনুরোধ কইর‍্যা ইটাল দিয়া

www.pathagar.com

ফালাইছে স্বর্ণের পোটলা গাঙ্গঅ মুহূর্তে। এমন সময় রাঘব বোয়াল আইছে। স্বর্ণটা গিলা ফালাইছে পরে জামাই যাইতাছে, জামাইর পাছে পাছে হেই গেছে, গিয়া সাত গাঙ্গ হাঁতর পারতে পারতে জামাই হেমুন হাঁতর[১] কাটতাছে, জামাই উঠছে গিয়া মাইঝো দিয়া, বউ উঠছে গিয়া আইছাল[২] দিয়া।

কিরে বাবু তোরে পাঠাইলাম বিয়া করতে গেছস বউ লইয়া আবি। বউ ছাড়া আইয়া পড়ছস ভিজা কাপড়ে।

মা আমি যে বিয়া করছি বউ তো আনছি না।

এমন সময় চাইয়া দেহে বউ।

মা আপনার পুতে আমারে আনে নাই। আমি অনেক কষ্ট কইরা মা আইয়া পরছি। স্বামীর বাড়ির আইছাল বলে ভালা, বাপের বাড়ির মাইছাল[৩] বলে ভালা না। আমি স্বামীর বাইতের আইছাল হইয়া আইছি মা। আমারে আপনার ছেলে আনে না।

শাশুড়ি কইতাছে, বাপুরে, যেইটা আনছস হেইডাই আমার লক্ষ্মী। তুমি কেন ফালাইয়া থুইয়া আইল্যা আমার বউমারে?

তোমার বউ মারে আনছিনা। আমার শাশুড়ি বলছে রাক্ষস।

এই কথা কইছে পরে হরী এক্কেবারে বউরে মুইছা পুইছা নতুন কাপড় পরাইয়া বউ ঘরঅ নিছে। নিয়া কইতাছে আমি লক্ষ্মী বউ পাইছি। তুই এই কথা কস।

বউ বলে খারাপ, বউতো তো দেহি ভালা।

এমন সময় করছে কী বউয়ে কাপড় চোপড় পিন্দা[৪] কইতাছে, মা বউভাত করতেন না।

হগো মা, বউভাত করমু। তোমার ভাসুরগো পাঠাইছি জাল ফালাইত। একটা খেয়া মাছ উঠে না।

কয়, আমারে লইয়া যান ঘাটঅ। আমি কমু।

লইয়া গেছে পরে ঘাটঅ। জাল দিছে। এমুন বিরাট এক কোরাল মাছ উঠছে, একটা বোয়াল মাছ উঠছে। আর গুঁড়া মাছ যে উঠছে জাউলারা কইতে পারে না। এমন সময় করছে কি, টাইনা তুলছে এক মন ভইরা মাছ। আনছে পরে বাইত আনছে।

কইতাছে, কোরাল মাছটা, বোয়াল মাছটা বউভাত করব। এই মাছ নিয়া বেডারা বহুত পয়সা পাইছে।

সবাই কইতাছে, লক্ষ্মী বউ আনছে, লক্ষ্মী বউ আনছে।

এমন সময় করছে কি মাছ দুইডা আনছে বাইত। মাছ দুইডা দেইখ্যা কইতাছে, এতো বড় মাছ জীবনেও দেহি নাই। বউ এহান দিয়া খেও দিতে কইছে পরে এই মাছ দুইডা পাইছে। এয়ার লাইগ্যা বউরে দিছি বউভাত করত। এই মাছ কেউ কাটতে পারে না। গেরামের কত মানু আনতাছে নিতাছে কেউ মাছ কাটতে পারে না।

বউ কইতাছে, মা আর আপনে মানু ডাইকেন না। মাছ আনেন আমার কাছে। মাছ নিয়া ঘরঅ না দিয়া লক্ষ্মীর নাম নিয়া, অগ্নি, ব্রহ্মা, গঙ্গা সবতের নাম লইয়া যহন মাছ দিছে মাছ আপনে আপনে কাইট্যা গেছে গা। স্বর্ণের পোটলাটা নিয়া হরীর[৫] কাছে দিছে। মাগো এই জিনিসটি আমারে দিছে।

www.pathagar.com

জিনিস দেইখ্যা হরীর মন ভইর‍্যা গেছে। আমি এমন জিনিস তো জীবনেও দেহি নাই। এইডায় যে জিনিস দিছে এসব লক্ষ্মীর শরীরে থাহে। এমন জিনিস জীবনেও দেহি নাই। আইও মা তোমারে পরাইয়া দেই। মাথার থে পা পর্যন্ত পরাইছে।

পরাইছে পরে হেই মাছ কাইট্যা মাছের রসা করছে, ভাজা করছে, মুড়িঘণ্ট করছে, কালিয়া করছে, অনেক রকম ভাজা করছে, সব পাক না করছে। এরপর দুয়ার বন্ধ কইর‍্যা পাক করছে। শেষ হইছে মাছ টাছ কাইট্যা কুইট্যা ধুইয়া ধাইয়া সব করছে। এরমধ্যে পাক হইয়া গেছে গা। পাক হইয়া গেছে গা পরে ডাকতাছে শাশুড়িরে, মা মা আপনে আহেন। নেন আইয়া দেহেন আইয়া, কত পাক, কত জন মানু খাইব? আমি বহুত পাক করছি।

সবাই আইছে, বইছে সবাই, সবাই খাইতাছে আর কইতাছে, কই থাইক্যা বউ আনছ এতো স্বাদ! কি স্বাদ এতো স্বাদ লাগছে। খাইছি খুব ভালো লাগছে। সবাই কইতাছে, লক্ষ্মী বউ আনছে। লক্ষ্মী বউ আনছে। লক্ষ্মী বউ আনছে দেইখ্যা সবাই খুশি।

এমন সময়, কয়েকদিন যায়। কয়েকদিন পরে বউর ঘরে একটা ছেলে হইছে। হইছে পরে ছেলেরে কিন্তু বাপে দেখতে পারে না। ঐ নিয়া ফালাইয়া দেয়। নাটাই চণ্ডী আইন্যা দিয়া যায়। জলে নিয়া ফালাইয়া দেয়। গঙ্গা মা আইন্যা দিয়া যায়। আগুনের কুণ্ডর মধ্যে আইন্যা ফালায়, ব্রহ্মা আইন্যা দিয়া যায়। নাটাই চণ্ডী হাইট্যা আইয়্যা কয়, নেলো তুই তো খালি কামই করস, তোর ঝিয়ে পুতেরে আগুনে নিয়া ফালাইয়া দিছে। এমন করতে করতে ছেলেডা তিন বছরের হইছে।

তবু হে চায় ছেলেডারে মাইরা ফালাইত। আর নিছা পুছা দিয়া নাটাই চণ্ডী মার ব্রত করছে যে নাটাই চণ্ডী মা ঘরঅ দিয়া যায়।

গোবিন্দ কইতাছে, আমি হাচা মনে দিছি, এই পুত্র কন্যা হাচা মনে দিছি। স্বামী হে যহন কন্যা চিনে না, পুত্র চিনে না হেইডা আমি নিমু গা। তহন করছে কী মাডি গেছে গা দুই ভাগ হইয়া। মাডি যহন দুই ভাগ হইয়া গেছে পুত্র লইয়া ডাকতাছে। পুষ্কনি হইয়া গেছে গা। এই পুষ্কনির মধ্যে গোবিন্দ ডাকতাছে হেই আয় তোরা। হরীয়ে চিনে না তোরে, তোর স্বামীয়ে চিনে না তোরে, তোর পুত্র চিনে না তোরে, আয় তুই আমার এহানে।

আর যদি আমারে রাখতে চান আপনারা কইয়েন না। শাশুড়িরে কইতাছে মা আমারে একবার রাখেন, চিনেন।

আচ্ছা বউ একটা কথা।

কী?

আগুনে নিয়া ফালাইয়া দেই তোমার ছেলে, গাঙঅ নিয়া ফালাইয়া দেই, আগুনের কুন্ড নিয়া ফালাইয়া দেই, কুয়ায় নিয়া ফালাইয়া দেই। এই ছেলেডারে তোমারে কেডায় আইন্যা দেয়। সত্য কথা কইবা। কেডায় দিয়া যায় আইন্যা। এমন ফালাইয়া দিয়া আইয়্যা পড়ি। আইয়্যা দেহি বাইত তোমার ঘরঅ ছেলে। তুমি সত্য কথা কইবা?

এই কথা শুনতে চান তাইলে কিন্তু পুত আর আমারে পাইতেন না।

হ, পুত আর বউ কি হইব? কওন লাগব।

www.pathagar.com

কইলে কিন্তু পুত আর আমারে পাইতেন না। যদি আমি এই কথা আপনাগো ভাইঙ্গা দিয়া যাই আমগো পাইতেন না।

পরে হরী আর জামাইয়ে মানে না। হেগো ভাঙ্গন লাগব। ছেলেডা কইথেন আইল। বাঁচে কেমনে? কেরা আইন্যা দিয়া যায়? কইতাছে।

পুষ্কনির মাটি দুইভাগ হইছে। পুষ্কনিটা হইছে। হইছে পরে নাটাই চণ্ডী মা হাত দিয়া খাড়াইয়া রইছে। কিন্তু মাতা দেখা গেছে না। তহন হেরে, রথ লইয়া খাড়া রইছে। রথে হেরে আর হের পুতেরে লইয়া গেছে গা। কইছে যে, নাটাই চন্ডী মা এইগুলি করছে। তাগো স্বর্গে লইয়া গেছে গা।

এই হরীয়ে জামাইয়ে মাটির মইধ্যে পইড়্যা কানতাছে। পরে এই প্রস্তাব শেষ হইছে গৃহস্থর।

যাইগ্যা প্রস্তাব বন
কই সুময় হইচ মন
এইটা কইয়া সমাপ্ত দিছে।[২]

মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত

মাঘ মাসের এক তারিখ অর্থাৎ পহেলা মাঘ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রত শুধু কুমারীরা করে থাকে। মাঘ মাসে প্রতি রোববার কুমারী মেয়েরা এই পূজা করে। যে মাসে যতটা রোববার পড়ে ততটা রোববারই এই ব্রত করতে হয়। শেষ রোববার বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করা হয়। প্রতি রোববারের আগের দিন দূর্বা, লাউ ফুল তুলে দুটি মুঠা তৈরি করে। একটি বড়ো আরেকটি ছোটো মুঠা। সূর্য উঠার আগে এই দুটি মুঠা নিয়ে কুমারীরা গাঙ্গ[৬] থেকে স্নান করে কলসি, ঘট ভরে জল নিয়ে বাড়িতে আসে।

১

স্নান করতে যাওয়ার সময় ছড়া কাটে—
পাবি লো পাবি লো ব্রাহ্মণ বাড়ির ঘাট
রাইত পোহাইলে ব্রাহ্মনিগো পৈতা ধুয়ানের ঠাঁট।
পৈতার মইল খানি পুকুরেতে ভাসে
তা দেখিয়া মাইলানীরা খিলখিলাইয়া হাসে
হাসিস নারে মাইলানী তুইতো আমার সই
মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত করমু ঘাট পামু কই?
পাবি লো পাবি লো শীল বাড়ির ঘাট
রাইত পোহাইলে শীলের নড়ুন ধুওনের ঠাঁট
নড়ুনের মইল খানি পুকুরেতে ভাসে
সাধে কি আর মাইলানীরা খিলখিলাইয়া হাসে
হাসিস না তো মাইলানী তুইতো আমার সই
মাঘ মণ্ডাইলের ব্রত করুম ঘাট পামু কই?
পাবি লো পাবি লো ধোপাবাড়ির ঘাট
রাইত পোহাইলে ধোপানিগো কাপড় ধোয়ানের ঠাঁট।[৩]

www.pathagar.com

স্নান করে জলে থাকাবস্থায় কুমারীরা সূর্যকে প্রণাম করে ছোট মুঠা জলে ডুবিয়ে ছড়া কাটে-

১

কাগে না বগে মাথা ভাঙে ঠগে
ধুপুর ধুপুর সরস্বতী কি না বর মাগে।[৪]

এটি তিনবার উচ্চারণ করে ছোট মুঠাটা জলে ভাসিয়ে দেয়। বড় মুঠাটা পূজার জন্য বাড়িতে নিয়ে আসে।

বাড়িতে এসে উঠোনের মাঝখানে মাটির ডেইল দিয়ে তিনটি অথবা পাঁচটি থাক করে ডোল বানানো হয়। ডোলের উপর বিভিন্ন রং দিয়ে আল্পনা করা হয়। আল্পনা তৈরি করতে শুকনো বেলপাতার গুঁড়া, আতপ চালের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, আবীর অথবা ধানের তুস পুড়িয়ে কালি ব্যবহার করা হয়। সব আলাদা আলাদা করে আল্পনা আঁকা হয়। চন্দ্র, সূর্য, পাখি, বেগুন, শাড়ি ইত্যাদি নকশা করা হয়। এই থাকগুলোকে মিনা রং (লাল), পাতা রং, আবীর রং, নীল রং দিয়ে রং করা হয়। থাকের সামনে গর্ত করে একটি কূপ তৈরি করা হয়। গাঙ্গ থেকে আনা জল কুমারীরা ওই কূপে ঢালে। আগের দিন তারা লাউ ফুল দিয়ে ফুলের তোড়া অর্থাৎ মুঠা তৈরি করে। প্রতিদিন একটি করে লাউ ফুলের মুঠা তৈরি করা হয়। কূপের জলে ফুলের তোড়া চুবিয়ে কুমারীরা ব্রতের ছড়া আওড়ায়। এ সময় একজন আরেকজনের হাত ধরে রাখে। ব্রতের ছড়াটি হলো -

১

মাঘ মণ্ডাইলের পূজা করি
হাত কলসি হাতে
ঘি কলসি মাতে
তেল দিয়া রান্দি[৭]
ঘি দিয়া বেগুন করি
এবার দিলাম মাটির ডেইল
সামনে দিমু সোনার ডেইল,
হাত কলসি হাতে
ঘি কলসি মাতে
শুকা পক্ষী জল খায়
দেখরে ভাই তামশা।[৫]

আঁকা চন্দ্র সূর্যে মুঠি দিয়ে বাতাস দিয়ে বলে -

১.

উঠো উঠো সুরুজ ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
উঠিতে না পারি আমি ইয়ালের[৮] লাগিয়া।

২

চন্দ্র সূর্য দুই ভাই
সাক্ষী রাইখ্যা ঘরে যাই

www.pathagar.com

চান[৯] উঠছে চন্দনে
সুরুজ[১০] উঠছে বন্দনে।[৬]

মুঠিটা হাতে নিয়ে আঁকা বেগুনে বাতাস করে আর বলে-

১

আয় গুণ বাইগুণ মইধ্যে কাটা[৭]

বর-বধূ আঁকার মধ্যে মুঠা হাতে নিয়ে বলে-

১

এই ঘরের বউ ঐ ঘরে যা
টাক্কুর টুক্কুর গোয়া খা।[৮]

আঁকা পাটের শাড়িতে মুঠি দিয়ে বাতাস দিয়ে বলে-

১

এইবার দিলাম পাটের শাড়ি
সামনে দিবো দামি শাড়ি।[৯]

কুমারীরা একেকদিন একেকরকম ব্রতের ছড়া আওড়ায়। ছড়া অনুযায়ী রং দিয়ে তারা পশুপাখির ছক আঁকে। একমাস এভাবে পূজা করে। পূজা শেষ হলে খায়। সংক্রান্তির দিন পুরোহিত ডেকে পূজা করে নদীতে ডেইল ভাসিয়ে দেয়।

পাখির আল্পনায় মুঠি দিয়ে বলে -

১

কাকে করে কলরব কোকিলারও ধ্বনিরে
ওঠো ওঠো প্রাণ বন্ধু
নিশি পোহাইল রজনী
নিশি প্রভাত হইল রে।[১০]

২

কৌরাল কৌরাল ডালঅ তোর বাসা
খালঅ তোর আশা
আমার ব্রতের গুঁড়া খাইয়া তোর বড় আশা।[১১]

আল্পনা করার পর ব্রাহ্মণ পূজা করলে বড় মুঠাটা দিয়ে থানে বাতাস করতে করতে বলে -

১

বিট বিট বিটেশ্বর
আপনে বিদ্যা আপনা ধরি
বাপ রাজা ভাই বাদশা
আপনে বিদ্যা আপনা ধরি।[১২]

শেষ রোববার পূজা শেষে বড় মুঠাটা থালায় করে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

সুবচনী ব্রত

অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে রোববার ও বৃহস্পতিবার এই ব্রত করা হয়। ব্রতকারী নাস্তা না করে সকালবেলা উঠানে সকাল দশটার মধ্যে এই পূজা করে। একটি জলপূর্ণ ঘটে সিঁদুরের ফোটা দিয়ে আম্রপল্লব, ফুল, দূর্বা, তুলসি পাতা দিয়ে সাজানো হয়। ঘটের দু'পাশে দুটি দুটি করে চারটি পুতুল আঁকা হয়। ঘটের ডানপাশে সরিষার তেলের দুটি এবং বামপাশে সিঁদুরের দুটি পুতুল আঁকা হয়। ঘটের দু'পাশে আস্ত কাঁচা সুপারি দিয়ে দুটি পান দেয়া হয়। ঘটের একপাশে একটি রিপাকিতে সিঁদুর, এক বাটিতে সরিষার তেল দেয়া হয়। একটি কুলায় তিনটি কলার মাইজের প্রতিটিতে তিনটি করে পান, সুপারি, এলাচ, দারুচিনি, সাদা পাতা, চুন দিয়ে সাজানো হয়। পাঁচ রকমের ফল, পাঁচ রকমের মিষ্টি দিয়ে ভোগ সাজানো হয়। যখন প্রস্তাব বলা হয়, ব্রতকারি উপবাস থেকে মাইজসহ কুলাটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রস্তাব শেষ হলে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করে নিজে প্রসাদ খায়। পরে স্বাভাবিক খাবার খায়।[১৩]

কাঁচা গুঁড়ির ব্রত

নবজাত শিশু জিহ্বা বের করে রাখলে মা কাঁচা গুড়ির ব্রত করে। মা সারাদিন উপবাস থেকে সোয়া সের আতপ ধান ভানার পর যে চাল হয় সে চাল গুঁড়ি করে নারিকেল, কাঁচা দুধ, কলা, চিনি, বাতাসা দিয়ে সিন্নি করে শনি এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরমেশ্বর ঠাকুরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। একটি পিঁড়িতে নতুন কাপড় বিছিয়ে ফুল দিয়ে আসন সাজানো হয়। একটি জলপূর্ণ ঘটে আম্রপল্লব দেয়া হয়। ঘটের সামনে সিন্নি রাখা হয়। পূজা শেষে এই সিন্নি মা খায়। পুরোটা খেতে না পারলে নদী অথবা পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেয়। এ প্রসাদ অন্যরা কেউ খেতে পারে না।[১৪]

২. ভাইফোঁটা

কার্তিক মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনে বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়। বিবাহিতা বোন যারা দূরে থাকে তারা সাতদিনের মধ্যে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিতে পারে।

নরসিংদী সদর উপজেলার বৌয়াকুড়, খালপাড়া গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যেও নারিকেলের পাতা দিয়ে আশীর্বাদ তৈরি করা হয়। এটা দেখতে পদ্মফুলের মতো। ভাইফোঁটায় ভাইকে চোখে কাজল পরানো হয়। এই কাজল দীপাবলীর দিন কলাগাছের তলায় প্রদীপ ধরিয়ে কলার ডগায় কাজল পারা হয়। পাটি বিছিয়ে ভাইকে পূর্বমুখী করে বসানো হয়। একটি থালায় চন্দন, ধান, দূর্বা, ফুল, আশীর্বাদের ফুল, ধূপবাতি দিয়ে সাজানো হয়। আরেকটি থালায় মিষ্টি, মুড়ির মোওয়া, নাড়ু, দুধের সর, পান সুপারি ইত্যাদি যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী খাবার সাজিয়ে নেয়। একটি জলপূর্ণ ঘট ভাইয়ের সামনে রাখে। ভাইয়ের মুখে স্নো মাখিয়ে দেয়। এরপর ভাইয়ের চোখে কাজল পরিয়ে দেয়। মাথায় তেল দিয়ে মাথা আঁচড়িয়ে দেয়। ভাইয়ের গলায় তুলসি অথবা ফুলের মালা পরিয়ে দেয় বোন। মাথায় ধান, দূর্বা দিয়ে জোকার দেয়। এ সময় আশীর্বাদের ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করে। ভাইয়ের কপালে কইন্যা আঙ্গুল দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দেয়

www.pathagar.com

বোন। ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়ার সময় বোন ছড়া কাটে - 'যম দুয়ারে দিলাম কাঁটা/যমকে দিলাম যমের ফোঁটা/বোন দিল তার ভাইকে ফোঁটা।' ভাইকে দুধের সর, মিষ্টি ইত্যাদি খাইয়ে দেয়। ছোটো বোন হলে বড়ো ভাইকে প্রণাম করে আর বড়ো বোন হলে ভাই বোনকে প্রণাম করে। একজন আরেকজনকে উপহার দেয়।[১৫]

নরসিংদী সদরে হেমেন্দ্র সাহা রোডে ছোটো বোন প্রত্যাশা সাহা বড়ো ভাই শুভজিৎ সাহা পিয়ালকে মাথায় আশীর্বাদের ফুল দিচ্ছে

নরসিংদী সদরের হেমেন্দ্র দাস রোডে সাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে কলাপাতা ও নারিকেল পাতা দিয়ে পৃথক পৃথক আশীর্বাদের ফুল তৈরি করা হয়। ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়ার সময় বোন ছড়া কাটে 'যম দুয়ারে দিয়া কাঁটা/ বইনে দেয় ভায়েরে ফোঁটা'। এরপর তিনবার ঘট ভাইয়ের কপালে ছোঁয়ায়। প্রদীপের শিষ তিনবার ভাইয়ের কপালে ছোঁয়ায়। ধান, দূর্বা দিয়ে ভাইকে আশীর্বাদ করে।[১৬]

www.pathagar.com

কার্তিক মাসে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়াতে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনে বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়। বিবাহিতা বোন যারা দূরে থাকে তারা সাতদিনের মধ্যে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিতে পারে। এ সময় ভাইকে যে কাজল পরানো হয় কালীপূজার দিন দীপাবলির প্রদীপের শিখা থেকে কাজলদানিতে কাজল পেরে রাখা হয়। ভাইবোন দুজনেই নতুন কাপড় পরিধান করে।

নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার বেলাব গাঙ্গপুর পাড়ার জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাইফোঁটায় নারিকেলের পাতা দিয়ে তৈরি করা হয় আশীর্বাদ। দেখতে অনেকটা পদ্মফুলের মতো। এর মধ্যে পাঁচটি ধান ও দূর্বা এবং মাঝখানে একটি ফুল গেঁথে দেয়া হয়। একটি রিপাকিতে ধান, দূর্বা, ফুল, সাদা চন্দন, ধূপবাতি, প্রদীপ সাজিয়ে রাখা হয়। একটি কাঁসার থালায় পাঁচ রকমের মিষ্টি, ফল, তিল, নারিকেলের নাড়ু চিড়া-মুড়ি, খইয়ের মোয়া সাজিয়ে দেয়া হয়।

বোন ভাইয়ের কপাল, কণ্ঠ, দু'হাতের কাঁধ, নাভিতে চন্দনের ফোটা লাগায়। ভাইয়ের চোখে, ভ্রুতে কাজল পরিয়ে দেয়া হয়। এরপর বা হাতের কইন্যা আঙ্গুল দিয়ে বোন ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়ার সময় ছড়া কাটে - 'যম দুয়ারে দিয়া কাঁটা/বইনে দেয় ভাইরে ধুইতার ফুটা'।[১৭]

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এভাবেও ছড়া কাটতে দেখা গেছে - ''যম দুয়ারে দিয়া কাঁটা/যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা/আমি দেই আমার ভাইকে ফোঁটা''। এখানে বোন ভাইয়ের মাথায় সরিষার তেল মাখিয়ে দেয়। কুয়াশার জল দিয়ে তিলক গোলা হয়। চোখে কাজল পরানোর আগে বোন আম্রপল্লবসহ জলপূর্ণ ঘট ভাইয়ের সামনে রাখে। ফোঁটা দেয়ার পর এই ঘট বোন ভাইয়ের কপালে ছোঁয়ায়। এরপর ছড়া কেটে বোন ভাইয়ের কপালে কইন্যা আঙ্গুল দিয়ে ফোঁটা দেয়। ভাইয়ের মাথায় আশীর্বাদের ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করে। ধান, দূর্বা, প্রদীপ সাজানো রিপাকি ভাইয়ের মুখের সামনে ডানদিক থেকে বামদিকে তিনবার ঘুরিয়ে মাথায় ধান, দূর্বা দিয়ে জোকার[১১] দেয়। ভাই বড় হলে বোন প্রণাম করে। বোন বড় হলে ভাই বোনকে প্রণাম করে। যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী ভাই বোনকে বোন ভাইকে উপহার দেয়। এরপর বোন ভাইকে মিষ্টি মুখ করায়। বিবাহিতা বোন ভাইয়ের বাড়িতে ভাইফোঁটা দিতে আসলে মিষ্টি, চিড়া, মুড়ি, নাড়ু, কাপড় চোপড় নিয়ে আসে।[১৮]

৩. জামাই ষষ্ঠী

জামাই ষষ্ঠীর দিন সকালে ৬৩ টি দূর্বা এবং ফুল দিয়ে একটি মুঠা তৈরি করা হয়। ৬৩ টি বাঁশের আগা অর্থাৎ কড়ুল, চার থেকে পাঁচটি করমচা, ফুল এবং কলা গাছের ছেট কুল একসঙ্গে পেঁচিয়ে মুঠা বাঁধা হয়। এরপর বিছুন অথবা তাল পাতার পাখায় আম, কলা সাজিয়ে নদী অথবা পুকুরে স্নান করতে যায় পরিবারের কর্ত্রী অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ নারী। সঙ্গে সন্তানদেরও নিয়ে যায়। জলে নেমে মা নাভিতে ধরে বার মাসের নাম উচ্চারণ করতে করতে বিছুন, দূর্বা ও কড়ুলের মুঠি দিয়ে জল কাটে। এ সময় সন্তানরা পুকুরে তার পাশে থাকে। মা ষাইট বাইট বলে তিনবার সন্তানদের মাথায় জল দেয়। বাড়িতে এসে গৃহকর্ত্রী ঘট বসায়। কাঁঠাল গাছের ডালা মাটিতে পুঁতে সাত নাল সুতা

www.pathagar.com

দিয়ে পেঁচানো হয়। কাঁচা হলুদ দিয়ে নতুন কাপড়ের টুকরা রং করে গাছের ওপর রাখা হয়। সাতটি অথবা নয়টি কাঁঠালের পাতায় কাউনের চাল এবং বিভিন্ন ফল দিয়ে বানা পাতা হয়। একটি থালায় সাজিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় থালায় কাঁঠাল, আম, এক ফানা কলা দিয়ে সাজানো হয়। তৃতীয় থালায় পাঁচ ফল, মিষ্টি দিয়ে সাজিয়ে ভোগ দেয়া হয়। পূজার সময় প্রস্তাব বলা হয়।

জামাই ষষ্ঠীর প্রস্তাব

এক রাজার সাত রানি। তার কোনোও সন্তান হয় না। সে সাতটা বিয়া করে। প্রজারা রাজবাড়িতে আসে না। মালীরা উঠান ঝাড় দিতে আসে না।

রাজায় বলে, কি ব্যাপার প্রজা এবং মালী আসে না। কেউ আসে না।

আটখুড়া রাজার মুখ দেখলে তাদের অযাত্রা হয়, এজন্য কেউ আসে না। তার পরদিন রাজা দরজা বন্ধ কইরা ঘুমাইল আর রাজা দরজা খোলে না। একে একে সাত রানি রাজাকে ডাকে। রাজা উঠে না। এমন সময় এক ভিখারি আসে। ভিক্ষুক আসার পর ভিক্ষা চায়?

রানিরা বলে, সবাই বলে আটখুড়া রাজার মুখ দেখলে অযাত্রা, এজন্য রাজা দরজা বন্ধ কইরা শুইছে। ভিক্ষা দিবো কি করে?

ভিক্ষুক রাজাকে উদ্দেশ করে বলল, দরজা খোল। তোমার সন্তান হইব।

রাজা বলছে, একে একে সাত বিয়া করলাম। একটা রানিরও সন্তান হয় নাই।

ভিক্ষুক বলল, তোমার ছোট রানির সন্তান হইব। একটা কলা নিয়া আস। আমি কলাপড়া দেই। ঐ কলাটা ছোট রানিরে খাওয়াইবা।

রাজা কলা ছোট রানির হাতে দিছে। স্নান-টান কইরা কলাটা খাইতে দিছে। ছয় রানি কলাটা ছোট রানির হাত থিকা নিয়া কলাটা খাইয়া ফেলায়।

ছোট রানি কয়, আমার কলা কই?

তোর জন্য কলা রাখতে মনে নাই।

চোকলাটা কই?

জঙ্গলে ফালাইয়া দিছি।

ছোট রানি জঙ্গল থিক্যা চোকলাটা কুড়াইয়া আইন্যা খাইল।

ছোট রানি চোকলা খাইয়া সন্তান সম্ভাবা হইছে। অন্য ছয় রানি সন্তান সম্ভাবা হয় নাই।

এখন রাজা ছোট রানিকে অন্য চোখে দেখে। ছয় রানি ছোট রানিকে হিংসা করতে থাকে। একমাস যায়, দুইমাস যায়, ছয়মাস যায়, সাতমাসের সময় রাজার মনে জাগল, ছয় রানির দুষ্টু বুদ্ধি আরম্ভ হইছে, সন্তান নষ্ট হইলে। যহন নয় মাস পড়ল, রাজা বাণিজ্যে যাওয়ার আগে একটা সুতা বাইন্ধা গেল। আর ছোট রানিকে বলল, প্রসব ব্যথা উঠবে তখন এ সুতায় টান দিতে। এর আগে না।

রাজা বাণিজ্যেতে গেল। ছয় রানির মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। ঐ দড়িতে টান দিল ছয় রানি।

www.pathagar.com

রাজা বাড়িত আইস্যা দেখে কিছুই না। রাজা ভাবছে রানির প্রসব ব্যথা উঠছে। রাজা বাড়িত আইস্যা দেখে কিছুই না। আবার রাজা চইল্যা গেছে।

যেদিন ছোট রানির প্রসব ব্যথা আরম্ভ হইল সেদিন যে ঘন্টা বাজাইতাছে রাজা শুনেই না। রাজা আর আসল না।

ছোট রানির বাচ্চা হইল। অন্য রানিরা কতগুলো কাঠের পুতুলে রক্ত মাইখ্যা বলে দেখ দেখ কাঠের পুতুল হইছে।

ছোট রানির এক মেয়ে ছয় ছেলে হয়। কাঠের পুতুল ছোট রানিরে দেখাইতাছে। ছোট রানি কান্না করে।

ছয় রানি একটি মাটির পাতিলে জ্যান্ত বাচ্চাগুলারে ঢুকাইল। জঙ্গলে নিয়া রাইখ্যা আসে সাত সন্তানরে। বাচ্চাগুলা খুব কান্নাকাটি করতাছে। গোয়ালা রাস্তা দিয়া যায় মাঠা বিক্রি করতে। বাচ্চার কান্না শুনতে পায়। সামনে গিয়া দেখে বাচ্চা। রাজবাড়িতে গিয়া রাজার কাছে গোয়ালা এই সংবাদ পৌছায়। রাজা দৌড়াইয়া গোয়ালার সাথে জঙ্গলে আসে। গোয়ালার কোনো সন্তান ছিল না। তখন গোয়ালিনীর কাছে সন্তানদের নিয়া দিল। আর বলল, এই সন্তানদের তুই পালবি। তাদের লালন পালনের খরচাপাতি দিব। ছয় রানি যেন জানতে না পারে।

বাচ্চারা আস্তে আস্তে বড় হইতাছে। ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠী পূজা। ছয় রানি পূজা করে। ছোটো রানিরে বলে, ডেগে পানতা ভাত আছে তুই স্নান কইরা পানতা ভাত খা। যখন রানি পানতা ভাত খাইল তার সাত সন্তান ঢইল্যা পড়ল। গোয়ালা গোয়ালিনী দৌড়াইয়া রাজবাড়িতে আইল।

রাজা যহন দিল তহনই বুঝতে পারছে রাজারই সন্তান।

রাজা রানিদের জিজ্ঞেস করে ষষ্ঠী পূজা করে কিনা?

ছয় রানি বলে, তারা ছয় জনে ষষ্ঠী পূজা করে। ছোট রানি পানতা খাইছে।

রাজা ছোট রানিরে কলার ডিগ আইন্যা দেয়। ছোট রানি কলার ডিগ গলায় ঢুকাইয়া বমি করে। তারপরে ছোট রানি ষষ্ঠী পূজা করে। বিছুন দিয়া ছোট রানি ষাইট ষাইট কইরা বাচ্চাদের ওপর ষষ্ঠীর জল দেয়। তখন বাচ্চারা আবার জীবিত হয়। তারপর রাজা বাচ্চাদের বাড়িত নিয়া আসে।

ছয় রানি বলে, এই বাচ্চা আমার।

রাজা একদিন ছয় রানিকে বলে, বাড়িতে ডাকাত আসব। আমরার সবাইর আজকা রাইতটা গর্তের ভিতর থাকতে হইব।

গর্ত করল। সাত রানিকে নিয়া গেল গর্তের সামনে। ছয় রানিকে বলল আগে নামতে। পরে আমরা নামব। ছয় রানি যখন গর্তে নামল তখন রাজা হুকুম দিল মাটি চাপা দেও। ওদের বন্ধ করল। ছয় রানি মারা গেল। ছোট রানিকে নিয়া রাজা ঘর সংসার আনন্দে শুরু করল।

ষষ্ঠী ঠাকুরের বরে তার বাচ্চা জীবিত পাইল।

www.pathagar.com

প্রস্তাব শেষের পরে ঐ বিছুন -আম, কলা, দূর্বার মুঠা দিয়ে ষাইট ষাইট করে সন্তানদের মা ষষ্ঠী দেয়, আপদ বালাই দূর করার জন্য। আর হাতে কাঁঠাল পাতার বানা (প্রসাদ) তুলে দেয়।[১৯]

৪. ভালা-বুরা

কার্তিক মাসের শেষে আগুন[১২] মাসের শুরুতে সংক্রান্তির দিন একটা কাফিলা গাছের ডালে খেড় পেঁচিয়ে মানুষের প্রতিকৃতি বানানো হয়। খেড়ের মধ্যে বাসি উনুনের ছাই, ঘর থেকে মরা মশা-মাছি, নতুন ধানের তুস মানুষের প্রতিকৃতির মুখে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ঐ বংশের পুত্র সন্তান সন্ধ্যার সময় এই প্রতিকৃতিতে আগুন ধরিয়ে ঘরের চারপাশে তিনবার ঘুরে। অন্য আরেকজন ছেনি দিয়ে কুলায় বারি দিতে দিতে বলে—

ভালা আয়ে বুরা যায়
কার্তিক মায়া ফেরত যায়।
মশা-মাছির মুখ পুড়া যায়।

যার হাতে মানুষের প্রতিকৃতিটি থাকে সে আগুন অবস্থায় জমিতে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দেয়। ক্ষেত থেকে একুশটি ধানের ছরা নিয়ে বাড়িতে এসে কুলায় রাখে। হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে কুলা মাথায় নিয়ে ঘরের সামনে দাঁড়ায়। মা জিজ্ঞেস করে কি আনছ?

আলিক্ষি ফালাইয়া লক্ষ্মী আনছি
হীরার মার মাণিক্যি আনছি
সাত রাজার ধন আনছি
ধনে জনে ভইরা আনছি।

এইটা শোনার পর মা ছেলের মাথায় ধান, দূর্বা জোকার দিয়ে আশীর্বাদ করে ঘরে নেয়। ঘরে নিয়ে কুলা নামিয়ে প্রণাম করে ধানের ছরাগুলো মইধ্যম পাল্লায় বেঁধে রাখে।[২০]

৫. সপ্তমৃত

সাত মাসের গর্ভবতীকে বাপের বাড়িতে সপ্তমৃত দেয়া হয়। স্নানের আগে গর্ভবতীর স্বামী, বাবা অথবা শ্বশুর পুরোহিত দিয়ে বৃদ্ধি করে। বৃদ্ধির পর যে সধবার কেনো সন্তান মারা যায়নি এমন পাঁচজন এয়ো গর্ভবতীকে স্নান করানোর জন্য পুকুর থেকে কলসি ভরে জল নিয়ে আসে। এরপর এয়োরা গান গেয়ে হলুদ-গিলা বেটে তা গর্ভবতীর শরীরে মাখিয়ে দেয়। গান গাইতে গাইতে পুকুর থেকে আনা জল দিয়ে এয়োরা গর্ভবতীকে স্নান করায়। স্নান শেষে গর্ভবতীকে নতুন শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে একটি আসনে বসায়। পুরোহিত গর্ভবতীর শাড়ির আঁচলে আস্ত সাত ফল দেয়। গর্ভবতী এই ফল সারাদিনরাত আঁচলে বেঁধে রাখেন। আঁচল থেকে এই ফল পড়ে মাটিতে লাগলে অমঙ্গল ধরা হয়। পুরোহিত গর্ভবতীর আঁচলে ফল দেয়ার পর নোড়া (পুতা) ও মুচি পাতি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। দিদিমা, ঠাকুরমা সম্পর্কীয় নারীরা প্রথম

www.pathagar.com

ঢাকনা সরিয়ে মুচি উঠালে ধরে নেয়া হয় মেয়ে হবে। নোড়া উঠালে ধরে নেয়া হয় ছেলে হবে। পরে তারা নোড়া ও মুচি নিয়ে নাচ-গান করেন।[২১]

৬. সাধভক্ষণ

নয়মাসের গর্ভবতীকে শ্বশুরবাড়িতে সাধ দেয়া হয়। যে সধবার সব সন্তান জীবিত তিনি এয়ো হন। পাঁচ এয়ো গর্ভবতীকে খাওয়ানোর জন্য পাঁচ পদের তরকারি, পিঠা পায়েস, মণ্ডা মিঠাই রান্না করে। একটি থালায় ভাত বেরে বাটিতে বাটিতে নানাপদ দিয়ে থালাটি সাজায়। পায়েস একটি থালা অথবা মাইজ পাতায় (কলাপাতা) দিয়ে ঘরের মধুমপাল্লায় (মাঝখানে) রেখে ধান, দূর্বা দিয়ে নিবেদন করে। এয়োরা গর্ভবতীকে নতুন শাড়ি পরিয়ে যে আসনে বসাবেন সেই আসনের সামনে সিঁদুর আঁকেন। আসনে বসিয়ে খাবারের থালাটি গর্ভবতীর সামনে রাখেন। গর্ভবতীর সঙ্গে পাঁচ এয়ো খেতে বসেন। তাদের সঙ্গে এক থেকে দু'জন ছেলে শিশুও বসে। তারা একে একে গর্ভবতীকে পায়েস খাওয়ায়। এরপর একই থালায় সবাই মিলে খায়। খাবারের উচ্ছিষ্টগুলো চট (দ্রুত) করে ময়লা ফেলার জায়গায় ফেলে দেয়া হয়। খাওয়ার পর গর্ভবতীকে বিশ্রাম করতে দেয়া হয়। এরপর গর্ভবতীকে বাপের বাড়িতে সাধভক্ষণ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে গর্ভবতীকে একই নিয়মে সাধ দেয়া হয়।[২২]

৭. শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি

কোনো পরিবারে ছেলে সন্তান জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচবার শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দেয়া হয়। মেয়ে সন্তান জন্মালে তিনবার শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিয়ে সমাজকে জানানো হয়। ছেলে সন্তান বংশের বাতি এই বিশ্বাস থেকে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি মেয়ে সন্তানের চেয়ে দু'বার বেশি দেয়া হয়।[২৩]

৮. ষষ্ঠী

সন্তান জন্মের ছয় দিনের দিন বাড়িতে ষষ্ঠীর আয়োজন করা হয়। ঘরে ষষ্ঠীর আসন পাতা হয়। পায়েস রান্না করে মাইজে (কলা) দিয়ে ষষ্ঠীর আসনের সামনে রাখা হয়। মিষ্টি, ফলও দেয়া হয়। নবজাত শিশুর জন্য নতুন জামাকাপড়, স্বর্ণ, টাকা রাখা হয়। আসনের সামনে ভগবত গীতা পাঠ করা হয়। গীতা পাঠের পর ফল, মিষ্টি আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীর মাঝে বিতরণ করা হয়। সেদিন নবজাত শিশুর ভাগ্য লেখা হয়। তাই ভাগ্য লিখতে দোয়াত-কলমও দেয়া হয়। ঘরে প্রদীপ ধরিয়ে প্রসূতি মা তার নবজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে সারা রাত জেগে প্রার্থনা করেন। যাতে ভাগ্য দেবতা তার সন্তানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করেন।[২৪]

৯. নবজাত শিশুর নামকরণ

শিশুর জন্মের পনের/ষোল অথবা ত্রিশ দিনের দিন যজ্ঞ করেন পুরোহিত শিশুর নামকরণ করেন। শিশুর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন একে একে পুরোহিতকে নাম বলেন। পুরোহিত নামগুলো খড়িমাটি দিয়ে নোড়ায় (পুতা) লিখেন। পুরোহিত প্রদীপ ধরিয়ে একটি করে নাম উচ্চারণ করেন আর সলতা দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে এগিয়ে দেন। যে নামটি উচ্চারণের পর সলতা বেশি এগিয়ে যায় সেই নামেই শিশুকে ডাকা হয়।[২৫]

www.pathagar.com

১০. অন্নপ্রাশন

ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে ছয় অথবা আটমাসে অর্থাৎ জোড় মাসে এবং মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে সাত অথবা নয়মাসে বিজোড় মাসে অন্নপ্রাশন দেয়া হয়। অন্নপ্রাশনের দিন শিশুকে স্নান করানোর জন্য এয়োরা গান গেয়ে নদী থেকে জল নিয়ে আসে। হলুদ গিলা বেটে তা শিশুর শরীরে মেখে নদী থেকে আনা জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেয়। শিশুকে নতুন জামাকাপড়, অলংকার পরিয়ে দেয়া হয়। দুধ, চিনি এবং পোলাও চাল দিয়ে শিশুর জন্য মিষ্টান্ন রান্না করা হয়। তার মামা, দাদু অনুষ্ঠানিকভাবে দেবতার সামনে শিশুকে কোলে নিয়ে মিষ্টান্ন খাইয়ে দেয়। এরপর ধান, দূর্বা দিয়ে মামা, দাদু, আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজনরা শিশুকে আশীর্বাদ করেন। ঘরে অথবা মন্দিরে দুই জায়গায়ই অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ওই দিন থেকে শিশু দুধের পাশাপাশি আমিষ-নিরামিষ জাতীয় খাবার ভাত, মাছ, মাংস, ডিম, শাকসবজি সব খেতে পারে।[২৬]

১১. ছেলে শিশু জন্মের পর আজান দেয়া

ছেলে শিশু জন্মের পর পরিবারের প্রবীণ পুরুষ শিশুর কানে আজান দেয়। মেয়ে শিশু জন্মের পর আজান দেয়ার রীতি নেই।[২৭]

১২. আকিকা

নরসিংদী অঞ্চলে ছেলেমেয়ে জন্মের পর বাবা-মা তাদের সময়ানুযায়ী আকিকা করে থাকেন। এর কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। জন্মের এক থেকে তিনমাস বা যে কোনো সময় আকিকা দেয়া যেতে পারে। ছেলের আকিকায় দুটি খাসি আর মেয়ের আকিকায় একটি খাসি দেয়া হয়। কোরবানির শরিকের সাথেও আকিকা দেয়া হয়।[২৮]

১৩. মুসলমানি বা খৎনা

ছেলেশিশুদের মুসলমানি বা খৎনা করার প্রচলন নরসিংদীতেও রয়েছে। মুসলমানি করার পর শিশুকে শুকনো জাতীয় খাবার খাওয়ানো হয়। সাতদিনের দিন শিশুর শরীরে কাঁচা হলুদ মাখান হয়। সরিষা, নিম পাতা, বরই পাতা গরম পানিতে ভিজিয়ে ওই পানি দিয়ে গোসল করান হয়। ওই দিনই হুজুর, আত্মীয়-স্বজন, এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া হয়। মসজিদের ইমাম, মৌলভীকে দিয়ে মিলাদ পড়ানো হয়। মৌলভী শিশুর কল্যাণে দোয়া পড়েন। মিলাদের পর ইমাম, মৌলবীসহ অতিথিদের মাছ, মাংস, পোলাও, ফিরনি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।[২৯]

১৪. বিয়ের নিমন্ত্রণ

কনের বিয়ে পাকা হলে আর্শীবাদের সময় একটি কাঁসার বড় থালায় পান, সুপারি, বাতাসা, মিষ্টি সাজিয়ে বরপক্ষের সামনে দেয়া হয়।[৩০]

www.pathagar.com

বিয়ের খোলা বসানো

বিয়ের কথা পাকা হলে বরের বাড়িতে উনুনে পাঁচটি এবং কনের বাড়িতে তিনটি খোলা বসানো হয়। এই খোলায় চিড়া, মুড়ি ভাজা হয়। বিয়ের তিন দিন পর সকালে দই পেতে হাঞ্চ (বিকাল) বা সন্ধ্যায় বর-কনেকে দই, চিড়া খাওয়ানো হয়।[৩১]

পান খিলি

বিয়ের চার অথবা সাত দিন আগে শুভক্ষণ দেখে বিয়ের পান খিলির দিন ধার্য করা হয়। পাঁচজন সধবা এয়ো পাঁচটা পান দিয়ে একটি খিলি তৈরি করে। এমন পাঁচটি খিলি তৈরি করে প্রতিটি খিলিতে আস্ত সুপারি দেয়া হয়। একটি পোড়া মাটির ঘটের উপর সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব রাখা হয়। ঘটে সরিষার তেল দিয়ে সিঁদুর গুলে পাঁচটি ফোঁটা দেয়া হয়। একে মঙ্গলঘট বলে। উঠোনের মাঝখানে লেপে মঙ্গলঘট বসানো হয়। আম্রপল্লবের উপরে পানের খিলি সাজিয়ে দেয়া হয়। খিলির উপর দুধের সর, চিনি ও পাঁচটি বাতাসা দেয়া হয়।[৩২]

অধিবাস

বিয়ের আগের দিন রাত বারোটার পর বর-কনেকে নতুন কাপড় পরিয়ে গিলা, হলুদ শরীরে মাখানো হয়। পোড়া মাটির ঘটে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। সিঁদুরের ফোটা দেয়া আম্রপল্লব ঘটে রাখা হয়। বর-কনেকে নতুন গামছা পরিয়ে মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে জোকার (উলুধ্বনি) দেয়া হয়।[৩৩]

চিড়া কুটা

পাঁচ এয়ো নতুন পাতিল লেপা উনুনে বসায়। পাঁচ মুষ্টি ধান খোলায় পাঁচবার ভাজে। ভাজা ধানের মধ্যে পাঁচটি হলুদ ও পাঁচটি আদার টুকরা দিয়ে গাইলে (কাইল) চেখাইট দিয়া চিড়া কুটে।[৩৪]

বর-কনের জলাভরন

নদীতে জল ভরতে যাওয়ার সময় কলসির মুখে সিঁদুরের ফোটা দেয়া পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপল্লব দিতে হয়। কলসির পেটে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। নতুন কুলায় ধান, দূর্বা, পাঁচটি আস্ত পান, পাঁচটি আস্ত সুপারি, পাঁচটি বাতাসা, একটি বাটিতে সরিষার তেল দিয়ে গোলা সিঁদুর এবং সরিষার তেলসহ পাঁচটি মুচিতে সলতে দিয়ে প্রদীপ ধরিয়ে দেয়া হয়। পাঁচজন বিবাহিতা নারী এই কলসি নিয়ে জল ভরতে যাবে। তাদের সঙ্গে ঢাকঢোল ইত্যাদি বাদ্যবাজনা থাকবে। পাঁচজন এয়ো নদীতে গিয়ে গঙ্গাকে তেল ঢেলে, দুটি আস্ত পান-সুপারি, বাতাসা নদীর পাড়ে রেখে নিমন্ত্রণ করে, কলসিতে জল ভরে নিয়ে আসে। এই জল দিয়ে বর-কনেকে স্নান করানো হয়।[৩৫]

ধাড়ি ধরা

নদীর ঘাট থেকে পাঁচ এয়ো জল ভরে বাড়ি ফেরার পথে অন্য নারীরা একটি পাটি দিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। যারা ধাড়ি ধরে এয়োরা কাঁখের কলসি থেকে জল নিয়ে তাদের ওপর ছিটিয়ে দেয়।[৩৬]

www.pathagar.com

সোহাগ মাগা

বরের বাড়িতে একটি নতুন কুলায় পাঁচটি প্রদীপ এবং কনের বাড়িতে নতুন একটি কুলায় তিনটি প্রদীপ সাজিয়ে নেয়া হয়। এক মুষ্টি সিদ্ধ চাল, একটি বাটিতে সরিষা তেল, সিঁদুর, একটি বাটিতে দুধের সর, চিনি, বাতাসা সাজিয়ে কুলায় রাখা হয়।

বরের মায়ের পরনে থাকে নতুন শাড়ি। আঁচলে উফত (গাছ), উতরাঙ্গা গাছ বাঁধা হয়। তত্ত্ব সাজানো কুলা মাথায় নিয়ে বরকনের জন্য সোহাগ মাগতে যায়। আঁচলের কোনা মাটিতে ছেচরাতে ছেচরাতে প্রতিবেশীর দুয়ারে সোহাগ মাগে। সাথে বাদ্য-বাজনা থাকে।[৩৭]

পাশা খেলা

একটি ঠুলির (পাত্র) মধ্যে সিদ্ধ চাল, সাতটি অথবা দশটি কড়ি রাখা হয়। একটি পাটিতে বর-বধূকে ঘিরে শ্যালিকা, ননদ, ঠাকুরমা, দিদা, বৌদি, জা বসে। বর চাল, কড়ির ঠুলি শীতল পাটির উপর ঢেলে দেয়। পাটি থেকে তুলে বধূ কড়ি বরের হাতে তুলে দেয়। অন্যরা ঠুলিতে চাল, কড়ি ভরে দেয়।[৩৮]

১৫. মুসলিম সম্প্রদায়ের বিয়ে

মেহেদি তোলা

পাঁচজন বিবাহিতা (একবার বিয়ে হয়েছে) কুলা নিয়ে মেহেদি তলায় যায়। কুলায় তত্ত্ব হিসাবে রাখা হয় পাঁচ থেকে ছয়টি পান, কাঁচা হলুদ, আস্ত সুপারি, চুন, খয়ের, সাদা পাতা, মোমবাতি, আগরবাতি এবং ছিনাইয়ে (ঝিনুক) সলতে, সরিষার তেল দিয়ে ধরিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে যিনি থাকেন তিনি মাথায় কুলা নিয়ে মেহেদি তলায় যান। তার পেছনে অন্যরা যান। প্রথমে পাঁচজন পাঁচমুঠো মেহেদি গাছ থেকে তুলে কুলায় রাখে। এরপর অন্যরা মেহেদি তুলবে। বাড়িতে এনে শীলে বেটে কনের হাতে লাগানো হয়।

বিয়ের পূর্বে বর কিংবা কনের মা, চাচি ও পাড়ার অন্য মেয়েরা দল বেঁধে সেজেগুঁজে কুলায় ধান, দূর্বা, হলুদ, ধুতুরা গাছের ফল দিয়ে বানানো কেরোসিনের কুপি প্রজ্জ্বলন করে মেহেদি তুলতে যায়।[৩৯]

হলুদ কুটা

একটি কুলায় হলুদ, সিঁদুর, কুলা, দুটি হরা (সরা), গিলা, হউরা (সরিষা), আলতা, মেন্দি পাতা, মিষ্টি দিয়ে সাজানো হয়। সরার উপর আলতা ও চুন দিয়ে ফুলের নকশা আঁকা হয়। ঢেঁকিতে তিনটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। পাঁচজন এয়ো কুলা ঢেঁকির সামনে রাখে। দু'জন ঢেঁকিতে হলুদ কুটে, একজন হলুদ গুঁড়া চালে। ঢেঁকি না থাকলে পাটায় হলুদ পিষে নেয়া হয়।[৪০]

কনে সাজানো

বরের বাড়ি থেকে কনে সাজানোর জিনিসপত্র এলে পাঁচজন বিবাহিতা কনেকে গোসল করায়। গোসল করার পর কনের বাবা মেয়ের নাকে নথ পরিয়ে দেয়। এরপর অন্যরা কনেকে গহনা, পোশাক পরিয়ে সাজায়।[৪১]

www.pathagar.com

১৬. পৌষ সংক্রান্তি

পৌষ মাসের ৩০ তারিখে পৌষসংক্রান্তির দিন পৌষ পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিটি ঘরেই এদিন পিঠাপুলি মিষ্টান্ন রান্না করে দেবতাকে ভোগ নিবেদন করে।

নরসিংদী সদর উপজেলার বৌয়াকুড় গ্রামে জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে জনশ্রুতি রয়েছে, পৌষ সংক্রান্তির দিন লক্ষ্মী বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসে। এদিন স্টিলের ঘটে পাঁচ পাতাবিশিষ্ট আম্রপলব দিয়ে লক্ষ্মীর আসনের সামনে রাখা হয়। ঘটের নিচে আল্পনা আঁকা হয়। ঘটের সামনে থেকে চৌকাঠ পর্যন্ত লক্ষ্মীর পা আঁকা হয়। পাঁচটি চিতল পিঠা এবং মিষ্টান্ন রান্না করে একটি থালায় সাজিয়ে লক্ষ্মীর ঘটের সামনে রাখা হয়। আরেকটি থালায় ফুট খই, তিলা, কদমা, কমলা, সবরি কলা দেয়া হয়। এটাকে লক্ষ্মীর আড়ত বলা হয়।[৪২]

বেলাব উপজেলার জংগুয়া গ্রামে যুগি সম্প্রদায়ের মধ্যে এদিন চালের গুঁড়া জলে গুলিয়ে ঘরে কলসি, ধানের নকশার আল্পনা আঁকা হয়। ঘরের সামনে ধানের ছড়াসহ লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়। অঙ্কনটি এমন করে আঁকা হয় লক্ষ্মী দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। উঠানেও আল্পনা আঁকা হয়। সকালবেলা চিতল পিঠা ও মিষ্টান রান্না করে লক্ষ্মী দেবীকে আড়ক[১৩] দেয়া হয়।

এরপর পরিবারের সদস্যদের জন্য পুলি, পাটিসাপটা, মাপলা, ডুগা[১৪] ইত্যাদি পিঠা তৈরি করা হয়।[৪৩]

১৭. চৈত্রসংক্রান্তি

বাংলা বছরের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ তারিখে চৈত্রসংক্রান্তি হয়। চৈত্রসংক্রান্তির দিন সকালে ভাইবোন নতুন জামাকাপড় পরে। বোন উপবাস থেকে ভাইয়ের এক হাতে কলইর ছাতু, আরেক হাতে ছিট খই তিনবার দিয়ে উচ্চারণ করে 'শত্রু যায় ঠ্যাঙের নিচ দিয়া'। এরপর বোন ভাইকে ধান, দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। একটি থালায় মিষ্টি, খই, ক্ষীর, পায়েস, মোয়া, মুড়ি সাজিয়ে ভাইকে পরিবেশন করে। ওই দিন দুপুরে নিমপাতা ভাজা, গিমা শাক, উচ্ছে ভাজা, তিতা ডাল, টক ডাল, শুক্তো, লাবড়া দিয়ে ভাত খায়।[৪৪]

মনোহরদীতে চৈত্রসংক্রান্তিতে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করে সবাই খালি পেটে নিম ও মটকিলা পাতা একসঙ্গে রস করে খায়। বোন উপবাস করে ভাইয়ের ডান হাতে তিনবার ছাতু দেয়। এরপর ছাতু, মুড়ি, চিড়া, নাড়ু, কলা, দই, মিষ্টি ভাইকে খাওয়ায়। পরিবারের অন্য সদস্যরাও এসব খাবার খায়। দুপুরে ভাতের সঙ্গে নিমপাতা, গিমা শাক ভাজা, বিভিন্ন রকমের ভাজা, নিরামিশ তরকারি, নারিকেল দিয়ে বুটের ডাল, কাঁচা আম দিয়ে মটর ডাল অর্থাৎ টক ডাল, সুক্তো ডাল ইত্যাদি খাওয়া হয়।[৪৫]

আঞ্চলিক শব্দার্থ :

১. সাঁতার, ২. সামনে, ৩. ভিতরে , ৪. কাপড় পরা, ৫. শাশুড়ি, ৬. নদী, ৭. রান্না, ৮. কুয়াশা, ৯. চাঁদ, ১০. সূর্য, ১১. উলুধ্বনি, ১২. অগ্রহায়ণ, ১৩. ভোগ, ১৪. পোয়া।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. আশালতা সাহা, স্বামী : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষক, ঠিকানা : গ্রাম : হেমেন্দ্র দাস রোড, পশ্চিম কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

২. দিপালী রানি সাহা, স্বামী : মৃত সঞ্জীব কুমার দাস, মা : মৃত শৈলবালা দাস, বয়স : ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্য কান্দাপাড়া, পাতিলা বাড়ির রোড, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩০.০৭.১২।

৩. সবিতা রানি দাস, স্বামী : দীপক চন্দ্র দাস, মা : মৃত মণি রানি দাস, বয়স : ৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৭.০৩.১২।

৪. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : মৃত অনিতা রানি দাস, বয়স : ৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৯.০৩.১২।

৫. প্রতিভা সাহা, স্বামী : হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, মা : মৃত সৌদামনী, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্য কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩০.০৭.১২।

৬. দিপালী রানি সাহা, স্বামী : মৃত সঞ্জীব কুমার দাস, মা : মৃত শৈলবালা দাস, বয়স : ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্য কান্দাপাড়া, পাতিলা বাড়ির রোড, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩০.০৭.১২।

৭. সবিতা রানি দাস, স্বামী : দীপক চন্দ্র দাস, মা : মৃত মণি রানি দাস, বয়স : ৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৭.০৩.১২।

৮. ঐ।

৯. ছায়া রানি চক্রবর্তী, স্বামী : ভূপেশ্বর চক্রবর্তী, মা : মৃত অবলা চক্রবর্তী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্য কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩০.০৭.১২।

১০. প্রতিভা সাহা, স্বামী : হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, মা : মৃত সৌদামনী, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্য কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখঃ ৩০.০৭.১২।

১১. আশালতা সাহা, স্বামী : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষক, ঠিকানা : গ্রাম : হেমেন্দ্র দাস রোড, পশ্চিম কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

১২. ঐ।

১৩. ঐ।

www.pathagar.com

১৪. ঐ।

১৫. প্রতিভা সাহা, স্বামী : হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, মা : মৃত সৌদামনী, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : গ্রাম : মধ্য কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখঃ ৩০.০৭.১২।

১৬. আশালতা সাহা, স্বামী : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষক, ঠিকানা : গ্রাম : হেমেন্দ্র দাস রোড, পশ্চিম কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

১৭. সাক্ষাৎকার : কাঞ্চন বর্মন, স্বামী : নৃপেন্দ্র বর্মন, ঠিকানা : গ্রাম : বেলাব গাঙ্গপাড়া, ডাকঘর : বেলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১।

১৮. শেফালী রানী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১

১৯. আশালতা সাহা, স্বামী : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষক, ঠিকানা : গ্রাম : হেমেন্দ্র দাস রোড, পশ্চিম কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখঃ ৩১.০৭.১২।

২০. ঐ।

২১. ঐ।

২২. ঐ।

২৩. ঐ।

২৪. ঐ।

২৫. ঐ।

২৬. ঐ।

২৭. মেহেদী হাসান রিপন, বাবা : সিরাজ ভুঁইয়া, ঠিকানা : গ্রাম : রায়পুরা থানাহাটি, ডাকঘর : রায়পুরা, থানা : রায়পুরা, জেলা : রায়পুরা, বয়স : ৪৫, পেশা : সাংবাদিকতা, তারিখ : ২৬-০৯-১৪।

২৮. ঐ।

২৯. ঐ।

৩০. গন্ধেশ্বরী পাল, স্বামী : অবিনেশ চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, সাক্ষাৎকারের তারিখ : ০৪.১২.১১।

৩১. সরোজিনী পাল, স্বামীর নাম : শ্রীচরণ পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭০, তারিখ : ০৪.১২.১১।

৩২. ধন রানি পাল, স্বামী : হরিদাস চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৪.১২.১১।

www.pathagar.com

৩৩. বাসনা রানি পাল, স্বামী : সুকুমার পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসর, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়সঃ ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০১.১১.১১।

৩৪. ববিতা পাল, স্বামী : লিটু পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসর, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : মৃৎশিল্পী, তারিখ : ০১.১১.১১।

৩৫. সুধা রানি পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কুন্দারপাড়া, সুনাইমুড়ী পাহাড় সংলগ্ন, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ২৩.০৭.১১।

৩৬. শোকমান, স্বামীর নাম : স্বর্গীয় বীরেন্দ্র চন্দ্র দাস, ঠিকানা : গ্রাম : ভরতেরকান্দি, ডাকঘর : ভরতেরকান্দি, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, তারিখ : ২৬.০৯.১১।

৩৭. সুধা রানি পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কুন্দারপাড়া, সুনাইমুড়ী পাহাড় সংলগ্ন, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ২৩.০৭.১১।

৩৮. ছায়া রানি পাল, স্বামী : সন্তোষ চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : চন্দনপুর, ডাকঘর : চন্দনপুর পশ্চিমপাড়া, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০২.১২.১১।

৩৯. জগতুননেসা, স্বামীর নাম : সুরুজ মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বরচর, ডাকঘর : বরচর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৮.১২.১১।

৪০. মালেকা বানু, স্বামীর নাম : নূর আহমেদ, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়সঃ ৬০, স্বাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০২.১২.১১।

৪১. ঐ।

৪২. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : মৃত অনিতা রানী দাস, বয়স : ৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৯.০৩.১২।

৪৩. স্বপ্না দেবনাথ, স্বামীর নাম : সুনীল দেবনাথ, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণি, তারিখ : ০৭.১২.১১।

৪৪. শেফালী রাণী দাস. স্বামী : কার্তিক চন্দ্র দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চরআমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, সংগ্রহের তারিখ : ০৪-১২-১১।

৪৫. যশোদা রাণী দাস, স্বামী : রাধারমণ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : রামপুরা, ডাকঘর : রামপুরা বাজার, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, বয়স : ৬০, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০১-০৮-১২।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

নরসিংদী অঞ্চলের বিভিন্ন খাবারের মধ্যে কয়েকরকমের পিঠার প্রচলন লক্ষণীয়। বেলাব উপজেলায় এ ধরনের পিঠার প্রচলন রয়েছে।

মাপলা পিঠা

নরসিংদী অঞ্চলে এ পিঠার প্রচলন রয়েছে। সামান্য জলে আখের[১] গুড় জ্বাল দেয়া হয়। গুড় আঠালো হলে আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে ভালো করে নাড়তে হয়। গরম গরম হাতে নিয়ে গোল গোল করে ডুবো তেলে ভেজে মচমচে নামানো হয়।[১]

বড়া পিঠা

নরসিংদী অঞ্চলে পৌষসংক্রান্তির দিন বড়া পিঠা তৈরির প্রচলন রয়েছে। আতপ চালের গুঁড়ি, কুড়ানো নারিকেল, খেজুরের গুড় একসাথে মিশিয়ে গাইলে[২] পার দেয়া হয়। যাদের কাহিল চিয়া নাই তারা কচলে নেয়। এরপর ছোটো ছোটো বলের মতো গোল গোল করা হয়। প্রতিটি বল একটি সাজের মধ্যে রেখে আরেকটি সাজ দিয়ে চাপ দিয়ে ডুবো তেলে ভাজা হয়।[২]

ম্যারা পিঠা

নরসিংদী অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পিঠা খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। বেলাব উপজেলার ভাটেরচর গ্রামের রহিমা খাতুন বলেন, আতপ চালের গুঁড়া পাতিলে হালকা আঁচে টাইল্যা নিতে হয়। টালার পর সামান্য নুন ও সিদ্ধ পানি দিয়ে মাখানো হয়। মাইখ্যা হাতে বইল্যা নৌকার মতো বানানো হয়। পাখাইলে[৩] একটি মাটির পাতিলে পানি বসাইয়া এর উপর পইন[৪] বসাইয়া ম্যারা পিঠা দিতে হয়। সিদ্ধ হইলে নামাইয়া খায়।[৩]

মারি পিঠা

নরসিংদী অঞ্চলে মারি পিঠা খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। বেলাব উপজেলার ভাটেরচর গ্রামের রহিমা খাতুন বলেন, বাঘেনো[৫] কলা পানিতে সিদ্ধ কইর‍্যা চালন দিয়া চাইল্যা বিচি আলাদা করতে হয়। আলা চালের গুঁড়া উইছা[৬] সিদ্ধ পানি দিয়া রুটির কাই বানাতে হয়। অল্প অল্প কাই নিয়া দুই থাইক্যা তিন ইঞ্চি লম্বা বড় চষির মতো বানাইতে হবে। পাহাইলে কলার পানিতে পাক উঠলে ফেইট্যা চষি ছাইড়া দিয়ুন লাগে। সবসময় নাড়া দিতে হইব। গুয়ামুড়ি[৭], তেজপাতা, খালগুটা[৮] দিয়া সিদ্ধ হইলে রসটা ঘন হইয়া আসলে নামাইতে হইব।[৪]

ডুগা

নরসিংদী অঞ্চলেও ডুগা[৯] পিঠার প্রচলন রয়েছে। তবে অন্যান্য অঞ্চল থেকে এ অঞ্চলে ডুগা পিঠা তৈরির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বেলাব উপজেলার ভাটেরচর গ্রামের রহিমা

www.pathagar.com

খাতুন বলেন, অল্প পানি সিদ্ধ কইর‍্যা আলা চাইলের গুঁড়া দিয়া হালুয়ার মতো করতে হয়। এরপর একটি পাত্রে চালের গুঁড়া নিয়ে পানি, গুড় দিয়ে ঘন বা পাতলা নয় মাঝারি আকারের গুলতে হবে। হালুয়া এই গোলায় মিলাইয়া ইচ্ছামতো ঘুটন[১০] লাগব। একটি কড়াইতে তেল ঢাইল্যা দিতে হইব। যাতে পিঠা ডুব দেয়। চইড়া[১১] দিয়া তেলে ছাড়তে হইব। এক পিঠ ভাজা হইলে উল্টাইয়া দিতে হইব। পিঠা ভালো কইর‍্যা ফুললে তেল থাইক্যা তুইল্যা ফেলতে হইব। হালুয়া দিলে ভুইত্যা[১২] হইব।[৫]

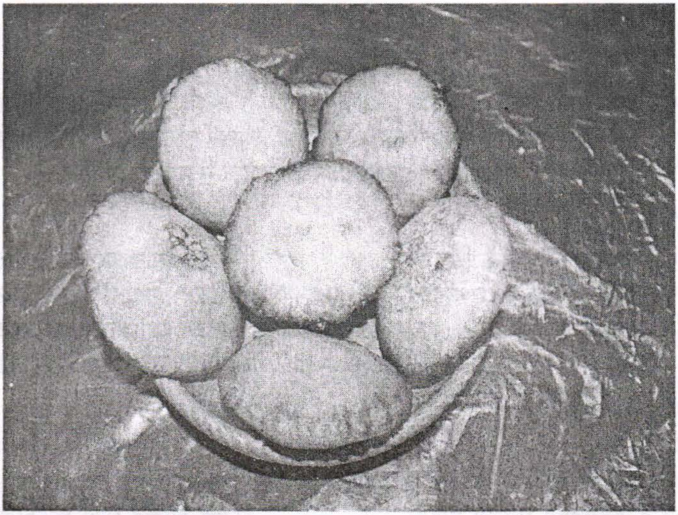

ডুগা পিঠা

সেওইর নাড়ু

নরসিংদী উপজেলার বৌয়াকুড় গ্রামের খালপাড়া জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্মী পূজায় সেওইর নাড়ু তৈরি করা হয়। ভাত রান্না করে চালন দিয়ে ডলে রোদে শুকানো হয়। শুকানো ভাতের ঝুরঝুরি বালু অথবা তেল দিয়ে ভাজা হয়। ভাজা সেওই গুড়ে পাক দিয়ে নাড়ু তৈরি করা হয়।[৬]

চষির নাড়ু

শিবপুর উপজেলার কামরাব গ্রামের পাল সম্প্রদায়ের মধ্যে চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি চষির নাড়ু তৈরি করে লক্ষ্মী দেবীকে নিবেদন করার প্রচলন রয়েছে। যা নরসিংদী অঞ্চলের অন্য কোথাও এই নাড়ুর প্রচলন দেখা যায়না। চালের গুড়া দিয়ে চষি বানিয়ে তা খোলায় ভাজা হয়। ছিট খইয়ের গুঁড়া খোলায় ভাজা চষির সঙ্গে মেলানো হয়। উখের[১৩] গুড় জ্বাল দিয়ে আঠালো হলে ছিট খইয়ের গুঁড়াসহ ভাজা চষি ছেড়ে দেয়া হয়। পাক এলে এলাচ, মিষ্টি সজ, জিরা ভাজা গুঁড়া দিয়ে মিলিয়ে নামিয়ে ফেলা হয়। ঠান্ডা হলে গোল গোল করে নাড়ু বানানো হয়।[৭]

www.pathagar.com

কাউনের ফিরনি

রায়পুর উপজেলায় ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় সকালে কাউনের চালের ফিরনি খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। যা নরসিংদী অঞ্চলের অন্য কোথাও এর প্রচলন দেখা যায় না। কাউনের চাল ধুয়ে পানি দিয়ে সিদ্ধ করা হয়। চাল সিদ্ধ হলে দুধ দিয়ে জ্বাল দিয়ে ফিরনি তৈরি করা হয়।[৮]

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. আখ, ২. কাহিল চিয়া, ৩. চুলা, ৪. ছিদ্র করা মাটির পাতিল, ৫. বিচা কলা, ৬. টেলে, ৭. সব, ৮. গরমমশলা, ৯. তেলের পিঠা, ১০. নাড়া, ১১. চামচ, ১২. বড় ১৩. আখের গুড়

তথ্যসূত্র

১. স্বপ্না দেবনাথ, স্বামীর নাম : সুনীল দেবনাথ, ঠিকানা : গ্রাম : জংগুয়া, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণি, তারিখ : ০৭.১২.১১।
২. কাঞ্চন বর্মন, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্র বর্মন, ঠিকানা : গ্রাম : বেলাব গাঙ্গপুর পাড়া, ডাকঘর : বেলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১।
৩. রহিমা খাতুন, স্বামী : মৃত গোলাপ মিয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৯০, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৪. রহিমা খাতুন, স্বামী : মৃত গোলাপ মিয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৯০, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৫. রহিমা খাতুন, স্বামী : মৃত গোলাপ মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৯০, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৬. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : মৃত অনিতা রানী দাস, বয়স : ৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৭.০৩.১২।
৭. ধন রানী পাল, স্বামী : হরিদাস চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৪.১২.১১।
৮. মেহেদী হাসান রিপন, বাবা : সিরাজ ভুঁইয়া, ঠিকানা : গ্রাম : রায়পুরা থানাহাটি, ডাকঘর : রায়পুরা, থানা : রায়পুরা, জেলা : রায়পুরা, বয়স : ৪৫, পেশা : সাংবাদিকতা, তারিখ : ২৬.০৯.১৪।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ খেলাধুলা। প্রত্যেক দেশ বা জাতির একটি নিজস্ব লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতি রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামবাংলার সংস্কৃতির কয়েকটি মৌলিক উপাদানের একটি হলো লৌকিক খেলাধুলা। যা আমাদের লোক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

প্রাচীনকালে গ্রামবাংলার মানুষ তার দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে বিনোদনের জন্য অথবা জীবনযাপনে বৈচিত্র্য আনতে খেলাধুলার কৌশল করায়ত্ত করে। নরসিংদী জেলার ছেলেমেয়ে, বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলে চিত্তবিনোদনের জন্য হাডুডু, বউছি, চারা খেলা, আকাশের তিন তারা, গাচছুয়া, ছুঁয়াছুঁয়ি, বলডই, গোটাবাড়ি, চট বা নাটা গোটা খেলা, আদা খেলা, হাঁসাহাঁসী খেলা, বান্দী নাচান খেলা, ধাপ্পা খেলা, ডাং খেলা, কানামাছি, চাপিলা চুপিলা খেলা, ডুবাডুবি খেলা, ফাককা খেলা, ঘঙ্গী, হাড়াইয়া খেলা, ডুককু ইত্যাদি খেলার প্রচলন রয়েছে।

নরসিংদী লৌকিক খেলাধুলার মূল উৎসগুলোর মধ্যে মাটির হাড়ি-পাতিল, কলসির গোলাকার টুকরা অথবা চাড়া, কাঁঠাল বিচি, নাটা, গোটা, ছোট ছোট ইটের চাকা, কড়ি ইত্যাদি অন্যতম উপাদান। বিচিত্র সব খেলায় দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়। আর এসব খেলায় লৌকিক ছড়ারও প্রাধান্য রয়েছে। খেলা চলাকালে খেলোয়াড় ছড়া কাটে। যা খেলাকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে। লৌকিক এই খেলাগুলো শরীরচর্চার অংশ হলেও কয়েকটি খেলা মেয়েরা ঘরে অথবা উঠোনে বসে বসেই খেলে থাকে। যেমন চট বা নাটা গোটা খেলা। এ খেলায় শরীরের কসরতের দরকার হয় না।

লাঠি খেলা

নরসিংদী জেলার গ্রামগুলোতে লাঠি খেলার প্রচলন আগেও ছিল এখনও আছে। নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার দৌলতকান্দি গ্রামের হাসানউদ্দিন খলিফা ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চলে লাঠি খেলার প্রচলন করেন । অলিপুরা ইউনিয়নের অলিপুরা গ্রামের সবদর খানের ছেলে আব্দুল বাতেন খান পাকিস্তান শাসনামলে লাঠি খেলা শুরু করেন। তখন তার বয়স ছিল আঠার বছর। বর্তমানে তার বয়স বিরানব্বই বছর। তিনি নরসিংদীর বেলাব উপজেলার জঙ্গুয়া গ্রামের লাঠিখেলার তিন ওস্তাদ ইসমাইল, আব্দুল বারিক এবং আব্দুল করিমের কাছে লাঠি খেলার তালিম নেন। লাঠি খেলার দলের দলনেতা আব্দুল বাতেন খান প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ বছর ধরে এ খেলা খেলে আসছেন। তখন তার দলে ১০/১২জন খেলোয়াড় ছিল। এক এক করে সবাই মারা যাওয়ায় এখন দলে ৪ জন খেলোয়াড় রয়েছেন। তাদের মধ্যে একই গ্রামের রহিম ভূইয়ার ছেলে ৬০ বছর বয়সী

www.pathagar.com

মো. বাছেদ ভূইয়া, সেকান্দর ভূইয়ার ছেলে ৫৫ বছর বয়সী আওলাদ হোসেন, ও আ. হাইয়ের ছেলে ৫০ বছর বয়সী আব্দুল সিরাজ ভূইয়া। এখনও তারা দলনেতার সঙ্গে লাঠি খেলা খেলেন। তার সঙ্গে আরো যে দু'জন খেলোয়াড় লাঠিখেলা খেলতেন রায়পুরা উপজেলার নবিয়াবাদ গ্রামের বারিক, চান্দেরকান্দি গ্রামের করিম। এই দু'জন লাঠি খেলোয়াড় আর বেঁচে নেই।[১]

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আলোকিত রায়পুরার উদ্যোগে ১লা বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজন করেছিল ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা। এ উপজেলায় এ লাঠি খেলা আজ বিলুপ্তির পথে।

মনোহরদী উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের মনতলা গ্রামের এ বি এম মাহফুজুল হক এর মতে, সপ্তদশ শতাব্দীতে খিদিরপুর ইউনিয়নের পাড়াতলা গ্রামে লাঠি খেলার শুরু। সেসময়ে খিদিরপুর ইউনিয়নের মনতলা, চর আহমদপুর, রামপুরা, পাড়াতলা, ডুমুরমারা, নয়াপাড়ায় লাঠি খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এখনও হয়। সেসময়ে বাবা-ছেলে, দাদা-নাতির দল ছিল। বর্ষাকালে বোরো ধান কাটার পর এই খেলার আয়োজন করা হয়। সাধারণত দুপুর তিনটার দিকে লাঠি খেলা শুরু হয়। ঘন্টা তিনেক এই খেলা চলে। মনোহরদী উপজেলার লেবুতলা ইউনিয়নের সাগরদী গ্রামের নরেন্দ্রপুর লাঠি খেলোয়াড় একাদশ দল, চালাকচর ইউনিয়নের মাইজদা লাঠি খেলোয়াড় একাদশ দল, খিদিরপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের লাঠি খেলোয়াড় দল আছে।[২]

লাঠির ধরন

লাঠি খেলায় জালি বেত এবং বাঁশের দু'ধরনের লাঠি ব্যবহার করা হয়। লম্বায় তিন ফুট হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

পোশাক-আশাক

লাঠি খেলার খেলোয়াড়দের পরনে থাকে সাদা গেঞ্জি, কোচা দিয়ে পরা সাদা ধুতি এবং রঙিন লাল শালু পাঁচ হাত লম্বা এবং এক হাত চওড়া কাপড় কোমরে পেঁচিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

লাঠি খেলার পদ্ধতি

জালি বেত এবং বাঁশের তৈরি এক লাঠি অথবা দুই লাঠি দিয়ে দর্শকদের এই খেলা দেখানো হয়। একটি বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক পক্ষের দু'জন এক লাঠি, দু'লাঠি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলে। প্রতি পক্ষের খেলোয়াড়রাও একই পরিমাণ লাঠি নিয়েই খেলা খেলে। যে দল বেশি আকর্ষণীয় খেলা দেখাতে পারে সে দলই জয়ী হয়।

একজন খেলোয়াড় একটি অথবা তিনটি লাঠি দিয়েও খেলা দেখান। একজন একজন করে খেলোয়াড় রংঢং করে হেঁটে গিয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশে সালাম জানান। প্রথমে দু'জনে খেলা আরম্ভ করেন। এরপর চারজনে রংবাজি খেলা দেখান। এরপর আবার একা একজন একজন করে ডিগবাজি দিয়ে লাঠি খেলা দেখান। চারজনে দুইজন, দুইজন করে, আবার ছয়জনে তিনজন তিনজন করে খেলেন। এক লাঠিতে এক মাইর, দুই লাঠিতে দুই মাইর, তিন লাঠিতে তিন মাইর, চাইর লাঠিতে চাইর মাইর এবং দুই লাঠিতেও চাইরের মাইর দেন খেলোয়াড়রা। নিজের দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গেই খেলে থাকেন। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলেন না। খেলা দেখানোর সময় বখশিশও পান খেলোয়াড়রা। যে খেলোয়াড় খেলায় হেরে যাবেন তিনি বাম হাত পেছনে দিয়ে ডান হাতে লাঠিসহ সামনে বিজয়ী খেলোয়াড়ের সামনে এগিয়ে যাবেন।

খেলার মাঠ অথবা খোলা জায়গায় দু'থেকে তিন ঘন্টা পর্যন্ত খেলা চলে।

যে যে অনুষ্ঠানে খেলা দেখানো হয়

বাড়ি, সুন্নতে খাতনাসহ যে কোনো উৎসবে লাঠি খেলার কদর ছিল। লাঠি খেলার আয়োজন ছাড়া কোনো উৎসবই হতো না এ উপজেলায়। বর্তমানে তা সীমিত হয়ে পড়লেও নরসিংদীর রায়পুরাসহ বিভিন্ন এলাকায় পহেলা বৈশাখ, রাজনৈতিক এবং সরকারি, মুসলমানি, বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকে ব্যক্তিগতভাবেও লাঠি খেলার আয়োজন করে থাকেন। পুত্রসন্তান হওয়ায় লাঠিখেলা আয়োজনের মানত করতেও অনেককে দেখা যায়। মানত পূর্ণ হলে লাঠি খেলার দলকে দাওয়াত করে এনে লাঠিখেলার আয়োজন করে থাকেন। খেলা দেখিয়ে লাঠিখেলার প্রত্যেক দল ৫ থেকে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত পান। দলপতি খেলোয়াড়দের এই টাকা সমানভাবে ভাগ করে দেন। কোনো মাসে চারদিন, কোনো মাসে একদিন, কোনো মাসে বায়না পান না। অনেক সময় ২ থেকে ৩ মাস পর লোকজন এসে তাদের নিয়ে যায় খেলা দেখানোর জন্যে। তবে বৈশাখে তাদের খেলা দেখানোর চাপ বেশি থাকে।

www.pathagar.com

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে তুলাতুলী গ্রামে লাঠিখেলা

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার তুলাতুলী গ্রামে ফুটবল খেলার মাঠে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আলোকিত রায়পুরা লাঠি খেলার আয়োজন করে। দুপুর থেকেই গ্রামের অসংখ্য মানুষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বিকালে চান্দেরকান্দি ইউনিয়নের মেরাতুলী গ্রামের মাঠে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা দেখার জন্য জড়ো হতে থাকেন । বিকালে লাঠি খেলা শুরু হয়।

মো. জালাল মেম্বার এর সভাপতিত্বে লাঠি খেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়পুরা পৌর মেয়র আঃ কুদ্দুছ ও পৌর কাউন্সিলর মো. গোলাপ মিয়া। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. মো. নূরুল ইসলাম, মো. রবি মিয়া প্রমুখ। রায়পুরা উপজেলার অলিপুরা ইউনিয়নের অলিপুরা গ্রামের শব্দর খানের ছেলে আব্দুল বাতেন খান লাঠি খেলার দল বিভিন্ন ধরনের খেলা প্রদর্শন করেন।[৩]

নুনতি খেলা

নুনতি খেলায় তিনজনের বেশি খেলোয়াড় লাগে। আট থেকে তের বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা এই খেলা খেলে থাকে।

খেলার পদ্ধতি

খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে একজন কাক হয়। যে কাক হয় সে তার হাঁটু অথবা পায়ের পাতার সামনে মাটিতে দুই হাত দিয়ে নুইয়ে থাকে। অন্য খেলোয়াড়রা ছড়া কাটতে কাটতে তার উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়।

আসমানে আষ্ট তারা
আমার নাম জাহানারা
আমি কি জানি?
ঠান্ডা লেবুর পানি।[৪]

ছড়া কাটার সময় যে খেলোয়াড়ের কাকের শরীর ছোঁয়া লাগবে সে কাক হবে।

বরা খেলা

পাঁচ থেকে সাতজন খেলোয়াড় লাগে। একটি আমের আঁটি লাগে।

খেলার পদ্ধতি

মাটিতে একটি বৃত্তাকার দাগ কাটা হয়। খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন কাক হয়। কাক আমের আঁটি হাতে বৃত্তাকারের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য খেলোয়াড়রা বৃত্তাকারের বাইরে কাকের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। কাক তার হাতের আমের আঁটিটি সামনে থেকে মাথার উপর দিয়ে পেছনের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারে। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়রা যদি ধরতে পারে তাহলে যে ধরবে সে নাম্বার পাবে। যে খেলোয়াড় যত বেশি ধরবে সে তত বেশি নাম্বার পাবে। নাম্বার যার বেশি হবে সে জিতবে। কোনো খেলোয়াড় আমের আঁটি ধরতে না পারলে তাদের মধ্যে একজন কাক হবে।[৫]

www.pathagar.com

কানামাছি খেলার ছড়া

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যারে পাবি তারে ছোঁ।

খেলার পদ্ধতি

পাঁচ থেকে ছয়জন খেলোয়াড় লাগে। যার চোখবাঁধা হয় তাকে কাক বলে। তিনজন খেলোয়াড় তাদের বাম হাত উল্টোদিক করে রাখে। একসাথে তারা হাত সরিয়ে নেয়। হাত সরানোর সময় যার হাত উল্টে যায় সেই কাক হয়। তার চোখ বেঁধে অন্য খেলোয়াড়রা এই ছড়াটি আওড়ায়। অন্য খেলোয়াড়রা তাকে ছুঁয়ে আশ পাশে ঘুরতে থাকে। যদি কাক তাকে ছুঁয়ে যাওয়া খেলোয়াড়কে জাপটে ধরে নাম বলতে পারে তাহলে যাকে জাপটে ধরে সেই কাক হয়। ঐ খেলোয়াড় অন্য খেলোয়াড় দিয়ে খেলে। চোখ পাতলা কাপড়, রুমাল দিয়ে বাধা হয়।[৬]

চাম চাম বুদুর বুদুর
খেলার পদ্ধতি

দুটি দল থাকে। প্রতিটি দলে সমান সমান খেলোয়াড় লাগে। দু'জন খেলোয়াড়ের বয়স কমপক্ষে ১০ থেকে ১২ বছর হতে হবে। দুপাশে সমান দুরত্বে দুটি দাগ টানতে হয়। দাগের উপরে খেলোয়াড়রা বসে দু'হাত হাঁটুর উপরে রাখে। দু'দলে দ'ুজন মূল্য লাগে। এরা দু'জন বড় খেলোয়াড়। একদল ফুলের নাম নিলে, অন্যদল ফলের নাম নেয়। যে কোনো বিষয়ের নামই নিতে পারে। ফুলের নাম হলে যার যার দলের খেলোয়াড়ের নাম ফুলের নাম রাখা হয়। মূল্য বিপরীত দলের খেলোয়াড়ের চোখ ধরে তার দলের ফুল বা ফলের নাম দেয়া খেলোয়াড়কে ডাকবে।

নরসিংদীর সদরে বৌয়াকুড় গ্রামে চামচাম বুদুর বুদুর খেলা খেলছে লাইমা আক্তার, ইশরাত জাহান ইভার দল

www.pathagar.com

আয়রে আমার শাপলা - ডাকার সাথে সাথে চোখ ধরা খেলোয়াড়ের কপালে টোকা দিবে। যার চোখ ধরা থাকবে সে টোকা দেয়া খেলোয়াড়ের নাম বলতে পারলে মূল্য লাফ দিবে। যেখানে মূল্য লাফ দিয়ে যাবে ঐ খেলোয়াড়কে সেই স্থানে গিয়ে বসতে হয়। যাকে ডাকা হয়েছিল তার নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখা হবে। এভাবে যে দলের খেলোয়াড়রা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সীমানা অতিক্রম করবে সেই দল জয়ী হবে।[৭]

ইচিংবিচিং খেলার ছড়া

ইচিংবিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা
ইস বিষ ধানের শীষ
খালেদার পেট বিষ।[৮]

রাজনীতিতে যে দল হারে তাকে নিয়ে এই খেলায় ছড়া কাটা হয়।

খেলার পদ্ধতি

দশ থেকে বারোজন খেলোয়াড় লাগে। দু'জন খেলোয়াড় মাটিতে বসে দু'জনের দুপা একসাথে করে। যতজন খেলোয়াড় খেলবে তারা তিনবার এর ওপর দিয়ে আসা যাওয়া করবে। তিনবার যাওয়া আসার পর প্রথমে পায়ের ওপর পা, এরপর খেলোয়াড়রা তিনবার একইভাবে আসা যাওয়া করবে। হাতের বুড়ো আঙ্গুল পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ছোঁবে। আবার তিনবার যাওয়া আসার পর একইভাবে আরেকটি হাত রাখা হবে। আসা যাওয়ার সময় যে খেলোয়াড়ের ছোঁয়া লাগবে সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। দু'জন খেলোয়াড়ের ছোঁয়া লাগলে তখন দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়কে ডেকে সে কাক হবে। যদি ছোঁয়া না লাগে তাহলে খেলোয়াড়রা এক পায়ে লাফিয়ে দুই কাকের চারদিকে তিনবার ঘুরবে। ছোঁয়া না লাগলে দু'জন কাক পা ছড়িয়ে বসবে। ঐ খেলোয়াড়রা তাদের মাঝখানে খালি জায়গায় পা রেখে লাফ দিয়ে ঐ পাড়ে যাবে। এরপর তারা একে একে এক পা দুই কাকের পর ছড়ানোর মাঝখানে এবং এক পা বাইরে ফেলে ঘুরে ঘুরে লাফাবে এবং ছড়া কাটবে।

নরসিংদীর সদরে বৌয়াকুড় গ্রামে ইচিংবিচিং খেলছে লাইমা আক্তার ও তার দল

www.pathagar.com

সাত পাতা খেলা

খেলার পদ্ধতি

তিনজন খেলোয়াড় তিন হাত একসাথে হাত সরিয়ে নেয়। দু'জনেরটা একরকম হলে তৃতীয়জনেরটা ভিন্নরকম হলে তাকে কাক করা হয়। দু'হাত উপুড় করা এবং এক হাত চিত অথবা দু'হাত চিত এক হাত উপুড় করা থাকলে যারটা একরকম হবে না সে কাক হবে।

খেলোয়াড়রা কাককে জিজ্ঞেস করে কাকরে কাক কি পাতা? কাক একটি পাতার নাম বলবে। ঐ পাতা সব খেলোয়াড়রা গিয়ে নিয়ে আসবে। এভাবে সাতটি পাতার নাম কাক বলবে। খেলোয়াড়রা নিজেদের কাছে ঐ পাতা রাখবে। প্রতিটি খেলোয়াড় মাটিতে বৃত্তাকারে একটি ঘর আঁকবে। একজন খেলোয়াড় কাকের চোখ ধরে অন্য খেলোয়াড়রা এই পাতা নিজ নিজ ঘরের মাটির তলায় পুতে রাখবে। কাক প্রতিটি খেলোয়াড়ের ঘর খুঁজে ঐ পাতা বের করার চেষ্টা করবে। যদি বের করতে পারে যার ঘর থেকে বের করবে সে কাক হবে।[৯]

কলা কলা কলা ডুম খেলার ছড়া

কলা কলা কলার ডুম
লাত্থি দিয়া ফালাই দিম।
মুছি মুছি কাপড় কাচি
লাক্স সাবান দিয়া গোসল করি।
আয়রে আয় নাপিত
চুল কাটিয়ে দে
দাড়ি মুছ ফালিয়ে দে।
যারে পাবে তারে ছোঁয়া দিয়া যা।
মেন্দি গাছে উঠছিলাম
ডাইল ভাইঙ্গা পড়ছিলাম।
আমার বাড়ি ঢাকা
ঘর দুয়ার পাকা।
ঘরের ভিতর আলমারি
ধাপুর ধুপুর ফাল মারি।[১০]

খেলার পদ্ধতি

এই খেলায় পাঁচজন খেলোয়াড় লাগে। মাটিতে একটি চারকোনা ঘর আঁকা হয়। প্রতিটি কোনায় একটি ত্রিভুজাকৃতি ঘর আঁকা হয়। চারজন খেলোয়াড় ঐ ঘরের চার কোনায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝখানে গোল করে একটি বৃত্তাকার ঘর আঁকা হয়। কাক ঐ ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন করে খেলোয়াড় চারকোনা সীমানার বাইরে ছড়া কাটতে

www.pathagar.com

কাটতে- 'কলা কলা কলার ডুম/ লাত্থি দিয়া ফালাই দিম' ঘুরবে। এভাবে একজন একজন করে চারজন ঘুরবে। দ্বিতীয়জন ছড়া কাটবে মুছি মুছি কাপড় কাচি/ লাক্স সাবান দিয়া গোসল করি। এভাবে চারজনের ছড়া আবৃত্তি হলে আবার একইভাবে খেলোয়াড়রা ঘুরবে আর ছড়া কাটবে - আয়রে আয় নাপিত/চুল কাটিয়ে দে/ দাড়ি মুছ ফালিয়ে দে। এরপর হাতে মাটি নিয়ে প্রত্যেক খেলোয়াড় ছড়া কাটবে - যারে পাবে তারে ছোঁয়া দিয়া যা।

ছড়া কাটতে কাটতে একদমে দু'বার ছি করা হয়। যদি একদমে না পারে তাহলে ঐ খেলোয়াড় মারা যায়। কাক তার ঘরে যায়, মারা যাওয়া খেলোয়াড় কাক হয়। অন্য খেলোয়াড়রা চারপাশ ঘুরে আবৃত্তি করে - মেন্দি গাছে উঠছিলাম/ ডাইল ভাইঙ্গা পড়ছিলাম। এরপর প্রথম ঘর অর্থাৎ পশ্চিমে দাঁড়ানো খেলোয়াড় প্রথমে চারপাশ ঘুরে ছড়া কাটবে - আমার বাড়ি ঢাকা/ ঘর দুয়ার পাকা/ ঘরের ভিতর আলমারি/ ধাপুর ধুপুর ফাল মারি।[১১]

এরপর দ্বিতীয় অর্থাৎ দক্ষিণ, তৃতীয় ঘর অর্থাৎ পূর্ব এবং চতুর্থ ঘর উত্তর দিক ঘুরে খেলোয়াড়রা ছড়া কাটবে। একজন খেলোয়াড় তার বিপরীত ঘরের খেলোয়াড়ের হাত ধরে দশবার ঘর পাল্টাপাল্টি করবে। যদি কোনো খেলোয়াড় ঘরে পৌঁছতে না পারে কাক তার ঘরে ঢুকে যায়। যে ঘরে ঢুকতে পারেনি সে কাক হয়। একজন খেলোয়াড় কাককে এসময় ঘর থেকে বের করে এনে জাপটে ধরে রাখবে।

বউছি খেলার ছড়া

ডুকু ডুকু বিলাতি বেন
তেরিবেরি করলে জুতাদা দেম।[১২]
অথবা
ডুডু হেনটেল
পায়ে দেব স্যান্ডেল
হাতে দিব ঘড়ি
বাগ বাকুম পেয়ারি।[১৩]

খেলার পদ্ধতি

এ খেলায় দু'টি দল থাকে। প্রতি দলে সমান খেলোয়াড় থাকে। টস দিয়ে নির্ধারণ করা হয় কোন দল আগে খেলবে। যে দল আগে খেলবে সেই দল থেকে একজনকে বউ নির্বাচন করা হয়। পাঁচ থেকে দশ হাত দুরত্বে দু'পাশে দুটি গোলাকার ঘর কাটা হয়। একটি ঘরে বউ থাকে। আরেকটি ঘরে বউর খেলোয়াড়রা অর্থাৎ বউর দলের বাকি খেলোয়াড়রা অবস্থান করে। বউর ঘর ছোট আকারে এবং খেলোয়াড়দের ঘর বড় আকারে হয়। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা বউকে ঘিরে থাকে। যাতে বউ তার ঘরে ফিরে যেতে চাইলে তারা ছুঁয়ে দিতে পারে। বউয়ের পক্ষ থেকে একজন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছড়া কেটে ছুঁতে যায়। যাকে স্পর্শ করবে সে খেলোয়াড় আর খেলতে পারবে না। সুযোগ বুঝে বউ নিজের ঘর থেকে তার দলের ঘরে দৌড়ে আসতে

www.pathagar.com

পারলেই বউয়ের পক্ষ জিতে যাবে। বউ ঘরে ফিরে আসার সময় প্রতিপক্ষ বউকে ছুঁয়ে দিলে বউ মরা হয়ে যায় অর্থাৎ বউয়ের পক্ষ হেরে যায়।

হাডুডু খেলার ছড়া

কলা গাছের ডাগ্যা
বেটা হইলে আগ্যা।[১৪]

খেলার পদ্ধতি

হাডুডু নরসিংদী জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খেলা। মাঠ অথবা উঠোনের মাটির উপরে সমতল জায়গার মাঝখানে দাগ কেটে সীমানা বেঁধে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। সীমানা নির্ধারক রেখাটির দু'পাশে দু'পক্ষের সমান খেলোয়াড় আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ভঙ্গিতে অবস্থান নেয়। খেলোয়াড়রা তার কোটবন্দির বাইরের সীমানায় যেতে পারে না। সমবয়সী সাত-আট বছরের শিশু থেকে কিশোর-যুবকরা এ খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। দুপক্ষের খেলোয়াড় সমান ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দলে পাঁচ থেকে দশ বারোজন পর্যন্ত খেলোয়াড় থাকে। এক বা একাধিক মধ্যস্থ থাকে। কোটের মাঝখানের রেখা থেকে দূরে নির্দিষ্ট স্থানে দু'পক্ষ পরস্পর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যস্থের বাঁশির আওয়াজের পর খেলা শুরু হয়। একপক্ষের একজন খেলোয়াড় তার সীমারেখা পার করে প্রতি পক্ষের খেলোয়াড়কে ছুঁতে চেষ্টা করার সময় এই ছড়া কাটে। বিপক্ষও তাকে নিজ সীমার ভেতর আটকে রাখার চেষ্টা করে। প্রতি পক্ষের কাউকে ছুঁয়ে আসতে পারলে যাকে ছোঁবে সেই খেলোয়াড় পচাইল অর্থাৎ আর খেলতে পারে না। যে প্রতিপক্ষের ঘরের খেলোয়াড়কে ছুঁতে গিয়ে নিজেই আটকা পড়ে যায় তাহলে 'পচাইল' অর্থাৎ উপস্থিত খেলার অযোগ্য বিবেচিত হয়। এভাবে কোনো পক্ষের সব খেলোয়াড় 'পচাইল' হলে বিপক্ষ এক বাজিতে জিতে।

চাড়া খেলার ছড়া

ছি কুত কুত কুতানি
লাইলী আমার মামানী
মজনু আমার ভাই
চিড়া কুইট্যা খাই।[১৫]

খেলার পদ্ধতি

মাটির উপর দাগ কেটে লম্বালম্বি ছয়টি ঘর করা হয়। ঘরগুলো এক্কা, দোক্কা, তেক্কা চৌক্কা, পাক্কা, ছক্কা নামে পরিচিত। এক বা একাধিক অর্থাৎ দুই থেকে চারজন খেলোয়াড় এ খেলা খেলে। প্রত্যেক খেলোয়াড় একজন একজন করে গোলাকার চাড়ার টুকরা দিয়ে খেলে থাকে। খেলার শুরুতে এক্কা ঘরের বাইরে সামনে দাঁড়িয়ে এক্কা ঘরে চাড়া ছুঁড়ে ফেলে। এক পায়ে ভর করে ছড়া কাটতে কাটতে এই চাড়া পায়ের ডগা দিয়ে এগিয়ে কোটের ভেতর দিয়ে পাঁচটি ঘর অতিক্রম করে। ছক্কার পরের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। এখানে দাঁড়িয়ে পেছন দিক না দেখেই চাড়া ঘরের দিকে ফেলে।

www.pathagar.com

একইভাবে ছড়া কেটে চাড়া পায়ের ডগা দিয়ে এগিয়ে যে ঘরে চাড়া পড়ে সেই ঘর জিতে ঘর ডিঙ্গিয়ে প্রতিটি ঘর পেরিয়ে বাইরে ফিরে আসে। বিশ্রাম, ঘর ছাড়া অন্য ঘরে দু'পা একত্রে মাটিতে পড়লে সে খেলোয়াড় খেলা থেকে বাতিল হয়ে যায়। একই পদ্ধতিতে সব খেলোয়াড় খেলে। প্রতিপক্ষ অন্য খেলোয়াড়ের জেতা ঘর ডিঙ্গিয়ে খেলবে। ঐ ঘরে চাড়া অথবা খেলোয়াড়ের পা পড়লে সে বাতিল হবে। অন্য খেলোয়াড়রা বিজিত খেলোয়াড়দের ঘর ডিঙ্গাতে না পারলে তার কাছ থেকে কিছুটা জায়গা কিনে নিয়ে ঐ জায়গায় পা ফেলে চলতে পারে। যে সবগুলো ঘর কিনবে সেই জয়ী।

আকাশের তিন তারা·খেলার ছড়া

আম পাতা লো কলসি
জাম পাতা লো কলসি
মাইয়া বিয়া দিবেননি
দেন দেন সাজাইয়া
টাকা পয়সা লাগাইয়া
টাকার উপরে দুধ-ভাত
কেমনে খাবি পরের ভাত
পরের মা মরলে
চোখের পানি পরলে।[১৬]

খেলার পদ্ধতি

চার থেকে দশজন খেলোয়াড় লাগে। একজন খেলোয়াড় হাত মেলে মাটিতে বসে। তাকে কাউ বলে। একজন করে খেলোয়াড় হাত মেলে মাটিতে বসে থাকা খেলোয়াড়ের পাশ দিয়ে ছড়া কেটে ঘুরতে থাকে। ঘোরার সময় যদি বসে থাকা খেলোয়াড়ের গায়ে হাতে ছোঁয়া লাগে সে মারা যাবে অর্থাৎ বসে থাকা খেলোয়াড় উঠে খেলবে। মারা যাওয়া খেলোয়াড় ঐ খেলোয়াড়ের জায়গায় বসবে। ছড়াটি আবৃত্তি শেষ হলেও খেলোয়াড় মারা না গেলে যে বসে থাকে সে ঐ খেলোয়াড়কে সাত জাতের সাতটি জিনিস আনতে বলবে। যে কোনো জিনিসের নাম বলতে পারে। বসে থাকা খেলোয়াড় অর্থাৎ কাউয়ের কথামতো ঐ জিনিসগুলো আনতে না পারলে তাকে কাউ হতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. আব্দুল বাতেন খান, বাবা : মৃত সবদর খান, মা : মৃত শাহেদা খাতুন, বয়স : ৯২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, ঠিকানা : গ্রাম : অলিপুরা, ইউনিয়ন : অলিপুরা, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৪.২০১৩।
২. এ বি এম মাহফুজুল হক, বাবা : মৃত হাজী মো. হাফিজুর রহমান, মা : আলহাজ্ব জাহানারা বেগম, বয়স : ৩৭, শিক্ষা : এমএ, ঠিকানা : গ্রাম : মনতলা, ডাকঘর: খিদিরপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।
৩. আব্দুল বাতেন খান, বাবা : মৃত সবদর খান, মা : মৃত শাহেদা খাতুন, বয়স : ৯২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, ঠিকানা : গ্রাম : অলিপুরা, ইউনিয়ন : অলিপুরা, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৪.২০১৩।

www.pathagar.com

৪. মেরিনা জাহান, বাবা : রাশেদ মানিক, মা : ফেরদৌসী বেগম, বয়স : ১৬, পেশা : ১ম বর্ষ, এইচএসসি, খিদিরপুর কলেজ, ঠিকানা : রামপুর, ডাকঘর : রামপুরবাজার, ইউনিয়ন : খিদিরপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।

৫. মেরিনা জাহান, বাবা : রাশেদ মানিক, মা : ফেরদৌসী বেগম, বয়স : ১৬, পেশা : ১ম বর্ষ, এইচএসসি, খিদিরপুর কলেজ, ঠিকানা : রামপুর, ডাকঘর : রামপুরবাজার, ইউনিয়ন : খিদিরপুর, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০১.০৮.১২।

৬. ইশরাত জাহান ইভা, বাবা : মৃত ইকবাল খান, মা : হাসিনা খান, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দ্বিতীয় শ্রেণি, তারিখ : ১৪, ০৩.১২।

৭. নাইমা আক্তার, বাবা : রফিকুল ইসলাম, মা : আনোয়ারা বেগম, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি, তারিখ : ১৪.০৩.১২।

৮. নাইমা আক্তার, বাবা : রফিকুল ইসলাম, মা : আনোয়ারা বেগম, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি, তারিখ : ১৪.০৩.১২, সময় : বেলা ১টা।

৯. নাইমা আক্তার, বাবা : রফিকুল ইসলাম, মা : আনোয়ারা বেগম, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি, তারিখ : ১৪.০৩.১২, সময় : বেলা ১টা।

১০. আকলিমা আক্তার, বাবা : ফায়েজউদ্দিন, মা : খোশেদা বেগম, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সপ্তম শ্রেণি, তারিখ : ০৩, ১২.১১।

১১. আকলিমা আক্তার, বাবা : ফায়েজউদ্দিন, মা : খোশেদা বেগম, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৩, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ সপ্তম শ্রেণি, তারিখ : ০৩, ১২.১১।

১২. সানজীদা হক বৃষ্টি, বাবা : আমিনুল হক মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, তারিখ : ০৩, ১২.১১।

১৩. মনোয়ারা বেগম, স্বামী : নজরুল ইসলাম, ঠিকানা : গ্রাম : ভাটেরচর, ডাকঘর : ভাটেরচর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এ, তারিখ : ০৭, ১২.১১।

১৪. তানজিনা আক্তার, বাবা : জয়নাল আবেদিন, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়নপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, তারিখ : ০৭, ১২.১১।

১৫. তানজিনা আক্তার, বাবা : জয়নাল আবেদিন, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়নপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, তারিখ : ০৭, ১২.১১।

১৬. তানজিনা আক্তার, বাবা : জয়নাল আবেদিন, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়নপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৩, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি, তারিখ : ০৭, ১২.১১।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

মিস্ত্রি/ছুতার

শিবপুর, রায়পুরা ও বেলাব উপজেলা আসবাবপত্র শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। রায়পুরা এলাকায় ৮/১০ টি মিস্ত্রি পরিবার বসবাস করে। তারা খাট, চকি, আলমারিয়া, চেয়ার-টেবিল, টিনের ঘরে কাঠের ফ্রেম ইত্যাদি আসবাবপত্র তৈরি করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে। বেলাব উপজেলার আমলাব, চর বেলাব, বেলাব, বটেশ্বর ইত্যাদি গ্রামে কয়েকশ মিস্ত্রি পরিবারের বাস। তারা খাট, পালংসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করেন।[১]

তাঁতি

নরসিংদীর খিদিরপুরে ৫০টি, রসুলপুরে ২০টি, দিঘিরপাড়ে ৪টি, চৈতাব গ্রামে ১টি, উত্তর বিরামপুরে ১০টি, হাজীপুরে ১টি, পাথরপাড়ায় ১টি, টাটাপাড়ায় ৩টি, শেখেরচরে ৫০টি, চরমাহমুদপুরে ৭টি, আমাদিয়ায় ৭/৮টি, বড়টেকে ৫/৬টি, নয়াপাড়ায় ২টি, বাইনাদিতে ১টি এবং গণেরগাঁওয়ে কয়েকটি তাঁতি পরিবার বাস করে। এসব পরিবার জাপানি তাঁতে উত্তরীয়, থ্রিপিস, শাল, গামছা, সাদা কাপড়, পাঞ্জাবি তৈরি করেন। পলাশ উপজেলার হাসনাহাটায় ১০টি, তালতলায় ৯০০টি এবং কেন্দাব গ্রামে ৭০০টি তাঁত পরিবারের বাস। এসব পরিবার তাঁতে জাজিমের কাপড়, তোশকের কাপড়, লেপের কাপড়, সোফার কাপড়, বিছানার চাদর, পর্দার কাপড় তৈরি করেন।[২]

জেলে

নরসিংদী সদরের বৌয়াকুড়ে ১০/১২টি হিন্দু সম্প্রদায়ের জেলে পরিবার বসবাস করেন। এদের অধিকাংশই এখন অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছেন। রায়পুরার বটতলী হাটি, শ্রীরামপুর এবং বৈকন্ঠীপুর গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের জেলেরা পূর্বপুরুষ থেকে এ পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। মাছ ধরা এবং বিক্রি করাই তাদের মূল পেশা। আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেক জেলে পরিবারই নিজ পেশা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন। এ এলাকার মেঘনা নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা গ্রাম মাঝেরচর, চানপুর, নদীয়চর, মুর্শিদাবাদে অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের জেলে পরিবার বাস করে। ৫০ বছর যাবৎ তারা এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বেলাব উপজেলার আমলাব গ্রামের বকুলতলায় ১টি জেলে পরিবারের বাস থাকলেও এখন মাছ ধরা পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন।[৩]

www.pathagar.com

কুমার

বেলাব উপজেলার চন্দনপুর পশ্চিমপাড়ায় ৮টি, সুটরিয়ায় ৪০টি কুমার পরিবার বাস করেন। শিবপুর উপজেলার জসরবাজারে ১৫টি এবং কামরাব গ্রামে ১৮টি কুমার পরিবারের বাস। এসব পরিবার মাটির নকশি পাতিল, দইয়ের পাতিল, ধুপতি, ব্যাংক, সরা, কলসি, খেলনা সামগ্রী ইত্যাদি তৈরি করেন।[৪]

তথ্যসূত্র

১. মেহেদী হাসান রিপন, বাবা : মৃত সিরাজ মিয়া, বয়স : ৪০, পেশা : সাংবাদিকতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এ, ঠিকানা : গ্রাম রায়পুরা থানাহাট, পোঃ রায়পুরা, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০২.০৩.১৩ ।

২. আমিনুল হক মিয়া, বাবা : নূর আহম্মেদ, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪২, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ এস সি, তারিখ : ০৩. ১২.১২।

৩. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : মৃত অনিতা রানি দাস, বয়স : ৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৯.০৩.১২।

৪. গন্ধেশ্বরী পাল, স্বামী : অবিনেশ চন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : কামরাব, ডাকঘর : কামরাব, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৪.১২.১১।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

শিশুর পেট ব্যথা

পেট ব্যথা নিরসনে মটকিলা পাতা, নিম পাতা, সিঙ্গার ফুল, শেফালী ফুলের পাতা একসাথে পিষে রস করা হয়। এই রসের সঙ্গে আদার রস ও সামান্য লবণ মেশানো হয়। গরম লোহা আগুনে পুড়িয়ে এই রসে ডুবিয়ে তুলে শিশুকে খাওয়ানো হয়। তিনদিন সকালে এক টেবিল চামচ রস খাওয়ালে পেট ব্যথা কমে যায়।[১]

মুখে ঘা

কয়েকটা বেলপাতা ছিঁড়ে এক পোয়া কাঁচা দুধে মেশানো হয়। জ্বাল দিয়ে ঘন করা হয়। মুখে ঘা হওয়া ব্যক্তি তিনবার কুলকুচি করে এই মিশ্রণটি খাবেন। বাকি থাকলে মুখ কুলকুচি করে মাটিতে ফেলে দিতে হবে। যে জায়গায় মিশ্রণটি ফেলা হয়, সেই জায়গা পাড়ানো যাবে না। ঐ ব্যক্তি একঘন্টা জল অথবা কোনো খাবার খেতে পারবেন না।[২]

বিষাক্ত পোকা মাকড়ের কামড়ের ক্ষত

যে স্থানে বিষাক্ত পোকামাকড় কামড় দেয় সেই ক্ষত স্থানে কচুল্যা (তেলাকুচ) পাতা, লতা ছেঁচে লাগানো হয়। সারাদিন ছেঁচা পাতা, লতা একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। তিন-চার দিন পর ঐ স্থান ফেটে বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায়।[৩]

তন্ত্র মন্ত্র

সমাজের মানুষের নানা লোক বিশ্বাসের কারণেই তন্ত্রমন্ত্রের উদ্ভব হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে যদিও এ সম্পর্কে কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। এরপরও কারো হাত-পা মচকালে, গলায় কাঁটা বিঁধলে, হাত-পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেলে নরসিংদী অঞ্চলে হাড় ভাঙ্গার মন্ত্র, হাত-পা মচকানোর মন্ত্র এখনো প্রচলিত রয়েছে।

গলায় কাঁটা বিঁধা

সামান্য সরিষার তেল হাতে নিয়ে গলায় হাতিয়ে দিতে দিতে–

সাত আলি পর্ব
উদ্ধল মূলের গাছ
উদা রান্ধে উদি খায়
আমার গলায় কাঁটা উজ্জলে[১]।[৪]

www.pathagar.com

এই মন্ত্রটি তিনবার মনে মনে আওড়িয়ে ফুঁ দিতে হবে। প্রথম দিন না নামলে তিন দিন এভাবে ফুঁ দিতে হবে।

হাড় ভাঙার মন্ত্র

কছকা মছকা[২] তারা দুই ভাই
হাড় মাংস জোড়া লাগাই
গাইনির[৩] তেল
ঘেনের কছকা হেনে গেল।[৫]

শরীরের কোনো স্থানের হাড় ভেঙে গেলে সরিষার তেল ও লবণ একসাথে মিশিয়ে ভাঙা স্থানে ডলে দেয়ার সময় এই মন্ত্রটি পড়ে ঝাড়ফুঁক করা হয়। হাড়ভাঙা চিকিৎসায় এই ছড়াটি প্রচলিত রয়েছে।

হাত-পা মচকান

সামান্য সরিষার তেল ও লবণ একসাথে মিশিয়ে -

কচকা ঝাড়া মচকা দিয়া
রামের হাতের তেল দিয়া
আমার ঝাড়ায় যেনের হাড্ডি
হেনে গিয়া জোড়া লাগে।[৬]

সন্ধ্যার সময় সরিষার তেল, লবণ একসঙ্গে মিশিয়ে মচকানো জায়গা মালিশ করে এই মন্ত্রটি তিনবার মনে মনে আওড়িয়ে ফুঁ দিতে হবে। তিনদিন এভাবে ডলে মন্ত্রটি আওড়িয়ে ফুঁ দিতে হবে। রবি ও বৃহস্পতিবার ঝাড়া যাবে না।

সামান্য সরিষার তেল ও লবণ একসাথে মিশিয়ে–

কচকি ঝাড়া মচকি দিয়াম
শ্যামের হাতে তেল হাত বুলাইলে
কচকি আমার গেল।[৭]

এই মন্ত্রটি তিনবার মনে মনে আওড়িয়ে মচকানো জায়গা ডলে ফুঁ দিতে হবে। মাগরিবের নামাজের আগে অথবা পরে তিনদিন এভাবে ডলে মন্ত্রটি আওড়িয়ে ফুঁ দিতে হবে। রবি ও বৃহস্পতিবার ঝাড়া যাবে না।

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. পেটের ভিতর, ২. হাড় ভেঙে যাওয়া/ আঘাত পাওয়া, ৩. কুলীন/ধাত্রী

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. আশালতা সাহা, স্বামী : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষক, ঠিকানা : গ্রাম : হেমেন্দ্র দাস রোড, পশ্চিম কান্দাপাড়া, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

২. ঐ।

৩. ঐ।

৪. নূরজাহান বেগম, স্বামীর নাম : মৃত সাত্তার মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব শাহ পাড়া, ডাকঘর : চর আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৬০, তারিখ : ০৩.১২.১১।

৫. ঐ

৬. ছালমা, স্বামীর নাম : রিয়াজ হোসেন, ঠিকানা : গ্রাম : পাটুলী, ডাকঘর. ধলিরপাড়, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী। তারিখ : ০৩.০৬.১১।

৭. সুমতি দাস, স্বামী : ফণিভূষণ দাস, মা : ব্রজেশ্বরী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ৩১.০৭.১২।

www.pathagar.com

ধাঁধা

নরসিংদী অঞ্চলের বেলাব উপজেলার শিক্ষিত ও সাধারণ লোকসমাজে ধাঁধার প্রচলিত নাম সিল্লুক এবং ধাঁধার উত্তর দেওয়াকে 'সিল্লুক ভাঙ্গানো' বলা হয়।

সিল্লুক লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। সিল্লুকের মূল বিষয় গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিষয়বস্তু। সিল্লুকে অবসর বিনোদন, বুদ্ধি বিকাশের সহয়িকা, শিক্ষা ও আনন্দ পাবার উৎস বিস্তারে ভাষার প্রাঞ্জল ব্যবহার, কবিত্ব– অর্থাৎ এক কথায় জ্ঞান অর্জনের বিশেষ দিকগুলো। যেমন– মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক দিকগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই অবসর সময়ে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বা কাজ করতে করতে গ্রামবাসীরা ধাঁধার মাধ্যমে জ্ঞান, বুদ্ধি, আনন্দ ও সামাজিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে একে অপরের বুদ্ধি যাচাই করে। এতে বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন হয়।

নরসিংদী অঞ্চলের ধাঁধাগুলোকে বিশ্লেষণ করে ১২ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. মানুষ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
২. দেশ
৩. ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান
৪. শাকসবজি ও ফলমূলাদি
৫. উদ্ভিদ ও ফসল
৬. প্রাণী ও প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
৭. পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য
৮. নিসর্গ ও প্রকৃতি
৯. পোশাক-পরিচ্ছদ
১০. ঘরবাড়ি ও পথঘাট
১১. তৈজসপত্র
১২. বাহন
১৩. পেশাজীবী
১৪. গণিত

মানুষ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

নরসিংদীর নারী-পুরুষ এবং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীর, হাত, চোখ, চোখের পাপড়ি, ঘাড়, জিহ্বা ইত্যাদি নিয়ে অসংখ্য ধাঁধা প্রচলিত রয়েছে।

১. আসিয়ানি নাই আসিয়া পাই
একবার হারালে আবার পাই
আরেকবার হারালে আর না পাই।[১]
উত্তর : দাঁত

www.pathagar.com

২. পাঁচ মরদে তুইল্যা দেয় বত্রিশ মরদের।[২]
উত্তর : ঘাড়

৩. লের লেইরা বুড়ি টাইন্যা নেয় ঘরঅ।[৩]
উত্তর : হাত, দাঁত, জিহ্বা

৪. এপাড়ের দূর্বাগুলি টলমল করে
সেপাড়ের দূর্বাগুলি নমস্কার করে।[৪]
উত্তর : চোখের পাপড়ি

৫. পাঁচ মরদে তুইল্যা দেয় বত্রিশ মরদের।[৫]
উত্তর : ঘাড়

৬. লের লেইরা বুড়ি টাইন্যা নেয় ঘরঅ।[৬]
উত্তর : হাত, দাঁত, জিহ্বা

দেশ

নরসিংদীতে দেশ বিষয়ক ধাঁধার প্রচলন রয়েছে। এসব ধাঁধায় শ্রীলংকাও রয়েছে।

৭. তিন অক্ষরের নাম তার
পাশাপাশি দেশ
প্রথম অক্ষর ছাইড়া দিলে
জাল[১] লাগে বেশ।[৭]
উত্তর : শ্রীলংকা

ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নরসিংদীতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন শরীফ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান রোজা বিষয়ক ধাঁধার প্রচলন রয়েছে।

৮. উত্তরথে আয়ে বুড়ি তেনা তুনা লইয়া
সেই বুড়ি কথা বলে দরবারে বইয়া।[৮]
উত্তর : কোরআন শরীফ

৯. বছরে আসে মাসে যায়
দিনে শুকায় রাইতে খায়।[৯]
উত্তর : রোজা

শাকসবজি ও ফলমূলাদি

নরসিংদী শাকসবজি চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। শাকসবজি ও ফলমূলাদি বিষয়ক ধাঁধার প্রচলন এখানে বেশি লক্ষ্যণীয়। এসবের মধ্যে রয়েছে সজনে, লালশাক. পেস্তা. কলা. শসা, বাঙ্গি, কলার ছড়া, মান্দাইল, আনারস, জাম্বুরা ইত্যাদি।

১০. উত্তরে চিলের বাসা
কোন কোন গাছের ফল কাঁচা।[১০]
উত্তর : পেস্তা

www.pathagar.com

১১. এক হাত লম্বা
ভিতরে কামরাঙ্গা।[১১]
উত্তর : সাজনা

১২. মামুর বাড়ি গেছিলাম
রক্ত দিয়া খাইছিলাম।[১২]
উত্তর : লালশাক

১৩. উনদা রইছে ধুন্দা লাইগা
বেজি চাইয়া রইছে
গাছের ফল গাছে লইছে
কষ পড়ে বাইয়া।[১৩]
উত্তর : কলা

১৪. মামুর বাড়ি আছিলাম
খেড় বিছাইয়া লইলাম।[১৪]
উত্তর : বাঙ্গি

১৫. মামুর বাড়ি গেছিলাম
লটকি দিয়া লইছিলাম।[১৫]
উত্তর : শসা

১৬. ষাইট কাপড়দা বানছে গাট্টি।[১৬]
উত্তর : কলার ছড়া

১৭. অগরের কন্যা নগরের বেশ
ছয় মাসের কন্যা নয় মাসের পেট।[১৭]
উত্তর : মান্দাইল

১৮. কান্দার উপর কান্দা
এই সিল্লুকটা যে না ভাঙ্গাইতে পারে হের নাড়ির হাঙ্গা।[১৮]
উত্তর : কলা

১৯. চাইর কোচে[২] দা গুণার বেড়া
মাইঝে একটা পুলিশ খাড়া।[১৯]
উত্তর : আনারস

২০. এ পাড় একটা ঢেউ
হে পাড় একটা ঢেউ
মাইঝে বইয়া লইছে
লাল মিয়ার বউ।[২০]
উত্তর : হাপলা[৩]

২১. উপরে তিতা মইধ্যে মিঠা
গোল গোবিন্দ দাস
এই সিল্লুক ভাঙ্গাইতে লাগে
সাড়ে তিন মাস।[২১]

www.pathagar.com

উত্তর : জাম্বুরা

২২. আরাতে উইঠ্যা পাত দেয় মুইত্যা।[২২]

উত্তর : লেবু

উদ্ভিদ ও ফসল

নরসিংদীর উদ্ভিদ ও ফসল নিয়েও ধাঁধার প্রচলন রয়েছে।

২৩. গাছটা হইছে আজারি
ধরে গজারি
ছিঁড়ে কাইল্যা জিরা।[২৩]
উত্তর : তিল

২৪. এক বেটার নাম হাবিস
গলা ভরা তাবিজ।[২৪]
উত্তর : সুপারি

প্রাণী ও প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

নরসিংদীতে জলচর, স্থলচর, আকাশচর এবং উভয়চর প্রাণী ও প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত ধাঁধাগুলো হলো :

২৫. উপরে হাঁস ভিতরে বাকল
এ সিল্লুক যে ভাঙ্গাইতে পার
হের বড় আক্কল।[২৫]
উত্তর : মুরগির ঘিলা

২৬. তিন অক্ষরের নাম তার
জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর ছাইড়া দিলে
শূণ্যে উড়াল পারে।[২৬]
উত্তর : চিতল মাছ, চিল

২৭. মামুর বাড়ি গেছিলাম
মামু আমাকে দেইখ্যা
দরজা বন্ধ কইর‍্যা ফালাইছে।[২৭]
উত্তর : শামুক

২৮. মামুর বাড়ি গেছিলাম
আমারে দেইহ্যা দোর দেলাইছে।[২৮]
উত্তর : শামুক

২৯. মামুর বাড়িতে গেলাম
মামু হইছে খালঅ
আমি হইছি ডালঅ।[২৯]
উত্তর : পোনা মাছ

৩০. আছিলাম[৪] মাডির[৫] তলে[৬]

www.pathagar.com

তুলছে বেককলে[৭]
ছুঁইছনা[৮] আমারে[৯]
নিবগা[১০] তরে[৩০]
উত্তর : কেঁচো

৩১. আমার বাংলা[১১]
তুমি কেন ভাঙ্গলা[১২]
আমি একটা চিমডি[১৩] দিলাম
তুমি কেন কানলা[১৪] ।[৩১]
উত্তর : মৌমাছি

৩২. দাম[১৫] বুডবুড[১৬] দাম বুডবুড দামের তলে[১৭] বাসা[১৮]
আড্ডি[১৯] নাই গুড্ডি নাই মানুষ খাইবার আশা ।[৩২]
উত্তর : জোঁক

৩৩. হামে আছে হুমি নাই
চোখ আছে পুতলি নাই
চাইয়া আছ তুমি
ভুখে মরি আমি ।[৩৩]
উত্তর : সাপ

৩৪. সাইজা পাইরা যায়গো বধূ
বীর পুরুষের কাছে
অর্ধেকখানি গেলে বধূ
মুখ দুনো জনের কালা
সব কানি গেলে দুনো জনের ভালা ।[৩৪]
উত্তর : শঙ্খ

পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য

পানি, ভাত, হাঁসের ডিম, খেজুরের রস নিয়ে ধাঁধা রয়েছে।

৩৫. ঠেনা দিলে ভাঙ্গেনা
টিপ দিলে ভাঙ্গে ।[৩৫]
উত্তর : ভাত

৩৬. হাত নাই পা নাই গড় গড়াইয়া যায়
চামড়া নাইগো পিঠে
সর্বলোকে খাই ।[৩৬]
উত্তর : পানি

৩৭. হলদি চাক চাক দুধের বর্ণ
এ সিল্লুক না ভাঙ্গাইতে পারলে গাধার জন্ম।
উত্তর : হাঁসের ডিম[৩৭]

www.pathagar.com

৩৮. মাইট্যা দুয়ানি কাঠের গাই
না দুয়াইয়া দুধ খাই।[৩৮]
উত্তর : খেজুরের রস

৩৯. কোন দেশে মাটি নেই।[৩৯]
উত্তর : সন্দেশ

নিসর্গ ও প্রকৃতি

নরসিংদীতে গাছলতা-পাতা নিয়ে অনেক ধাঁধার প্রচলন রয়েছে।

৪০. কাটলে সাথে সাথে বাড়ে।[৪০]
উত্তর : গাতা[২০]

৪১. পানির তলে মরিচ গাছ
টলমল করে
ঘইন্যা মাছে ঠুকুর দিলে
ঝরঝরাইয়া পড়ে।[৪১]
উত্তর : কুয়াশা

৪২. মামুর বাড়ি গেছিলাম
দৌড়াইয়া দিল।[৪২]
উত্তর : মেঘ

৪৩. এক তাল সুপারি গুণতে লাগে বেপারি।[৪৩]
উত্তর : আকাশের তারা

৪৪. সুফুল ফুইটা রইছে পারইয়া নাই
সুবিছনা পইরা রইছে শোয়াইনা নাই
সুমরা মইর‍্যা রইছে কান্দইনা নাই।[৪৪]
উত্তর : আকাশ, তারা, নদী

৪৫. এত বড় উঠানটা হুরোইয়া নাই
অতলা ফুল ছিট্যা রইছে
ধরইয়া নাই।[৪৫]
উত্তর : আকাশের তারা

৪৬. একটা খেড়ে সারা দুনিয়া বেড়ে।[৪৬]
উত্তর : চাঁদ

৪৭. উঠান টং টং বৈশাখের মাটি
বিনা হাচে পাতছে
এমন জগতি আছে কই?[৪৭]
উত্তর : চুন

৪৮. আল্লার আলমের নাই পারভেজের দোহানে নাই
ও আল্লা করলাম কি?
স্বামীরে আইলে দিয়াম কি?[৪৮]
উত্তর : শিলাবৃষ্টি

www.pathagar.com

পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক -পরিচ্ছদ বিষয়ক ধাঁধাও রয়েছে।

৪৯. হাত আছে পা নাই
গলা আছে মাথা নাই।[৪৯]
উত্তর : পাঞ্জাবি

৫০. রাস্তা দিয়া হাইট্যা যায়
আস্তা মানুষ গিল্যা খায়।[৫০]
উত্তর : জুতা

ঘরবাড়ি-পথঘাট

ঘরবাড়ি, পথঘাট বিষয়ক নানা ধাঁধার প্রচলন রয়েছে।

৫১. শুইতে গেলে দিতে হয়।[৫১]
উত্তর : দরজা

৫২. এহান থাইক্যা মারলাম ডালা
ডালা গেল গা গাঙ্গের তলা?[৫২]
উত্তর : রাস্তা

তৈজসপত্র

নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র নিয়েও ধাঁধার প্রচলন রয়েছে নরসিংদীতে।

৫৩. মার পেটের ভাইডা
নাড় ছুঁইয়া থাকে
কানে ধইর‍্যা মুচড়া দিলে
পাক দিয়া চাইয়া থাকে।[৫৩]
উত্তর : হারিকেন

৫৪. ছোট মোট পুস্করিণীটা
কোয়া[২১] ঝিকমিক করে
কোনো মাইর পুত নাই
নাইম্যা কৈ ধরে।[৫৪]
উত্তর : ভাতের ডেগ

৫৫. আঞ্চলা ঘাটঅ তাঞ্চলা পানি
তার মধ্যে হাত দিলাম আমি
এই সিল্লুকটা না ভাঙ্গাইতে পারলে
শ্বশুরবাড়ি না যাইত পারি।[৫৫]
উত্তর : চিলমচি[২২]

৫৬. এত বড় পুষ্কনিটা
কৈ এ বগ বগ করে।
এমনও মার পুত নাই
নাইমা কৈ ধরে।[৫৬]
উত্তর : ভাতের ডেগ

www.pathagar.com

৫৭. উঙ্গি গুঙ্গি বেড়ায় গুঙ্গি।[৫৭]
উত্তর : হুইচ[২৩]

৫৮. ও বেডা ঠ্যাঙ ঠ্যাঙ
হাতঅ লইলে কত দেন।[৫৮]
উত্তর : মাটির পাইল্যা পাতিল

৫৯. একটা খেড়ে ঘরটা বেরে।[৫৯]
উত্তর : হ্যারিকেন

৬০. ঘরের উপর ঘর
তলে পইরা মর।[৬০]
উত্তর : মশারি

বাহন

যাতায়াতে যানবাহন ব্যবহার নিয়েও ধাঁধা রয়েছে।

৬১. লাল কার্ড লিল[২৪] কার্ড
হইলদা[২৫] কার্ডের জোড়া
এই জোড়া না ভাঙ্গাইতে পারলে
হউর[২৬] বাড়ি চুরা[২৭]।[৬১]
উত্তর : পালকি

পেশাজীবী

নরসিংদীতে বিভিন্ন পেশার লোকের বাস। পুলিশ, কোতোয়াল, চুড়িওয়ালি ইত্যাদি পেশা নিয়ে রয়েছে নানা ধাঁধা।

৬২. ভিনদেশ আইল নাইড়া ঢহের বেটি
হাতঅ দিল টিপ
দিয়া সারলে আমারও ভালা তোমারও ভালা।[৬২]
উত্তর : গাইন বেটি[২৮]

৬৩. রাজার পুত কুত্তালের নাতি।[৬৩]
উত্তর : কোতায়াল

৬৪. আইছে জামাই নিব ঝি
কাইন্দা কাইট্যা করমু কি?[৬৪]
উত্তর : পুলিশ

গণিত

গণিত বিষয়ক ধাঁধার প্রচলনও রয়েছে এখানে।

৬৫. ছাগলে দেয় পোয়া পোয়া
বৈষে[২৯] দেয় পাঁচ সের
গরু দেয় এক সের।[৬৫]
উত্তর : ২০ জীব, ২০ সের দুধ। অর্থাৎ ১৬ ছাগলে ৪ কেজি দুধ, তিন মহিষে ১৫ কেজি দুধ, এক গরুতে ১ কেজি দুধ।

www.pathagar.com

৬৬. বিষ মান্দাইল বিষ পিঁপড়া
পাঁচ কামড়ি।[৬৬]
উত্তর : ৪৫টা পিঁপড়ার নাম

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঝাল, ২. পাশে, ৩. শাপলা ফুল, ৪.ছিলাম, ৫.মাটির, ৬.নিচে, ৭.কমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, ৮.স্পর্শ না করা, ৯.কেঁচো, ১০.নিয়ে যাবে, ১১. বাসা/মধুর চাক, ১২. ভেঙ্গে ফেলা, ১৩. হুল ফুটানো, ১৪. কাঁদা, ১৫. পানির মধ্যে থাকা আবর্জনা, ১৬. বুদবুদ, ১৭.নিচে, ১৮. বাসস্থান, ১৯. হাড়, ২০. গর্ত, ২১. পিকদানি, ২২. কৈ মাছ, ২৩. সুঁই, ২৪. নীল, ২৫. হলুদ, ২৬. শ্বশুর, ২৭. চোর, ২৮. চুড়িওয়ালা, ২৯. মহিষ।

তথ্যদাতা

১. সুরভী, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০৭.১২.১১

২. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : অনিতা রানি দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫২, তারিখ : ১৭.০৩.১২

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. ঐ

৬. ঐ

৭. আফরোজা আক্তার, পিতা : আবু সাঈদ, মা : অজুফা, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, তারিখ : ০৫.১২.১১।

৮. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : অনিতা রানী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫২, তারিখ : ১৭.০৩.১২।

৯. রোশানা, স্বামী : সাদেক মিয়া ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৩৫, তারিখ : ০৭.১২.১১।

১০. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : অনিতা রানী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫২, তারিখ : ১৭.০৩.১২।

১১. আমেনা খাতুন, স্বামী : মৃত ফুল মাহমুদ, মা : মৃত চিনিমা, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১।

১২. শেফালী রানী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১।

www.pathagar.com

১৩. আমেনা খাতুন, স্বামী : মৃত ফুল মাহমুদ, মা : মৃত চিনিমা, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৭৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৫.১২.১১।
১৪. শরীফা, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ : ০৭.১২.১১
১৫. ঐ
১৬. ঐ
১৭. আফরোজা আক্তার, পিতা : আবু সাঈদ, মা : অজুফা, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ২০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, তারিখ : ০৫.১২.১১।
১৮. ঐ
১৯. ঐ
২০. ঐ
২১. শেফালী রানী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ : ০৫.১২.১১।
২২. ঐ
২৩. ঐ
২৪. সানজীদা হক বৃষ্টি, বাবা : আমিনুল হক মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : আমলাব, ডাকঘর : আমলাব, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১১, শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রি, তারিখ : ০৩.১২.১১।
২৫. ঐ
২৬. ঐ
২৭. জামেনা খাতুন, স্বামী : মো. আব্দুল আলী, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৬০, তারিখ : ০৭.১২.১১।
২৮. ঐ
২৯. ঐ
৩০. ঐ
৩১. ফুলমেহের, স্বামী : শহীদুল ইসলাম, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ২৮, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৩২. ঐ
৩৩. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : অনিতা রানী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫২, তারিখ : ১৭.০৩.১২।
৩৪. শরীফা, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৩৫. হৃদয়, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৩৬. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : অনিতা রানী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫২, তারিখ : ১৭.০৩.১২।
৩৭. ঐ

www.pathagar.com

৩৮. হৃদয়, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ১২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, সংগ্রহের তারিখ : ০৭.১২.১১
৩৯. ঐ
৪০. শরীফা, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৪১. ঐ
৪২. ঐ
৪৩. ঐ
৪৪. ঐ
৪৫. ঐ
৪৬. ঐ
৪৭. ঐ
৪৮. ঐ
৪৯. ঐ
৫০. ঐ
৫১. জামেনা খাতুন, স্বামী : মো. আব্দুল আলী, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৬০, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৫২. ঐ
৫৩. মাহমুদা বেগম, স্বামী : আদিল মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ২৫, সংগ্রহের তারিখ : ০৭.১২.১১
৫৪. ফুলমেহের, স্বামী : শহীদুল ইসলাম, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ২৮, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৫৫. ঐ
৫৬. ঐ
৫৭. ঐ
৫৮. ঐ
৫৯. ঐ
৬০. ঐ
৬১. মনোয়ারা বেগম, স্বামী : আবুল হাসিম মাস্টার, ঠিকানা : গ্রামঃ পাটুলী, ডাকঘর : ধলিরপাড়, উপজেলাঃ বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, তারিখ : ১০.০৯.১১।
৬২. ঐ
৬৩. ঐ
৬৪. দেবশ্রী দাস, স্বামী : ঠাকুর দাস, মা : অনিতা রানী দাস, ঠিকানা : গ্রাম : বৌয়াকুড়, ডাকঘর : নরসিংদী সদর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৫২, তারিখ : ১৭.০৩.১২।
৬৫. ঐ
৬৬. ঐ

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

নরসিংদী জেলার 'প্রবাদ' শিঙ্গার নামে পরিচিত। শিঙ্গারে এ উপজেলার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর সামাজিক অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। প্রবাদ একটি সর্বজনীন শিল্প। এই শিল্পের মাধ্যমে কোনো সত্য তথ্যকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। যা চিরন্তন অর্থাৎ বাক্যের গাঁথুনি, ছন্দ, মাধুর্য, শব্দের চয়ন, অলংকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে লোকমনে বিস্তার লাভ করে। প্রবাদে থাকে প্রচ্ছন্ন পরামর্শ, মানব জীবনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন।

১

আড়ার পানি খাড়ার[১] পানি
মাদাইরার[২] কুয়ার পানি খাইতে বড় স্বাদ।[১]

অর্থ : কাছের জিনিসের মূল্যায়ন না করে দূরের জিনিসের মূল্যায়ন করেছিল। কিন্তু তা না পেয়ে কাছের জিনিসকে নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

২

আদা কইলে গাধা বুঝে
ভাইঙ্গা কইলে বলদে বুঝে।[২]

অর্থ : এমন কথা আছে যা ভেঙে বললে বোকা ব্যক্তিও বুঝতে পারে।

৩

এ বাড়িত বারা বানে
হে বাড়িত বারা বানে
ঢেহুনির ঝি
আমি যদি হাঙ্গার লাইগ্যা যাই
হইয়া যায় গা ফুলজান বিবির ঝি।[৩]

অর্থ : নিজের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করায় অন্যরা এ নিয়ে উপহাস করে।

৪

টুকুনিকো মই
তোমার কাছে দুঃখের কথা কই?
মা মরছে ছোট্টবেলা বাপে করছে বিয়া
আয় পুরান পুরাণরে
তুষের আগুন দিয়া
হতাই মা ভাত দিছে
তিনটা মুসকি[৩] দিয়া।[৪]

অর্থ : সৎ মা সতীনের সন্তানকে অবহেলা অনাদরে বড় করে তোলে।

www.pathagar.com

৫

হাওয়াত নাই লাই
বাইন্না[৪] বাইত[৫] যাই।[৫]

অর্থ : যদি কেউ সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বিলাসিতা, দম্ভ ও অহংকার করে, তাদেরকে লজ্জা দিতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

৬

মার পোড়ায় না
মারানির[৬] পোড়ায়

অর্থ : সন্তানের জন্য মায়ের চেয়ে অনাত্মীয়ের বেশি স্নেহ ভালোবাসা দেখালে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।[৬]

৭

কেউঅইর[৭] নাম রামচরণ
কেউঅইর নাম জৈয়া
কেউঅইর করব ফালাফালি[৮]
কেউঅইর রইব বইয়া।[৭]

অর্থ : পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময় আচরণ করে থাকে।

৮

মারফতে ফুলের কলি
শরিয়তে সরাজরি
তরিকতে নবীর বাড়ি
হক[৯] কতা[১০] কইলে।
মাতাত বারি।[৮]

অর্থ : সত্যি কথা বলায় অনেকসময় সৎ ব্যক্তির উপরেই বিপদ নেমে আসে।

৯

একটা মাইয়া লোকের আডারডা[১১] কলা[১২]
যেইডা[১৩] দেহি হেইডা[১৪] অই ভালা
কোন কলাডা গোপনে?[৯]

অর্থ : একজন নারীর আঠারটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গটি অদৃশ্য থাকে তার ইঙ্গিত বহন করছে। আর সেই অদৃশ্য সম্পদ হিসেবে বোঝানো হচ্ছে তার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনাকে।

১০

এই ঘরে কে ঢুকিল
আগে তালাশ[১৫] কর
দেহের পাখি[১৬] উনড়া[১৭] গেলে
আপন অনব[১৮] পর।[১০]

www.pathagar.com

অর্থ : মানুষের উচিত আগে নিজেকে চেনা। কারণ মৃত্যুর পর আপনজনও পর হয়ে যায়।

১১

নিজেকে নিজে চিন
পরে চিন নিরঞ্জনকে[১৯]।[১১]

অর্থ : নিজেকে আগে চেনার পর সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে হবে বোঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১২

বাইই[২০] গোস্ত
অর্থ ছাড়া দোস্ত।[১২]

অর্থ : টাটকা মাংস খেতে খুবই সুস্বাদু লাগে। বাসি মাংসের স্বাদ কমে যাওয়ায় খেতে মজা লাগে না। বন্ধুর ক্ষেত্রে বলা যায়, যে বন্ধুর টাকাপয়সা নেই সে বন্ধুর আপ্যায়নে অর্থ খরচ করতে পারে না। তার বন্ধুত্ব বাসি মাংসের মতোই বিস্বাদ লাগে।

১৩

অনন্ত পর্ব লীলা বুঝ্‌ন বড় দায়
কত রঙের কত খেলা খেলান বিধান বায়।[১৩]

অর্থ : বিধাতা পৃথিবীতে নানারকমের খেলা খেলছে। যা বোঝার সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই। অথচ তার নির্দেশেই মানুষ চলছে।

১৪

সোনাতে ময়লা পরে
পাততরে ঘষলে পড়ে
দেখবে সোনা কোন জিলাজে ধরে।[১৪]

অর্থ : স্বর্ণ ময়লার আবরণে ঢাকা পরলেও তা ঘষলে সাথে সাথে চকমক করে ওঠে। মানুষও তাই। বিজ্ঞ ব্যক্তি যত সাধারণ জীবনযাপনই করুক না কেন তার বিজ্ঞতার বহির্প্রকাশ ঘটবেই।

১৫

শ্রাবইন্না ধারা ঘরঅ ভাত নাই
দোয়ারঅ[২১] পাড়া।[১৫]

অর্থ : শ্রাবণ মাসে অবিরত বৃষ্টির কারণে গৃহস্থ ঘর থেকে বেরুতে পারে না। হাটবাজারও তেমন বসে না। কিন্তু ঘরে খাবার না থাকায় খাবারের সন্ধানে গৃহস্থকে ঘর থেকে এই বৃষ্টির মধ্যে বেরুতেই হয়।

১৬

দিয়া ধন বুঝে মন
কাইড়া নিতে ক[illegible]ণ।[১৬]

www.pathagar.com

অর্থ : ঈশ্বর মানুষকে ধনসম্পদ দিয়ে তার মন পরীক্ষা করেন। তার দান মানুষ মানব কল্যাণের কাজে ব্যয় করছে নাকি অহংকারবশে অন্যকে পীড়িত করছে। এরকম অহংকারীকে ঈশ্বর ধনসম্পদ দিয়েও কেড়ে নিতে পারেন।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গর্ত. ২. অন্য ব্যক্তি, ৩. খোটা/ গালি. ৪. স্বর্ণকার, ৫. বাড়ি, ৬. অনাত্মীয়, ৭. অন্য ব্যক্তি, ৮. লাফালাফি, ৯. সত্যি, ১০. কথা, ১১. আঠারটি, ১২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ১৩. যাহা, ১৪. তাই, ১৫. সন্ধান, ১৬. আত্মা, ১৭. উড়ে, ১৮. হব, ১৯. সৃষ্টিকর্তা, ২০. বাসি, ২১. দরজা।

তথ্যদাতা

১. ফাতেমা খাতুন, স্বামী : নুরু মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০৭.১২.১১।
২. শরীফা, স্বামী : সুরুজ মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৩. রোশানা, স্বামী : সাদেক মিয়া, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৪. জামিনা খাতুন, স্বামী : মো. আব্দুল আলী, ঠিকানা : গ্রাম : বটিবন্দ, ডাকঘর : নারায়ণপুর, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ০৭.১২.১১।
৫. সীমা সুলতানা, স্বামীর নাম : মাসুদুজ্জামান, গ্রাম : ভাবলা, ডাকঘর : ভাবলাবাজার, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৮.০৭.১১।
৬. নাম : সীমা সুলতানা, স্বামীর নাম : মাসুদুজ্জামান, গ্রাম : ভাবলা, ডাকঘর : ভাবলাবাজার, উপজেলা : বেলাব, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৮.০৭.১১।
৭. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, পিতা : আনছর আলী ভূঁইয়া, বয়স : ৭৫, ঠিকানা : গ্রাম : জয়মঙ্গল, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১০.০৭.১১।
৮. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, পিতা : আনছর আলী ভূঁইয়া, বয়স : ৭৫, ঠিকানা : গ্রাম : জয়মঙ্গল, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১০.০৭.১১।
৯. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, পিতা : আনছর আলী ভূঁইয়া, বয়স : ৭৫, ঠিকানা : গ্রাম : জয়মঙ্গল, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১০.০৭.১১।
১০. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, পিতা : আনছর আলী ভূঁইয়া, বয়স : ৭৫, ঠিকানা : গ্রাম : জয়মঙ্গল, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১০.০৭.১১।
১১. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, পিতা : আনছর আলী ভূঁইয়া, বয়স : ৭৫, ঠিকানা : গ্রাম : জয়মঙ্গল, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১০.০৭.১১।
১২. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, পিতা : আনছর আলী ভূঁইয়া, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, ঠিকানা : গ্রাম : জয়মঙ্গল, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী। তারিখ : ২০.০৭.১১।

www.pathagar.com

১৩. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, পিতা : আনছর আলী ভূঁইয়া, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, ঠিকানা : গ্রাম : জয়মঙ্গল, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী। তারিখ : ২০.০৭.১১।

১৪. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, পিতা : আনছর আলী ভূঁইয়া, বয়স : ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, ঠিকানা : গ্রাম : জয়মঙ্গল, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী। তারিখ : ২০.০৭.১১।

১৫. মনোয়ারা, পিতা : আক্কাস আলী পণ্ডিত, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৬০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, গ্রাম : গণ্ডারদিয়া, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৮.০৮.১১।

১৬. সাবিকুন্নাহার, পিতার নাম : আলাউদ্দিন, পেশা : ছাত্রী, বয়স : ১৯, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ এসসি, ঠিকানা : গ্রাম : কাহেতেরগাঁও, উপজেলা : মনোহরদী, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ০৭.০৬.১১।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

নরসিংদী জেলার মানুষেরাও ব্যবহারিক জীবনে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে জড়িত। বিয়ে, সাধভক্ষণ এ ধরনের কোনো আচার-অনুষ্ঠানে বিধবা, বন্ধ্যার অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার প্রচলন রয়েছে। আটখুড়ো লোকের আঁতুড় ঘর নির্মাণ করা নিষেধ রয়েছে।

আঁতুড় ঘর

প্রসবের সময় আঁতুড় ঘর নির্মাণ নিয়ে অনেক লোকবিশ্বাস রয়েছে। যার সন্তান মারা গেছে এমন পুরুষ দিয়ে আঁতুড় ঘর নির্মাণ করা হয় না। ওই ঘরের কোনো জানালা থাকে না। ছোট্ট একটা দরজা থাকে। যাতে বাইরের আলো ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।[১]

বন্ধ্যাত্ব

সন্তান হবে না এমন নারীকে নরসিংদী এলাকায় বাজা বলা হয়। শুভ কাজে অমঙ্গল হবে এই আশঙ্কায় তাদের দিয়ে বিয়ের কোনো আচার-অনুষ্ঠানে এয়োর কাজ করানো হয় না। আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেয়া হয় না। এলাকায় কথিত রয়েছে, বাজা নারীর মুখ দেখে যাত্রা করলে অমঙ্গল হয়।[২]

সাধভক্ষণ

নরসিংদী এলাকায় গর্ভবতীকে নয়মাসে পাঁচ পদের তরকারি, পায়েস দিয়ে থালা সাজিয়ে সাধ দেয়ার প্রচলন রয়েছে। পাঁচ এয়োর সঙ্গে এক থেকে দু'জন ছেলে শিশু গর্ভবতীকে পায়েস খাইয়ে মিষ্টিমুখ করায়। যে নারীর সন্তান মারা গেছে তাকে সাধের কোনো জিনিস ছুঁতে দেওয়া হয় না। গর্ভবতীকে মিষ্টিমুখ করাতে অংশ নিতে দেয়া হয় না। সাধের আচার অনুষ্ঠানে মৃত সন্তানের মাকে অংশ নেয়াকে অশুভ ধরা হয়।[৩]

শীল-ধোপার মুখ দর্শন

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সকালে ঘুম থেকে উঠে শীল (নাপিত) ও ধোপার (কাপড় ধোয়) মুখ দেখলে অশুভ মনে করা হয়। তাদের মুখ দেখে যাত্রা করলে যাত্রা অমঙ্গল ধরা হয়।[৪]

শিশু দেরিতে কথা বললে মুখে সীসা দেয়া

শিশু তো তো উচ্চারণ করলে, কথা বলতে না পারলে তার মুখে সীসা দিয়ে রাখা হয়। কখনো কখনো গলায়ও সীসা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। নরসিংদী এলাকায় লোকবিশ্বাস রয়েছে, শিশুর মুখে কিছুদিন সীসা দিলেই দ্রুত কথা বলতে শেখে।[৫]

www.pathagar.com

শিশুর পেট ব্যথা করলে

শিশুর পেট ব্যথা করলে একটি পানে সরিষার তেল মাখিয়ে অশুভ দৃষ্টিকে সরে যাওয়ার কথা বলে তিনবার ফুঁ দেয়া হয়। ফুঁ দেয়া পান শিশুর পেটে মালিশ করে উনুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পান চটপট শব্দ হলে ধরে নেয়া হয় শিশুর কারো চোখ লেগেছে। পানের বদলে পাঁচ/সাতটি শুকনো মরিচ একইভাবে ফুঁ দিয়ে উনুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। শুকনো মরিচ পোড়ার সময় নাকে ঝাঁজ না লাগলে অথবা কোনো গন্ধ না বের হলে ভাবা হয় শিশুর কারো কুদৃষ্টি লেগেছে।[৬]

কালো বিড়াল রাস্তা কাটলে

কোথাও আসা-যাওয়ার পথে পায়ে হেঁটে বা গাড়ির সামনে কালো বিড়াল হেঁটে গেলে যাত্রা অশুভ ধরা হয়। কোনো বিপদ ঘটার আশঙ্কা করা হয়।[৭]

কাক ডাকলে

ভর দুপুর এবং সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে কাক কা কা শব্দে ডাকলে বাড়ির অমঙ্গল হয়। কাকের কা কা শব্দকে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে দেখা হয়।[৮]

বিয়েতে বিধবার মুখ দর্শনে অযাত্রা

বর-কনের আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ, জলাভরণ, বরযাত্রা, কুঞ্জে গমন, কনের শ্বশুরবাড়িতে গমন ইত্যাদি সময়ে বিধবা মুখ দেখলে যাত্রা অশুভ বলে ধরা হয়।[৯]

বরযাত্রার সময় বরের কড়ে আঙ্গুলে মায়ের কামড়

ছেলে বিয়ে করতে যাওয়ার সময় ঘর থেকে বের হওয়ার আগ মুহূর্তে মা ছেলের কাইয়্যা (কড়ে) আঙ্গুলের নখে তিনবার কামড় দেয়। যাতে তার সন্তানের বিয়ে করতে যাওয়ার পথে কোনো বিপদ না হয়। খারাপ বাতাস বা কারো কুদৃষ্টি না লাগে। বিয়ে নির্বিঘ্নে দোষহীনভাবে হয়।[১০]

তথ্যদাতা

১. আশালতা সাহা, স্বামীর নাম : মৃত রণজিৎ কুমার সাহা, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : সেলাই শিক্ষিকা, ঠিকানা : ১৭ পশ্চিম কান্দাপাড়া, সদর রোড, নরসিংদী, তারিখ : ২৫.০৯.১৪।
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. ঐ

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

নরসিংদী জেলায় অনেক লোকের বাস। তাদের মধ্যে রয়েছে কামার-কুমার, তাঁতি-জেলে, কৃষক। এ এলাকার মানুষের তৈজসপত্রের চাহিদা পূরণের জন্য কুমার মৃৎশিল্পের কাজে হাতিয়ার বইল্যা, পিটনা, মুছি, পারা, পইন, তাওয়া, চাক, হাইট, কাঠের তক্তা, হাতাইল, নেতানো, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে জাপানি তাঁত, জ্যাকেট, সুতার বিম, টানা ব, সিলট, সানা, নরদ, মাকু, চরকা ইত্যাদি। কৃষিক্ষেত্রে নিরানি, কাস্তে, কোদাল, মাছ ধরার জন্য পলো, কাঠ কাটার করাত ও হাতুরি ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত হাতিয়ার

মৃৎশিল্পে বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহারের পাশাপাশি বেলাব এলাকায় চাকের ব্যবহারও করা হয়।

বইল্যা

মাটির তৈরি। এর আকৃতি পিরামিডের মতো। উপরের অংশ গম্বুজের মতো। মাটি ছেঁচার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। পারায় মাটির দলা রেখে বইল্যা দিয়ে ছেঁচে ডাইস তৈরি করা হয়। বইল্যা তিন রকমের।

পিটনা-১

কাঠের তৈরি। এর আকৃতি উপরের অংশ চারকোনা। লম্বা সাড়ে ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩ ইঞ্চি। নিচের অংশ গোলাকার। নিচের গোলাকার অংশ ধরে উপরের অংশ দিয়ে ডাইসে রাখা মাটির দলা বারি দিয়ে মসৃণ করা হয়।

পিটনা-২

কাঠের তৈরি। এর মুখ গোল। মাটি বারি দিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

মুছি

মাটির তৈরি। ছোট্ট গোলাকার। মাঝখানটা সামান্য ঢালু। পালিশ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

পারা

মৃৎশিল্প তৈরিতে সাত রকমের পারা ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি মাটির তৈরি।

বড় পারা

দেখতে বড় গামলার মতো। পাতিল, মটকি, রাইঙ্গ, বড় মুখওয়ালা পাতিল, কলসি তৈরির ডাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর উপর মাটির দলা রেখে হাতের সাহায্যে বস্তুর আকার তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

মাঝারি পারা

দেখতে সরা গামলার মতো। কলসির ডাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাম হাত দিয়ে পারা ঘুরিয়ে ডান হাতে কলসি তৈরি করা হয়।

ছোট পারা

ছোট পাতিল, দইয়ের হাঁড়ির ডাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গোলাকৃতি পারা

মাটির তৈরি। এর আকার গোলাকৃতি, মাঝখানে গভীর। ডাইল্যা, দইয়ের হাঁড়ি তৈরির ডাইস হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

কাঠের তক্তা

কাঁঠাল কাঠের তক্তা। সোজা তক্তা লাগে। তক্তার উপর পারা বসিয়ে ডাইস করা হয়।

তাওয়া

মাটির তৈরি। গোল সরার মতো। তাওয়া বানানোর ডাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হাইট

মাটির তৈরি। দেখতে সিনাইয়ের (ঝিনুক) মতো। এটি ২ ইঞ্চি লম্বা এবং গভীরতা ১ ইঞ্চি। পালিশের কাজে ব্যবহার করা হয়।[১]

পইন

মৃৎশিল্প পোড়ানোর চুল্লির অথবা তন্দুর। পইনের উপরের অংশের আধা ডিসিমিল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এর চারদিকে গোল। মাঝখানে একটু ঢালু। পইনের নিচে গর্ত লম্বায় দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, প্রস্থ ৩ ফুট। চুলার মুখের সামনের অংশ বাঁশ দিয়ে ফাঁকা রাখা হয়। এর ৪ ফুট দূরত্বে মূল পইনের মুখ। এই মুখ দিয়ে লাকড়ি ঢুকানো হয়। লাকড়ি ঢুকানোর মুখের দৈর্ঘ্য লম্বায় ৩ ফুট, প্রস্থ ১ ফুট। পইনের উপরের গোল অংশে মাটির তৈরি ৬০০/৭০০ দ্রব্যসামগ্রী থরে থরে সাজানো হয়। এর চারপাশে প্রায় ১৫ থেকে ২০ মন লাকড়ি সাজিয়ে দেয়া হয়। দ্রব্যসামগ্রীর উপর খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এর উপর যে কোনো মাটির প্রলেপ দেয়া হয়। প্রলেপের নিচের অংশে মাঝে মাঝে ফাঁকা রাখা হয়। ৬ ঘন্টা উনুন ধরানো থাকে। পইনের মুখে জিগলা অথবা লাকড়ি দিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। উপরের মাটির প্রলেপ পুড়ে মাটি পড়ে যায়।[২]

হাতাইল

কাঠের তৈরি। এর আকৃতি চারপাশটা গোল। মাঝখানটা একটু খাদা। হাতাইলে মাটির দলা রেখে পিটনা দিয়ে পিটাতে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

নেতানো

একটি পাত্রে কাপড় ভিজিয়ে ডাইসে তৈরি মৃৎশিল্পটিকে নেতানো হয়।

চাক

এটি দেখতে গরুর গাড়ির চাকার মতো। কাঁঠাল কাঠ আর মাটির তৈরি। চাকার ঘের এঁটেল মাটির তৈরি। ভেতরে গোল তক্তা কাঁঠাল কাঠের তৈরি। এই তক্তার উপর মাটির বড় দলা (১০ থেকে ১৫ কেজি) রাখা হয়। মাটির দলার মাঝখানে একটি সরু বাঁশ দিয়ে জোরে ঘুরাতে হয়। হাতের আঙ্গুল দিয়ে নকশা তৈরি করা হয়। আঙ্গুলের নিশানা একটু হেলে গেলে জিনিসের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

বাঁশের কাঠি

এটি ৩ ইঞ্চি লম্বা গোলাকৃতির চিকন বাঁশ। এর মাথায় কড সুতা বাঁধা থাকে। এটি মৃৎশিল্পের বস্তুসামগ্রী মসৃণ, নকশা এবং চাকের মাটি থেকে দ্রব্যটি আলাদা করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ১০ থেকে ১৫ কেজি মাটির মণ্ড চাকে বসিয়ে হাতের আঙ্গুলের কৌশলে ব্যাংক, ঠুলি, জগ, বালতি, কলসি, তৈরি করা হয়। মণ্ড থেকে মৃৎপাত্রগুলো তৈরি করতে বাঁশটি ব্যবহৃত হয়। আলাদা করতে বাঁশের মাথায় কড সুতাটি ব্যবহার করা হয়।

দইয়ের পাতিল

এটি মাটির তৈরি। সরা তৈরির ডাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দইয়ের পাতিল উপুড় করে পারার মধ্যে বসানো হয়। উপুড় করা অংশে মাটির রুটি রাখা হয়। রুটির চারপাশ এবং মাথায় আলাদা লম্বা মাটির দলা লাগিয়ে বাম হাত দিয়ে পারা নেড়ে ডান হাতে একটি ছোট কাপড়ের টুকরা দিয়ে সরার কিনারের নকশা এবং সরার মাথার আকৃতি তৈরি করা হয়।[৩]

বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত হাতিয়ার

হস্তচালিত তাঁত দু'ধরনের। একটি ঠকঠকি তাঁত বা কুমোর তাঁত। দ্বিতীয়টি জাপানি তাঁত। নরসিংদী উপজেলায় এখন জাপানি তাঁতের ব্যবহার দেখা যায়।

জাপানি তাঁত

শক্ত পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় ফ্রেম বা খাঁচা। লোহার কাঠ ব্যবহার করা হয়। এরপর ময়ূর কাঠ সংযোজন করে এর ওপর নানা ধরনের নকশা করে সৌন্দর্য বাড়ানো হয়। এর প্রস্থ চার ফুট, উচ্চতা সাড়ে চার ফুট। এর দু'পাশে লোহার গোল চাকা থাকে। এটি হুইল চাকা নামে পরিচিত। এর পরের অংশের নাম দপ্তি। এটি লম্বায় ৭ থেকে ৮ ফুট। সিটের দড়ি ডান হাতে টেনে বাম হাতে দপ্তি টানা হয়। এর উপর দিয়ে মাকু চলাচল করে। নিচের অংশ হলো পাদানি। দু'পায়ে চেপে ব উঠানামা করায়।

www.pathagar.com

জাপানি তাঁতের অন্যান্য অংশগুলোর মধ্যে তানা প্যাঁচানোর নরদ, কাপড় প্যাঁচানোর নরদ, সানা ব ও কাটা পাত।

নরসিংদীর নরসিংদী উপজেলার মাধবদী ইউনিয়নের টাটাপাড়া গ্রামের তাঁতশিল্পী সাদেক আলী মিয়ার মতে, কথিত রয়েছে, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের আব্দুল হালিম ১৯৪৭ সালের পর জাপান থেকে দেশে ফিরে আসেন। জাপানে তিনি দশ বছর পাওয়ারলুমে কাজ করেন। দেশে ফেরার সময় তিনি জাপানি তাঁত যন্ত্রটির নকশা কাগজে এঁকে আনেন। এখানে তিনি যন্ত্রটি তৈরি করেন। সেই যন্ত্রে তিনি সাদা কাপড় তৈরি করতেন। তার কাছ থেকে অন্য তাঁতিরাও জাপানি তাঁতের যন্ত্রটি তৈরি করা শেখেন।[৪]

নরসিংদীর সাংবাদিক এ. কে ফজলুল হক-এর মতে, জাপানি কল তৈরিতে যারা নিপুণ-হস্ত ছিলেন তাদের মধ্যে আড়াইহাজারের গোপালদী গ্রামের কুলখ চন্দ্র সূত্রধর, নরসিংদীর মাধবদী ইউনিয়নের মাধবদী গ্রামের সন্তোষ সূত্রধরের নাম উল্লেখযোগ্য।

জ্যাকেট

অলংকরণ তৈরির যন্ত্র। এটি দেড় ফুট গর্জন কাঠের তৈরি ফ্রেম। এর উপর চারকোনা লম্বা আকৃতির লোহার পাঞ্জা স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়। এর মধ্যে ১৮৪ থেকে ২০০ পর্যন্ত ছিদ্র থাকে। এর ফাঁকে ফাঁকে হুক ডাঙ্গি লাগানো থাকে। সামনের অংশে হুক কাঠ এবং স্যালেন্ডার বসানো থাকে। এর দু'পাশে লোহার দা ও কোনি লাগানো। হুক কাঠ এবং স্যালেন্ডারে মালা অর্থাৎ ডিজাইনের জ্যাকেট বসানো হয়। জাপানি তাঁতের সরাসরি উপরে জ্যাকেটটি ঝুলন্ত রড়ে সেটিং করা হয়। টানা ও জ্যাকেটের সঙ্গে মাঝখানে জালা সুতা লাগানো হয়। এই সুতা জ্যাকেটে ডিজাইন তুলতে সহযোগিতা করে। এই জ্যাকেটের উপর আরেকটি অনুরূপ ছিদ্রযুক্ত লোহার পাত দিয়ে আটকিয়ে দেয়া হয়। এই ছিদ্র পরিমাণ একটি বাটাল দিয়ে হাতুরির সাহায্যে ছিদ্র করা হয়। এভাবে নকশা অনুযায়ী ৩০০ থেকে ১ হাজার পর্যন্ত মালা বানানো হয়। এরপর বারো কড সুতা দিয়ে দু'পাশে সেলাই করে জোড়া লাগানো হয়।[৫]

কাগজের টিস দিয়ে তৈরি হয় এই মালা। টিসে অলংকরণ অনুযায়ী মালা তৈরি করা হয়। শাড়ির নকশার অলংকরণে এই জ্যাকেট ব্যবহৃত হয়। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের সুলতানসাদী গ্রামের নিরঞ্জন সাহা নামে এক ব্যক্তি জাপানে পাওয়ারলুমে কাজ করতেন। ১৯৫৮ সালের দিকে তিনি জাপান থেকে দেশে ফিরে আসেন। জাপানি তাঁতে তৈরি কাপড়ের অলংকরণের মালার মাধ্যমে কাপড়ে নকশা তৈরির কাজে জ্যাকেট ব্যবহৃত হয়। জ্যাকেটের কাজ হলো অলংকরণের মালাটি জ্যাকেটের মাধ্যমে ঘুরানো। যার ফলে কাপড়ে নকশা তৈরি হয়। তিনি ৫০টি অলংকরণ করেন। প্রথম দিকে তিনি নিজের পছন্দমতো নকশায় শাড়ি তৈরি করতেন। পরবর্তীতে জাপানের সংগৃহীত ডিজাইনে শাড়ি তৈরি করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি ভারতে চলে যান। তার কাছ থেকে যারা এই অলংকরণ রপ্ত করেছিলেন তারা অলংকরণ মাস্টার হিসাবে পরিচিত।

www.pathagar.com

নরসিংদীর রসুলপুর গ্রামের অলংকরণ মাস্টার নজরুল ভূঁইয়া বলেন, স্বাধীনতার আগে ঢাকার মিরপুর ১১ নম্বরের আইউব মাস্টারের কাছে তিনি জ্যাকেটে নকশা তৈরি শেখেন। প্রথমে জ্যাকেটে তাঞ্চি ডিজাইন (লতা, গোলাপ পাতা), ব্রকেট (লতাপাতা), মহারানী (শাপলা, গোলাপ ফুল, লতাপাতা), স্বর্ণকাতান (আম, পুতি ডিজাইন), জামদানি (বিভিন্ন ধরনের ফুল), টাইটানিক (বড় পুল, ছোট ছোট পুতি, গলার হার, কানের দুল) ইত্যাদি নকশা করেন। একটি শাড়িতে তিনটি মালা লাগে। এক. পাটবিল-শাড়ির সামনের অংশ, দ্বিতীয়. আঁচল এবং তৃতীয়. শাড়ির বডি। একটি অলংকরণের মালা তৈরি করতে তিন-চারদিন সময় লাগে। অলংকরণটি তৈরি করতে একদিন সময় লাগে।[৬]

সুতার বিম

লম্বা চিকন গোলাকৃতি পাইপকে সুতার বিম বলে। এর মধ্যে সুতা প্যাঁচানো থাকে। কমপক্ষে ৩০টি কাপড়ের সুতা প্যাঁচানো হয়। ডান হাতে সিটে দড়ি এবং বাম হাতে দপ্তি টানার গতিতে সুতার বিম ঘুরে। সিটের দড়ি উপরে বাঁশের সঙ্গে লাগানো থাকে।

টানা ব

কাঠ দিয়ে তৈরি গরুর চাকার মতো তিনটি ফ্রেম। তিনটি চাকার মাঝখানে একটি লম্বা রড দিয়ে যুক্ত করা হয়। দু'পাশে দুটি কাঠের পিলারের উপর এই লম্বা রডটি বসানো থাকে।

সিলট

কাঠের তৈরি। দুটি লম্বা কাঠের তক্তার মাঝখানে ৪০০টি বাঁশের শলা আটকানো থাকে। প্রতিটি শলার মাঝখানে তিনটি সমান দূরত্বে ছিদ্র থাকে। নলির সুতা সিলটের শলার ভিতর দিয়ে সানার ভিতর দিয়ে ডামে প্যাঁচানো হয়। বাঁশের তিনটি জোয়া, সুতার বোয়া, রডের শিক, জিরো কড ইত্যাদি থাকে। এক টানায় ৫ হাজার ৬ শত নলির সুতা সিলটে শলার ছিদ্র দিয়ে সানার ছিদ্রে ঢুকিয়ে ডামে প্যাঁচানো হয়। সুতার প্রতিটি নাল একটি ছিদ্র দিয়ে দুটি শলার ফাঁক দিয়ে ঢুকাতে হয়। এরপর সানার পাতির ফাঁক দিয়ে ঢুকাতে হয়। পুরো সুতা গুছিয়ে আটি করে ডামি আটকানো হয়। এটা সুতা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। এরপর ডাম থেকে নরদে সুতা প্যাঁচানো হয়। নরদ থেকে ঘুরিয়ে টানা বানানো হয়।[৭]

সানা

লোহার তৈরি। লম্বায় সাড়ে ৪ ফুট, উচ্চতা ৫ ইঞ্চি। সানার দৈর্ঘ্যের দু'পাশে দুটি রডের মাঝখানে চিকন চিকন লোহার তার লাগানো থাকে। এই তারের ভেতর কানডুল দিয়ে রিংয়ের বরার থেকে সানার তারের ভিতর ঢুকানো হয়। কাঠের ফ্রেমের বামপাশে চিকন লম্বা রড খাড়াভাবে বেঁধে দেয়া হয়। সানার দু'পাশে স্টিলের পাত। মাঝখানে গ্রেফি। এই গ্রেফির মাঝখান দিয়ে সুতা আসা যাওয়া করে। এটি টানা ব'র সঙ্গে সংযুক্ত

www.pathagar.com

করা হয়। এর কাজ কাপড়ে জাপ তোলে বোয়া এবং সানার কাজ হচ্ছে কাপড় বুননের সময় সুতা বা কাপড় চাপানো।[৮]

নরদ

উপরে কাঠ ভেতরে লোহার পাইপ দিয়ে তৈরি। পাইপটি ৩ ইঞ্চি মোটা, লম্বায় ৬ ফুট। এর দু'পাশে চিকন রড লাগানো থাকে। ডাম মাস্টার নরদে সুতা প্যাঁচানোর কাজ করে। ডাম থেকে ২০ হাত দূরে দুপাশে দুটি বাঁশের উপর নরদ রাখা হয়। একজন বাম পাশের নরদের লোহার হাতল লাগিয়ে ঘোরায় সুতা প্যাঁচানোর জন্য। সানা দিয়ে সুতা ছড়ানো হয়। ডাম মাস্টার ডামে সুতা প্যাঁচানোর কাজটি করে। একটি সুতা বিম করতে সময় লাগে দুই থেকে চার ঘন্টা।

মাকু

কাঠের তৈরি। মাকু দেখতে উপুড় হওয়া নৌকার মতো। দুপাশের মাথায় স্টিলের গম্বুজের মতো লাগানো থাকে। মাকুর মাঝখানটা ফাঁকা থাকে। ফাঁকার মাঝখানে একটি লোহার রড লাগানো থাকে। যা কাঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে। লোহার রডে সুতার নলি ভরা হয়। সুতা একপাশ থেকে আরেক পাশে স্থানান্তর করার কাজে মাকু ব্যবহৃত হতো।

নাগা

কড সুতার তৈরি। উপরে জ্যাকেট এবং নিচে টানার উপর পর্যন্ত থাকে। বোয়ার সঙ্গে যাতে নাগা মিশে না যায় এজন্য টানার উপর চিকন একটি গোলাকৃতি রড রাখা হয়। এই রডের পিছনে নাগা নামানো থাকে। ডান পা পাদানিতে দিয়ে উপরে নিচে করা হয়। পাদানির পেছনে দুটি মোটা রশি বাঁধা থাকে। এই রশি জ্যাকেটের উপর কাঠের তক্তার সঙ্গে বাঁধা থাকে।[৯]

চরকা

কাঠের তৈরি। নলিতে সুতা ভরনির যন্ত্র। নিচে তিনটি কাঠের পাটাতনের উপর গরুর গাড়ির চাকা অথবা পাখার মতো বসানো থাকে। চরকা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম চরকি। চরকি বাঁশের তৈরি। উপরে নিচে বৃত্তাকারে চিকন পাখা। যা পাকানো শক্ত সুতা দিয়ে আটকানো। এই চরকির মধ্যে সুতার লাচ্ছি স্থাপন করে সুতার এক প্রান্ত চরকায় স্থাপিত টাক্কায়। লোহার তৈরি দুই মাথা রড লাগানো নলিতে বেঁধে চরকা ঘুরালে নলি সুতায় ভরে যায়। এছাড়া চরকার সাহায্যে সুতা পাকানো হয়। চরকা সুতার নলি ভরার কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্যাডেল

কাঠের তৈরি। নকশাবিহীন কাপড় তৈরিতে দুটি এবং বেঁকি কাপড় তৈরিতে চারটা প্যাডেল লাগে। কাপড়ের নকশা বেশি হলে প্যাডেলও তত বেশি লাগে। দু'পায়ের মাধ্যমে প্যাডেল চালানো হয়।

www.pathagar.com

ডবি

এটি কাঠের তৈরি। কাপড়ে ডিজাইন করার যন্ত্র। কাপড়ে ছোট নকশায় এটি ব্যবহৃত হয়। ডবির বেংলায় নাইলনের ডরি ১ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫টি কাঠিতে বেঁধে কাপড়ে নকশা করা হয়। নকশা বেশি হলে নাইলনের ডরি কাঠিতে নকশা অনুযায়ী বেশি বাঁধতে হয়।[১০]

কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

নিরানি

জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় নিরানি। কাঠের বাট লাগানো অংশের সামনের ভাগে লোহার প্লেটের সঙ্গে ঈষৎ বাঁকানো লোহার অংশ লাগানো থাকে।

কাস্তে

ফসল কাটার জন্য কাস্তে ব্যবহার করা হয়। লোহার ধারালো পাতলা প্লেটের নিম্নপ্রান্তে কাঠের বাট বা হাতল লাগানো থাকে।

কোদাল

কৃষিক্ষেত্র এবং মৃৎশিল্পের মাটি তৈরিতে কোদাল ব্যবহৃত হয়। তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা বাঁশের সামনের অংশে একটি লোহার চওড়া প্লেট লাগানো থাকে।

মাছ ধরার প্রযুক্তি

পলো

পলো মাছ ধরার যন্ত্র। বাঁশের তৈরি। এটি দেখতে গোলাকৃতি। ওপরের অংশ সরু থেকে অল্প অল্প করে নিচের অংশের ব্যাসার্ধ বেড়েছে। দৈর্ঘ্য তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট।[১১]

কাঠের আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

করাত

কাঠ কাটার জন্য করাতের ব্যবহার করা হয়। করাত দু'রকমের। গাছ কাটার জন্য বড় করাত। আসবাবপত্র তৈরির জন্য ছোট করাত ব্যবহার হয়। এটি ধারালো লোহার প্লেট দিয়ে তৈরি।

হাতুরি

আসবাবপত্র তৈরিতে হাতুরি ব্যবহৃত হয়। হাতুরির সামনের অংশ গোলাকৃতি। এর পেছনের অংশ ফাঁকা। এর মধ্যে গোলাকৃতি সরু কাঠ লাগিয়ে হাতল তৈরি করা হয়।[১২]

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. সুকুমার পাল, বাবা : সত্যেন্দ্র পাল, মা : রেনু বালা পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসর, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৪২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষরজ্ঞান, তারিখ : ০১.১১.১১।

২. সাবিত্রী পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসর, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০১.১১.১১।

৩. রেনু বালা পাল, স্বামী : সত্যেন্দ্র পাল, ঠিকানা : গ্রাম : জসর, ডাকঘর : জসর, উপজেলা : শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০১.১১.১১।

৪. সাদেক আলী মিয়া, বাবা : কলিমউদ্দিন মিয়া, মা : তারাবন বিবি, বয়স : ৫১, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষরজ্ঞান, পেশা : শাল কারিগর, ঠিকানা : গ্রাম : টাটাপাড়া, ডাকঘর : মাধবদী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, তারিখ : ১৭.০৮.১১।

৫. হাজী মুহম্মদ জসিমউদ্দীন, বাবা : মৃত হাজী মুহম্মদ ইন্নত আলী, মা : মোসাম্মৎ আমেলা খাতুন, বয়স : ৫২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, পেশা : উদ্যোক্তা, ঠিকানা : গ্রাম : শেখেরচর, ডাকঘর : শেখেরচর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৭.০৮.১১।

৬. আব্দুল সামাদ মুন্সী, বাবা : মৃত ফৈজুদ্দীন, মা : মৃত নবীজা, বয়স : ৬৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষরজ্ঞান, পেশা : গামছা শিল্পী, ঠিকানা : গ্রাম : পাথরপাড়া, ডাকঘর : মেহেরপাড়া, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৭.০৮.১১।

৭. রোকেয়া বেগম, স্বামী : আব্দুল সামাদ মুন্সী, মা :, বয়স : ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : সুতা রং করা, নলি ভরনি, ঠিকানা : গ্রাম : পাথরপাড়া, ডাকঘর : মেহেরপাড়া, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৭.০৮.১১।

৮. সুফিয়া বেগম, স্বামী : আব্দুল লতিফ, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : নলি ভরনি, ঠিকানা : গ্রাম : পাইকারচর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৭.০৮.১১।

৯. মো. মহিদুর রহমান, বাবা : মেহের মুনশী, মা : নূরজাহান বেগম, বয়স : ৩০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সাক্ষরজ্ঞান, পেশা : কাতান শাড়ির কারিগর, ঠিকানা : গ্রাম : হাজীপুর, ডাকঘর : হাজীপুর, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৪.০৩.১২।

১০. মো. ছানাউল্লাহ, বাবা : মৃত মফিজউদ্দিন, মা : মৃত আমেনা বেগম, বয়স : ৭৭, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কাতান শাড়ির উদ্যোক্তা, ঠিকানা : গ্রাম : হাজীপুর, ডাকঘর : হাজীপুর, উপজেলাঃ নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৫.০৩.১২।

১১. মো. জাকির হোসেন, বাবা : মো. দুলাশ মিয়া, মা : জাহানারা, বয়স : ৩০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : জামদানি শাড়ির কারিগর, ঠিকানা : গ্রাম : রসুলপুর, ডাকঘর : পঞ্চবটী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৫.০৩.১২।

১২. মো. মালু মিয়া, বাবা : মৃত নেয়ামত আলী, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : জামদানি শাড়ির কারিগর, ঠিকানা : গ্রাম : রসুলপুর, ডাকঘর : পঞ্চবটী, উপজেলা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী, তারিখ : ১৫.০৩.১২।

www.pathagar.com

লোকভাষা

নরসিংদী অঞ্চলের লোকভাষায় 'স' এবং 'শ' এর স্থলে 'হ' অক্ষরের ব্যবহার লক্ষণীয়। নরসিংদীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত আঞ্চলিক শব্দের তালিকা।

রান্দি - রান্না
গাঁতার - গর্ত
আইছাল - সামনে
হাঁতর - সাঁতার
পিন্দা - কাপড় পরা
হরী - শাশুড়ি
গাঙ্গ - নদী
ইয়ালের - কুয়াশা
সুরুজ - সূর্য
চেং - চেয়া মাছ
ছালি - ছাই
কাঁঠালের আলি - কাঁঠালের বিচি
চান - চাঁদ
হুইতা - শুইয়া
হুনে - শুনে
সাই - যুবক
ছোডি - আঁতুর ঘর
আঙ্গাইও - তোলা
হান্দাইছে - ঢুকেছে
চাউরটা - চাকু
হুনছুস - শোনা
মাতাত - মাথা
তত - সারা দুনিয়া
সিম আলি - সিমের বিচি
আগরি কলাপাতায় - কলাপাতার মাইজ
সুমাই কলা - কবরি কলা
বত্রিরা - যতজন পূজায় অংশ নেয়
উখের - আখ
জোকার - উলুধ্বনি
হিজা - ধানের শীষ
পাল্লার - ঘরের মাঝখানের পিলার
গঙ্গী - গঙ্গা
আলা - আতপ চাউল

www.pathagar.com

আড়ক - ভোগ
ডুগা– পোয়া পিঠা
গাইলে - কাহিল চিয়া
পাখাইলে - চুলা
পইন - ছিদ্র করা পাতিল
বাঘেনো - বিচা কলা
উইছা - টেলে
গুয়ামুড়ি - সব
খালগুটা - গরমমশলা
ঘুটন - নাড়া
চইড়া - চামচ
ভুইত্যা - বড়
আগুন - অগ্রহায়ণ
পরথমে - প্রথমে
চইল্যা টইল্যা - চলেফিরে
জত্তিশ - জ্যোতিষ
গণাটনা - ভবিষ্যদ্বাণী করা
জি-পুত - ছেলেমেয়ে
নাশ - শেষ / নষ্ট করা
শুইন্যা - শোনে
টেহা - টাকা
বাউরাইল্যায় - দুষ্ট
আইম - ঘুম
জুন - জন
আইজ্যা - আজকে
আড়ুনি - চাপ
কিরুম - কেমন
অস্তিক - পর্যন্ত
হুমানে - সব
নাদেং নাদেং - আনন্দিত
জিব্রাইল - আল্লার দূত
কামে - কাজে
হুহুম - হুকুম
পডরদা - ঝটপট
গুড়ি - ভাগ্য
স্বীহার - স্বীকার
বেজুইত্তা - অস্বাভাবিক দুষ্ট
বিফদে - বিপদে
চিলুক্কার - চিৎকার
উদদূরে - এতক্ষণে
লইরা - নড়াচড়া
মানু - মানুষ

www.pathagar.com

ছুরুত - চেহারা
আশলীর - গলা
খড়মড়া - চটি জুতা
উপ্তে - ইচ্ছা করে
পুত - ছেলে
হরো - ছোট
আটখুরা - নিঃসন্তান
সিংখ্যা - সংখ্যা
সাঁতুর - সাঁতার
ঠাইবুর - ঠাঁই সাঁতার
ধইরার - অথৈ পানি
থুরাক্ষুণ - অল্পক্ষণ
ফারাক - দূরে
হুহরের - শূকরের
থাফাদা - অকস্মাৎ ধরা
চাহু - চাকু
পুবেদা - পূর্ব দিক দিয়ে
জব - গলা কাটা
এলহা - একা একা
পাংলা - ওলট-পালট হওয়া
মালুক - অখাদ্য
বয় - গন্ধ
আনছেন - এনেছেন
গোসা - রাগ
আলিককি - অলুক্ষণে
আত্তলিত - আড়াল
ফাই - রগের দিগে
হুরিয়া - ঝাড়ু দিয়ে
ইছিমডা - জাদু
ধুরের - কণ্ঠনালি
লাহাইন - মত
হাইনজালা - সন্ধ্যা
ততা - গরম
কালহার লাই - গতকাল যিনি ছিলেন তিনিই তো
জেওর - গয়না
খুঁত - দাগ
হুমান - সমান
রাও - কথা
কেম্বে - কিভাবে
বর্মার - ভয়ংকার অভিশাপ
হউর - শ্বশুর
হউরি - শাশুড়ি

www.pathagar.com

হাইঙ্গাবেলা - সন্ধ্যাবেলা
নাইম্যা - নেমে
চেত - রাগ
চাননী - চাঁদ
হুইন্যা - শুনে
পাহালের - চুলা
খাড়ো - দাঁড়াও
রইত - রাত
লডটা - গোছা
হতীন - সতীন
পাইলা পুইলা - লালন-পালন
গতর - শরীর
হেষে - শেষে
বাইন্দা - বাঁধা
বানে -বৃষ্টি
রইদে - রোদ
গুয়া - সুপারি
বুচ্চর - ঘুরে
বুইদা - বড়
আলফাজগুলি - মামলা-মোকদ্দমা
গরদদা - তাড়াতাড়ি
হেবারা - অপর পাশে
আল্লা জাল্লা - বাহিরের অপ্রত্যাশিত মানুষ
ঘরের মুখি - দিগে
ছালি - ছাই
দাইয়া - দ্রুত
পইরম - পোশাক
করোরে - খারাপ
গাইলে - কাইল
চেখাইট - চিহা
গুয়া - সুপারি
কাজ্খে - কাঁখে
আঁকি - চোখ
পিন্দনে - পরনে
মোটুক - বিয়ের টোপর অর্থাৎ মুকুট
হরষিত - আনন্দিত
রোদ্রিতে - রোদ
জোকার - উলুধ্বনি
রান্ধা - রান্না
জাল - ঝাল
গাতা - গর্ত
বৈষে - মহিষ

www.pathagar.com

কোয়া - কৈ মাছ
গাইন বেটি - চুড়িওয়ালি
লিল - নীল
হইলদা - হলুদ
হউর - শ্বশুর
চুরা - চোর
চিলমচি - পিকদানি
হুইচ - সুঁই
কোচে - পাশে
হাপলা - শাপলা ফুল
কইতে - বলতে
হেউড়া - শেওড়া
বাড়ে - বৃদ্ধি
চালুনদা - ঝাঁঝর
আছিলাম - ছিলাম
মাডির - মাটির
তলে -নিচে
বেক্কলে - কমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ
ছুঁইছনা - স্পর্শ না করা
নিবগা - নিয়ে যাবে
বাংলা - বাসা/মধুর চাক
ভাঙ্গলা - ভেঙে ফেলা
চিমডি - হুল ফুটানো
কানলা - কাঁদা
দাম - পানির মধ্যে থাকা আবর্জনা
বুডবুড - বুদবুদ
আড্ডি - হাড়
খাড়ার - গর্ত
মাদাইরার - ব্যক্তি
মুসকি - হাসি
কতা - কথা
আডারডা - আঠার
কলা - অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
যেইডা - যাহা
হেইডা - তাই
তালাশ - সন্ধান
নিরঞ্জন - সৃষ্টিকর্তা
বাহই - বাসি
দোয়ার - দরজা
মছকা - হাড় ভেঙে যাওয়া
উজ্জলে - পেটের ভিতর
গাইনি - কুলীন/ধাত্রী

www.pathagar.com

চার কানি - জমির মাপ-২০ গন্ডা = এককানি
দিশা - বুঝতে পারা
বাদাম - পাল
লায়েক - উপযুক্ত
বেত্তমিজ - বেয়াদব
চৈতাল - আজেবাজে কথা
ডেইতারে না - ডিঙানো যায় না
বাউ - বাতাস
আক্কারছে - হা করা
নানতা - বমি
খাডে - পছন্দ
লুভায় - বদমাশ
ছাওয়াল - বিয়ের সম্মতি
লউ - রক্ত
গোয়ামুড়ি - কোকড়া চুল
হাইছাদা - ঘরের পেছনের দিক
উজাইছে - বৃদ্ধি
কাজদা - কাটা
নিশান - রঙিন কাগজ
ঘরতে - পেট হতে
ছেরা - ছেলে
বাইচ্ছা - যাচাই বাছাই করে
রাকছে - রেখেছে
বেফারী - উপাদী
সদাঘর - বংশ উপাদী
টিপদা - চাপ দিয়ে
লেদা - পায়খানা/গোবর
মেরামেরী - ভেড়াভেড়ি
নজালি - ব্যক্তির নাম
হাঙ্গা - বিয়ে
বুইদদার - ব্যক্তির নাম
ঠিহাদা - ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া
নাও - নৌকা
ঝুম্মুর - ঝুমঝুম শব্দ করে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে
পিছের - পিছনের
নাও ছইয়া - ছইওয়ালা নৌকা
ভিততে - ভিতরে
কেজ - কে
মনির -কনের বাবা/জনৈক ব্যক্তি
কেরে - কেন
মাইয়া - কনে/নতুন বউ
কান্দ - কাঁদা

www.pathagar.com

দূরই - দূরে
দূরইতেতে - দূর হতে
আইয়েন - আসেন
উঁসটা - লাথি দেওয়া
কাঁডল - কাঁঠাল
পাকনা - পাকা
টুহা - ঠুলি
নাইল্ল্যা - পাট
কাইল্লা - কালো
দুইডা - দুটি
ডুপি - ঘুঘু পাখি
বেইচ্ছা - বিক্রি করে
দগলা - একটু
কাঁকই - চিরুনি
বুইত্যা - বড়
পাইসা - পয়সা
বাইন্ধা - বেঁধে
সলুদ - হলুদ
আরচন - আচড়ানো
ছেইবাইন বেইবাইন - পাড়ার মেয়ের দল
রোদন - কান্না
কেওর - দরজা
বেশর - নাকফুল
আহার - চুলা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি